ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

শ্লোক অন্বয় অনুবাদ শঙ্করাচার্য্য-শ্রীধরস্বামী ও বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-কৃত টীকা ঐগুলির বাঙ্গলা তাৎপর্য্য এবং শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যকৃত মিতভাষ্য ও পুষ্পাঞ্জলি নামক বিস্তৃত স্বারসিক-ভাষাব্যাখ্যা-সমন্বিত।

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

ভারতীয়-শাস্ত্র-পরিষদ্
১০।২ ঠাকুরক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৫৲
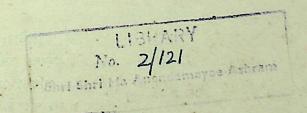
প্রকাশক :—
শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য
ভারতীয়-শাস্ত্র-পরিষদ্
১০।২ ঠাকুরক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমোনমঃ॥
অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥

প্রিণ্টার—
শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র সেন
সবিতা প্রেস
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গীতাপাঠ-প্রণালী

নিত্যকর্ম্ম সমাপ্য প্রণবেন প্রাণায়ামং কৃত্বা গুর্ব্বাদিকং প্রণম্য ন্যাসং কুর্য্যাৎ তদ্‌যথা—

করন্যাস।

ওঁ অস্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাপাঠমন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—ইতি বীজম্, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—ইতি শক্তিঃ, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—ইতি কীলকম্, শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ'—ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।' 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ'—ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।' 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ'—ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্।' 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"—ইত্যনামিকাভ্যাং হুং।' 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ'—ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।' 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ'—ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।'

অঙ্গন্যাস।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ'—ইতি হৃদয়ায় নমঃ।' 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ'—ইতি শিরসে স্বাহা।' 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ'—ইতি শিখায়ৈ বষট্।' 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ'—ইতি কবচায় হুম্।' 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ'—ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।' 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ'—ইতি অস্ত্রায় ফট্।' ততোধ্যাত্বা পূজয়িত্বা চ প্রণমেৎ, যথা—

ধ্যানং

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥

প্রণাম মন্ত্রাঃ—

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ১
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ২
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৩
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥৪
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা।
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥৫
পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসংবোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥৬
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৭
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥
ওঁ নরারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

———

নিবেদন
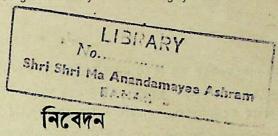
বিশ্বে জীবমাত্রেরই ইহাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত লালসা যে আমি যেন নিরঙ্কুশ শান্তি ও নিরতিশয় আনন্দে সর্ব্বদা উল্লাসিত হইয়া থাকিতে পারি, কেবল উপদ্রবের নিবৃত্তি হইলেই লোক পূর্ণতা বোধ করে না, তাহারও উপর আরও কিছু চায় যাহা না হইলে তাহার পূর্ণতা লাভ হয় না দেখিতে পাওয়া যায় যখন লোক রোগে বা অন্য কোন উপদ্রবে আক্রান্ত থাকে তখন তাহার বিলাসে বা ব্যসনে কিছুমাত্র স্পৃহা থাকে না, সে কেবল রোগ ও উপদ্রবের নিবারণের জন্যই প্রয়াস করিতে থাকে, কিন্তু যখন রোগ ও উপদ্রবের শান্তি হইয়া যায় তখন আর সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, সুস্বাদু খাদ্য আহার করিবার জন্য, নৃত্য গীতাদির উৎসবে যোগ দিবার জন্য, স্বর্ণ রৌপ্য ও ভূসম্পদ্ প্রভৃতি আহরণের জন্য, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া প্রীতিকর গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার জন্য অথবা বন্ধুগণকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুকাদি মনোহর কার্য্য করিবার জন্য স্বাভাবিক বাসনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াই থাকে, এবং গাঢ় নিদ্রার সময় যখন কোন জ্ঞানই থাকে না তখন সুখ ও দুঃখ কিছুরই অনুভব হয় না, মৃতের মতই থাকে, শ্রুতিও বলিয়াছেন "বিনাশমেবাপীতো ভবতি"—বিনাশকেই প্রাপ্ত হয়।—'ন কস্যচন বেদ' কিছুই জানিতে পারে না।

তাই বলিয়া কেহ সর্ব্বদা নিদ্রিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না, অতএব দুঃখশূন্য হইয়া থাকাই লোকের কাম্য নহে তাহার উপরেও সুখ-সম্ভোগই বিশেষ কাম্য হইয়া থাকে, অতএব দুঃখশূন্য হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করাকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়, বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি তার্কিকগণ কেবল দুঃখনাশকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া বলা হইয়া থাকে—

"বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং বৃণোম্যহম্। নতু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ আমি সুন্দর বৃন্দাবনে শৃগাল হইয়া থাকাও বরং কামনা করি তথাপি নৈয়ায়িকের মুক্তি কিছুতেই চাই না। আর বৈষয়িক ক্ষণভঙ্গুর সুখেও লোক পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, দেখিতে পাওয়া যায় প্রাণতুল্য প্রিয়তম পুত্র পত্নী প্রভৃতির অতি স্পৃহণীয় আলিঙ্গনও ক্ষণকাল পরেই অরুচিকর হইয়া উঠে, ধনিগণ প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইয়া ও প্রচুর ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, কিসের যেন অভাবে সর্ব্বদা হৃদয়কে শূন্য বলিয়া মনে করিতে থাকে কারণ এই জড়জগতে কোন আনন্দই নাই, যাহা কিছু আনন্দ পাওয়া যায় তাহা বিষয়ের গুণ নহে কিন্তু বিষয়ে সেই অসীমের আনন্দের যে কণামাত্র অংশ থাকে তাহার স্পর্শেই জীব বিভোর হইয়া উঠে, যাঁহার অত্যল্প স্পর্শই এত মধুর না জানি সেই অসীমের অপ্রাকৃত স্পর্শ কতই মধুর কতই শীতল কতই প্রীতিকর কতই শান্তিময় কতই চমৎকার, শ্রুতি ইহার একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"।

অতএব কেবল সেই পরানন্দ মহাসিন্ধুর অত্যাশ্চর্য্য স্পর্শেই জীব নিজেকে পরিপূর্ণ করিতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে এবং তাহাতেই তাহার সকল ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া যায়, আর এমন কোন অশান্তিই নাই যে সেই মহাত্মার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে, ইহার কিঞ্চিৎ আভাসও ভগবানই দিয়াছেন—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিং স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"॥

অর্থাৎ যাঁহাকে পাইয়া অন্ত যে কোন বস্তু পাইলেও সাধক তাহাকে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না, যে অবস্থায় থাকিলে গুরুতর দুঃখও তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না তাহাই হইল অনন্ত অপার অসীম ও জ্যোতির্ম্ময় সেই পরমাত্মার যোগ, বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি সেই পরম ও চরম সত্যের সন্ধান দিয়াছেন, একমাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেই লোক পরিতৃপ্তি লাভ করে, কারণ তাঁহার আদি নাই অন্ত নাই হ্রাস নাই নাশ নাই বিচ্ছেদ নাই, মালিন্যের লেশ নাই, লাবণ্যের শেষ নাই অনন্তকাল ভোগ করিলেও মাধুর্য্যের ক্ষয় নাই সাধকেরও অরুচি নাই আগ্রহের নিবৃত্তি নাই উৎসাহের শেষ নাই, বিরক্তির লেশ নাই জগতে তা'র তুলনা নাই বুঝাইবার ভাষা নাই বুঝিবারও আশা নাই সে এক অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় পরমরমণীয় অত্যাশ্চর্য্যময় অপ্রাকৃত বস্তু, বহু বহু সৌভাগ্যের ফলে যাহার সুনির্ম্মল হৃদয়ে সেই তত্ত্বের কিঞ্চিৎ কণার আভাসও ফুটিয়াছে সে তৎক্ষণাৎ তাহাতেই মজিয়াছে ডুবিয়াছে ভাসিয়াছে মাতিয়াছে নিজেকেও ভুলিয়াছে আর ছাড়িয়াছে সমগ্র জগৎ, উপনিষদ ইহাঁর পরিচয় দিতেছেন 'প্রজ্ঞানঘনঃ' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'রসো বৈ সঃ' 'আনন্দোব্রহ্ম' অর্থাৎ তিনি প্রগাঢ় চৈতন্যময়, ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই রস, আনন্দই ব্রহ্ম। ইহাই হইল বিশ্বের সারতত্ত্ব, ইহার অনুভূতি হইলে আর কিছুরই অনুভূতির বাকী থাকে না, ইহার আস্বাদন পাইলে আর কিছুরই আস্বাদনের বাকী থাকে না, এবং যুগযুগান্ত ধরিয়া উপভোগ করিলেও কখনও অনুরাগের অল্পতা হয় না, লালসারও নিবৃত্তি হয় না, সে এক অতুলনীয় অপূর্ব্ব বস্তু, মহাকবি বিদ্যাপতি মহাশয় ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন—

"যাবৎ জনম হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল"

সেই সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বই অসীম মহিমায় সুসমৃদ্ধ থাকিয়াই ভক্তের প্রেম-গরিমায় ঘনীভূত হইয়া অনবদ্য বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা নৈপুণ্য সৌজন্য লাবণ্য দাক্ষিণ্য কারুণ্য বদান্যতাদি সুগণ্যগুণগণে জগদ্বরেণ্য বিশ্বমান্য মহাধন্য অত্যাশ্চর্য্যপুরুষাগ্রগণ্যরূপে কর্ম্মভূমি এই ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়া সংসারদাবদগ্ধ মুগ্ধ অন্ধ জীববৃন্দকে উদ্ধার করিয়া নিজানন্দ মহাসিন্ধুতে নিমগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে পূতচরিত্র পরমমিত্র পাণ্ডুপুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া দুঃখরাশিবিনাশী বিশ্বজনীন জ্ঞানরাশি বিশ্ববাসি-সকাসে প্রকাশ করিবার মানসে এই গীতামৃতরাশি পরিবেশন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

দেহাত্মভ্রমে মুগ্ধ প্রিয়-সখা অর্জ্জুনকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রথমে সাংখ্যশাস্ত্রের অধ্যাত্মবাদ প্রদর্শন করিয়া মোক্ষলাভের উপায় সাংখ্যোক্ত জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন এখানে জ্ঞানের অঙ্গরূপেই কর্ম্মকে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে "এষা তে ঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ" ইত্যাদির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়—দুইটিই মোক্ষলাভের স্বতন্ত্র উপায়, এবং সন্ন্যাসী না হইয়াও প্রত্যেক জাতিই স্বজাতীয় নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই যে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আত্মদর্শনপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিতে পারেন তাহা নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, এই গীতাশাস্ত্রে লোককে কামনা-ত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেই বলা হইয়াছে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে বলা হয় নাই জানিবেন। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বজাতীয় কর্ম্ম করিবার জন্যই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, এবং অন্য জাতির কর্ম্ম করিতে তীব্র ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ" ইত্যাদি শ্লোকে বিভিন্ন জাতির

বিভিন্ন কর্ম্মের কথা স্পষ্ট করিয়াই ভগবান বুঝাইয়া দিয়াছেন, স্বজাতীয় কর্ম্মের যদি কোন দোষও থাকে তাহাতেও কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না, সেই স্বজাতীয় কর্ম্মই তাহাকে মোক্ষ দান করিবে, এ বিষয়ে "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" এই দুইটি শ্লোকের পুষ্পাঞ্জলি ব্যাখ্যা দেখুন, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে লক্ষ্য লক্ষ্য নরহত্যা করিয়া এমন কি গুরু হত্যা ও ব্রহ্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াও যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গলাভ করিলেন, অথচ ইনিই এই মহাযুদ্ধের প্রধান নায়ক, ইহা স্বজাতীয় ধর্ম্মেরই অত্যদ্ভুত অলৌকিক মহিমা জানিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতায় বিশেষ অগ্রণী হইলেও বাণিজ্য কৃষিকার্য্য রাজসেবা ও শিল্প প্রভৃতি যতই লোভনীয় হউক না কেন তাহা অধিকার করিতে পারিবেন না, সেজন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে, এবং নিজের শক্তিকে সংযত রাখিতেই হইবে, তাহা না করিলে অন্যান্য জাতি কর্ম্মচ্যুত হওয়ায় জীবিকাবিহীন হইয়া দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, সম্প্রতি একদল ধূর্ত্ত লোক উদারতার ধাপ্পা দিয়া শিল্পীদিগের শিল্পগুলি এমন কি চর্ম্মকারের চর্ম্মশিল্প পর্য্যন্ত ধূর্ত্তামির দ্বারা হস্তগত করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, ইহার ফলে শিল্পিগণ জীবিকাচ্যুত হইয়া অন্নাভাবে তিলে তিলে ক্ষয় হইতে হইতে জগৎ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, আর ঐ ধূর্ত্ত উদারের দল দুর্গাপূজার সময় একদিন মাছের মুড়ো আহার করাইয়া কিম্বা একখানি বস্ত্র দান করিয়া অথবা চিরেতা ভিজান জল ও কুইনাইনের সরবৎ এক শিশি দান করিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, দরিদ্রের রক্তমাংসশোষণে স্ফীতোদরদিগের ঐ উদারতা প্রচ্ছন্ন নৃশংসতারই নামান্তর মাত্র জানিবেন, এই জন্যই বিশ্বকল্যাণমূর্ত্তি প্রকৃত উদার ভগবান্ বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন— "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"॥

এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ প্রায় সেশ্বর সাংখ্যনীতিকে ভিত্তি করিয়াই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের আলোচনা করিয়াছেন, কারণ সাংখ্যাচার্য্যগণ বেদান্ত বা উপনিষদ্গুলিকে স্বমতে ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমতেই পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন, আচার্য্যশঙ্করও স্থানে স্থানে ইহা বলিয়াছেন, এইজন্য পূর্ব্বে সেশ্বর সাংখ্য মতকেই বেদান্ত বলা হইত, বেদান্ত দর্শন বলিয়া স্বতন্ত্র দর্শন ছিল না, এইজন্য হরিভদ্রসূরিকৃত ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়ে দর্শন গণনায় বেদান্তের নাম নাই।* অর্থাৎ সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যগণ নিজেদের মনোনীত তত্ত্বগুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উপনিষদ্গুলিকে স্বমতে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে উপনিষদের তত্ত্বগুলিই তাঁহাদের শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব উপনিষদের ব্যাখ্যাই সাংখ্যশাস্ত্র সুতরাং উহা বেদান্তই, এই জন্য তদানীন্তন দর্শন সাম্রাজ্যে সেশ্বর সাখ্যমতই সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, লোকের প্রবৃত্তি দেখিয়া ভগবান্ প্রায় সেশ্বর সাংখ্য মত অনুসারেই গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন, এইহেতু গীতাতে বহুস্থানে সাংখ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,— "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে" "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" "সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্" এই মত অনুসারেই গীতামাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ', যে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে সাধক ব্রহ্মের নিকটে যাইয়া বাস করিতে পারেন সেই শাস্ত্রকেই উপনিষদ্ বলে, উপনিষদে

* বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা। জৈমিনীয়ঞ্চ নামানি দর্শনানামমূন্যহো॥

অর্থাৎ যাঁহাকে পাইয়া অন্য যে কোন বস্তু পাইলেও সাধক তাহাকে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না, যে অবস্থায় থাকিলে গুরুতর দুঃখও তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না তাহাই হইল অনন্ত অপার অসীম ও জ্যোতির্ম্ময় সেই পরমাত্মার যোগ, বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি সেই পরম ও চরম সত্যের সন্ধান দিয়াছেন, একমাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেই লোক পরিতৃপ্তি লাভ করে, কারণ তাঁহার আদি নাই অন্ত নাই হ্রাস নাই নাশ নাই বিচ্ছেদ নাই, মালিন্যের লেশ নাই, লাবণ্যের শেষ নাই অনন্তকাল ভোগ করিলেও মাধুর্য্যের ক্ষয় নাই সাধকেরও অরুচি নাই আগ্রহের নিবৃত্তি নাই উৎসাহের শেষ নাই, বিরক্তির লেশ নাই জগতে তা'র তুলনা নাই বুঝাইবার ভাষা নাই বুঝিবারও আশা নাই সে এক অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় পরমরমণীয় অত্যাশ্চর্য্যময় অপ্রাকৃত বস্তু, বহু বহু সৌভাগ্যের ফলে যাহার সুনির্ম্মল হৃদয়ে সেই তত্ত্বের কিঞ্চিৎ কণার আভাসও ফুটিয়াছে সে তৎক্ষণাৎ তাহাতেই মজিয়াছে ডুবিয়াছে ভাসিয়াছে মাতিয়াছে নিজেকেও ভুলিয়াছে আর ছাড়িয়াছে সমগ্র জগৎ, উপনিষদ ইহাঁর পরিচয় দিতেছেন 'প্রজ্ঞানঘনঃ' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'রসো বৈ সঃ' 'আনন্দোব্রহ্ম' অর্থাৎ তিনি প্রগাঢ় চৈতন্যময়, ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই রস, আনন্দই ব্রহ্ম। ইহাই হইল বিশ্বের সারতত্ত্ব, ইহার অনুভূতি হইলে আর কিছুরই অনুভূতির বাকী থাকে না, ইহার আস্বাদন পাইলে আর কিছুরই আস্বাদনের বাকী থাকে না, এবং যুগযুগান্ত ধরিয়া উপভোগ করিলেও কখনও অনুরাগের অল্পতা হয় না, লালসারও নিবৃত্তি হয় না, সে এক অতুলনীয় অপূর্ব্ব বস্তু, মহাকবি বিদ্যাপতি মহাশয় ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন—

"যাবৎ জনম হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল"

সেই সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বই অসীম মহিমায় সুসমৃদ্ধ থাকিয়াই ভক্তের প্রেম-গরিমায় ঘনীভূত হইয়া অনবদ্য বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা নৈপুণ্য সৌজন্য লাবণ্য দাক্ষিণ্য কারুণ্য বদান্যতাদি সুগণ্যগুণগণে জগদ্বরেণ্য বিশ্বমান্য মহাধন্য অত্যাশ্চর্য্যপুরুষাগ্রগণ্যরূপে কর্ম্মভূমি এই ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়া সংসারদাবদগ্ধ মুগ্ধ অন্ধ জীববৃন্দকে উদ্ধার করিয়া নিজানন্দ মহাসিন্ধুতে নিমগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে পূতচরিত্র পরমমিত্র পাণ্ডুপুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া দুঃখরাশিবিনাশী বিশ্বজনীন জ্ঞানরাশি বিশ্ববাসি-সকাসে প্রকাশ করিবার মানসে এই গীতামৃতরাশি পরিবেশন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

দেহাত্মভ্রমে মুগ্ধ প্রিয়-সখা অর্জ্জুনকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রথমে সাংখ্যশাস্ত্রের অধ্যাত্মবাদ প্রদর্শন করিয়া মোক্ষলাভের উপায় সাংখ্যোক্ত জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন এখানে জ্ঞানের অঙ্গরূপেই কর্ম্মকে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে "এষা তে ঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ" ইত্যাদির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়—দুইটিই মোক্ষলাভের স্বতন্ত্র উপায়, এবং সন্ন্যাসী না হইয়াও প্রত্যেক জাতিই স্বজাতীয় নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই যে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আত্মদর্শনপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিতে পারেন তাহা নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, এই গীতাশাস্ত্রে লোককে কামনা-ত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেই বলা হইয়াছে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে বলা হয় নাই জানিবেন। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বজাতীয় কর্ম্ম করিবার জন্যই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, এবং অন্য জাতির কর্ম্ম করিতে তীব্র ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ" ইত্যাদি শ্লোকে বিভিন্ন জাতির

বিভিন্ন কর্ম্মের কথা স্পষ্ট করিয়াই ভগবান বুঝাইয়া দিয়াছেন, স্বজাতীয় কর্ম্মের যদি কোন দোষও থাকে তাহাতেও কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না, সেই স্বজাতীয় কর্ম্মই তাহাকে মোক্ষ দান করিবে, এ বিষয়ে "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" এই দুইটি শ্লোকের পুষ্পাঞ্জলি ব্যাখ্যা দেখুন, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে লক্ষ্য লক্ষ্য নরহত্যা করিয়া এমন কি গুরু হত্যা ও ব্রহ্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াও যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গলাভ করিলেন, অথচ ইনিই এই মহাযুদ্ধের প্রধান নায়ক, ইহা স্বজাতীয় ধর্ম্মেরই অত্যদ্ভুত অলৌকিক মহিমা জানিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতায় বিশেষ অগ্রণী হইলেও বাণিজ্য কৃষিকার্য্য রাজসেবা ও শিল্প প্রভৃতি যতই লোভনীয় হউক না কেন তাহা অধিকার করিতে পারিবেন না, সেজন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে, এবং নিজের শক্তিকে সংযত রাখিতেই হইবে, তাহা না করিলে অন্যান্য জাতি কর্ম্মচ্যুত হওয়ায় জীবিকাবিহীন হইয়া দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, সম্প্রতি একদল ধূর্ত্ত লোক উদারতার ধাপ্পা দিয়া শিল্পীদিগের শিল্পগুলি এমন কি চর্ম্মকারের চর্ম্মশিল্প পর্য্যন্ত ধূর্ত্তামির দ্বারা হস্তগত করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, ইহার ফলে শিল্পিগণ জীবিকাচ্যুত হইয়া অন্নাভাবে তিলে তিলে ক্ষয় হইতে হইতে জগৎ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, আর ঐ ধূর্ত্ত উদারের দল দুর্গাপূজার সময় একদিন মাছের মুড়ো আহার করাইয়া কিম্বা একখানি বস্ত্র দান করিয়া অথবা চিরেতা ভিজান জল ও কুইনাইনের সরবৎ এক শিশি দান করিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, দরিদ্রের রক্তমাংসশোষণে স্ফীতোদরদিগের ঐ উদারতা প্রচ্ছন্ন নৃশংসতারই নামান্তর মাত্র জানিবেন, এই জন্যই বিশ্বকল্যাণমূর্ত্তি প্রকৃত উদার ভগবান্ বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন— "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"॥

এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ প্রায় সেশ্বর সাংখ্যনীতিকে ভিত্তি করিয়াই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের আলোচনা করিয়াছেন, কারণ সাংখ্যাচার্য্যগণ বেদান্ত বা উপনিষদ্গুলিকে স্বমতে ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমতেই পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন, আচার্য্যশঙ্করও স্থানে স্থানে ইহা বলিয়াছেন, এইজন্য পূর্ব্বে সেশ্বর সাংখ্য মতকেই বেদান্ত বলা হইত, বেদান্ত দর্শন বলিয়া স্বতন্ত্র দর্শন ছিল না, এইজন্য হরিভদ্রসূরিকৃত ষড়দর্শন-সমুচ্চয়ে দর্শন গণনায় বেদান্তের নাম নাই।* অর্থাৎ সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যগণ নিজেদের মনোনীত তত্ত্বগুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উপনিষদ্গুলিকে স্বমতে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে উপনিষদের তত্ত্বগুলিই তাঁহাদের শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব উপনিষদের ব্যাখ্যাই সাংখ্যশাস্ত্র সুতরাং উহা বেদান্তই, এই জন্য তদানীন্তন দর্শন সাম্রাজ্যে সেশ্বর সাংখ্যমতই সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, লোকের প্রবৃত্তি দেখিয়া ভগবান্ প্রায় সেশ্বর সাংখ্য মত অনুসারেই গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন, এইহেতু গীতাতে বহুস্থানে সাংখ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,— "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে" "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" "সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্" এই মত অনুসারেই গীতামাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ", যে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে সাধক ব্রহ্মের নিকটে যাইয়া বাস করিতে পারেন সেই শাস্ত্রকেই উপনিষদ্ বলে, উপনিষদে

* বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা। জৈমিনীয়ঞ্চ নামানি দর্শনানামমূন্যহো॥

আছে জীবগণ আত্মদর্শন করিয়া আরব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয় হইবার পর দেহ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত বাস করেন। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগবৃত্তির দ্বারা সাংখ্য শব্দের অর্থ বেদান্ত বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে কারণ সাংখ্যশব্দটি কাপিলতন্ত্রেই প্রসিদ্ধ, পুরাণ মহাভারত প্রভৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায় বহুস্থানে সাংখ্যের তত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করিয়াই আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হইয়াছে, ভগবান্ বেদব্যাস অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন প্রণয়ন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা উপনিষদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া দিয়া সাংখ্যের গ্রাস হইতে বেদান্তকে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় বেদান্ত দর্শনে উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রায় সাংখ্যমতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন পাতঞ্জল দর্শনই সেশ্বরসাংখ্যদর্শন, তাহা সত্য নহে, কারণ যোগাচার্য্যগণ নিমিত্তকারণ স্বীকার করেন না কেবল উপাদান কারণই স্বীকার করেন, এবিষয়ে আচার্য্য পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন "নিমিত্তমপ্রযোজকং বরণ-ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" অর্থাৎ—নিমিত্ত—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রকৃতির প্রযোজক—সহকারি কারণ নহে, নিমিত্তবশতঃ কেবল প্রতিবন্ধকাপসারণ হইয়া থাকে কৃষক যেমন ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইতে হইলে ক্ষেত্রের আল কাটিয়া দেয় সেইরূপ। কিন্তু সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ আর প্রকৃতি উপাদান কারণ, আচার্য্য শ্রীভাষ্যকারও সূত্রভাষ্যে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, এই মত অনুসারেই শ্বেতাশ্বতর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" অর্থাৎ ত্রিগুণা মায়াকে জগতের প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে, আর পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার নিয়ামক—নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিবে ইহা নিশ্চয় বেদান্ত মত নহে, কারণ বেদান্ত দর্শনে ভগবান্ বেদব্যাস "প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ, সেখানে মায়ার কোন নামই নাই, সেশ্বর-সাংখ্যমতে সৃষ্টিকালে ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় হয়, শান্তিপর্ব্বে আছে "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণোত্তম ঈশ্বর হইতে ত্রিগুণ প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং "প্রকৃতিঃ পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে চ প্রলীয়তে" অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ প্রলয়কালে নির্গুণ পুরুষে প্রকৃতি লয় হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয় পাতঞ্জলের মত নহে, এবং বেদান্তেরও মত নহে, কারণ বেদান্তে ব্রহ্মকেই প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ বলা হয়। আর বেদান্তের ব্রহ্ম কূটস্থ নির্ব্বিকার বা নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি নহেন, কারণ বেদান্তে এরূপ কোন কথাই নাই, এবিষয়ে সূত্রভাষ্যে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি জানিবেন।

শ্বেতাশ্বতর শাস্ত্রটিকে অনেকে উপনিষদ্ বলিয়া প্রচার করেন কিন্তু উহা উপনিষদ্ নহে, সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যগণের রচিত ঐ সম্প্রদায়েরই একটি উপাদেয় গ্রন্থ, অধ্যাত্মতত্ত্ব-বহুল বলিয়া গীতাকে যেমন আদর করিয়া উপনিষদ্ বলা হয় সেইরূপ শ্বেতাশ্বতরকেও উপনিষদ্ বলা হইয়াছে, এবিষয়ে সূত্রভাষ্যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ সাংখ্য বেদান্ত যোগ কর্ম্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের নিরপেক্ষভাবে নিপুণ আলোচনা করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের সুনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বগুলি সম্যক্‌রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্যাচার্য্যদিগের নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদকেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গীতার প্রথম অংশে ও শেষে এবিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন, এবং এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে অন্যান্য বিষয়ের অন্তরে অন্তরেও ইহার

পরিস্ফোরণ করিয়া দিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে গীতার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, সন্ন্যাসী না হইয়াও আসক্তিশূন্য হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভক্তি করিতে থাকিলে তাহার দ্বারাই চিত্ত পবিত্র হইবার পর আত্মদর্শন করিয়া সাধক মোক্ষ লাভ করেন, "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ" "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" "তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" "যোগযুক্তো-মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি" "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা স্পষ্ট করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন, আর যিনি আত্মরতি অর্থাৎ পরিপক্ক-জ্ঞানযুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মানন্দেই মগ্ন হইয়া থাকেন, যাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞানই থাকে না, তাঁহার সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস স্বভাবতই হইয়া যায় তাঁহাকে আর শাস্ত্র অনুসারে বিধি পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় না, ইহাকেই বিদ্বৎসন্ন্যাস বলা হয় জানিবেন। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" এই শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে, ইহাই হইল ভগবানের সিদ্ধান্ত, কিন্তু যদি কেহ কেবল ভগবানকে ধ্যান করিতেই একান্ত অনুরাগী হন অতএব তাঁহাতেই তাঁহার মন আবিষ্ট থাকে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রীয় বা সামাজিক কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথাবিধি নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না কারণ তিনি অধিকাংশ সময়ই ঈশ্বরে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহলে তিনি বৈধ সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানেই আত্মনিয়োগ করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদও বৈধসন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন 'তমেতং প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরকে লাভ করিবার ইচ্ছায় সাধকগণ সন্ন্যাস করিয়া থাকেন ইত্যাদি, যাঁহার কোন বিষয়েই আসক্তি নাই যিনি মনের সমস্ত দৌরাত্ম্যই জয় করিয়াছেন, এবং যাঁহার কোন বস্তুতেই স্পৃহা নাই, তিনিই বৈধ সন্ন্যাসের অধিকারী হন, "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ" এই শ্লোকে ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া সর্ব্বদা একাকী থাকিবেন, পবিত্র ও হিতকর অল্প খাদ্য আহার করিবেন, এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ সংযত রাখিয়া সর্ব্বদা ধ্যান করিতে থাকিবেন, "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ" "বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ" 'ধ্যানযোগপরো নিত্যং' ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম—পূজা হোম ইত্যাদি অথবা সামাজিক কর্ম্ম জনসেবা ইত্যাদি কিছুই করিবেন না, কারণ তাঁহার তাহাতে অধিকার নাই, এবং ঐগুলি ধ্যানের অন্তরায়। আর শাস্ত্রোক্ত বৈধসন্ন্যাসে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে ক্ষত্রিয়াদি অন্য কোন জাতির অধিকার নাই, শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্।
বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে"॥

অর্থাৎ এই যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ইহা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের এই ধর্ম্ম উচিত নহে। আচার্য্য শঙ্কর ও মধুসূদনেরও ইহাই সিদ্ধান্ত জানিবেন। পুরাণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেখা যায় রাজর্ষি জনক যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কেহই বৈধ সন্ন্যাস করেন নাই। ইতিহাসে দেখা যায় বেদের পরম শত্রু বৌদ্ধগণই বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিকে নিষ্ঠুর অবমান পূর্ব্বক যে কোন জাতি বা ব্যক্তি ইচ্ছামত সন্ন্যাসী সাজিত এবং সেজন্য নিজেদের সুবিধা মত তন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়া লইত, ইহার ফলে হইল যে তারকেশ্বরের মহান্ত সতীশ গিরির মত যে কোন লোক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া মঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিত, বহু লোককে শিষ্য করিত ও তাহাদের নিকট হইতে

আছে জীবগণ আত্মদর্শন করিয়া আরব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয় হইবার পর দেহ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত বাস করেন। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগবৃত্তির দ্বারা সাংখ্য শব্দের অর্থ বেদান্ত বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে কারণ সাংখ্যশব্দটি কাপিলতন্ত্রেই প্রসিদ্ধ, পুরাণ মহাভারত প্রভৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায় বহুস্থানে সাংখ্যের তত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করিয়াই আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হইয়াছে, ভগবান্ বেদব্যাস অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন প্রণয়ন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা উপনিষদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া দিয়া সাংখ্যের গ্রাস হইতে বেদান্তকে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় বেদান্ত দর্শনে উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রায় সাংখ্যমতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন পাতঞ্জল দর্শনই সেশ্বরসাংখ্যদর্শন, তাহা সত্য নহে, কারণ যোগাচার্য্যগণ নিমিত্তকারণ স্বীকার করেন না কেবল উপাদান কারণই স্বীকার করেন, এবিষয়ে আচার্য্য পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন "নিমিত্তমপ্রযোজকং বরণ-ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" অর্থাৎ—নিমিত্ত—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রকৃতির প্রযোজক—সহকারি কারণ নহে, নিমিত্তবশতঃ কেবল প্রতিবন্ধকাপসারণ হইয়া থাকে কৃষক যেমন ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইতে হইলে ক্ষেত্রের আল কাটিয়া দেয় সেইরূপ। কিন্তু সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ আর প্রকৃতি উপাদান কারণ, আচার্য্য শ্রীভাষ্যকারও সূত্রভাষ্যে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, এই মত অনুসারেই শ্বেতাশ্বতর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" অর্থাৎ ত্রিগুণা মায়াকে জগতের প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে, আর পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার নিয়ামক—নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিবে ইহা নিশ্চয় বেদান্ত মত নহে, কারণ বেদান্ত দর্শনে ভগবান্ বেদব্যাস "প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ, সেখানে মায়ার কোন নামই নাই, সেশ্বর-সাংখ্যমতে সৃষ্টিকালে ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় হয়, শান্তিপর্ব্বে আছে "তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণোত্তম ঈশ্বর হইতে ত্রিগুণ প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং "প্রকৃতিঃ পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে চ প্রলীয়তে" অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ প্রলয়কালে নির্গুণ পুরুষে প্রকৃতি লয় হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয় পাতঞ্জলের মত নহে, এবং বেদান্তেরও মত নহে, কারণ বেদান্তে ব্রহ্মকেই প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ বলা হয়। আর বেদান্তের ব্রহ্ম কূটস্থ নির্ব্বিকার বা নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি নহেন, কারণ বেদান্তে এরূপ কোন কথাই নাই, এবিষয়ে সূত্রভাষ্যে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি জানিবেন।

শ্বেতাশ্বতর শাস্ত্রটিকে অনেকে উপনিষদ্ বলিয়া প্রচার করেন কিন্তু উহা উপনিষদ্ নহে, সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যগণের রচিত ঐ সম্প্রদায়েরই একটি উপাদেয় গ্রন্থ, অধ্যাত্মতত্ত্ব-বহুল বলিয়া গীতাকে যেমন আদর করিয়া উপনিষদ্ বলা হয় সেইরূপ শ্বেতাশ্বতরকেও উপনিষদ্ বলা হইয়াছে, এবিষয়ে সূত্রভাষ্যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ সাংখ্য বেদান্ত যোগ কর্ম্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের নিরপেক্ষভাবে নিপুণ আলোচনা করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের সুনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বগুলি সম্যক্‌রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্যাচার্য্যদিগের নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদকেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গীতার প্রথম অংশে ও শেষে এবিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন, এবং এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে অন্যান্য বিষয়ের অন্তরে অন্তরেও ইহার

পরিস্ফোরণ করিয়া দিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে গীতার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, সন্ন্যাসী না হইয়াও আসক্তিশূন্য হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভক্তি করিতে থাকিলে তাহার দ্বারাই চিত্ত পবিত্র হইবার পর আত্মদর্শন করিয়া সাধক মোক্ষ লাভ করেন, "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ" "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" "তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" "যোগযুক্তো-মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি" "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা স্পষ্ট করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন, আর যিনি আত্মরতি অর্থাৎ পরিপক্ব-জ্ঞানযুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মানন্দেই মগ্ন হইয়া থাকেন, যাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞানই থাকে না, তাঁহার সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস স্বভাবতই হইয়া যায় তাঁহাকে আর শাস্ত্র অনুসারে বিধি পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় না, ইহাকেই বিদ্বৎসন্ন্যাস বলা হয় জানিবেন। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" এই শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে, ইহাই হইল ভগবানের সিদ্ধান্ত, কিন্তু যদি কেহ কেবল ভগবানকে ধ্যান করিতেই একান্ত অনুরাগী হন অতএব তাঁহাতেই তাঁহার মন আবিষ্ট থাকে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রীয় বা সামাজিক কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথাবিধি নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না কারণ তিনি অধিকাংশ সময়ই ঈশ্বরে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহলে তিনি বৈধ সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানেই আত্মনিয়োগ করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদও বৈধসন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন 'তমেতং প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরকে লাভ করিবার ইচ্ছায় সাধকগণ সন্ন্যাস করিয়া থাকেন ইত্যাদি, যাঁহার কোন বিষয়েই আসক্তি নাই যিনি মনের সমস্ত দৌরাত্ম্যই জয় করিয়াছেন, এবং যাঁহার কোন বস্তুতেই স্পৃহা নাই, তিনিই বৈধ সন্ন্যাসের অধিকারী হন, "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ" এই শ্লোকে ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া সর্ব্বদা একাকী থাকিবেন, পবিত্র ও হিতকর অল্প খাদ্য আহার করিবেন, এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ সংযত রাখিয়া সর্ব্বদা ধ্যান করিতে থাকিবেন, "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ" "বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ" 'ধ্যানযোগপরো নিত্যং' ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম—পূজা হোম ইত্যাদি অথবা সামাজিক কর্ম্ম জনসেবা ইত্যাদি কিছুই করিবেন না, কারণ তাঁহার তাহাতে অধিকার নাই, এবং ঐগুলি ধ্যানের অন্তরায়। আর শাস্ত্রোক্ত বৈধসন্ন্যাসে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে ক্ষত্রিয়াদি অন্য কোন জাতির অধিকার নাই, শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্।
বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে"॥

অর্থাৎ এই যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ইহা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের এই ধর্ম্ম উচিত নহে। আচার্য্য শঙ্কর ও মধুসূদনেরও ইহাই সিদ্ধান্ত জানিবেন। পুরাণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেখা যায় রাজর্ষি জনক যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কেহই বৈধ সন্ন্যাস করেন নাই। ইতিহাসে দেখা যায় বেদের পরম শত্রু বৌদ্ধগণই বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিকে নিষ্ঠুর অবমান পূর্ব্বক যে কোন জাতি বা ব্যক্তি ইচ্ছামত সন্ন্যাসী সাজিত এবং সেজন্য নিজেদের সুবিধা মত তন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়া লইত, ইহার ফলে হইল যে তারকেশ্বরের মহান্ত সতীশ গিরির মত যে কোন লোক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া মঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিত, বহু লোককে শিষ্য করিত ও তাহাদের নিকট হইতে

স্থাবর অস্থাবর বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধনী হইত, ইহাতে ইহাদের ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া পড়ায় ধর্ম্মের নামে ইহারা বহু অধর্ম্মের সৃষ্টি করিত, এবং অন্য সম্প্রদায় পঞ্চ মকার আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ্যে ধর্ম্মের ভান অত্যন্তই করা হইত বটে কিন্তু অন্তরে মদ্য মাংস পরস্ত্রী ও মৎস্যাদি ভোগ যথেষ্টই চলিত, বৌদ্ধগণ যে বেদ ও সদাচারের বিদ্বেষী ছিল, ইহা শঙ্কর-দিগবিজয়গ্রন্থে মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন। এই উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণই কালে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া গিয়াছে। এখন কোন কোন নবীন সম্প্রদায়ে ঐ বৌদ্ধপ্রভাবই অত্যন্ত পরিলক্ষিত হয়, এইজন্য ইহারা নিজেদের কার্য্য সমর্থনের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রেরই দোহাই দিয়া থাকে, তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে যেগুলি বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ সেগুলি বৌদ্ধদিগেরই রচিত জানিবেন। এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ বিবিধ সাধনতন্ত্রের আলোচনা করিলেও এরূপ কথা কোথাও বলেন নাই যে আত্মদর্শনের জন্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিতেই হইবে, বরং পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন সন্ন্যাসী না হইয়া জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম করিলে বা গভীর ভক্তি করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্রই মোক্ষ লাভ করেন, "যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি", অর্থাৎ কর্ম্মযোগযুক্ত জ্ঞানী শীঘ্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন, "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্,'॥ অর্থাৎ যাঁহারা আমাতে ভক্তিপূর্ব্বক চিত্তকে সংলগ্ন করিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে আমি শীঘ্র মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। এইজন্যই সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—"তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্ম-যোগো বিশিষ্যতে" অর্থাৎ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুইটির মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মায়াবাদিগণ ভগবানের অতি সরল নির্ম্মল এই সিদ্ধান্তকেও নষ্ট করিবার জন্য এই স্পষ্ট কথাকেও অর্থবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, ইহার দ্বারা সমাজকে নিষ্ঠুর বঞ্চনা করা হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডের আচার্য্য মহর্ষি জৈমিনি সন্ন্যাস আশ্রমকে বেদসম্মত বলিয়া স্বীকার করেন না, সেইহেতু এই মতের প্রতিবাদ করিবার জন্যই ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তদর্শনে এইমাত্র বলিয়াছেন যে সন্ন্যাস আশ্রমও বেদানুমোদিত এবং সন্ন্যাসীদিগেরও আত্মজ্ঞান হইতে দেখা যায়,—ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দেহি" "অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ" এতদ্ভিন্ন বেদান্তদর্শনে সন্ন্যাসের আর কোন আলোচনাই নাই, বরং "বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি" "সহকারিত্বেন চ" "অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদেরই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অতএব মায়াবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কেহ বেদান্তের আলোচনার অধিকারী হইবেন না বা সন্ন্যাসীদিগেরই ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে গৃহস্থ প্রভৃতির তাহা হয় না ইত্যাদি, তাহা তাঁহাদিগেরই কল্পিত মত, বেদান্তশাস্ত্রে এরূপ কোন কথাই নাই, ঐ সূত্রগুলির স্বাভাবিক অর্থ নষ্ট করিয়া দিয়া নিজেদের মতলব প্রচার করিবার জন্য কতই না কৌশল করা হইয়াছে; এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় বেদব্যাস পরাশর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও জনক যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ সন্ন্যাসী না হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইল যাঁহারা জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম ও ভক্তি করেন তাঁহারা শীঘ্রই মোক্ষ লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাসী হন্ তাঁহারা বহু জন্ম ধরিয়া সাধনা করিলে তবে সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহাদিগকে দারুণ কষ্ট ভোগও করিতে হয়, আর এই সাধনা অত্যন্ত নীরস বলিয়া অনুরাগের লেশও না হওয়ায় অনেকেই পথভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, ইহা ভগবানই বলিয়াছেন 'বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" অর্থাৎ বহুজন্ম সাধনা কবিবার পর জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন, "অনেকজন্ম-

সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" অনেক জন্ম সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন তাহার পর পরম গতি লাভ করেন, আরও বলিয়াছেন "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" অর্থাৎ যাঁহারা অব্যক্ত আত্মাতে মনোনিবেশ করেন তাঁহাদের অত্যন্ত অধিক কষ্ট হইয়া থাকে ইত্যাদি। আর ভক্তি সাধনার প্রকরণে বলিয়াছেন' 'সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্" অর্থাৎ ভক্তি সাধনা অনুষ্ঠান কালেও অত্যন্ত সুখকর ও অব্যয়। কিন্তু মায়াবাদিগণ ভগবানের এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তকে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনেক কথাই বলিয়াছেন, উহাকে গীতার সিদ্ধান্ত না বলিয়া তাঁহাদেরই মনঃকল্পিত এক প্রকার মতবাদ বলিয়াই মনে করা উচিত, এইরূপ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণও নিজেদের কল্পিত মতগুলিকে গীতার নামে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এখন এরূপ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে গীতার প্রকৃত অর্থ যে কি ইহা নির্দ্ধারণ করা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, আর নানা সম্প্রদায়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বিভিন্ন মতগুলিকে পোষণ করিবার জন্যই যে ভগবান্ কৌশলে কতকগুলি পদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাও ত বিশ্বাস হয় না, সেরূপ কাপট্যপূর্ণ ব্যবহারে সমাজকে নিষ্ঠুর বঞ্চনা করিবার দুরভিসন্ধি জগতের নিরঙ্কুশ কল্যাণকামী ভগবানের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়, অথচ ব্যাখ্যাগুলি দেখিলে তাহাই মনে হয়, তাঁহার সাধের গীতার এই দুরবস্থা দেখিয়া ভগবান হাঁসিতেছেন কি কাঁদিতেছেন কি বিস্মিত হইয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিছক পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বলে সম্পূর্ণ ইচ্ছামত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেন এই ব্যাখ্যা তাঁহাদের একান্ত অনুগত ভক্তগণ ভিন্ন কখনও অন্য কাহারও নজরে পড়িবে না, এই জন্য কেহ কেহ লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়াই ফেলিয়াছেন "অন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ" অর্থাৎ আমাদের মতানুবর্ত্তী ভিন্ন অন্য লোককে দিব্য দিতেছি তাঁহারা যেন কোন মতেই এই ব্যাখ্যা না দেখেন, নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভক্তদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ইহা সাম্প্রদায়িকতার মোহে অভিভূত ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার নিষ্ঠুর অপব্যবহার মাত্র। সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ কয়েকটা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া নিজের মনের মত বা সুবিধা মত একটি মতবাদের সৃষ্টি করিয়া তাহাই সমাজে প্রচার করিতে থাকেন, কিন্তু রক্ষণশীল এই সমাজ প্রায়ই কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নীতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা প্রায় মূলশাস্ত্রের প্রতিই একান্ত শ্রদ্ধাশীল হন, তাঁহাদিগকে কৌশলে আকৃষ্ট করিবার জন্য চতুর সাম্প্রদায়িকগণ নিজ মতকেই নানা কৌশলে জাহির করিয়া তাহার দ্বারাই লক্ষণাদির সাহায্যে কোনপ্রকারে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার নামমাত্র করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ লোপ করিয়া দেন, এইরূপে শাস্ত্রের একটু মাত্র হাওয়া লাগাইয়া নিজ মতকেই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া সমাজের চক্ষে ধরিয়া থাকেন, অর্ব্বাচীনগণ মোটামুটি দেখিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন, আর বিচারশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ঐ ব্যাখ্যাকারের ধূর্ত্তামি বুঝিতে পারিয়া ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করেন ও প্রতিবাদ করেন, মায়াবাদীদের মত বৌদ্ধগণও বেদ ভগবান্ ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা শব্দাদির অগোচর নির্বিশেষ তত্ত্বকেই পরমার্থ সত্য বলেন, এবং উহার সহিত সম্পর্কিত অনিরূপাখ্য (অনির্বাচ্য) অবিদ্যা হইতে জগৎ হইয়া থাকে ইহাও বলেন, এবং রজ্জুসর্প শুক্তিরূপ্য প্রভৃতিকে প্রাতিভাসিক সত্য ও বলেন ইত্যাদি, কিন্তু তাঁহারা যদি কেবল মুখে একবার বলিতেন আমরা যাহা বলিতেছি ইহাই ভগবান্ বেদের প্রকৃত অর্থ, তাহা

হইলে আর তাঁহারা ভারত হইতে বিতাড়িত হইতেন না বরং রীতিমত দৃঢ়মূলই হইতেন, কিন্তু দম্ভবশতঃ বেদকে অবজ্ঞা করিয়া নিজমতকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়াই নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু চতুর মায়াবাদিগণ ঐ বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তই রীতিমত যত্ন সহকারে ও গভীর শ্রদ্ধার সহিত প্রচার করিয়াছেন কিন্তু মুখে কেবল বেদের দোহাই দেওয়ায় এখনও ভারতে টিকিয়া আছেন। দেখুন মায়াবাদিগণ এই গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় নানাবিধ কুতর্ক জালের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে জগতের যাবতীয় বস্তুই মিথ্যা, ঐ কুতর্কগুলি শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ হইতেই আহরণ করা হইয়াছে, ইহারা বলেন চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী জল প্রভৃতি, জগতের যাবতীয় বস্তুই এমন কি বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পর্য্যন্ত রজ্জুসর্প বা শুক্তিরূপ্যের মত সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং জপ তপ পূজা হোম দান ধ্যান বন্ধন মোক্ষ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা, তবে যে বেদান্তে বহুস্থানে ভগবান কর্ত্তৃক বিশ্বসৃষ্টির কথা দেখিতে পাওয়া যায় উহা কাল্পনিক গল্পমাত্র, অন্ধকারে যেমন দড়িকে সর্প বলিয়া মনে হয় এবং নিদ্রাকালে যেমন লোকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে সেইরূপ সমস্ত লোক জাগরণ কালেই জগৎ বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে, ইত্যাদি। বৌদ্ধগণই এই সর্ব্বনাশকর মতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারা বেদ ও ভগবানের প্রতি তীব্র বিদ্বেষপরায়ণ হওয়ায় মতিচ্ছন্ন বুদ্ধিতে এই দারুণ দুর্নীতির প্রবর্ত্তন করেন, তবে যে আহারাদি করিলে সুখ হয় ও কেহ প্রহার করিলে দুঃখ হয় ইত্যাদি, ইহার কি করিয়া সামঞ্জস্য করা যায়? ইহা ত একবারে উড়াইয়া দেয়া যায় না অন্ততঃ মনে মানে না, সেইজন্য উহাকে ব্যবহারিক সত্য বলিয়া একটি গোঁজামিলের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ নিদ্রাকালে স্বপ্নকে যেমন সত্য বলিয়া মনে হয় সেইরূপ ঐগুলিকে আপাততঃ সত্য বলিয়াই মনে করিবে আসলে কিন্তু তাহা কিছুই নয় জানিবে, ইহাকেই বলে "চুরির উপর বাটপারি" ইহার ফলে ইহাই হইল যে ন্যায় অন্যায় স্বর্গ নরক ইত্যাদির বিবেচনা লোকের হৃদয় হইতে লোপ হইয়া গেল ও সুবিধা পাইয়া লোক যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল—জাতি নীতি সমাজ ধর্ম্ম আহার বিবাহাদির বিচার ও নৈতিক কার্য্যকলাপ প্রভৃতি লোপ হইয়া গেল, এই দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি উৎসাদিত হইল, উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই জন্য এদেশে প্রাচীন ব্রাহ্মণাদি জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ব্রাহ্মণের অভাব হওয়ায় মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া রাঢ়দেশে বাস করাইলেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রবল উৎসাহে শাস্ত্রীয় নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহাদের প্রচেষ্টায় দেশে সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল, তাঁহারা এদেশে বাস করিলেও বিবাহ করিবার সময় কিন্তু কান্যকুব্জে গিয়াই বিবাহ করিতেন, যেমন আসানসোলের নিকটবর্ত্তী বেরোগ্রামনিবাসী দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ এখনও দক্ষিণদেশে গিয়াই বিবাহ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধপ্রভাবের সময় রাঢ়দেশের গুরু প্রভাকর আচার্য্য এই সর্ব্বনাশকর বৌদ্ধ মতকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ তর্কযুদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি বৌদ্ধদিগের মিথ্যাবাদ উচ্ছেদ করিবার জন্যই তর্কের দ্বারা স্থাপন করিয়াছিলেন যে জগতে মিথ্যা বলিয়া কিছুই নাই, বেদাদি শাস্ত্র ও জাতি ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই সত্য। কিন্তু যখন দেশবিধ্বংসী প্রবল বন্যাপ্রবাহের মত উচ্ছৃঙ্খলতার তুফান আসিয়া সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়, তখন তাহাকে বাধাদান করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না, কাজেই সেই প্রবাহে ব্রাহ্মণাদি বহু জাতিই আত্মহারা হইয়া ভাসিয়া গেল, বর্ণসঙ্করের সংখ্যা হু হু করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ইহার ফলে বিভিন্ন

নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায়েই দেশ ভরিয়া উঠিল, এবং তাহারা দুঃখ দৈন্যের অনলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল, পরে কালক্রমে তাহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, এবং তাহারই ফলে সম্প্রতি ভারতবর্ষ খণ্ডখণ্ডে বিভক্ত হইল, এবং নিরপরাধ নরনারীর সন্তপ্ত রক্তস্রোতে এই পুণ্যভূমি অতিরিক্ত সিক্ত হইয়া উঠিল, এ সমস্তেরই প্রধান কারণ হইল বৌদ্ধদিগের প্রবর্ত্তিত ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লব ও বর্ণবিপ্লব, সেইজন্য গীতা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন "সঙ্করোনরকায়ৈব" অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নরকেরই হেতু, ভগবানও বলিয়াছেন আমি যদি শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করি তা হলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি-কর্ত্তা হইয়া পড়িব এবং সমস্ত লোককে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিব। বহু ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণাদি সভ্যজাতিগুলি শাস্ত্রোক্ত সুনিয়ম সদাচার ও সুশৃঙ্খলা ত্যাগ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই অসভ্য সমাজে পরিণত হইয়া যায়।

মায়াবাদিগণ ঐ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াই বেদান্ত ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এমন সমুজ্জ্বল জগৎকেও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অথচ বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি ছয়টি আর্য দর্শনশাস্ত্রে এমন কি বেদবিদ্বেষী চার্ব্বাক ও জৈন শাস্ত্রেও এরূপ কোন কথাই নাই, এবং রজ্জুসর্প প্রভৃতির নাম গন্ধও নাই, কেবল শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই বেদ ও ভগবানের প্রতি দারুণ বিদ্বেষবশতঃ উৎকট কুতর্কজালে লোককে মুগ্ধ করিয়া রজ্জুসর্প শুক্তিরজত প্রভৃতি অশ্বডিম্বের মত অর্থহীন কতকগুলি আজগুবি শব্দের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন ইহা কখনই বেদান্ত বা গীতার অর্থ হইতে পারে না, প্রত্যুত যাহারা জগৎকে মিথ্যা বলে ভগবান্ তাহাদিগকে "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে" ইত্যাদি শ্লোকে কঠোর তিরস্কারই করিয়াছেন। রজ্জুসর্প শুক্তিরূপ্য গন্ধর্ব্বনগর মরীচিজল প্রভৃতি অর্থহীন শব্দগুলি বেদান্ত ন্যায় প্রভৃতি কোন দর্শনেরই নহে, কেবল শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়—"অলাতচক্রনির্ব্বাণস্বপ্নমায়াম্বুচন্দ্রকৈঃ। ধূমিকান্তপ্রতিশ্রুৎকামরীচ্যভ্রৈঃ সমোভবঃ"॥ গন্ধর্ব্বনগরাকারং মরীচিজলসন্নিভম্"॥ ইত্যাদি, এবং অবিদ্যা হইতে নাম রূপ প্রভৃতি জগতের সৃষ্টি বৌদ্ধদিগেরই কল্পিত, বেদান্তের নীতি নহে, যথা—"অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নাম রূপং ষড়ায়তনম্" ইত্যাদি, আচার্য্য শঙ্কর সূত্রভাষ্যে এই মত সমর্থনও করিয়াছেন, অবিদ্যাদি যাবতীয় বস্তুই অনিরূপাখ্য বা অনির্ব্বাচ্য, এবং শব্দাদি নিখিল প্রমাণের অগোচর নির্ব্বিশেষ তত্ত্বই (শূন্য) পরমার্থসত্য ও এই তত্ত্বের সহিত স্বভাবতই সম্পর্কিত অবিদ্যা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, এ সমস্তই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত, বেদান্তসিদ্ধান্ত নহে, বেদান্তে এরূপ কোন কথাই নাই, অথচ মায়াবাদিগণ ইহাকেই বেদান্তসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। মায়াবাদীদিগের জ্ঞানাদিশব্দের যে লক্ষ্য অর্থ যাহাকে পরমার্থ সত্য বলা হয় তাহা নিশ্চয় জ্ঞানাদিস্বরূপ নহে, তাহা হইলে তাহা লক্ষ্য অর্থ না হইয়া মুখ্য অর্থই হইয়া পড়িবে অতএব জ্ঞান ভিন্ন বৌদ্ধদিগের শূন্য তত্ত্বকেই জ্ঞানাদিশব্দের লক্ষ্য অর্থ পরমার্থ সত্য বলিয়া লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর প্রাতিভাসিক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্য নামে যাহা যাহা বলা হয় সেগুলিও বৌদ্ধদিগেরই কল্পিত, যথা—"প্রমাণভূতং ব্যবহারসত্যং প্রমেয়ভূতং পরমার্থসত্যম্" চন্দ্রকীর্ত্তিধৃত বৌদ্ধশাস্ত্র, "দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা। লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ॥" "সাংবৃতং পরমার্থং চ সত্যদ্বয়মিদং স্মৃতম্। বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সাংবৃতিরুচ্যতে॥" 'সংবৃতিশ্চ দ্বেধা তথ্য-সংবৃতি র্মিথ্যাসংবৃতিশ্চ' (ব্যবহারিক সত্য ও প্রাতিভাসিক সত্য) বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা। আর বৌদ্ধগণই বলেন "অতি সূক্ষ্ম কারণই সত্য, তাহা হইতে স্থূল ও নীল ইত্যাদি বিভিন্ন

প্রকার কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং কার্য্যবস্তু মিথ্যা"। অজাতবাদও বৌদ্ধদিগেরই কল্পিত। এইরূপে বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তগুলিকেই কৌশলে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়া বেদান্তের তত্ত্বগুলিকে উড়াইয়া দিয়া প্রকারান্তরে বৌদ্ধমতকেই অতিযত্নপূর্ব্বক সুরক্ষিত করা হইয়াছে, আমি জগতের সমগ্র লোককে আহ্বান করিতেছি তাঁহারা ঐ শব্দগুলি প্রামাণিক উপনিষদ্ ও বেদান্ত দর্শন হইতে দেখাইয়া দিন। অতএব অনায়াসেই বলিতে পারি—

কূটস্থো নির্ব্বিকারশ্চ নির্ব্বিশেষো নিরংশকঃ। রজ্জুসর্পবিবর্ত্তানির্ব্বাচ্যাবিদ্যা গুণত্রয়ম্।
ব্যবহারিকসত্যাদিত্রিতয়ং কার্য্যনাস্তিতা। অনৌপনিষদা হ্যেতে সাংখ্যসৌগতকল্পিতাঃ॥

সেশ্বর সাংখ্যাচার্য্যগণ আত্মাকে কূটস্থ বলেন কিন্তু নির্বিশেষ বলেন না, এই মত অবলম্বন করিয়াই ভগবান আত্মাকে কূটস্থ বলিয়াছেন ,কিন্তু নির্ব্বিশেষ বলেন নাই, অতএব নির্ব্বিশেষ রজ্জুসর্প বিবর্ত্ত অনির্ব্বাচ্য-অবিদ্যা ব্যবহারিক সত্য ইত্যাদি শব্দ গীতাশাস্ত্রেও নাই।

মায়াবাদিগণ প্রায় প্রতিকার্য্যেই মায়ার উল্লেখ করিয়া থাকেন, অথচ সুবৃহৎ বেদান্তদর্শনে বিবিধ তত্ত্ব লইয়া বহু আলোচনা করা হইলেও কোথাও মায়া শব্দ উল্লেখ করা হয় নাই, একমাত্র স্বপ্নপ্রকরণে একটি মায়া-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উপনিষদ্গুলিতে বহু স্থানে সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া অলোচিত হইলেও ঐ সকল প্রকরণে মায়া শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র একটি স্থানে মায়া-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" কিন্তু বেদের মায়া শব্দের অর্থ ইন্দ্রজালাদি নহে কিন্তু জ্ঞান, যথা "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" নিঘণ্টু, অতএব "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন যে আমি বহু হইব জন্মগ্রহণ করিব, এই ঈক্ষণরূপ জ্ঞানকেই মায়া বলা হইয়াছে জানিবেন এবং "মায়ামাত্রংতু—"এই সূত্রে স্বপ্নরূপ জ্ঞানকেই মায়া বলা হইয়াছে জানিবেন। আর ঐ মায়াকে ত্রিগুণা বলা হয়, অথচ বেদান্তে কোন গুণের নামও নাই, ন্যায় বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসায়ও নাই উহা কেবল সাংখ্যের কল্পিত নিজস্ব সম্পত্তি, আর সৃষ্টির জন্য যে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি বলা হয় ইহাই বা কোথা হইতে আসিল? ইহাত সাংখ্যেও নাই, ইহা আকাশকুসুমের মত ভূইফোঁড় সম্প্রদায়েরই কল্পনাময় আজগুবি গল্পমাত্র, এইজন্য ভগবান্ সূত্রকার উপনিষদের অজা শব্দটির অর্থ পৃথিবী জল ও অগ্নি এই ভূতত্রয় বলিয়াছেন জানিবেন। অতএব বলা যাইতে পারে—

গুণানামস্তি গন্ধোঽপি বেদান্তেষু ন হি কচিৎ। অত আবৃতিবিক্ষেপপ্রকাশাদিক্রিয়াঃ কুতঃ॥

আর বেদান্তে অবিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ম্ম বলা হইয়াছে, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই শ্রুতির প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় মহর্ষি মনু বলিয়াছেন 'তপসা কল্মষং হন্তি' অর্থাৎ তপস্যারূপ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পাপকে নষ্ট করেন, অতএব অবিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ম্ম জানিবেন, এবং বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন "অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" অর্থাৎ অবিদ্যার নাম কর্ম্ম ইহাকে বিষ্ণুর তৃতীয় শক্তি বলা হয়, অতএব বুঝাগেল বেদান্তে অবিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ম্ম বলা হইয়াছে সদসদনির্ব্বাচ্য অদ্ভুত নহে। এবিষয়ে সূত্রভাষ্যে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি।

মায়াবাদিগণ বৌদ্ধদিগের অবিদ্যাকেই ফলতঃ জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু বেদান্তে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলায় কোনপ্রকারে বেদান্তের নাম বজায় করিবার জন্য ঐ অবিদ্যাকে ব্রহ্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া অবিদ্যার কার্য্য জগৎকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া দেখাইয়া থাকেন, মায়া বা অবিদ্যাযুক্ত ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন বেদান্তে এরূপ কোন কথাই নাই, সেইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তদর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব

লইয়া খুটিনাটিটি পর্য্যন্ত আলোচনা করিলেও মায়া বা অবিদ্যার নাম গন্ধও করেন নাই। দেখা যায় মায়াবিগণ মায়ার দ্বারা নানাবিধ অদ্‌ভুত কার্য্য দেখাইলেও তাহারা ঐ কার্য্যের কোন সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের কোন অপেক্ষাই রাখেনা, অতএব জগতের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মের কোন অপেক্ষাই করিতে হয় না, আর যেখানে রজ্জু প্রভৃতিতে সাদৃশ্য বশতঃ সর্পাদির ভ্রম হয় সেখানে অধিষ্ঠানের অপেক্ষা থাকিলেও ব্রহ্মে জগদ্‌ বিভ্রম সেরূপ না হওয়ায় অধিষ্ঠানের কোন অপেক্ষাই থাকে না। তথাপি যদি গায়ের জোড়ে অধিষ্ঠান স্বীকারই করা হয় তাহলেও যাহাকে অধিষ্ঠান বলা হয় তাহাও বৌদ্ধদিগের মহাসত্য শূন্যতত্ত্বই হইবে তাহারই নামান্তর বিশুদ্ধ ব্রহ্ম স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না, কারণ যাহাকে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলা হয় তাহাও বৌদ্ধদের ঐ শূন্যতত্ত্ব ভিন্ন কিছুই নয়, এইজন্য বিবরণগ্রন্থে ব্রহ্ম ও শূন্যকে পরমার্থ সত্য বলা হইয়াছে, 'অমিথ্যাভূতয়োঃ ব্রহ্মশূন্যয়োঃ' অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম ও শূন্য এই দুইটি বস্তুই সত্য, এইরূপে বৌদ্ধমতকেই অতি কৌশলে একান্ত শ্রদ্ধা-সহকারে বেদান্তের নাম দিয়া নিপুণভাবে রক্ষা করা হইয়াছে এবং বেদান্তের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারি প্রকৃত ব্রহ্মকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়া হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম ও শবল ব্রহ্ম বলিয়া একজোড়া ব্রহ্মের কথা বেদান্ত-শাস্ত্রে কোথাও দেখা যায় না, ইহাও তাঁহাদেরই কল্পিত। ভ্রমস্থলে জ্ঞান মাত্রই হইয়া থাকে বিষয় কিছুই হয় না, ইহা সূত্রভাষ্যে দেখাইয়াছি।

মহামনীষী মহাত্মা কুমারিল ভট্ট যে বৌদ্ধমতকে নিঃশেষে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন, তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ ভট্টের অন্তর্ধানের পর সুযোগ পাইয়া বৰু প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের উৎসাহে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে নিজেদের সেই বৌদ্ধমতকেই কৌশলে বেদান্তের নামে প্রচার করা হইয়াছিল ইহা মণিমঞ্জরী গ্রন্থে বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগণও বিভিন্ন দেব দেবী ও স্বর্গ-লোক প্রভৃতি সমস্তই মানিতেন ইহা তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কেবল ভগবানের প্রতিই তাহারা অত্যন্ত খড়্গহস্ত ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ ঐ মায়াবাদকে বৌদ্ধমত বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা-করিতেন কোন ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করেন নাই, ইহা ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যের "সূত্রাভিপ্রায়-সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ" এই শ্লোকটি দেখিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বিখ্যাত বৃত্তিকার ভগবান্‌ উপবর্ষ আচার্য্য বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, মায়াবাদিগণ ঐ বেদান্তমতকে নষ্ট করিয়া দিয়া বৌদ্ধমতের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন, এই ভাস্করাচার্য্যই প্রথমে মায়াবাদীর বৌদ্ধ-মতানুযায়ী ভাষ্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বেদান্তমতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যাহারা বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় আবরণ করিয়া দিয়া নিজের অভিপ্রায় (বৌদ্ধমত) প্রকাশ করিবার জন্য এই বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহাদের সেই ব্যাখ্যা নষ্ট করিবার জন্য আমি এই ব্যাখ্যা করিতেছি, ইনি নিজের ব্যাখ্যা-গ্রন্থে অনেক স্থলে বৃত্তিকারের মত উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রী-ভাষ্যকার রামানুজাচার্য্যও মায়াবাদের প্রতিবাদ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন, সাংখ্যভাষ্যকার আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু পদ্মপুরাণের "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" অর্থাৎ মায়াবাদভাষ্য দুষ্টশাস্ত্র, উহাকে বেদান্তের নামে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইয়া থাকে। এই পদ্যটি উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছেন। প্রায় দুইশত বৎসর পরে বাচস্পতি মিশ্র ভামতী টীকা লেখেন, ব্রাহ্মণের মধ্যে ইনিই প্রথম ঐ ভাষ্যের টীকাকার, ইনি স্বেচ্ছায় ঐ টীকা লেখেন নাই, তাঁহার প্রভু নৃগ রাজার দৃঢ় আদেশে ও রাশি রাশি সুবর্ণের লোভে মুগ্ধ

হইয়াই জীবনের সায়াহ্নে ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন, বাচস্পতি মিশ্র অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন বটে কিন্তু বিরাট পুরুষের মোহ হইলে সমাজের গুরুতর সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে, তাহার পর হইতে তাঁহার শিষ্যগণ ক্রমে ঐ মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, পরে প্রকৃত ইতিহাসে অজ্ঞ হওয়ায় ও মিথ্যা ইতিহাসে মুগ্ধ হওয়ায় অন্যান্য লোক ক্রমশঃ ঐ মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শৈব বৈষ্ণব শাক্ত ও যোগী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ই বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়া নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক, মতের পরিপুষ্টি করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ মত বলিয়া ঐ মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন।

শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদই এই মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন, তিনিই আগম প্রকরণ গ্রন্থ লিখিয়া বৌদ্ধমতের দ্বারা বেদান্তকে গ্রাস করিয়া জগাখিচুরি করিয়াছেন, তিনি যে বুদ্ধেরই একান্ত সেবক ছিলেন তাহা তাঁহার বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধের বন্দনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—'সংবুদ্ধ স্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্' এখানে গোঁজামিল দিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ শব্দটি সুগতেই রূঢ়, তাঁহার আগম প্রকরণ দেখিয়াই পরবর্ত্তী শিষ্যগণ সভাষ্যমাণ্ডুক্যউপনিষৎখানি সৃষ্টি করিয়াছেন, নবীন ভক্তগণ বলেন মাণ্ডুক্য উপনিষদ্খানিই মায়াবাদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং আচার্য্য শঙ্কর নাকি ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শঙ্করের কোন গ্রন্থেই মাণ্ডুক্যের কোন উল্লেখ দেখা যায় না, এবং পদ্মপাদ সুরেশ্বর সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি বাচস্পতি মিশ্র প্রকাশাত্ম যতি কল্পতরুকার প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহই উহার উল্লেখ করেন নাই জানিবেন। রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বৃদ্ধ গৌড়পাদের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন, গৌড় পাদের পূর্ব্বে এই মতের কোন অস্তিই ছিল না, সেইজন্য ইহারা "ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং" এই শ্লোকে শুকদেবের উল্লেখ করিয়াই একবারে ৩৫০০ বৎসরের পরবর্ত্তী গৌড়পাদের নাম করিয়া থাকেন, এখানেও কৌশল করিয়া গৌড়পাদকে আকুমার সন্ন্যাসী শুকদেবের পুত্র বানান হইয়াছে, তজ্জন্য কল্পিত গল্পও রচনা করা হইয়াছে, এবং শুকদেবের সময় হইতে অন্ততঃ শঙ্করের সময় পর্য্যন্ত গৌড়পাদকে জীবিত রাখিয়া দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয় বানাইতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করা হয় নাই, যাঁহারা জগতের সমস্তকেই মিথ্যা বলেন তাঁহাদের আর কল্পনার অসাধ্য কি !!!

এইরূপ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণও স্ব-স্বসম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট ও প্রসিদ্ধ করিবার জন্য বেদান্ত ও গীতাকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, এজন্য বেদান্ত ও গীতা এক একটি সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে, বৃত্তিকার ভগবান উপবর্ষ আচার্য্যকৃত বেদান্ত ও গীতার ব্যাখ্যা এখন বিলুপ্ত, কেহ কেহ বলেন সমগ্র গীতাই জ্ঞান শাস্ত্র (এই জ্ঞানও আবার প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন) কেহ কেহ বলেন ভক্তিশাস্ত্র, কেহ কেহ বলেন কর্ম্মশাস্ত্র, কেহ কেহ বলেন যোগশাস্ত্র, আর অবান্তর সম্প্রদায়গুলি ধরিলে শাখা প্রশাখা ভেদে অসংখ্য মতই গীতার মধ্য দিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে, আধুনিক উপদলগুলিও নিজ নিজ মতে গীতারূপ দুর্ব্বাদলকে সগর্ব্বে চর্ব্বণ করিয়া অথর্ব্ব গর্ব্বে সর্ব্বংসহাকেও অসহিষ্ণু করিয়া দিয়াছেন, সাধের গীতার এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ নিশ্চয় ব্যাকুব হইয়া গিয়াছেন, অথবা সংসারবিরক্ত রক্তবস্ত্র ভক্তগণের রক্তচক্ষু দেখিয়া জব্দ হইয়া গিয়া বিস্ময়ে নিঃশব্দে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাসদেবের অত্যন্ত আদরের সম্পদ্ অধ্যাত্মবিদ্যার কোহিনুর বেদান্তদর্শনেরও ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছে, যাহা হোক্ পক্ষপাতশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যথাশ্রুত অর্থ প্রকাশ করিয়া গীতা শাস্ত্রের একটি নিরঙ্কুশ ব্যাখ্যা করা যায় কিনা বহুদিন হইতেই চিন্তা হইতেছিল, কিন্তু ইহার

অলৌকিক বিষয়বস্তুগুলির দুরধিগমতা, অদ্‌ভুত কৌশলপূর্ণ বিচারচাতুর্য্য, স্বতঃসিদ্ধ ভাবগাম্ভীর্য্য ও গূঢ়ার্থপূর্ণ সংক্ষিপ্তভাষাবিন্যাস প্রভৃতি পরিভাবণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম, অথচ এই শাস্ত্রের মহনীয় অত্যুদার সমুজ্জল তত্ত্বরাজি, অভাবনীয় লোকোপকারিতা অদ্‌ভুত-পরমার্থসাধনতা সংসার-দাবানলসন্তপ্তহৃদয়ের অপূর্ব্ব শান্তিধারাবর্ষ্কতা প্রভৃতি স্খলিত সুমধুর পরমরম্য মাহাত্ম্যনিচয় অনুধ্যান করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন কাহার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণে নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়াই ইহারই সেবায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলাম, এই সর্ব্বাধমের অন্তরে কে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রেরণার সঞ্চার করিল তাহাও জানিনা, তবে "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" এর কোন কিছু কৌশল আছে কিনা বলিতে পারিনা, যাহা হোগ, শ্রীগুরুর আন্তরিক ঐকান্তিক শান্তিময় আশীর্ব্বাদের প্রভাবে, শ্রীশ্রীগীতা দেবীর স্বতঃস্ফূত অবিচ্ছিন্ন সুধাস্যন্দি স্নেহধারার পূতস্পর্শে ও আর এক ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ অকৈতব কৃপাপাঙ্গবীক্ষণের অনবসাদ প্রসাদে সন্ত সন্ত নিরবত্ত উত্তম পাইয়া এই গীতাপীযূষ-মহাম্বুধির কিঞ্চিন্মাত্র স্পর্শ করিবারও অধিকার লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, জানিনা কতদূর নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি, তবে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি ও স্বেচ্ছায় কোন কুটিলতার আশ্রয় করি নাই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার অধিকার রাখি, শেষে নিরতিশয় কৃতজ্ঞতা-সহকারে অন্তর হইতে ইহাই নিবেদন করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি যে—

বচোঽমৃতং তেঽবহিতং নিষেবিতং ত্বয়া দয়াসাদিতয়া ধিয়া ময়া।
কৃতেঽপরাধেঽপি বিধেহি সন্মতে মৃতের্ভয়ং বা সততাভয়ং নু বা॥

যাহার সমুজ্জল আলোকলেখা ব্যতীত মানবের সমগ্র জীবনই ব্যর্থতায় পরিণত হয়, যাহার মঙ্গলময় পবিত্রতম সম্পর্ক লাভের জন্যই জীবনের সমগ্র উত্তম আগ্রহ ও কর্ম্মশক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগবিন্যাস, যাহার জন্যই জাতি নীতি সমাজ আচার বিচার ও নিয়ম প্রভৃতির আজীবন কঠোর পরিচর্য্যা, যাহাকে লাভ করিলেই জীবনের যাবৎপ্রযত্নের সম্যক সাফল্য অর্জ্জিত হয়, মানবের সেই সর্ব্বোত্তম সম্পদই হইল নিখিল বিদ্যার মুকুটমণি দিব্য আলোকমালায় সমুজ্জল সর্ব্বশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মর্ম্মনির্ঝর সেই অলৌকিক অধ্যাত্মবিজ্ঞান, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রপুঞ্জের ও বর্ণাশ্রমাচার যোগ যাগ ব্রত নিয়ম তপস্যা ইত্যাদির মুখ্য লক্ষ্যই হইল সেই অমূল্য সম্পদ অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সমর্জন। এই বিজ্ঞানকেই স্তম্ভ করিয়া অগ্রসর হইলে আর কখনো পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না, ব্রাহ্মণের তপস্যা ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য বৈশ্যের বাণিজ্য ও শূদ্রের জনসেবা প্রভৃতি নিখিল জাতীয় সাধনাই এই বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠিত। ভারতের এই আর্য্যজাতি যুগযুগান্ত হইতে ইহাকেই সর্ব্বোত্তম সম্পদরূপে স্থির করিয়া ইহলোক ও পরলোকের পরমসম্বলরূপে বরণ করিয়া লইয়া হৃদয়ের মহার্ঘ আসনে সাগ্রহে সমাদরে স্থাপন করিয়াছে, এবং যাহাতে ইহার কণামাত্রও ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য স্বেচ্ছায় প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিয়া আসিতেছে, ইহাই হইল সুপ্রাচীন সুসভ্য সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত এই আর্য্যজাতির সমৃদ্ধির গৌরবোজ্জল অনন্যসাধারণ সমুচ্ছ্রিত বৈশিষ্ট্য, ইহার জন্যই ব্রাহ্মণের তপস্যা ও সর্ব্বস্বত্যাগ, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামে আত্মবলিদান ও সাম্রাজ্যত্যাগ, বৈশ্যের পরার্থে অকাতরে অন্নবস্ত্রাদি বিতরণ ও শূদ্রের জনসেবায় স্বেচ্ছায় আত্মদান, এবং বিধবার ঐহিক সমগ্র ভোগ বিলাস তুচ্ছ করিয়া কঠোর ব্রতচর্য্যায় জীবনাবসান জানিবেন। আর যে লোকই ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া জড়বিজ্ঞান বা ভোগবিলাসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে, সেই কাপুরুষ কৃপণ মূর্খ হতভাগ্য দুর্জন ইত্যাদি দুরুক্তি-ভাজন হইয়া

অবজ্ঞাত হইয়াছে, * তা সে যত বড়ই সমৃদ্ধশালী রাজা মহারাজা যোদ্ধা বোদ্ধা যাহাই হউক না কেন? ভারত ধনীলোককে কখনো বড়লোক বলে না মহৎ ব্যক্তিকেই বড় লোক বলিয়া আসিতেছে, বনবাসী ফলমূলাশী পর্ণশালা-নিবাসী সর্ব্বস্বনিরাসী রামচন্দ্রকেই ভারতবর্ষ মহত্ত্বের মহিমোজ্জ্বল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, ত্রিভুবন-বিজয়ী জড়বিজ্ঞান-মুগ্ধ ধনবল জনবল ও ঐশ্বর্য্যে অন্ধ বিশ্ববিখ্যাত রাবণকেও চিরদিন অবজ্ঞাই করিয়াছে, এবং স্বার্থপর ঐহিক-সর্ব্বস্ব ভোগ-লম্পট দুর্দান্ত দানব রাক্ষস ইত্যাদি বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণাই করিয়াছে। সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্রই হইল এই মহতী শ্রীমতী ভাগবতী গীতা, ইহাতে কাব্যকলার লালিত্যপূর্ণ প্রাণোন্মাদনাকর ভাষার সৌষ্ঠব নাই, রূপলাবণ্যবতী মোহিনী-রমণীর হাব-ভাব হাস্য-লাস্যাদি চিত্তবিমোহকর বর্ণনাবিন্যাসও নাই, বিবিধ ফলফুলশোভিত শুকশারিকাকোকিলকাকলীকলকলিত বনরাজির শ্রুতিসুখকর কল্পনাভঙ্গীও নাই, বিচিত্ররত্নরাজিবিরাজিত মর্ম্মরখণ্ড-বিমণ্ডিত-নর্ম্মক্রীড়ানিকেতন হর্ম্ম্য-রাজির বর্ণনাবৈচিত্র্যও নাই, তাহার পরিবর্ত্তে আছে কামকর্দ্দমলেপলেশহীন-কর্ম্ম-কঠোর যোগকঠোর জ্ঞান-গম্ভীর-ভক্তি-মধুর তত্ত্বপুঞ্জের ভাব-গম্ভীর উদারশব্দের সুনির্ম্মলবিন্যাস এবং মানবের অনুত্তম সম্পদ্ অর্জনের নিরঙ্কুশ মার্গনির্দ্দেশ, সেই জন্যই বিশ্বের মনীষিবৃন্দের মহামহনীয় অবতংস হইয়া এই শাস্ত্ররত্ন সমগ্র জগতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গীতাশাস্ত্রটি মহাভারতের মত বিশাল শাস্ত্রার্ণবের একখানি অত্যুজ্জ্বল রত্ন, এই রত্নটি না থাকিলে মহাভারতের মহত্ত্ব গুরুত্ব সেব্যত্ব ইত্যাদি কিছুই হইত না, প্রাণহীন দেহের মত অসার হইয়া যাইত, বেদান্ত সাংখ্য যোগ ভক্তিশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির সার সার তত্ত্বগুলি সযত্নে আহরণ পূর্ব্বক একত্র গাঁথিয়া যেন পদ্মরাগ বজ্র বৈদূর্য্য মরকত গারুড় প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র রত্নরাজির সমাবেশে একখানি অপূর্ব্ব রত্নহার রচনা করিয়া সারস্বত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের সুরম্য উরঃস্থলটি সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোন শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়াও যদি কেবল গীতাশাস্ত্রের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করা হয়, তাহলেই অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষীরসাগরে অনায়াসেই নিমজ্জিত হইতে পারাযায়। এইজন্য সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বতন বৃত্তিকার মহাত্মা উপবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতগগনের পুষ্পবন্তোপম বহু মনীষীই গীতার সেবা করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছেন, ভগবান্ উপবর্ষ-আচার্য্য "অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি" "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বম্" "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" এই সকল বাক্য অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা ভাষ্যকার শঙ্কর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই মত যে বৃত্তিকার উপবর্ষেরই ইহাও টীকাকার আনন্দগিরি বলিয়া দিয়াছেন, উপবর্ষ আচার্য্য বেদান্ত মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের বিস্তৃত বৃত্তিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থগুলি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও বহু সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় পরিপূর্ণ হওয়ায় সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল, এইজন্য তিনি বৃত্তিকার বলিয়াই শাস্ত্রজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্করও ইহাঁকে ভগবান্ উপবর্ষ বলিয়া বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনিই বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন প্রায় তিনিই গীতারও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, ইহা না করিলে বোধ হয় অধ্যাত্মবিদ্যার রসনিষেবণ অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইত, এই গীতাশাস্ত্রের মর্য্যাদা এতই সমধিক যে গুণগ্রাহী বিদ্বৎসমাজ ইহাকে বেদের মস্তিষ্ক

* "যো বা এতদক্ষরমক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" শ্রুতি।

উপনিষদের তুল্যস্তরে উন্নীত করিয়া শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, ঋষিপ্রণীত আর কোন শাস্ত্রই এতদূর সম্মান লাভ করিবার অধিকারী হন নাই, অতএব শাস্ত্রজগতে গীতা যে কত উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত তাহা কল্পনা করাও নিতান্ত দুষ্কর। গাম্ভীর্য্যে সারবত্তায় তত্ত্বনির্ণয়ে বিচারকৌশলে ভাষার উদারতায় ভাবের মহত্ত্বে শাস্ত্রার্থসঙ্কলনে, কি জ্ঞানে কি যোগে কি কর্ম্মে কি ভক্তিতে কি বর্ণাশ্রমাচারে কি পরমার্থনিরূপণে এমন সারময় শাস্ত্র আজ পর্য্যন্ত জগতে আবির্ভূত হয় নাই, বুঝি বা হইবেও না. বোধ হয় বক্তার লোকাতীত অনির্ব্বচনীয় মহনীয়তাই ইহাকে এইরূপ বিশ্ববরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে। পার্থিব সম্পদের মোহমুগ্ধ জড়বিজ্ঞানের অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন ভোগসর্ব্বস্ব বর্ত্তমান জগতেও এই শাস্ত্র অতুলনীয় গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যে জাতি গীতার মহনীয় মহিমায় মুগ্ধ না হইয়াছে, এমন কোন ভাষা নাই যে ভাষায় গীতার অনুবাদ না হইয়াছে, এমন কোন সম্প্রদায় নাই যে সপ্রদায় গীতার উপদেশে অনুরক্ত না হইয়াছে, এমন কোন বিদ্বৎসমাজ নাই যে সমাজ গীতার প্রতি শ্রদ্ধালু না হইয়াছে. অনেকে নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া গীতার ব্যাখ্যা লিখিয়াও নিজেকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম ব্রেজিলের একজন ভদ্রলোক গীতার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন।

এ হেন গীতাশাস্ত্রকেও জগতের চক্ষে হেয় করিবার জন্য দেশেরই এক দল বিভীষণ মস্তিষ্কের প্রচণ্ড পরিশ্রমে দিবারাত্রি প্রাণপাত করিয়া কয়েকটা দুরভিসন্ধিপূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া প্রাণের জ্বালা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কোটরসংলগ্ন-বহ্নিজ্বালায় দন্দহ্যমান তরুর মত নিগূঢ় কারণে অন্তর্নিহিত বিদ্বেষানলের তীব্র জ্বালায় দারুণ দগ্ধ হইয়াই হিমগিরির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের মত অটল অচল সুপ্রতিষ্ঠ সুসংবদ্ধ চিরার্চ্চিত সনাতন ধর্ম্মের উপর দু-একটা ঠোক্কর মারিয়াই তাহারা প্রাণের তীব্র জ্বালা কতকটা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করে, পথের আবর্জ্জনাস্তূপে আত্মগোপনকারী মণ্ডূক লম্ফ দিয়া হস্তীর পদপ্রান্তে একটা ঠোক্কর মারিয়াই মনে করে হাতিটাকে কি আঘাতই হানিলাম নিশ্চয় সে বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে, ইহাতেই সে প্রাণে পরম শান্তি অনুভব করে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই মহামতি বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—

"সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে অর্জ্জুনে বিমনস্কে বৈ গীতা ভগবতা স্বয়ম্।"

"এবমেষ মহানধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম। কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥"

অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে কুরু ও পাণ্ডবগণের সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইলে অর্জ্জুন যখন মানসিক দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলেন তখন ভগবান্ স্বয়ং ঐকান্তিক ভক্তগণের কর্ত্তব্য কার্য্যাবলী (গীতা) উপদেশ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই শ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে ভগবদ্গীতাতে বলিয়াছি। অনুশাসন পর্ব্বে আছে—

"ততঃ স তস্মৈ প্রীতাত্মা দর্শয়ামাস তদ্বপুঃ।
শাশ্বতং বৈষ্ণবং ধীমান্ দদৃশে যদ্ ধনঞ্জয়ঃ"॥

অর্থাৎ তাহার পর উত্তম জ্ঞানবান্ বাসুদেব সন্তুষ্ট হইয়া উতঙ্ক মুনিকে বিষ্ণুর চিরকাল বিদ্যমান সেই বিশ্বরূপ দেখাইলেন, পূর্ব্বে অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে মহাভারতেরই বিভিন্ন স্থানে গীতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব যাঁহারা মহাভারতকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা গীতাকেও শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য।

বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণই "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্" "ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্" গীতার এই দুই প্রকার গতিকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্র করিয়াছেন—"যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যেতে স্মার্ত্তে চৈ তে" অর্থাৎ এই দুইটি গতি যোগীর প্রতিও (গীতা শাস্ত্রে) স্মরণ করা হইয়া থাকে, এবং এই দুইটি গতি যোগস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে। মহাভারতের মত বিশ্ববরেণ্য ও অধ্যাত্মবিদ্যার গৌরীশঙ্কর বেদান্তদর্শনও গীতার সুদৃঢ় প্রামাণ্য ঘোষণা করিয়া গীতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তিতে নতমস্তক হইবার জন্য জগদ্‌বাসীকে ইঙ্গিত করিতেছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণেরও ইহাই নির্দ্দেশ। অতএব জগতে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করিবেন ও মানব জাতির অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, ততদিন শাস্ত্র-জগতের কোহিনুর এই গীতাশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ মহিমায় সমুদ্দীপ্ত-প্রভাবে নিশ্চয় বিশ্ববরেণ্য হইয়া জ্ঞানরাজ্যে সমুদ্‌ভাসিত থাকিবেন। গীতাদেবীর চরণে শত শত প্রণিপাতপূর্ব্বক অন্তর হইতে ইহাই নিবেদন যে গীতার একটি অক্ষরের প্রতিও জন্ম জন্মান্তরেও এই নরাধমের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ও প্রপত্তি যেন সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকে।

এই সংস্করণে শঙ্কর শ্রীধর ও বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হইল, গীতার ভাষা উদার হইলেও ইহার ভাব অত্যন্ত গম্ভীর সেই জন্য সাধারণের সুবিধার্থে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে একটি নিরপেক্ষ ভাষা ব্যাখ্যা দেয়া হইল, শ্লোকের গাম্ভীর্য্য অনুসারে স্থানে স্থানে ব্যাখ্যারও বিস্তার করিতে হইয়াছে, ইহার দ্বারা গীতানুরাগী সজ্জনবৃন্দের যদি যৎকিঞ্চিৎও সুবিধা হয় তাহা হইলে বলাবাহুল্য এই অধম নিশ্চয় নিরতিশয় ধন্য হইবে। গীতারসপিপাসু কতিপয় ভদ্রলোক অনুরোধ করিলেন শঙ্কর শ্রীধর ও বিশ্বনাথের বাঙ্গলা তাৎপর্য্য দিলে বুঝিবার সুবিধা হয়, তখন প্রায় দ্বিতীয় অধ্যায় মুদ্রণ শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য তৃতীয় অধ্যায় হইতে ঐ ব্যাখ্যাগুলির তাৎপর্য্য দেয়া হইয়াছে।

পরিশেষে বিশেষ বক্তব্য এই যে, গীতার ব্যাখ্যা শেষ করিয়া অত্যন্তই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম—কি করিয়া এই বিরাট গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া সমাজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব, কারণ সম্প্রতি মুদ্রণব্যয় যেরূপ অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কাগজও যেরূপ বহুমূল্য ও দুর্লভ হইয়াছে এরূপ অবস্থায় আমার মত নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা নিতান্তই অসম্ভব, এজন্য আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ভগবানের অসীম করুণায় জোড়াসাঁকো-নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ উদারাশয় ভগবদ্‌ভক্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ হালদার মহাশয় কাগজ ও মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয় অকাতরে প্রদান করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া দিলেন, এ জন্য এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে আন্তরিক অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি ও অশেষ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি ভগবান্ এই মহাশয় ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সুখী ও কল্যাণযুক্ত করিয়া দীর্ঘজীবী করুন।

ইতিহাস আলোচনা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মায়াবাদীর বেদান্ত-ভাষ্যকে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধমত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য কেহই ঐ মত গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া শঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তগণ প্রভুকে শিবাবতার বলিয়া প্রবল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নামে ইতিহাস রচনা করিলেন, ঐ ইতিহাস দেখিলেই মনে হয় উহা কল্পনাময় গল্পমাত্র, পুরাণ শাস্ত্রের অন্যান্য ঘটনা দেখিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে। অনন্তানন্দ একখানি ইতিহাস রচনা করেন, তিনি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন বলিয়া তিনিই বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং মাধবাচার্য্য একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, ইনি শঙ্কর অপেক্ষা বহুশত-বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন, ইতিহাসে বলা হইয়াছে তৎকালে ভারতবর্ষ শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কেহই উপনিষদের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া দেবর্ষি নারদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অভিযোগ করিলেন, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত কৈলাসে শিবের নিকটে আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শিবের আদেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু কুমার কার্ত্তিকেয় ও ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীতে মণ্ডন পদ্মপাদ কুমারিল সুধন্বা প্রভৃতি হইয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং শিব স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য হইয়া অবতীর্ণ হইলেন ইত্যাদি, দেবলোকের এই ঘটনাগুলি নরলোকের লেখকগণ কোথায় পাইলেন? অনন্তানন্দ ইন্দ্রাদিদেবগণের আবির্ভাবের কোন কথাই বলেন নাই, মাধবাচার্য্য কোথায় পাইলেন? মাধবাচার্য্য শিব-পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন অনন্তানন্দ কিন্তু তাহাও করেন নাই অতএব বুঝাযাইতেছে অনন্তানন্দের কল্পনা লইয়াই পরে শিবপুরাণে ঐ ঘটনা রচনা করা হইয়াছে, শিবপুরাণে থাকিলে অনন্তানন্দ অবশ্যই প্রবল উৎসাহের সহিত তাহা উল্লেখ করিতেন, শিবপুরাণও দুইখানি দেখিতে পাওয়া যায় ইহারও কারণ রহস্যময়, টীকাকার শিবরহস্যের উল্লেখ করিয়াছেন মাধব তাহাও করেন নাই, অতএব বুঝাযাইতেছে উহাও মাধবের পরে সৃষ্টি হইয়াছে। শিবরহস্যের বাক্যকে প্রমাণ বলিলে ব্রহ্মসূত্রকে দ্বৈতবাদের গ্রন্থই বলিতে হয়, কারণ তাহাতে বলা হইয়াছে "ব্যাসোপদিষ্টসূত্রাণাং দ্বৈতবাক্যাত্মনাং শিবে"। শঙ্করের গ্রাম শিবালয় পিতার মৃত্যু বা সন্ন্যাস শিবের কৃপালাভ প্রভৃতি এমন কি পিতা মাতা ও জন্মবৃত্তান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই দুইখানি ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহা কি করিয়া হইল!! শঙ্করের নদী-আনয়ন কৃষ্ণবিগ্রহ-উৎপাটন রাজাকে বরদান, অগস্ত্য দধীচি প্রভৃতি ঋষি কর্ত্তৃক শঙ্করের শিবত্ব কথন স্বর্ণামলকদান কুম্ভীরআক্রমণ শঙ্করের দেহে ত্রিশূল চক্র গদা প্রভৃতি চিহ্নদর্শন নর্ম্মদাতীরে গুহাস্থ গোবিন্দপাদের চরণবন্দনা ইত্যাদি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য অনন্তানন্দ কিছুই বলেন নাই, অথচ বহুশত বৎসর পরে মাধবাচার্য্য কতই না লিখিয়াছেন, কোথায় পাইলেন!!! অত্রি-মুনির যজ্ঞে গোবিন্দপাদের সহিত ব্যাসের আলোচনাই বা কোথা হইতে আসিল? ঐগুলি সত্য হইলে নিশ্চয় অনন্তানন্দ লিখিতেন, অতএব বুঝা যাইতেছে ভক্তগণ স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ প্রতিভা অনুসারে কল্পনাময় গল্পজাল সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। কাশীতে চণ্ডালবেশধারী শিবের সহিত শঙ্করের বিচারের কথা অনন্তানন্দের গ্রন্থে কিছুই নাই অথচ মাধবাচার্য্য একজোড়া শিবের লড়াই লাগাইয়াছেন॥

কাশীক্ষেত্রে ব্যাসের সহিত শঙ্করের দুই তিনবার মাত্র সামান্য বাদ প্রতিবাদের কথা অনন্তানন্দ বলিয়াছেন, মাধবাচার্য্য অষ্টাহব্যাপী প্রবল বিচারের কথা কোথায় পাইলেন? (সহস্রশস্তীর্থকরশ্চথণ্ড) অনন্তানন্দ বলিয়াছেন শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাসের গালে প্রচণ্ড ঘুসী মারিলেন, তাহাতেও খুসী না হইয়া শিষ্য পদ্মপাদকে আদেশ করিলেন—পদ্মপাদ তুমি এই ব্রাহ্মণকে ধাক্কা দিয়া ভূমিতে অধোমুখ করিয়া ফেলিয়া দিয়া পা ধরিয়া টানিতে টানিতে এখান হইতে দূর করিয়া দাও। ইহা শুনিয়া ব্যাস পলায়ন করিলেন।

"জল্পতো বৃদ্ধস্য কপোলতাড়নমাচকার, পরং পদ্মপাদমাহ এনং বৃদ্ধমধোমুখং পাতয়িত্বা পাদাগ্রাবলম্বনাৎ দূরং ব্যাসঃ স্বয়মেব দূরমগাৎ"। পদ্মপাদ এ্যান্ত গুরুভক্ত হইলেও এক্ষেত্রে কিন্তু গুরুবাক্য লঙ্ঘনই করি তিনি বলিলেন "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্। তয়োর্বিবাদে সংপ্রাপ্তে কিঙ্করঃ করোম্যহম্" মাধবাচার্য্য এই শ্লোকটির অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু পাছে "রোষানুষঙ্গকলয়াপি সুদূরম্ এই নিজ বাক্যের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ও প্রভুর মহত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায় সেই ভয়ে ঘুঁসী প্রহারের কথাটি গে করিয়া গিয়াছেন। পরে পদ্মপাদের কথায় ব্যাসকে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সেখানে আনয়ন করা হ অনুনয় করিয়া শান্ত করা হইল, সূত্রভাষ্য দেখিয়া ব্যাস বলিলেন, "সূত্রাণাং তু পদার্থৈকতাৎপর্য্যং বি ত্বয়া। মদাশয়স্তু দুর্জ্ঞেয় আচার্য্যস্ত্বং জগৎপতিঃ॥ অর্থাৎ আমার সূত্রের প্রকৃত অর্থ তুমি বুঝিয়াছ অ অভিপ্রায় বুঝিতে পা। অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব জগদীশ্বর তুমিই আচার্য্য (আমি নহি)। ব্যাসের মুখ দিয়া বাহির কথাটি করিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনাটি সৃষ্টি করা হইয়াছে কারণ শ্রুতি ও সূত্রের সহিত স বিরুদ্ধ হওয়ায় ও শূণ্যবাদোচ্ছিষ্ট হওয়ায় তৎকালে বৌদ্ধমত বলিয়া সকলেই শঙ্করের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করি ব্যাসের মুখ দিয়া তাহা সমর্থন করাইয়া লইলে তখন সকলেই শ্রদ্ধা করিবেন। তখন শঙ্কর আত্মহ ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার ১৬ বৎসর মাত্র আয়ু শুনিয়া ব্যাস ব্রহ্মাকে আকর্ষণ করিলেন, ব্রহ্মা ইচ্ছ বর দিলেন, ব্যাস কিন্তু গঙ্গাজল লইয়া ১০০ বৎসর আয়ুর সীমা করিয়াদিলেন ইত্য "করেণানীয় গঙ্গাম্বু জীব ত্বং শরদাং শতম্' মাধবাচার্য্য ৩২ বৎসর মাত্র আয়ু লিখিলেন করিয়া? ভক্তগণ শঙ্করকে সর্ব্বজ্ঞই বলিয়া থাকেন, এবং শঙ্কর গীতার উপক্রমণিকায় ব্যাসকে 'সর্ব্বজ্ঞ ভগ বেদব্যাস' বলিয়াছেন, তা'হলে উভয়েই উভয়কে নিশ্চয় জানিতেন একজোড়া সর্ব্বজ্ঞের যখন লড়াই লাগিয় তখন তাহলে ব্যাসকে জানিয়া শঙ্কর ঘুঁসী মারিলেন কেন? ব্যাসই বা ঘুঁসী খাইতে আসিলেন কে ভগবান্ উপবর্ষ ও রামানুজ প্রভৃতি বহু মহাত্মাই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন ব্যাস কাহারও সহিত বি করিতে আসেন নাই কেবল শঙ্করের সহিতই বিচার করিতে আসিবেন কেন? আর ব্রহ্মার পর্য্যন্ত বর আসার কথা এ যুগে কোথাও শোনা যায় না ইহাও অদ্ভুত কল্পনামাত্র। আসলকথা শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের গ্র অর্থগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া নিজের বৌদ্ধমতকেই রক্ষার জন্য সূত্রব্যাখ্যার নামে প্রচার করিয়াছেন এ তৎকালে ব্রাহ্মণগণ কেহই ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই ইহা "সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনা ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যের এই কথাতেই বেশ বুঝাযায়, ভাস্করাচার্য্য শঙ্করের কিছু পরবর্ত্তী লোক ছিলেন, এ "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" এই প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বাক্যেও ইহা বুঝা যায়, এইজন্যই এই ব্যাখ্য ব্যাসের দ্বারা সমর্থন করাইয়া লইয়া সমাজে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ভক্তগণ এই অদ্ভুত ঘটনাটি স করিয়াছেন জানিবেন। আর শঙ্কর একশত বৎসরই জীবিত ছিলেন, তাহা না হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ শি অনন্তানন্দ ব্যাসের মুখ দিয়া একশত বৎসরের বর দানের কল্পনা কখনই করিতে পারিতেন না, এবং শ স্বকৃত দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রে স্বয়ংই বলিয়াছেন—"ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি" অর্থাৎ বৎসর বয়স অতিবাহিত হইলে আমি তোমার সেবা করিতেছি ইত্যাদি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় শঙ্কর বৎসর বয়সে এই পদ্যটি লিখিয়াছিলেন, অতএব মাধবাচার্য্যের লিখিত ৩২ বৎসর মাত্র আয়ুর কথা স মিথ্যা। আর মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন ব্যাস শঙ্করকে স্তব করিলেন ইত্যাদি, ইহাও মিথ্যা, অনন্তানন্দ কি লেখেন নাই। শঙ্কর যে ব্যাসের প্রশিষ্য ছিলেন ইহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, দেবীভাগবতে শুকদেবের বিবাহাদির কথা আছে তাহাও মায়ার মহিমা দেখাইবার জন্য অর্থবাদ মাত্র, উহার ঐতিহাসি সত্যতা নাই, শুকদেব জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন এবং শেষে হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন ইহাই শান্তিপ আছে, বিবাহাদির কোন কথাই নাই। নারদাদিঋষিদের নামেও ঐরূপ অর্থবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তানন্দ লিখিয়াছেন—শঙ্কর তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া কেদার বদরী প্রভৃতি তীর্থ করিয়া গয়া ক্ষেত্রে আসিলেন, গয়া হইতে যাত্রা করিয়া একটি পর্ব্বতে মল্লিকার্জুন শি দর্শন করিয়া একমাস সেখানে বাস করেন। মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন এই পর্ব্বতে নাম শ্রীশৈল এবং উহা মহারাষ্ট্র দেশে আছে, সেখানে রুদ্রনগর হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া কুমারিল ভট্টের সং

দিলেন, কুমারিল কোন জৈন আচার্য্যের নিকট সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, পরে বৌদ্ধ ও জৈন ক হত্যা করিয়াছিলেন, 'সেই পাপের প্রতীকারের জন্য তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন, শঙ্কর রুদ্রনগরে গিয়া কুমারিলকে বলিলেন, মূর্খ তুমি জাননা যে আত্মা নিত্য, সেইজন্য তুমি বৌদ্ধগণকে হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ. কুমারিল তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে ইনি একজন ঘোরতর বৌদ্ধ এবং বলিলেন— "নূতনো বৌদ্ধতরঃ কস্মা দিহাগত্য উত্তাপয়সি" অর্থাৎ তুমি একজন নূতন উৎকট বৌদ্ধ কেন এখানে আসিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতেছ? শঙ্কর বলিলেন বিচার করিবার জন্য আসিয়াছি, কুমারিল বলিলেন— আমার ভগিনীপতি মণ্ডন মিশ্রের নিকট যাও তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তোমার বিচারের জ্বালা তিনিই নিবারণ করিয়া দিবেন। শঙ্কর মণ্ডনের নিকটে চলিয়া গেলেন, ইত্যাদি। মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন কাশীতে ব্যাস-সাক্ষাতের পরই শঙ্কর প্রয়াগতীর্থে যাইয়া স্নান করিয়া ঐ তীর্থের উত্তম স্তব করিলেন ও সেইস্থানে কুমারিলকে দেখিলেন, কুমারিল শিষ্যগণের দ্বারা শঙ্করের পূজার ব্যবস্থা করিলেন, শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়া বলিলেন কেবল অধ্যাস ভাষ্যেরই ৮ হাজার বার্ত্তিক হইতে পারে দীর্ঘকাল আপনার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আপনাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রে শ্রীশৈলের নিকটে রুদ্রনগরে প্রয়াগতীর্থ আসিবে কেন? অনন্তানন্দের গ্রন্থে আছে কুমারিল প্রথমে তাঁহাকে কোন কথাই বলেন নাই পূজারও কোন ব্যবস্থা করান নাই, শঙ্করই প্রথম কুমারিলকে বলিলেন হে মূর্খ আত্মার মৃত্যু নাই বেদের এই প্রকৃত অর্থ তুমি জাননা বলিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ, ইত্যাদি। "অজ্ঞানেন কিল প্রাপ্তা ব্যবস্থা ভবতা দ্বিজ। ঈদৃশান্ মূঢ় গূঢ়ার্থান্ ন বেৎসি নিগমান যতঃ॥" ইত্যাদি, কুমারিলের মত মহামনীষী বেদের অর্থ জানিতেন না তিনি মূর্খ ছিলেন ইহা শুনিয়া লোকে হাসিবে না কি? এবং ভাষ্যদর্শন ও ৮০০০ বার্ত্তিকের কোন কথাও নাই, মাত্র দুই পৃষ্ঠা অধ্যাসভাষ্যের অর্থ আট হাজার বার্ত্তিক হইবে ইহা কেহ কোথাও দেখিয়াছেন কি? শ্লোক-বার্ত্তিকও ত এরূপ নহে। এখানেও চতুর মাধবাচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদকে কুমারিলের মত মহাপুরুষের মুখ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইবার জন্যই এই অপকৌশলটি সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং কুমারিল তাঁহার কথা শুনিয়া ও আকার প্রকার দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে ইনি একজন বেদের শত্রু উৎকট বৌদ্ধ, এই জন্য তিনি বিরক্ত হইয়াই বলিলেন তুমি একজন ঘোরতর বৌদ্ধ ইত্যাদি। এইরূপ উভয়ের নীরস ভাষাতেই সামান্য কিছু আলাপ হইয়াছিল। আসল কথা এই কুমারিল সংবাদটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা, অনন্তানন্দ লিখিয়াছেন—"ভট্টাচার্য্যাখ্যো দ্বিজবরঃ কশ্চিৎ উদগ্‌দেশাদাগত্য বৌদ্ধান্ জৈনান্ নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্বা বহুষু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমতধ্বংসমাচরন্ নির্ভয়ো বর্ত্ততে' শ্রুত্বৈতদদ্ভুতং কর্ম্ম গুরুঃ শিষ্যসমন্বিতঃ। গতো রুদ্রাখ্যনগরং জয়শব্দবিজৃম্ভিতম্'॥ অর্থাৎ উত্তর দেশ হইতে কুমারিল আসিয়া বৌদ্ধ ও জৈনগণকে বিচারে জয় করিয়াও প্রতিহিংসার নিবৃত্তি না হওয়ায় পরশুর দ্বারা তাহাদের শিরচ্ছেদ করিয়াছেন তাহাতেও ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত না হওয়ায় তাহাদের ছিন্নমুণ্ডগুলি উদূখলে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তবে শান্ত হইয়াছিলেন। কুমারিল কি একজন রাক্ষস বা দৈত্য দানব ছিলেন? যে ক্রোধে অন্ধ হইয়া বৌদ্ধদের ছিন্নমুণ্ডগুলি পর্য্যন্ত উদূখলে চূর্ণ করিতে লাগিলেন? অতএব এ ঘটনাটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা, মণিমঞ্জরীতে আছে কুমারিলের ভয়ে আত্মগোপনকারী বহু প্রভৃতি শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ কুমারিল ও তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ ভট্টের মৃত্যুর পর শঙ্করকে উৎসাহিত করিয়া বৌদ্ধ শূন্যবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল ইত্যাদি। কুমারিলের তুষানলের বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ নহে, মণিমঞ্জরীতে তুষানলের কোন কথাই নাই, অন্যভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, সম্প্রতি কেহ লিখিয়াছেন কুমারিলের পত্নী শাস্ত্রের কিছু ব্যাখ্যা লিখিয়া কুমারিলকে দিয়াছিলেন, ইত্যাদি. ইহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে, কুমারিলের মত মহামনীষী ও ঐকান্তিক শাস্ত্রসেবী মহাত্মা পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, অতএব ঐ বৃত্তান্তও সম্পূর্ণ অমূলক কল্পনা মাত্র। আর মণ্ডন মিশ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন তাঁহার বাড়ী রাজপ্রাসাদ হইবে কেন? অনন্তানন্দ বলিয়াছেন মণ্ডনের বাড়ী হস্তিনাপুরের অগ্নিকোণে বিজলবিন্দু গ্রামে ছিল, তাহা নাগপুর প্রদেশের রেবাতীরে মাহিষ্মতীপুরী হইবে কেন? মণ্ডন অকারণ ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? 'কুতোমুণ্ডী' ইত্যাদি শুনিয়া শঙ্কর বক্রোক্তি করিলেন কেন? পরস্পর অকথ্য গালাগালি আরম্ভ হইল কেন? মণ্ডনের মত সুপণ্ডিত তুচ্ছ সন্ধি করিতে ভুল-

ন ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য ? ব্রহ্মার সত্যলোকে বে-পাঠের সময় দুর্ব্বাসার ভ্রম দেখিয়া সরস্বতী উপ… করায় দুর্ব্বাসার অভিশাপে তিনি উভয়ভারতী হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন বলা হইয়াছে, এই ইতি… কোথায় পাইলেন ? অনন্তানন্দ কিছুই বলেন নাই, তাঁহার সময়ে এ ইতিহাস রচিত হয় নাই, উভয়ভা… নামও বলেন নাই, তাঁহার নাম সরসবচনা বলিয়াছেন, এ সকল ঘটনা পরে কল্পনা করা হই… ঐতিহাসিক সত্য নহে, শঙ্কর সন্ন্যাসী হইলেও তিনি যদি শিবই হ'ন তাহলে নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ তাঁ… রতিশাস্ত্রে অজ্ঞতা হইবে কেন ? যেজন্য তাঁহাকে মৃত রাজার দেহে কৌশলে প্রবেশ ক… সাধ্বী রাণীর সতীত্ব নাশ করিতে হইল, এ বিষয়ে অনন্তানন্দ লিখিয়াছেন—"তদালিঙ্গনসঞ্জাতসুখ… বতিরাট স্বয়ম্। মুখং মুখেন সংযুজ্য বক্ষোবক্ষোজয়োস্তথা। নাভ্যা নাভিং চ সঙ্কোচ্য সঙ্কোচা… পদা পদম্। কক্ষাস্থানেষু হস্তাভ্যাং স্পৃশন্ প্রৌঢ় ইবাবভৌ" ॥ ইহার আর অনুবাদ করিলাম … আনন্তানন্দ কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন নাকি গুরুর মুখেই তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছে… ইহার দ্বারা বুঝা যায় রাণীর সহিত সঙ্গমে শঙ্কর সুখানুভবও করিয়াছিলেন এবং তি… অত্যন্ত কামাসক্তও হইয়াছিলেন, কারণ পরে তাঁহাকে "কামলোলুপমাশাবদ্ধবুদ্ধিং" ব… হইয়াছে, মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন তিনি রাণী ভিন্ন বহু যুবতীর সহিতই মাসাধিকক… দিবারাত্রি নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতি বিবিধ রতিরঙ্গভঙ্গের মহাতরঙ্গে মত্তমাতঙ্গের মত প্রমত্ত হইয়াগিয়াছিলে… যে জন্য তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই লোপ হইয়া গিয়াছিল। যাঁহাকে দিব্যজ্ঞ… সম্পন্ন শিবাবতার বলা হয় তাঁহার পক্ষে এ সমস্ত কি করিয়া সম্ভব হয় ? মাধবাচার্য্য এখানে চুনকাম করি… চেষ্টা করিয়াছেন, এই সময়ই নাকি মোহমুদ্গর রচিত হইয়াছিল. কিন্তু অনন্তানন্দ তাহা কিছুই বলেন নাই… এই সকল কারণে মণ্ডনসংবাদও বিশ্বাসযোগ্য নহে, মনিমঞ্জরী গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্রের বাড়ীর ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরী… ঘৃন্য বলা হইয়াছে দেখিবেন। এই মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাসী হইয়া সুরেশ্বর নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণ দেশে ভারতী… আচার্য্য হইয়া ছিলেন বলা হইয়া থাকে অনন্তানন্দ কিন্তু তাহা বলেন নাই তিনি বলিয়াছেন মণ্ডন… সন্ন্যাসী হইয়া উত্তর দিকে অর্থাৎ হিমালয়ের দিকে চলিয়া গেলেন। হস্তিনাপুরের অগ্নিকোণে বিজল… গ্রামে মণ্ডনের বাড়ী ছিল বলা হইয়াছে, এবং রায়বেরেলি প্রদেশে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে হস্তিনা… ছিল, দিল্লীর উত্তরে নহে, উহা ভুল, কারণ ভাগবতে আছে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে হস্তিনাপুর ছিল, দিল্লী… উত্তরে গঙ্গা নাই।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় চীন দেশের ফা হিয়ান নামক একজন ভদ্রলো… ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি ৬১৭ শকে বলিয়াছেন বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার সমসাম… ছিলেন, ইত্যাদি, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসর হইবে নিশ্চয়, সুতরাং ধর্ম্মকীর্ত্তিরও বয়স তখ… ৪০ বৎসর ধরা যাইতে পারে, ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তিনি কোন অন্যায়কা… করায় সমাজচ্যুত হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ইহা আত্মতত্ত্ববিবেকে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছে… কুমারিল প্রথমে ইঁহার নিকট তর্কে পরাজিত হন, পরে বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়ন করিয়া ইঁহাকে পরাজয় করে… ধর্ম্মকীর্ত্তির বয়স ৪০ হইলে কুমারিলেরও বয়স তখন সেইরূপই হইবে, তা'হলে ৬১৭ শকে কুমারিলের বয়… অন্ততঃ ৪০ বৎসর ছিল, শঙ্কর ৭১০ শকে জন্ম গ্রহণ করেন ইহা পরে দেখাইব, তাঁহার ১৬ বৎসর বয়… কুমারিলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলা হইয়াছে তা'হলে তখন কুমারিলের বয়স ১৪৯ বৎসর হইয়া প… ইহা কখনই সম্ভব নহে। ঐতিহাসিকগণ কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন ৫৪২ শকে কুমারিলের জন্ম হয় এবং ৬০২ শ… তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং কোন মতেই তাঁহার সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ হইতে পারে না। মণ্ডনমিশ্র কুমারিলে… ভগিনীপতি ছিলেন ইহা অনন্তানন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন সুতরাং ছাত্র নহেন, তাঁহার বাড়ী হস্তিনাপুরের অগ্নিকো… (বর্ত্তমান রায়বেরেলিপ্রদেশে) ছিল; কুমারিলের বাড়ী উত্তর দেশে ছিল ইহাও তিনিই বলিয়াছে… তাহা মণ্ডনের বাড়ীর নিকটেই সম্ভব। তা'হলে মণ্ডনের বয়সও কুমারিলের মতই ছিল ধরা যাইতে পা… সুতরাং এই দুইজনের সহিত শঙ্করের আলোচনা কখনই সম্ভব নহে। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিক… শঙ্করের জয়ের ঘোষণা করিয়া প্রভুর মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিবার জন্যই ঐ সকল মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টি করা হইয়াছে…

আর মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষের সহিত শঙ্করের বিচার হয় ও তাঁহারা পরাজিত হন ইত্যাদি, ইহা কখনই সম্ভব নহে, কারণ তখন উদয়নাচার্য্যের জন্মই হয় নাই সেইজন্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য অনন্তানন্দের গ্রন্থে উহাদের কোন নামই নাই। উদয়ন ৯০৬ শকাব্দে লক্ষণাবলী গ্রন্থ লিখিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়—"তর্কাম্বরাঙ্কগণিতেষ্বতীতেষু" শঙ্কর অপেক্ষা উদয়ন প্রায় ১৫০ বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন, আর শ্রীহর্ষ উদয়ন অপেক্ষাও পরবর্ত্তী ছিলেন, শ্রীহর্ষ কুসুমাঞ্জলির "তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ" এই শ্লোকের একটিমাত্র অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া খণ্ডনখাদ্যগ্রন্থে "তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ" বলিয়াছেন, অতএব ইহাদের সহিত শঙ্করের বিচার কি করিয়া সম্ভব? অতএব মাধবাচার্য্য এখানে তালকাণা হইয়া পড়িয়াছেন, দেখা যাইতেছে তৎকালে যতগুলি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন সকলের সহিতই শঙ্করের বিচার লাগাইয়া দিয়া তিনি শঙ্করের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাসে অজ্ঞতাবশতঃ তালে ঠিক রাখিতে পারেন নাই। মাধবাচার্য্যের এই গ্রন্থখানির মত মিথ্যাপূর্ণ ইতিহাস আর দেখা যায় না। ইহা নবীন লেখকও বলিয়াছেন, তাঁহার লিখিত সুধন্বা রাজাকে সঙ্গে লইয়া অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ শঙ্করের দিগ্বিজয় বৃত্তান্তও সম্পূর্ণ মিথ্যা, অনন্তানন্দের গ্রন্থে ঐরূপ দিগ্বিজয়ের কোন কথাই নাই, অনন্তানন্দ বলিয়াছেন শঙ্কর একবার তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন সেই সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল, সে বিচারও অতি নগণ্য, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায় উহাও সম্পূর্ণ কল্পনাময়। ভাস্করাচার্য্যের সহিত শঙ্করের বিচার প্রপঞ্চও অনন্তানন্দের গ্রন্থে নাই তাহার কারণ ভাস্করাচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী ছিলেন। এবং কামরূপে অভিনবগুপ্তকৃত শঙ্করের ভগন্দর রোগের কথা ও স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসার কথাও অনন্তানন্দের গ্রন্থে নাই, এবং অভিনব গুপ্ত নেপালের লোক ছিলেন কামরূপেরই নহেন। একমাত্র শৃঙ্গ গিরির ভারতীমঠ ভিন্ন অন্য কোন মঠের কথাও নাই, আর কর্ণসুবর্ণ দেশে (রাঢ়দেশে) গঙ্গাতীরে গৌড়পাদের সহিত সাক্ষাতের কথাও অনন্তানন্দ বলেন নাই, গৌড়পাদের গৌড় নাম দেখিয়াই মাধবাচার্য্য গৌড়দেশে শঙ্করের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত এদেশে গৌড়পাদের কোন নামগন্ধও শোনা যায় না, এবং কাশ্মীরে বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ সারদাপীঠ-বিজয় ও সশরীরে শঙ্করের কৈলাস-গমন-বৃত্তান্তও অনন্তানন্দ বলেন নাই, এ বৃত্তান্ত সত্য হইলে নিশ্চয় তিনি নিজ গুরুর মহিমা সগৌরবে সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেন, তিনি বলিয়াছেন শঙ্কর কয়েক বৎসর শৃঙ্গগিরি মঠে থাকিয়া দীর্ঘকাল কাঞ্চীতীর্থে অতিবাহিত করেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার দেহাবসান হয় ও মহা আড়ম্বরে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। মাধবাচার্য্যের অধিকাংশই কল্পনাময় গল্পমাত্র জানিবেন। এইবার শঙ্করের জন্মসাল নিরূপণ করা যাইতেছে, শৃঙ্গেরিমঠে গুরুপ্রণালীস্তোত্রে আছে—"নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে মাসি মাধবে। শুক্লে তিথৌ দশম্যান্তু শঙ্করার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ"॥ অর্থাৎ ৩৮৮৯ কলিবৎসরে বৈশাখ মাসে শুক্লা দশমীতে আর্য্য শঙ্করের জন্ম হইয়াছিল। "নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ। কলৌ তু শালিবাহস্য সখেন্দুশতসপ্তকে"॥ (বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকৃত শঙ্করবিজয়) অর্থাৎ বিভব নামক ৩৮৮৯ কলিবৎসরে অথবা ৭১০ শকাব্দে শঙ্করের জন্ম হয়। ঠিক্ এইরূপ আরও কয়েকটি প্রমাণ আছে। অথচ নবীনভক্ত ৬০৮ শকে জন্ম ধরিয়া লইয়া দণ্ড লগ্ন পল প্রভৃতি কল্পনা করিয়া কুণ্ডলী পর্য্যন্ত রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। এবং তিনি ১০০ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা না হইলে অনন্তানন্দ ব্যাসের মুখ দিয়া তাঁহাকে ১০০ বৎসর বর দানের কথা বাহির করিতে পারিতেন না,

এবং ব্যাসের কথাও মিথ্যা হইয়া পড়ে। শঙ্করের লিখিত গ্রন্থ-বিস্তার দেখিলেও তাহাই মনে হয়। শঙ্কর সূত্রভাষ্যে স্রুঘ্ন মথুরা ও পাটলিপুত্রের নাম অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্রুঘ্ন হইতে মথুরায় গিয়া মথুরা হইতে পাটলিপুত্র যাওয়া যায় ইহাও বলিয়াছেন এবং মিথিলা ও মগধ যে অত্য নিকটবর্ত্তী দেশ তাহা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কোন জনপদের বা প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লে করেন নাই, ইহার দ্বারা বুঝা যায় শঙ্কর বেহার প্রদেশেরই লোক ছিলেন, কিন্তু ঐ প্রদেশে বৌদ্ধপ্রভা অত্যন্ত অধিক থাকায় ভক্তগণ তাঁহাকে বৌদ্ধ হাওয়া হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া একবারে দক্ষিণ সমুদ্রে তীরে সুদূর কেরল প্রদেশে (এখনকার সুইজারল্যাণ্ডের মত) স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বৌ বলিয়া কেহ মনে করিতে না পারে। মাধবাচার্য্য কল্পনায় যেরূপ গল্পকল্পদ্রুম রচনা করিয়াছে তাহাতে শঙ্করকে শিবের বাবা বানাইয়া ছাড়িয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য কিন্তু বিদারণ্য মাধবাচা নহেন, কারণ ইনি এই গ্রন্থে আনন্দগিরির উল্লেখ করিয়াছেন "গিরাং নিধিরানন্দগিরির্ব্যজায়ত" আনন্দগিরি বিস্তারণ্যের পরবর্ত্তী কারণ প্রশ্নোপনিষদের টীকায় তিনি বিদ্যারণ্যের কথা উল্লে করিয়াছেন, আর এই মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য হইলে অবশ্যই তাঁহার বুক্করাজার নাম থাকিত। অতএ ইনি আনন্দগিরির পরবর্ত্তী অন্য কোন মাধবাচার্য্য হইবেন। ইনি ১৪ শকাব্দের লোক ছিলেন। ইনি চিৎসুখকেও বরুণের অবতার বানাইয়াছেন "বরুণোঽজায়ত চিৎসুখাহ্বয়ঃ" শঙ্করের সহিত দেব অবতীর্ণ হইলে ৪।৫ শত বৎসর পরে এই দুইজন আসিলেন কেন? এখানেও মাধবাচার্য্য তালকা হইয়া গিয়াছেন, দেখা যায় কৃষ্ণাবতার ও রামাবতারে তাঁহাদের আবির্ভাবকালেই দেবগণ আবির্ভূ হইয়াছিলেন। ভামতীকার ও বিবরণকার বাদ পড়িলেন কেন বুঝা গেল না। রামায়ণ মহাভা ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে অবতারের বৃত্তান্ত দেখিয়াই এই কল্পনাজাল রচনা করা হইয়াছে উহা ঐতিহাসিক সত্যতার লেশও নাই।

শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বেই উত্তর ভারতের মহাত্মা কুমারিল ভট্ট ও রাঢ়দেশে গুরু প্রভাকর আচার্য্য প্রবল তর্কযুদ্ধের সাহায্যে বেদোক্ত ধর্ম্মের মহাশত্রু বৌদ্ধ মতকে চূর্ণ বিচূ করিয়া ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া সুরক্ষিত করিয়াছিলে এবং কয়েক সহস্র বর্ষের পূর্ব্বতন ভগবান উপবর্ষ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার ভিতর দি বেদান্তের প্রকৃত অর্থও নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল, ভাস্কর রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগ উহাকে অবলম্বন করিয়াই ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন সুতরাং বর্ণাশ্রমাচার প্রচারের জন্য বেদান্ততত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য দেবগণের কৈলাসে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িবার কোনই প্রয়োজ ছিল না, বরং না পড়িলেই ভাল হইত। যাহাকে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয় তাহা ত বৌদ্ধ নাগার্জ্জু করিয়া গিয়াছিলেন, নাগার্জ্জুনের পরমার্থ সত্য-শূন্যতত্ত্ব ও শঙ্করের বিশুদ্ধ ব্রহ্ম তত্ত্ব একই নয় কি! আর "ন স্বতো নাপি পরতঃ ন দ্বাভ্যাং নাপ্যহেতুতঃ। উৎপন্না জাতু বিদ্যন্তে ভাবাঃ ক্বচন কেচন" "ন সৎ নাসৎ ন সদসৎ নচাপ্যনুভয়াত্মকম্। চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ ॥"

নাগার্জ্জুনের এই কারিকা দেখিয়াই কি শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদ "স্বতো বা পরতো বা নাপি কিঞ্চিদ বস্তু জায়তে ॥ সদসৎ সদসদ্বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে" ॥ এই কারিকাটি রচনা করে নাই? ইনি নাগার্জ্জুন অপেক্ষা পাঁচ শত বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন। পাঠকগণ ইহা বিবেচনা করি দেখিবেন। পরবর্ত্তী শিষ্যগণ শূন্যবাদ হইতে নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থা

নাম মাত্র পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যতই করুন বৌদ্ধদিগের মূলতত্ত্বগুলিই এই মায়াবাদ দর্শনে ফুটিয়া উঠিয়াছে; এবং ইহাই যে মায়াবাদ একথা ভামতীকার বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীশৈলে কাপালিককে শঙ্করের মস্তকদান ও নৃসিংহমূর্ত্তিতে পদ্মপাদকর্ত্তৃক রক্ষাকরণ, মৃতবালকের জীবনদান, মাতার মৃত্যুকালে শঙ্করের আগমন ও জ্ঞাতিগণকে অভিশাপ দান, ইত্যাদি সমস্তই কাল্পনিক, পরবর্ত্তী শিষ্যগণ কল্পনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই জন্য অনন্তানন্দের গ্রন্থে ঐ সকল কথা কিছুমাত্র নাই, আর পদ্মপাদের লিখিত টীকা ১০ পাতার অধিক হইবে না এবং এই গ্রন্থ লইয়াই তিনি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলেন, আর মাতুলালয় হইতে অনতিদূরে সেতুবন্ধে যাইবার সময়ই ঐ গ্রন্থটুকু হঠাৎ এমন কি ভার হইয়া উঠিল যে তিনি তাহা লইয়া যাইতে পারিলেন না, আর অভদ্র মাতুল তাহা দগ্ধ করিয়া দিল? শঙ্কর যদি সমগ্র পঞ্চপাদিকাই বলিয়া দিয়া থাকেন তাহলে সমগ্র চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যাটি মাত্রই পাওয়া যায় কেন? অতএব ইহাও মিথ্যা, অনন্তানন্দ কিছুই বলেন নাই, শঙ্করের ঐশ্বরিক স্মৃতিশক্তি দেখাইবার জন্য এবং পদ্মপাদিকাকে পঞ্চপাদিকা বানাইবার জন্য এই গল্পটি সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইরূপ রাজার নাটক উদ্ধারের কথাও মিথ্যা। ভাস্করাচার্য্যের সহিত শঙ্করের বিচারও মিথ্যা, এইরূপ বিচার হইলে ভাস্কর নিজগ্রন্থে আর ঐ সকল কথাই উল্লেখ করিতেন না। উদয়নের মত ভাস্করও শঙ্করের পরবর্ত্তী ছিলেন তাঁহার সহিত বিচারও অসম্ভব। শঙ্করের প্রকৃত ইতিহাস গভীর অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ভক্তগণ যাহা লিখিয়াছেন সমস্তই কল্পনাজাল মাত্র। ইহা আধুনিক লেখকও বলিয়াছেন, শঙ্করের প্রচারিত বৌদ্ধমতকেই বেদান্তমত বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই শঙ্করকে শিবাবতার বানাইবার জন্য ভক্তগণ এই কল্পনাময় ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে আর অধিক আলোচনা করা সম্ভব নহে, ঐতিহাসিকগণ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবেন।

কেহ কেহ বলেন শঙ্করের ইতিহাসকার অনন্তানন্দ গিরি ন্যায়মালাকার মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক, ইহা ঠিক নহে, কারণ তিনি বহু স্থানে বলিয়াছেন, তিনি শঙ্করের সহিত মিলিত হইয়া অনেক কার্য্য করিয়াছেন, এবং শঙ্কর তাঁহাকে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন ইহাও বলিয়াছেন, ইনি একমাত্র শঙ্করকেই শিবের অবতার বলিয়াছেন কিন্তু 'পরশঙ্কর' বলেন নাই, এবং পদ্মপাদ মণ্ডন ও কুমারিল প্রভৃতি আর কাহাকেও কোন দেবতার অবতার বলেন নাই, সুধন্বা রাজাকে লইয়া বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ দিগ্বিজয়ের বৃত্তান্তও বলেন নাই, আর শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী কুমারিল ও মণ্ডনেরই উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তী ভাস্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য শ্রীহর্ষাচার্য্য প্রভৃতির কোন উল্লেখই করেন নাই, যাহাকে 'প্রাচীন শঙ্করবিজয়' বলা হয় সেই গ্রন্থ দেখিয়া ইনি গ্রন্থ লিখিলে গুরুর মহিমাকে তাহা অপেক্ষা কখনই খর্ব্বিত করিয়া লিখিতেন না, কারণ তিনিও যথেষ্ট অতিরঞ্জিত করিয়াই লিখিয়াছেন, কিন্তু 'প্রাচীন শঙ্করবিজয়ে' ইহা অপেক্ষাও অধিক অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে, 'প্রাচীন শঙ্করবিজয়' গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন কতকগুলি শ্লোক সমষ্টিমাত্র, কে যে গ্রন্থকার তাহাও পাওয়া যায় না, কতদিনের গ্রন্থ তাহাও কিছু বুঝিবার উপায় নাই, পরবর্ত্তী ভক্তগণ যিনি যেখানে যাহা প্রবাদ বা গল্প ইত্যাদি শুনিয়াছেন তাহাই আবার নিজেদের কল্পনার সহিত যোগ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে করিতে এই জাবেদা গ্রন্থখানি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে অতএব উহার কোন প্রামাণ্যই নাই। নবীন লেখক বলিয়াছেন, মাধবকৃত শঙ্করবিজয়ে ১৪ অধ্যায়ের টীকায় ধনপতিসূরি প্রাচীন

শঙ্করবিজয় হইতে ৮০০ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলাম না, এব তাহা সম্ভবও নহে। নবীন লেখকই বলিয়াছেন যে "আচার্য্যের জীবনচরিত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছ কালকবলে বিন্যস্ত জন্মস্থান জন্মকাল পিতৃমাতৃকুল এবং চরিত্র সম্বন্ধে নানা মতভেদ, একের কথা বিশ্বাস করিলে অপরটি অসম্ভব হয়।" অনন্তানন্দের গ্রন্থ দেখিয়াই পরবর্ত্তী শিষ্যগণ আরও কতকগু অধিক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। অতএব অনন্তানন্দ শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্যই ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে শঙ্করের ইতিহাস লেখেন, পরে অন্য কোন লোক ন্যায়মালার শ্লোক ইহাতে সংযুক্ত করিয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

আর ভক্তগণই বলিয়াছেন, মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ হইলেও ইহাই সম্প্রদায়ে নিকট প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহার কারণই হইল মাধবাচার্য্যের গ্রন্থখানি অত্যধি অতিরঞ্জিত হওয়ায় সাধারণ লোককে মুগ্ধ করিবার পক্ষে খুবই সুবিধা হইয়াছে, শঙ্করের দার্শনি মত বেদান্তসম্মত বলিয়া লোকের বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ইতিহাসের অদ্‌ভুত কল্পনাজাে মুগ্ধ হইয়া শঙ্করের ব্যক্তিত্বের মোহে অন্ধ হইয়াই লোক উহাকেই বেদান্তের মত বলিয়া কোন প্রকারে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরম শিব যখন বলিতেছেন তখন ইহাই বেদান্তের খাঁটি অর্থ হইবে এই মনে করিয়া লোক গ্রহণ করিয়া থাকে।

মধুসূদন সরস্বতী

মধুসূদন সরস্বতী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নানাশাস্ত্রে বৈদুষ্য, সর্ব্বতোমু প্রতিভা, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় অসামান্য বিচারচাতুর্য্য ও অদম্য উত্থম প্রভৃতি গুণরাশি তাঁহাকে শাস্ত্রজগতে অমর করিয়া দিয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে মনে হয় তিনি প্রথমে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদে প্রতিই গভীর শ্রদ্ধালু ছিলেন সেইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি অদ্বৈতরত্নরক্ষণ সিদ্ধান্তবিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন, কিন্তু পরে তিনি পরমসৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎপ্রেমরঙ্গের তরঙ্গে সুরঙ্গিল কোন সারঙ্গভৃঙ্গের নিঃসঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়া (জীবগোস্বামীর) ঐ কর্কশ কুতর্কচর্চ্চরীচর্ব্বণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবদ্‌ভক্তিরসের অনাবি অনির্ব্বচনীয় মধুরিমায় বিভোর হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়দিনকে ধন্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি নয়নমনঃপ্রাণারাম ভুবনাভিরাম ললিতত্রিভঙ্গ শ্রীগোপালবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি সৎসঙ্গের প্রভাবে ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে এতদিন যে মতে সেবা করিয়া আসিয়াছি তাহা নিতান্তই অসার ও অমনোরম; ভগবৎসেবাই সর্ব্বোত্তম সার ও ইহা জীবের একান্ত কল্যাণকর পরমমনোরম শান্তিপ্রদ অনর্ঘ সম্পদ্। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন—

অদ্বৈতসাম্রাজ্যরথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

অর্থাৎ আমি অদ্বৈতসাম্রাজ্যের রথে আরোহণ করিয়াছিলাম এবং তীব্র-বৈরাগ্যবশ দেবরাজ ইন্দ্রের পরম ঐশ্বর্য্যকেও তৃণের মত তুচ্ছ করিয়াছিলাম কিন্তু এখন কোন এক শঠ— গোপবধূগণের প্রেমের ভিখারী হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল সেই লম্পট আমাকে হঠাৎ তাহা দাসানুদাস করিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ আমি অতবড় কঠোর সন্ন্যাসী পরমজ্ঞানী ও মহাসন্ন্যা

হইয়াও এই বৃদ্ধ বয়সে এক ধূর্ত্ত লম্পটের ফাঁদে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া গিয়াছি। আর যে আমিই একদিন অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি তর্ককর্কশ বিপক্ষনিরাস নীরস গ্রন্থ লিখিয়া মহাভিমানে গর্ব্বোচ্চ-মস্তকে অদ্বৈতসাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক দম্ভ দর্প ও ঔদ্ধত্যে স্ফীত হইয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাজর্জর বজ্রকর্কশ স্বরে বলিয়াছিলাম "নহি রুতমনুরৌতি গ্রামসিংহস্য সিংহঃ" অর্থাৎ সিংহ কখনো কুক্কুরের চিৎকারের অনুধ্বনি করে না, অর্থাৎ অদ্বৈতরাজ্যের অধীশ্বর সিংহপরাক্রম বীর-বিক্রম মধুসূদন কখনো শৃগাল কুক্কুরের মত তুচ্ছ ভক্তদিগের চিৎকারে কর্ণপাতও করেন না, সেই আমিই আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই ভক্তগণেরই শান্ত সংযত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দীন হীন কাঙ্গালের মত একান্ত নিরভিমান হইয়া তাঁহাদেরই আরাধ্য ও অসভ্যা অভব্যা অশিক্ষিতা বন্যা গোপকন্যাগণের বস্ত্রাপহারী কোন লম্পটের চরণতলে নিজের সেই গর্ব্বোন্নত মস্তক অকুণ্ঠিতচিত্তে লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছি, এখন একান্তে সেই শ্রীকান্তের পদপ্রান্তে নিরন্তর সমাহিত থাকিয়া অনন্ত শান্তি সম্পদে সমৃদ্ধ ও প্রশান্ত হইয়া প্রকৃত মহান্ত হইয়াছি।

যে মধুসূদন বিশুষ্ক কর্কশ নিঃস্বাদ মরুভূমির তীক্ষ্ণতাপে দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণকে নিঃসার ও ক্ষীণতর করিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ভগবানের যে নিরতিশয় সুরস সুস্বাদ সুললিত অপ্রাকৃত রূপলাবণ্য লীলামাধুর্য্য চমৎকারিত্ব ও অপূর্ব্ব রসবৈচিত্র্যকেও রজ্জুসর্প ও শুক্তিরূপ্য প্রভৃতির মত আজগুবি তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণাভরে চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই আজ জীবনের সায়াহ্নে অকিঞ্চন ভক্তসঙ্গের অলৌকিক প্রভাবে সুনির্ম্মল মনীষার দিব্যালোকে সেই নিত্য নিত্য নবনবায়মান নবনীরদশ্যামঘন নয়নশ্রবণমনঃপ্রাণপরমরমণীয় দিব্যধামের অপূর্ব্ব দর্শনলাভে বিশ্বের অখিলরূপলাবণ্য চমৎকারিত্বের মূলকেন্দ্রের সুনিশ্চয় পরিচয় পাইয়া মাধুর্য্যগরিমার অসীম মহিমার প্রশান্তমহাসাগরে অব-গাহন করিয়া নবকলেবরে নব নব ভাবে নব নব ভাষায় নব নব উৎসাহে নব নব প্রেমবৈচিত্র্যপ্রবাহের মহামহিমময় অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য আস্বাদন করিয়া প্রেমমদিরায় প্রমত্ত হইয়া গিয়াছেন, তখন অন্তরের অন্তরতম মহানন্দময় পরমতত্ত্বের চরম পরিচয় পাইয়া প্রবল উৎসাহে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তাহাই পরিব্যক্ত করিলেন "কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে" অর্থাৎ বেদান্তের সুপরিশুদ্ধ দিগদিগন্তপ্রসারি অনন্তচৈতন্যজ্যোতির মূলাধার পরমানন্দকন্দ-শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দসন্দোহের অমন্দ আস্বাদনই জীবের একমাত্র পরমতম পুরুষার্থরাজ, তাই স্বানুভবসিদ্ধ এই অনুত্তম তত্ত্বই আজ তিনি বিশ্ববাসীকে কৃপা করিয়া পরিবেশন করিলেন।

এতদিন অবিদ্যা বা মায়ার নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন করিয়া ও কর্কশ কুতর্ক-কঙ্কর চর্ব্বণ করিয়া যাহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন আজ প্রকৃত তত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন, এইরূপই হইয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—'নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ'। অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন জগতে অত্যন্ত অল্প কতিপয়মাত্র মহাত্মা আছেন যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য পর্য্যন্ত কামনা করেন না, তাঁহারা আমার চরণসেবাতেই অত্যন্ত অনুরক্ত হন ও আমার জন্যই বহু প্রযত্ন করিয়া থাকেন। তাই মধুসূদনই অন্তরের প্রগাঢ়তর ভাবকে আর সঙ্কুচিত করিয়া চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন—

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং জ্যোতিঃ কেচন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকন্তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মহোধাবতি॥

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে করিতে মনকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা কোন কোন যোগী যদি পরম জ্যোতির্ম্ময় তত্ত্বকে দর্শন করিতে পান তাহলে তাঁহারা তাহা দর্শন করুন, (আমার কিন্তু তাহাতে আর আস্থা নাই) কিন্তু আমাদের তিনিই চিরদিন নয়নে পরমানন্দকর হউন যে অনির্ব্বচনীয় নীল জ্যোতিটি যমুনার তীরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া শ্রীগোপাল মূর্ত্তিতেই নিরতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ইহাই তাঁহার অন্তরের কথা, কিন্তু স্থানে স্থানে শুক্তিরূপ্য রজ্জুসর্প অবিদ্যা প্রভৃতি শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের তত্ত্ব লইয়া যে মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন উহা গুড়জিহ্বিকা ন্যায়ে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মন আকর্ষণ করিবার জন্যই জানিবেন, কারণ তিনি গুরুর আদেশেই নাকি কোনপ্রকারে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ ভক্তগণ ইহাই বলিয়া থাকেন। মধুসূদন সাধনা করিতে করিতে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তন্ময় হইয়া গিয়া যে দিব্যতত্ত্ব অনুভব করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা শ্রীভগবানে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি লাভ করিয়া অভূতপূর্ব্ব নিরতিশয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন, সেইজন্য বলিয়াছেন—"দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক্ জাতে বোধে মনীষয়া। ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥" অর্থাৎ যতদিন আত্মদর্শন না হয় ততদিন যে দ্বৈতজ্ঞান হইতে থাকে তাহা হইতে জীবের মোহ হয়, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন হইলে ভক্তির জন্য যে দ্বৈতকল্পনা করা হয় তাহা অদ্বৈত অপেক্ষাও সুন্দর। অর্থাৎ আত্মদর্শনের পূর্ব্বে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে যে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় আত্মদর্শনের পর আর তাহা হয় না, কারণ তখন সাধক দেখিতে পান যে ব্রহ্মই অসংখ্য প্রকারে জগৎ আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছেন, তখন সমস্ত জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইলেও পুষ্প তুলসী মাল্য চন্দন প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণ এবং সাধক ও শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি রসনিকরের আকারে আকারিত তরণিকিরণোপম ব্রহ্ম অপেক্ষা অপ্রাকৃত রূপলাবণ্য সৌজন্য দাক্ষিণ্য সাদ্‌গুণ্যের প্রশান্তমহাসাগর প্রখর-দিনকরোপম শ্রীভগবান্‌কে ভিন্ন বলিয়া ধারণা না করিলে নব নব ভাবাঙ্কুরের উন্মেষে প্রস্ফুরিত ও প্রেমের বন্যাপ্রবাহে উদ্বেলিত সাধকের চিত্তসরিৎ ভগবৎসেবা করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না।

সেইজন্য ভক্তগণতরঙ্গাকার সাগরের মত পুষ্পতুলসী চন্দনাদি আকারে আকারিত ভগবান্ অপেক্ষা অপার অগাধ স্বচ্ছ সাগরের মতদিব্য ললিত ত্রিভঙ্গ ভগবানকে পৃথক ধারণ করিয়া লইয়া স্নেহ মমতা অনুরক্তি প্রীতি প্রভৃতি অন্তরের অফুরন্ত ভাব-নির্য্যাস দিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে সেবা করিয়া অপরিসীম সুখ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া যান, সে সুখের তুলনায় জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দও নিতান্ত নগণ্য সামান্য হইয়া যায়, সেইজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাই প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মোক্ষের নামও না করিয়া গভীর ভক্তিই কামনা করিয়াছেন, ধ্রুব-মহাশয় ভগবানকে বলিয়াছিলেন এবং তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া যে মহানন্দলাভ করি তাহা ব্রহ্ম ধ্যানেও হয় না * "ভক্তির্মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো ভূয়াদনন্ত মহতা-মমলাশয়ানাম্" অর্থাৎ হে প্রভু তোমাতে আমায় ভক্তি মুহুর্মুহুঃ প্রবাহিত হোগ, অর্থাৎ প্রবল বন্যার মত ভক্তির প্রবাহ উথলিত হইয়া উঠুক, এবং যাহাতে তোমার সুমধুর লীলাকথার অমৃত-সাগরে নিরন্তর অবগাহন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারি

* যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিংন্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥"

সেজন্য অতীব নির্ম্মল-চিত্ত মহাত্মা ভক্তগণের সুপবিত্র ও শান্তিময় প্রসঙ্গ যেন আমার জীবনে সর্ব্বদাই ঘটিতে থাকে। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভক্তগণ প্রার্থনা করিয়াছেন—"বাণী গুণানুকথনে শ্রবণো কথায়াম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ভগবন্ আমাদের জিহ্বা কর্ণ চক্ষু মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণ যেন তোমার সুমধুর সেবানন্দের মহাসিন্ধুতে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকে, আমরা আর কিছুরই অপেক্ষা রাখি না, আরও বলিয়াছেন—"সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ" অর্থাৎ ভগবৎপাদপদ্মের নির্ম্মাল্য সচন্দন তুলসীর অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত অতিঅদ্ভুত কেবল সুগন্ধ মাত্র আঘ্রাণ করিয়াই অক্ষরব্রহ্মানন্দসেবী জীবন্মুক্ত পরমসিদ্ধ দিব্য মহাপুরুষগণেরও হৃদয় ও দেহ আনন্দে উথলিত হইয়া সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধ মধুসূদন সেই ভগবদ্ভক্তির নিগূঢ় মর্ম্ম রস স্বয়ং আস্বাদন করিয়াই বিশ্ববাসী নিখিলজীবকুলের প্রতি অযাচিত করুণাধারায় বিগলিত হইয়া নিবেদন করিতেছেন—আমি অদ্বৈত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ়তম রসের স্বরূপ আস্বাদন করিয়াও অকপটে ঘোষণা করিতেছি যে নিখিল রসের সারনির্য্যাসের অত্যাশ্চর্য্য অসংখ্য বৈচিত্র্য-পরিপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্ভক্তিরসই চমৎকারেরও চমৎকারকর সর্ব্বরসপরমোত্তম এক অত্যদ্ভুত বস্তু, ইহার নিকট ব্রহ্মানন্দও অবনতমস্তক হইয়া পড়ে। কারণ নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্মে শান্তরস ভিন্ন অন্য কোন রসেরই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ-নিখিলরসনিকেতন শ্রীভগবানে সর্ব্ববিধ রসই নিত্য নিত্য নবনবভাবে অনন্ত প্রকারে বিভিন্ন চমৎকারিত্বে রূপায়িত হইয়া পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতেই বিরাজ করিয়া থাকে, এইজন্য ভক্তিরসের উন্মাদনা-প্রবাহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠায় তাহার নিকট জ্ঞানী সাধকের জ্ঞানরস স্বতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য হইয়া যায়, তাই দেখিতে পাই নিখিলানন্দপরমনিধান শ্রীভগবৎস্বরূপের দর্শন করিয়া ভক্তগণ মুক্তিকেও উপেক্ষা করিয়া ভক্তিরসেই নিমগ্ন থাকিতে অভিলাষ করেন, "ন যোগসিদ্ধীর-পুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ" অর্থাৎ যাঁহার চরণসেবার পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ভক্তগণ যোগের ফল অষ্টমহাসিদ্ধি এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেন না। এই অপূর্ব্ব পরম তত্ত্বটিই জ্ঞানিশিরোমণি মহাত্মা মধুসূদন স্বরস্বতী বিশ্বজগৎকে শিক্ষা দান করিলেন—"ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্"।

মধুসূদন সরস্বতী বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন, ইহার সহিত মোটেই একমত হইতে পারিলাম না, কারণ তাঁহার মত বিখ্যাত পণ্ডিত বাঙ্গালী হইলে বাঙ্গলার ইতিহাসে তাঁহার নাম নিশ্চয় থাকিত, সার্ব্বভৌম শিরোমণি স্মার্ত্ত জগদীশ গদাধর প্রভৃতি বাঙ্গলার মুখোজ্জলকারী পণ্ডিতবর্গের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উল্লিখিত আছে কিন্তু মধুসূদনের নাম মোটেই দেখা যায় না, নবীন লেখকগণ যাহা কিছু বলিয়াছেন প্রত্যেকটীকেই প্রবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কোনটিরই প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, প্রবাদ কখনো প্রমাণ হয় না, মধুসূদন যদি ১৪৪৭ শকেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তাহলে ১২ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৫৯ শকে তিনি গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিবার জন্য নবদ্বীপ গিয়াছিলেন এবং সেখানে গৌরাঙ্গদেবের বাড়ীর লোকের নিকট শুনিলেন তিনি পুরীধামে আছেন তখন তাঁহার দর্শন না পাইয়া মধুসূদন অতিশয় দুঃখিত হইলেন ইত্যাদি, ইহা কখনই সম্ভব নহে, কারণ ইহার ৪ বৎর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৫৫ শকে গৌরাঙ্গদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন, অথচ নবদ্বীপবাসী ও বিশেষতঃ তাঁহার বাড়ীর লোক জন কেহই এ ঘটনা জানিতেন না ইহা কখনই সম্ভব নহে, কারণ নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ প্রায়ই

পুরীধাম হইতে গৌরাঙ্গদেবের সংবাদ গ্রহণ করিতেন, মধুসূদন বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন বলিয়া ইহা একটা গোজামিল দিয়া কল্পনা করা হইয়াছে. ইহার মূলে কিছুই সত্য নাই। আর বলা হইয়াছে মধুসূদন নবদ্বীপে বিখ্যাত নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তখন মথুরানাথ প্রৌঢ় হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার বয়স তখন অন্ততঃ ৫০ বৎসর হইয়াছে. পরে আবার বলা হইয়াছে মধুসূদন বহুদিন পরে অতি বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপে আসিয়া মথুরানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন মধুসূদনের বয়স অন্ততঃ ১০০ বৎসর হইবে, কারণ বলা হইয়াছে মধুসূদন নবদ্বীপ হইতেই সরাসরি হরিদ্বার গিয়ছিলেন তখন তাঁহার বয়স ১০৭ বৎসর হইয়াছিল, মধুসূদনের ১২ বৎসর বয়সের সময় মথুরানাথের ৫০ বৎসর বয়স হইলে মধুসূদনের ১০০ বৎসর বয়সের সময় মথুরানাথের বয়স ১৩৮ বৎসর হয়, ইহা কখনই সম্ভব নহে, অতএব উহাও একটি কল্পনাজালমাত্র, আরও বলা হইয়াছে মধুসূদনের নবদ্বীপ আগমনে "চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্‌গদাধরঃ" অর্থাৎ মথুরানাথ তর্কবাগীশ ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলেন ও গদাধর কাতর হইয়াছিলেন, ইহাই বা কি করিয়া সম্ভব হয়, কারণ শিষ্য মধুসূদনের উৎকর্ষে গুরু মথুরানাথের পরম আনন্দ হওয়াই উচিত, তাহা না হইয়া ভয় হইবে কেন? সুতরাং ইহাও সম্ভব নহে। আর অতি বৃদ্ধবয়সে তিনি কাশী ধাম ত্যাগ করিয়া সুদূর নবদ্বীপে আসিবেন কেন? মধুসূদনকে বাঙ্গালী বানাইবার জন্যই ঐ সকল গল্পের সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই, মধুসূদন নামে হয়ত অন্য কোন সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহাকেই প্রসিদ্ধ মধুসূদন সরস্বতীর সহিত এক করিয়া দিয়া ঐ সকল গুজব মাত্র গল্পজাল রচনা করা হইয়াছে। পশ্চিম দেশের পণ্ডিতগণ সকলেই মধুসূদন সরস্বতীকে কাশী প্রদেশের লোকই বলিয়া থাকেন।

লেখক বলিয়াছেন মধুসূদন গুরুর আদেশে প্রথমেই গীতার টীকা লিখিয়াছিলেন, গীতার টীকা প্রায় শেষ হইয়াছে তখন গুরু ঐ ব্যাখ্যা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস দিলেন, তাহার পর অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিবার জন্য প্রবৃত্ত করিলেন ইত্যাদি, ইহাও মিথ্যা, কারণ গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের টীকায় দুই স্থানে অদ্বৈতসিদ্ধির উল্লেখ আছে, তিনি বেদান্তকল্পলতিকা ও সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থ লিখিয়া তাহার পরে অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিয়াছিলেন, কারণ অদ্বৈতসিদ্ধিতে ঐ গ্রন্থ দুইটির উল্লেখ আছে, তাহার পর অদ্বৈতরত্নরক্ষণ লিখিয়াছিলেন কারণ ঐ গ্রন্থে অদ্বৈতসিদ্ধির উল্লেখ আছে। গীতার টীকাতে ভক্তিরসায়নেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ভক্তিরসায়ন গ্রন্থেরও পরে গীতার টীকা লিখিয়াছিলেন, অতএব বুঝিতে পারা যায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া জীবনের শেষে তিনি গীতার টীকা লিখিয়াছিলেন, অতএব ইতিহাসলেখক সমস্তই ভুল বলিয়াছেন, এবং মধুসূদন যে একসঙ্গে বহু গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এরূপ কল্পনারও কোন কারণ নাই। ইহার দ্বারা বুঝা যায় তিনি যাবজ্জীবন মায়াবাদের কর্কশ তর্ক বিতর্কে জীবনকে মরুভূমি করিয়া ফেলিয়া কোন শান্তি লাভ না করিয়া ভক্তিরসায়নের রসধারায় হৃদয়কে সুস্নিগ্ধ করিয়া লইয়া প্রকৃত শান্তিসুখ অনুভব করেন, এবং তাহারও পরে গীতার টীকা লিখিয়া সম্পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে চৈতন্যানন্দঘন নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই শ্রুতিশীর্ষের সার, এবং তিনিই ঐকান্তিক নিষ্কাম ভক্তির মূর্তিমতী দেবতা ব্রজগোপীগণের সুনির্ম্মল চিত্তের একমাত্র পরমানন্দনিধান, এবং যাঁহারা যথার্থ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন তাঁহাদেরও এই শ্রীকৃষ্ণই সংসারসাগর পার করিবার একমাত্র কর্ণধার, ইহাই তিনি সোৎসাহে কীর্ত্তন করিয়াছেন—"চিদানন্দাকারং জলদরুচি সারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্"। এবং পরিশেষে "বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ"..."কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে" এই শ্লোকে ভগবৎতত্ত্বকেই নিরবধিক পরমতত্ত্ব বলিয়া উপলব্ধি পূর্ব্বক জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া নিরতিশয় ধন্য হন॥

—নরাধম গ্রন্থকার

ভূমিকা

পুষ্পাঞ্জলি

পরম কল্যাণময় শ্রীভগবান্ যুগে যুগে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া নানাপ্রকারে জগতের মঙ্গল করিয়া আসিতেছেন। যখন কালের প্রভাবে মানবগণ বিবেকবিহীন হইয়া শাস্ত্র সমাজ ও সদাচারে অবজ্ঞা করিয়া যথেচ্ছভাবে ভোগ-বিলাসে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় রত হয়, এবং ইহকাল ও পরকাল হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে, আর কোন উপায়ে তাহাদের কল্যাণ পাইবার আশাও থাকেনা, তখনই পরমদয়াল শ্রীভগবান্ লোক-হিতার্থে স্বয়ং এই ভারতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্ব্বৃত্তের দলপতিগণকে বিধ্বস্ত করেন ও সাধারণ মানবের হৃদয় নিজের প্রভাবে সংশোধন করিয়া দিয়া তাহাতে সাত্বিক ভাবের সঞ্চার করিয়া দেন।

কলির প্রারম্ভে যখন ধনমদে মত্ত ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ দর্প দম্ভ ও অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া স্বয়ং রক্ষক হইয়াও ভক্ষকের মত সমস্ত ধর্ম্ম সমাজ ও সদাচারের বিরুদ্ধে নানাবিধ গর্হিত কাজ করিয়া প্রজাগণের গুরুতর অমঙ্গলের হেতু হইয়া পড়িলেন, তখনই বেদ ও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য অপ্রাকৃত লীলা-বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ংই বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে ধর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতে অবতীর্ণ হইলেন। কারণ ব্রাহ্মণের রক্ষা হইলেই বেদোক্ত ধর্ম্ম রক্ষা পায়, নিষ্ঠাবান্ সদাচারী ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণই বেদোক্ত সাধনার পূর্ণ অধিকারী, সেই জন্য বেদ রক্ষা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ-রক্ষা করিতেই হইবে। এবং ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত যজ্ঞাদি-দ্বারা জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিলে তাহার দ্বারা অন্যান্য জাতিও নিজ নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল হইবেন, এইরূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপিত হইলে জগৎ অবশ্যই শান্তিময় হইবে। কারণ জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তি এই চারি প্রকার সাধনাই বর্ণাশ্রমাচাররূপ সুদৃঢ় ও পবিত্র ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের প্রবলতর শত্রু সেই দুবৃত্তগণকে নিশ্চিহ্নরূপে জগৎ হইতে অপসারিত না করিলে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সুকোমল ধর্ম্ম-পাদপের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে, এই-জন্য ভগবান্ ধর্ম্মদ্রোহী নরাকার অসুরগণকে নিধনপূর্ব্বক মানবের হৃদয়ে পবিত্র ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া দিয়াই জগতের সংস্কার করিয়া থাকেন। এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণাদি জাতি তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তিবারি সিঞ্চন করিতে থাকিলে ক্রমে সেই বীজটি অঙ্কুরিত হইয়া বিস্তৃত বহু শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত ও সুমধুর পুষ্প-ফলে

পরিপূর্ণ হইয়া কালে একটি বিশাল ধর্ম্মপাদপে পরিণত হয়; এবং ভারতের শান্তিপ্রিয় জনগণ তাহার শীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সুস্বাদু পুষ্প-ফলে পরিতৃপ্ত হইয়া মানবজীবন সার্থক করিতে থাকে। অতএব ভগবান জগতের কল্যাণ করিতে আসিয়া নিখিল কল্যাণের মর্ম্ম ধর্ম্মস্থাপন করেন এবং তাহার প্রতিকূল দুর্বৃত্তগণকে সমূলে বিনাশ করেন। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

সে সময় হস্তিনার রাজবংশই শৌর্য্যে, বীর্য্যে ধনে, মানে গৌরবে জগতের শ্রেষ্ঠতম ক্ষাত্রশক্তি ছিল, ভগবান স্থির করিলেন যে—তাহাদের মধ্যে গুরুতর গৃহবিবাদ ঘটাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে একত্র সমবেত করিয়া একটি মহাযুদ্ধের অবতারণা করিতে পারিলে উদ্ধত ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করিবার পক্ষে তাহা একটি উৎকৃষ্ট উপায় হয়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না, অতএব শীঘ্রই কুরুপাণ্ডবের প্রলয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

বিশ্ব-কল্যাণের জন্য দুর্বৃত্ত-দমন যেমন একটি প্রধান প্রয়োজন,সেইরূপ অপর প্রয়োজন ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য শাস্ত্রোক্ত সদুপদেশ প্রদান করাও তাহা অপেক্ষা অল্প প্রয়োজন নহে. অতএব সুচতুর ভগবান একসঙ্গে উভয় কার্য্য সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে প্রাণপ্রিয় নর্ম্ম-সখা পরমভক্ত অর্জ্জুনের হৃদয়ে অকস্মাৎ মোহ সঞ্চার করিয়া দিয়া তাঁহাকে একটি সাধারণ সংসারী জীবে পরিণত করিলেন। এবং নিজবিবেকে শাস্ত্র-রত্নাকর মন্থন করিয়া তাহা হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ শাশ্বত অমৃতরাশি আহরণ পূর্ব্বক করুণার্দ্রচিত্তে জগদ্বাসীর সম্মুখে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ধরিয়া পরমগুরুরূপে ডাকিতে লাগিলেন—হে বিশ্ববাসী, একবার এই অমৃতের মাধুর্য্য আস্বাদন কর—কৃতার্থ হইবে, ধন্য হইবে, পরমশান্তি লাভ করিবে, আর এই দুর্গতিময় সংসারের দুঃখ-দাবানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতে হইবে না, এস আমার কাছে এস, তোমার অন্তরের একান্ত বন্ধু আজ তোমার দ্বারস্থ।

তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে কলিহত জীবগণই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। অর্জ্জুনের মত মহাপুরুষকে স্বেচ্ছায় মুগ্ধ করিলেন এই জন্য যে তাঁহার মত বিশ্ববিখ্যাত জগদ্বিজয়ী একজন মহাসাধক শ্রদ্ধার সহিত সমাদরে ইহা গ্রহণ করিলে তাহা দেখিয়া সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে অতি আগ্রহের সহিত এই অমৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবেন। তিনিই বলিয়াছেন—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

এদিকে যেমন অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিলেন, অন্য দিকে তেমনই বেদব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের আখ্যায়িকারূপ গীতাশাস্ত্রকে তাঁহার অতুলনীয় অমরকীর্ত্তি

মহাভারতে সন্নিবেশ করিয়া রাখিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে কেহই এই অমৃতময় উপদেশ হইতে বঞ্চিত না হন।

এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ চারি প্রকার সাধনারই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, জ্ঞান যোগ কর্ম্ম ও ভক্তি, শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—

—"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন—মানবের মোক্ষলাভের ইচ্ছায় আমি তিন প্রকার উপায় বলিয়াছি যথা—জ্ঞান (যোগ) নিষ্কাম-কর্ম্ম ও ভক্তি; ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় কুত্রাপি নাই॥ প্রথমে আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। কারণ আত্মা যে নিত্য অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ইহা না জানিলে কোন সাধনাতেই প্রবৃত্ত হইবে না, কারণ সাধনার ফল প্রায়ই বর্ত্তমান দেহ থাকিতে পাওয়া যায় না পর-লোকে ভোগ করিতে হয়, অতএব আত্মা-নিত্য, ইহা রীতিমত ভাবে জানা আবশ্যক, অন্যথ চার্বাকের মত নাস্তিক হইয়া পড়িবে, আর তাহা হইলে তাহার পক্ষে সকল শাস্ত্রই ব্যর্থ। তাহার পর নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কারণ যোগ জ্ঞান ও উত্তম ভক্তি লাভ করিতে হইলে চিত্ত শুদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক. মন স্থির না হইলে তাহাদের কোনটিই হইতে পারে না অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ও সদাচারে সুসংযত ব্রাহ্মণাদি জাতি স্বজাতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল হইয়া পূজা জপ তপস্যা পিতা মাতার শ্রাদ্ধ সৎপাত্রে দান জীবসেবা ও ভগবদ্‌ভক্তি করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হইলেই তবে পূর্ব্বোক্ত সাধনার অধিকারী হন। হৃদয়ের পরিপক্কতা না আসিলে কোন মতেই কর্ম্মত্যাগ করিতে নাই, এবং নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধিলাভও হইয়া থাকে। এইজন্য প্রথমেই ভগবান নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথা অতি যত্ন সহকারে বলিয়াছেন। এবং এই অবসরে কর্ম্মবিরোধী সাংখ্য মতের অত্যন্ত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর কিছুদূর পর্য্যন্ত যোগের বিষয় বলিয়াছেন. নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে অষ্টাঙ্গ যোগ করিয়া মোক্ষলাভ হয়. ইহা যথাস্থানে বুঝান হইয়াছে। তাহার পর যাহা না হইলে কোন সাধনাই ফলপ্রদ হয় না সেই ভক্তির বিষয়ে ভগবান্ অতি উৎসাহের সহিত বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, এবং ভক্তি যে সকল সাধনার শিরোমণি ইহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর জ্ঞানের সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে উপদেশ দিয়াছেন—এই বিচিত্র জগৎ কোথা হইতে আসিল, কোন্ বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মহাশক্তিশালী ব্যক্তিই বা ইহার রচয়িতা? আমিই বা কে? কি জন্য আমি জন্মিয়াছি? কোথায়ই বা যাইব? আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই বা কি? ইত্যাদি, এবং সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়ের কার্য্য প্রপঞ্চ, ব্রাহ্মণাদি জাতির অবশ্য

কর্ত্তব্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ইত্যাদি বহু বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে উত্তম-ভক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিই যে সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ এই তত্ত্বসার উপদেশ দিয়া উপসংহার করিয়াছেন। যথাস্থানে বিশদভাবে ঐ সকল বিষয় আলোচিত হইবে।

অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন সংসারী জীব সংসারে অবশ্যম্ভাবী শারীরিক মানসিক ভৌতিক ও দৈবতাপে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া যখন শান্তিবারির তীব্র লালসায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, এবং কে আছ কোথায় মহাপুরুষ, আমায় রক্ষা কর, আমি সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালায় নিতান্ত জর্জ্জরিত এই বলিয়া নিজের অহমিকা ত্যাগ করিয়া একান্ত শরণার্থী হন, তখনই রসিকশেখর করুণাময় শ্রীভগবান মৃদু মৃদু হাঁসিতে হাঁসিতে কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে বুকভরা স্নেহ লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে সদ্‌গুরুরূপে ভক্তের নিকটে আসিয়া স্বয়ং শান্তির পথ দেখাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্ আচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।" শ্রীমদ্‌ভাগবত। অর্থাৎ যে ভগবান্ বাহিরে গুরুরূপে ও অন্তরে দেবতারূপে জীবগণের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া দিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। আর বলেন আমি ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি, এতদিন আমায় চাহ নাই বলিয়াই পাও নাই এখন চাহিলে, অতএব পাইলে, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, তোমাদের সেবা করাই ত আমার কাজ, এই বলিয়া গীতার বাক্যরূপ অমৃতময় শান্তিধারা বর্ষণে ভক্তের হৃদয়কে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহে মগ্ন করিয়া দেন। অতএব অনুতাপ হওয়া চাই, তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা চাই, পিপাসা হইলে তবে ত জল চাহিবে।

এখানেও মহাবীর অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধু জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া শোকার্ত্তচিত্তে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিশ্বগুরুর শরণাগত হইলেন। ভগবানও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনেই যোগ্যপাত্র অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে গীতামৃত পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে দুষ্টচিত্ত অজ্ঞানান্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রাত্যহিক যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য যিনি ব্রাহ্মণের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন সেই প্রধান অমাত্য সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

প্রথমাধ্যায়-শঙ্করভাষ্যম্

উপক্রমণিকা

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য স্থিতিং চিকীর্ষুঃ মরীচ্যাদীন্ অগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং বেদোক্তং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস, ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীন্ উৎপাদ্য নিবৃত্তি-ধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

দ্বিবিধোহি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ, তত্রৈকো জগতঃ স্থিতি-কারণং প্রাণিণাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিঃ আশ্রমিভিঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৄণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেক-বিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মেণ অভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণু র্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চ রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসু-দেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্ভভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্ বৈদিকো ধর্ম্মঃ, তদধীনত্বাদ্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণাম্।

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজোভিঃ সর্ব্বদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো-ঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়ম্ অর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়ো-পদিদেশ, গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈঃ বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপি অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণমুপলভ্যাহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।

তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসার-স্যাত্যন্তোপরমলক্ষণম্। তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাৎ ধর্ম্মাদ্ ভবতি, তথা ইমমেব গীতার্থধর্ম্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং "সহি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনম্" ইত্যনুগীতাসু। কিঞ্চান্যদপি তত্রৈবোক্তং—

"নৈব ধর্ম্মী নচাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী।
যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্॥"

"জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্" ইতি চ, ইহাপিচান্তে উক্তমর্জ্জুনায়—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। ইতি

অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ, স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ, শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে, তথাচেমমর্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ইতি—

ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বং চ বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়ান্ গীতাশাস্ত্রং যতঃ, তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ, অতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া। অত্রচ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

শ্রীধরস্বামী।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যং ত্বেকবক্ত্রতঃ। দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্। ১
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ। তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্॥২
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃ গিরস্তথা। যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥৩
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রাদ যত্নতঃ। সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ॥ ৪

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনঃ তত্ত্বাজ্ঞান-বিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বকপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাৎ শোকমোহসাগরাদুদ্ধধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্ বিনিঃসৃতানেব শ্লোকান্ অলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ংচ ব্যরচয়ৎ।

যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—

'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥" ইত্যাদি। তত্র তাবৎ 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' ইত্যাদিনা 'বিষীদন্নিদমব্রবীৎ' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদঃ প্রস্তাবায় নিরূপ্যতে—

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

গৌরাংশুকঃ সৎকুমুদপ্রমোদী স্বাভিখ্যয়া গোস্তমসো নিহন্তা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসুধানিধির্মে মনোঽধিতিষ্ঠন্ স্বরতিং তনোতু॥ ১
প্রাচীনবাচঃ সুবিচার্য্য সোঽহমজ্ঞোঽপি গীতামৃতলেশলিপ্সুঃ।
যতেঃ প্রভোরেব মতে তদত্র সন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য॥ ২।

ইহ খলু সকলশাস্ত্রাভিমতশ্রীমচ্চরণসরোজভজনঃ স্বয়ং ভগবান্ নরাকৃতিপরব্রহ্ম শ্রীবসুদেবসূনুঃ সাক্ষাৎ শ্রীগোপালপূর্য্যামবতীর্য্য অপার-পরমাতর্ক্যস্বকৃপাশক্ত্যৈব প্রাপঞ্চিকসকললোকলোচনগোচরীভূতো ভবাব্ধিনিমজ্জমানান্ জগজ্জনানুদ্ধৃত্য স্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাস্বাদনয়া স্বীয়প্রেমমহাব্ধৌ নিমজ্জয়ামাস। শিষ্টরক্ষাদুষ্টনিগ্রহব্রতনিষ্ঠমহিষ্ঠ-প্রতিষ্ঠোঽপি ভুবোভারদুঃখাপহারমিষেণ দুষ্টানামপি স্বদ্বেষ্টৄণামপি মহাসংসারগ্রাহগ্রাসীভূতা-নামপি মুক্তিদানলক্ষণং পরমরক্ষণমেব কৃত্বা স্বান্তর্দ্ধানোত্তরকালজনিষ্যমাণান্ অনাদ্যবিদ্যাবন্ধনিবন্ধনশোকমোহাদ্যাকুলানপি জীবানুদ্ধর্ত্তুং শাস্ত্রকৃন্মুনিগণগীয়মানযশশ্চ ধর্ত্তুং স্বপ্রিয়সখং তাদৃশস্বেচ্ছাবশাদেব রণমূর্দ্ধ্নি উদ্ভূতশোকমোহং শ্রীমদর্জুনং লক্ষীকৃত্য কাণ্ডত্রিতয়াত্মকসর্ব্ববেদতাৎপর্য্যপর্য্যবসিতার্থরত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রম্ অষ্টাদশাধ্যায়ম্

অন্তর্ভূতাষ্টাদশবিদ্যং সাক্ষাদ বিদ্যমানীকৃতমিব পরমপুরুষার্থম্ আবির্ভাবয়াম্বভূব। তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেন ষট্কেন নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ, দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ, তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্য অতিরহস্যত্বাৎ উভয়সঞ্জীবকত্বেন অভ্যর্হিতত্বাৎ সর্ব্বদুর্লভত্বাৎ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ। কর্ম্মজ্ঞানয়োঃ ভক্তিরাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধা—কেবলা প্রধানীভূতা চ, তত্রাদ্যা স্বত এব পরমপ্রবলা তে দ্বে বিনৈব বিশুদ্ধপ্রভাববতী অকিঞ্চনা অনন্যাদিশব্দরূপা। দ্বিতীয়া তু কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ইত্যখিলমগ্রে বিবৃতীভবিষ্যতি। অথ অর্জ্জুনস্য শোকমোহৌ কথম্ভূতৌ ইত্যপেক্ষায়াং মহাভারতবক্তা শ্রীবৈশম্পায়নো জনমেজয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপর্ব্বণি কথামবতারয়তি—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেত্যাদি।

———

মিতভাষ্যম্।

ভক্তানাং মুরলীরবেণ বিরলীকুর্ব্বন্ বিমোহং মুহু-
র্লাবণ্যামৃতপূররূপরুচিভিশ্চেতশ্চমৎকারয়ন্।
গোবিন্দঃ সুরবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দশ্চ বৃন্দাবনে,
মূলে কল্পতরোঃ প্রকল্প্য বিলসত্যাকল্পমত্রোৎসবম্॥ ১

শ্রীবিষ্ণুদেবঃ কিল সর্ব্বদেবময়ঃ স্বয়ং শ্রীবসুদেবগেহে।
গুণৌঘপূর্ণঃ কৃপয়াবতীর্ণো বর্ণাশ্রমাচারবিচারহেতোঃ॥ ২

যদ্ ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি নিত্যাদ্বয়ানন্দময়োপলব্ধিম্।
তদেব বৃন্দাবননন্দসদ্মন্যশেষভূষাঞ্চিতগোপবেশঃ॥ ৩

কলিকলুষবিনঙ্ক্ষ্যচ্ছাস্ত্রবৃক্ষাতিরক্ষা-
মতিরয়মতিবন্ধুর্জ্ঞানবিজ্ঞানসিন্ধুঃ।
সুচিররুচিরভক্তিজ্ঞানকর্ম্মৌঘযোগ-
নয়চয়পয়সা চ্যং মেঘমেনং সসর্জ॥ ৪

নিধায় তৎপদাম্ভোজং হৃদয়েঽখিলকামদম্।
তদ্গীতামৃতমাসেবে কৃপয়াঽর্পিতয়া ধিয়া॥ ৫

রমানাথায় গুরবে সদ্বিপ্রকুলকেতবে।
সেতবে শাস্ত্রসিন্ধূনাং শ্রেয়সাং হেতবে নমঃ॥ ৬

দুষ্করাদজ্ঞসন্ন্যাসাৎ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ঃ।
আদিষ্টঃ সুকরঃ কর্ত্তুং গীতায়াং হরিণাঽনিশম্॥ ৭

বিধূয়চাজ্ঞসন্ন্যাসং নিষ্কামং কর্ম্ম মুক্তিদম্।
যোগস্থস্য জগাবাদাবন্তিমে চ হরির্মুহুঃ ॥ ৮
সন্ন্যাসশ্চ নৃভিঃ কার্য্যঃ কাম্যানামেব কর্ম্মণাম্।
হরিণা ভাষিতং চান্তে নতু নিষ্কামকর্ম্মণাম্॥
উক্তশ্চাত্মরতেরেব সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৯
ব্যাখ্যাকৌশলমৌসলৈরতিচলৈর্ধীচণ্ডদণ্ডোদ্যৈ-
র্ভাবং ভাগবতং মহাফলমহো গীতাধরিত্রীভুবঃ।
দন্তাচ্ছাত্তববৈভবাৎ সুগততোঽপ্যুন্মর্দ্দয়ন্তোভৃশং
কেচিদ্ ভূমিতলাৎ বলাৎ কলিমলাৎ নির্বাসয়ন্তি দ্রুতম্ ॥ ১০
সম্প্রদায়প্রকর্ষায় ব্যাখ্যায় চ বুধৈরিদম্।
স্বমতং খ্যাপিতং ব্যাখ্যাং বক্ষ্যে স্বারসিকীং ততঃ ॥ ১১
সদা মুদা যঃ সুতবৎ সুলালয়ন্
প্রপাঠয়ন্ মাং শুকবচ্চ সাদরম্।
মুদং দধৌ, তস্য মুদং গুরোরিদং
তনোতু নিত্যং শিশুভাষিতোপমম্ ॥ ১২

অথ শ্রীনারায়ণঃ সর্গস্থিত্যন্তকর্ত্তা হর্ত্তা চ তাপানামেকান্তিনাং কান্তীনামনন্তানা-মালয়ো নিলয়শ্চ দয়াদীনাং সদ্গুণানামলৌকিকানাং লৌকিকানাং সশোকানাং মঙ্গলানাং ততয়ে, শান্তয়ে চ দুঃখানামনন্তানামাত্মনাং, স্বাত্মনাচাবির্ভূতঃ সেবিকায়াং দেবক্যাং বসুদেবাৎ দেবরূপাৎ দেবানামনুরোধাৎ, অরূপোঽপি রূপেণালৌকিকেন লৌকিকানাং মুগ্ধচিত্তাকৃষ্টয়ে, সৃষ্টয়েচ শর্ম্মরাশেঃ কর্ম্মভিঃ, বর্ম্মভিশ্চ ধর্ম্মরূপৈঃ সর্ব্বলোকান্ পালয়ন্, আলয়াংশ্চ পাপানাং নিঃশেষং নাশয়ন্, শাসয়ংশ্চ চণ্ডদণ্ডৈ র্লোকতাপান্ দুষ্টান্, শিষ্টাংশ্চ পাণ্ডুপুত্রানরিক্লিষ্টান সেবিতুম্, অবিতুং তান্ বাণবর্ষে রোমহর্ষে রণশীর্ষে রিপুতো, ঽপূতমপি সুতপদং সম্পদিব স্বীকুর্ব্বন্, অকুর্ব্বংশ্চ শক্রজাতং স্বাস্ত্রজাতৈঃ পূতম্, পূতমপি পাণ্ডুসুতং ছন্দেন মোহয়ন্ বোধয়ং-শুচ্ছদ্মনাচ সেবকান্ মানবান্, গীতবান্ শাস্ত্রমণিং চৈনমহো ভগবান্। রূপেণ স্বপরেণ পরাশ-রাত্মজেন সপ্তভিঃ পদ্যশতৈঃ সংজগ্রাহ মহামহিমান্বিতে মহাভারতে চৈনম্।

বর্ণাশ্রমাচারবান্ শ্রদ্ধাসম্পদাঢ্যো মুমুক্ষুঃ সুশীলোঽস্মিন্নধিকারী পুরুষঃ, সম্বন্ধো বাচ্য-বাচকভাবঃ, বাচ্যং কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তীনাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা মোক্ষোপায়ত্বম্। বাচকমিদং শাস্ত্রং, প্রয়োজনং মুক্তিঃ, তস্যৈবোপদ্ঘাতরূপো ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নঃ সঞ্জয়ং প্রতি "ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইত্যাদিনা, ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি চ জনমেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নবাক্যম্।

শাস্ত্রস্য চৈতস্য প্রামাণ্যং মহাভারতবাক্যেভ্য এব জ্ঞায়তে, তথাচ শান্তিপর্ব্বণি জনমেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নবাক্যম্—

"এবমেষ মহান্ ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥
সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্"॥

তথা ভগবতা ধনঞ্জয়দৃষ্টমেব বিশ্বরূপমুত্তঙ্কায় দর্শিতম্ ইত্যশ্বমেধপর্ব্বণি দৃশ্যতে—

"ততঃ স তস্মৈ প্রীতাত্মা দর্শয়ামাস তদ্বপুঃ।
শাশ্বতং বৈষ্ণবং ধীমান্ দদৃশে যদ্ধনঞ্জয়ঃ"॥

ব্রহ্মসূত্রেচ ভগবতা বাদরায়ণেন "যোগিনঃ প্রতিচ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে" ইতি সূত্রেণ "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্" ইতি গীতাবাক্যমেব লক্ষিতম্।

———

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

———:::o:::———

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

অন্বয়ঃ।—হে সঞ্জয়! ধর্ম্মস্য 'দেবার্চ্চনাদেঃ' ক্ষেত্রে 'প্রসিদ্ধে স্থানে' কুরুক্ষেত্রে 'কুরুনাম্নঃ অস্মাকং পূর্ব্বপুরুষস্য ধর্ম্মার্জ্জনস্থানে' যুযুৎসবঃ যুদ্ধং কর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ, মামকাঃ 'মৎপুত্রাঃ' পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ' সমবেতাঃ 'মিলিতাঃ সন্তঃ' কিং 'কার্য্যম' অকুর্ব্বত? ১

শ্রীধরস্বামী

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি, ভোঃ সঞ্জয় ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্র-বিশেষণম্ এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব তস্য কুরোধর্ম্মস্থানে মামকা মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ। ১

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবো যুদ্ধার্থং সঙ্গতা মামকা দুর্য্যোধনাদ্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিং কৃতবন্তঃ তদ্‌ব্রূহি। নন্বু যুযুৎসব ইতি ত্বং ব্রবীষ্যেব অতো যুদ্ধমেব কর্ত্তুমুদ্যতা স্তে তদাপি কিমকুর্ব্বতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহ ধর্ম্মক্ষেত্রে ইতি, "কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম" ইতি শ্রুতেঃ তৎক্ষেত্রস্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং প্রসিদ্ধম অতস্তৎসংসর্গমহিম্না যদি অধার্ম্মিকাণামপি দুর্য্যোধনাদীনাং ক্রোধনিবৃত্ত্যা ধর্ম্মে মতিঃ স্যাৎ, পাণ্ডবাস্তু স্বভাবত এব ধার্ম্মিকা স্ততো বন্ধুহিংসনমনুচিতম ইত্যুভয়েষামপি বিবেকে

উদ্ভূতে সন্ধিরপি সম্ভাব্যতে, ততশ্চ মমানন্দ এবেতি সঞ্জয়ং প্রতি জ্ঞাপয়িতুম্ ইষ্টো ভাবো বাহ্যঃ, আভ্যন্তরস্তু সন্ধৌ সতি পূর্ব্ববৎ সকণ্টকমেব রাজ্যং মদাত্মজানামিতি মে দুর্ব্বার এব বিষাদঃ। তস্মাৎ অস্মাকীনো ভীষ্মস্তু অর্জ্জুনেন দুর্জ্জয় এব ইত্যতো যুদ্ধমেব শ্রেয় স্তদেব ভূয়াৎ ইতি তু তন্মনোরথোপযোগী দুর্লক্ষ্যঃ। অত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি ক্ষেত্রপদেন ধর্ম্মস্য ধর্ম্মাবতারস্য সপরিকরযুধিষ্ঠিরস্য ধান্যস্থানীয়ত্ত্ব তৎপালকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃষীবলস্থানীয়ত্বং, কৃষ্ণকৃতনানাবিধসাহায্যস্য জলসেচনসেতুবন্ধনাদিস্থানীয়ত্বং শ্রীকৃষ্ণ-সংহার্য্যদুর্য্যোধনাদেঃ ধান্যদ্বেষিধান্যাকারতৃণবিশেষস্থানীয়ত্বং চ বোধিতং সরস্বত্যা। ১

মিতভাষ্যম্

হে সঞ্জয় ধর্ম্মস্য যাগদানাদেঃ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধে স্থানে কুরুক্ষেত্রে কুরুনাম্নঃ স্বপূর্ব্বপুরুষস্য ধর্ম্মভূমৌ মামকাঃ মত্তনয়াঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুতনয়াশ্চ যুযুৎসবঃ যোদ্ধু-মিচ্ছবঃ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ কিমকুর্ব্বত? যুদ্ধমেব চক্রুরন্যদ্বেতি প্রশ্নঃ। ক্ষেত্র-প্রভাবাৎ 'কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনম্'ইতি শ্রুতেঃ পূর্ব্বপুরুষধর্ম্মস্মরণাদ্বা দেবানাং যাগমেব চক্রুঃ যুদ্ধং বেতি প্রশ্নার্থঃ। পাণ্ডবাঃ স্বতএব ধার্ম্মিকাঃ মৎপুত্রাশ্চ যাগানুষ্ঠানাৎ ধর্ম্মমহিম্না অধর্ম্মহানৌ যোগ্যমেব ভাগং চেৎ পাণ্ডবেভ্যো দদ্যু স্তদা স্বত এব তে পরাজয়ং পাণ্ডবাশ্চ বিজয়ং লপ্স্যন্তে ইতি মুধৈব যুদ্ধোদ্যমো হহো কষ্টমিতি ভাবঃ। ১

অনুবাদ

হে সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র-নামক ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়া কি করিলেন? ১

পুষ্পাঞ্জলি

কুরুক্ষেত্র একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, ঐ স্থানে ধর্ম্মাত্মা মহারাজ কুরু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তীর্থের মাহাত্ম্যে পূতচিত্ত হইয়া যদি আমার পুত্রগণ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্য রাজ্য প্রদান করেন তাহা হইলে তাহারা নিজেই পরাজিত হইবে ও পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিবে এবং তাহা হইলে এই মহাযুদ্ধের আয়োজন বৃথা হইল। অতএব কি উপায়ে তাহাদের রাজ্য লাভ হয়, এবং কি উপায়েই বা পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা করা যায়; পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সঞ্জয়কে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উদ্দেশ্য, অন্যথা তাঁহারা যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলে যুদ্ধ ভিন্ন আর কি করিবেন অতএব এ প্রশ্নের কোন আবশ্যকই হয় না। ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তু 'কিন্তু' তদা 'তস্মিন্‌কালে' রাজা 'দুর্য্যোধনঃ' পাণ্ডবানীকং 'পাণ্ডবানাং সৈন্যং' ব্যূঢ়ং 'ব্যূহরচনয়া সন্নদ্ধং' দৃষ্ট্বা আচার্য্যং 'যুদ্ধবিদ্যাপ্রদাতারং দ্রোণাভিধানং গুরুম' উপসঙ্গম্য 'সমীপে গত্বা' ইদং 'বক্ষ্যমাণং' বচনম্ অব্রবীৎ 'উবাচ' ।

শ্রীধরস্বামী

সঞ্জয় উবাচ দৃষ্ট্বেত্যাদি, পাণ্ডবানাম্ অনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

বিদিততদভিপ্রায়ঃ তদাশংসিতং যুদ্ধমেব ভবেৎ কিন্তু ত্বন্মনোরথপ্রতিকূলমিতি মনসি কৃত্বাহ দৃষ্ট্বেতি, ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া স্থিতং রাজা দুর্য্যোধনঃ সান্তর্ভয়মুবাচ পশ্যৈতামিতি নবভিঃ শ্লোকৈঃ। ২

মিতভাষ্যম্

নষ্টবুদ্ধে দু'ষ্টাকৃতং দৃষ্ট্বা মৃষ্টবুদ্ধিঃ সঞ্জয়ো যথাদৃষ্টং প্রতিবচনমুক্তবানিতি বৈশম্পায়ন-বাক্যং 'সঞ্জয় উবাচে'তি, ভগবন্তমপি হিতোপদেষ্টারং বন্ধুমূত্তম্য ন ক্ষেত্রপ্রভাবাৎ ধর্ম্মবুদ্ধিঃ সমুদেতীতি মা গ্লাসীরিতি তুশব্দার্থঃ। পাণ্ডবানাং সৈন্যং ব্যূঢ়ং যুদ্ধার্থং ব্যূহরচনয়া সন্নদ্ধং দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষীকৃত্য আচার্য্যং যুদ্ধবিদ্যাপ্রদাতারং দ্রোণাভিধানং গুরুম্ উপসঙ্গম্য বিনয়েন সন্নিধৌ গত্বা রাজা দুর্য্যোধনঃ বক্ষ্যমাণং বচনমব্রবীৎ। ব্যূহশ্চ সৈন্যানাং স্থান-বিশেষেষু নিবেশনম, তথাচ শব্দরত্নাবলী—

"সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সংগ্রামে পৃথিবীভুজাম্" ॥ ইতি ২

অনুবাদ

এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন, তখন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া যুদ্ধবিদ্যার গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট সবিনয়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেন। ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে আচার্য্য ধীমতা 'যুদ্ধবিশারদেন' তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ 'ধৃষ্টদ্যুম্নেন' ব্যূঢ়াং 'ব্যূহরচনয়া স্থিতাং' পাণ্ডুপুত্রাণাং মহতীং 'বিপুলাম্' এতাং 'পুরঃস্থিতাং চমূং 'সেনাং' পশ্য 'প্রত্যক্ষীকুরু' ৩

শ্রীধরস্বামী

তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিনবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেতাদি, হে আচার্য্য পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াঽধিষ্ঠিতাম্। ৩

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন তব শিষ্যেণেতি, স্ববধার্থম্ উৎপন্ন ইতি জানতাপি ত্বয়াঽয়মধ্যাপিত ইতি তব মন্দবুদ্ধিত্বম্। ধীমতেতি শত্রোরপি ত্বত্তঃ সকাশাৎ ত্বদ্বধোপায়বিদ্যা গৃহীতেতি অস্য মহাবুদ্ধিত্বং ফলকালেঽপি পশ্যেতিভাবঃ। ৩

মিতভাষ্যম্

কিং তৎ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পশ্যৈতামিত্যাদিশ্লোকনবকৈরুপনিবদ্ধং বাক্যজাতমুপস্থাপয়তি, হে আচার্য্য পাণ্ডুপুত্রাণাং মহতীং বিপুলাম্ অনেকাক্ষৌহিণীসজ্ঘটিতাম্ উপেক্ষানর্হাং দুর্জ্জয়াম্ এতাং পুরঃস্থিতাং চমূং সেনাং পশ্য, দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ধীমতা যুদ্ধবিশারদেন তত্র হেতুঃ তব শিষ্যেণ ত্বত্তো লব্ধবিদ্যত্বাদেবাস্য যুদ্ধশৌণ্ডত্বং জাতমিতি ভবদ্ভিরবহিতৈর্ভাব্যমিতি ভাবঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নেনেত্যনুক্ত্বা দ্রুপদপুত্রেণেত্যুক্তিঃ পূর্ব্বাবমানস্ফোরণেন ক্রোধোদ্দীপনার্থমিতি। ৩

অনুবাদ

হে আচার্য্য পাণ্ডবগণের এই বিশাল সৈন্য-সম্ভার দেখুন, আপনারই বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাকে সুসজ্জিত করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ৩

পুষ্পাঞ্জলি

অর্থাৎ মনে পাপ থাকিলেই দুর্ব্বলতা কাতরতা ভয় চাঞ্চল্য ইত্যাদি হইয়াই থাকে ; সেইজন্য পাপী দুর্য্যোধন মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্লে আসিয়া প্রাণভয়ে কাতর হইয়া সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা দ্রোণের শরণাপন্ন হইলেন, এবং গুণগ্রাহী ধার্ম্মিক আচার্য্য মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ বশতঃ যদি যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে নিজের পক্ষে মহা বিপদ

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অত্র 'সেনায়াং' মহেষ্বাসাঃ 'মহাধানুষ্কাঃ' যুধি 'সংগ্রামে' ভীমার্জ্জুনসমাঃ 'ভীমার্জ্জনতুল্যবিক্রমাঃ' 'সাত্যকিপ্রভৃতয়ো' 'মহারথাঃ' 'বীরাঃ সন্তি'। ৪।৫

শ্রীধরস্বামী

অত্রেত্যাদি, অত্র অস্যাং চম্বাম্ ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসা ধনুংষি মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ, ভীমার্জ্জুনৌ তাবৎ অতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি তানেব নামভিঃ নির্দ্দিশতি যুযুধান ইতি, যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। ৪

কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি, চেকিতানো নাম একো রাজা নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ৫

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

অত্র চম্বাং মহান্তঃ শত্রুভিশ্চেত্তুমশক্যা ইষ্বাসা ধনুংষি যেষাং তে, যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। ৪।৫

মিতভাষ্যম্

ন কেবলং ধৃষ্টদ্যুম্নাশ্রিতাঃ পদাতয় এব কেচনাত্র বর্ত্তন্তে যেনোপেক্ষ্যা স্যাৎ, কিন্তু ভীমার্জ্জুনসমা বহবো মহারথা অপি ইতি সাবহিতৈর্ভবদ্ভির্ভাব্যমিত্যাহ অত্রেতি, অত্র চম্বাং মহেষ্বাসা ইষবোঽস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভি রিতি ইষ্বাসা ধনুংষি মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসা মহাধানুষ্কা ইত্যর্থঃ, যুধি সংগ্রামে ভীমার্জ্জুনসমাঃ ভীমার্জ্জুনয়োঃ প্রসিদ্ধযোদ্ধৃত্বাৎ তাভ্যাং সমাস্তত্তুল্যবিক্রমা যুদ্ধকুশলাঃ শূরা বীরাঃ সন্তি, কে তে ? যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। ৪।৫

অনুবাদ

এই পক্ষে ভীম ও অর্জ্জুনের মত যুদ্ধবিশারদ সাত্যকি বিরাট প্রভৃতি মহা-মহা-বীরগণ রহিয়াছেন ইত্যাদি। ৪।৫

পুষ্পাঞ্জলি

বুঝিয়া রাজনীতিবিশারদ দুর্য্যোধন কৌশলে তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রথমেই দ্রুপদের সহিত তাঁহার পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অর্থাৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনারই শিষ্য, অতএব ইনি যে যুদ্ধবিদ্যায় অতি নিপুণ ইহাতে আর সন্দেহ নাই, ইনি অতি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ও সুচতুর, এবং আপনাকে হত্যা করিবার জন্যই হোমকুণ্ড হইতে জন্মিয়াছেন, এ জন্য ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাকে রীতিমত যত্নবান্ হইতে হইবে, এবং ইনি আপনার পূর্ব্বশত্রু মহারাজ দ্রুপদের পুত্র আপনার মত মহাত্মা যাহার

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

শ্রীধরস্বামী

যুদ্ধামন্যুরিতি, বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ, সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—

"একোদশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতিস্মৃতঃ।

অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা, তন্ন্যুনোঽর্দ্ধরথস্তু সঃ"। ৬

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যো জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ মহারথাদীনা লক্ষণং—

একোদশসহস্রাণি যোধয়েদ যস্তু ধন্বিনাম। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান যোধয়েদ যস্তু সএবাতিরথঃ স্মৃতঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ॥ ইতি। ৬

মিতভাষ্যম্

সৌভদ্রঃ সুভদ্রাসূনুর্মহাবলোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয় এতে সর্ব্বএব মহারথাঃ, সতামপি পাণ্ডবানামনুল্লেখো নায়কত্বেন দণ্ডাপূপায়িতত্বাৎ মহারথলক্ষণংচ—

"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ।
অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ।
রথী চৈকেন যো যোদ্ধা, তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথস্তু সঃ" ॥ ইতি। ৬

অনুবাদ

বিক্রমশালী যুধামন্যু, বলবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদীর পাঁচটি পুত্র, ইঁহারা সকলেই মহারথ। ৬

পুষ্পাঞ্জলি

নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের নিকট আসিয়াছেন। অতএব তাহার প্রতিশোধ লইবার ইহাই উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বশত্রুতার স্মরণ হইলেই মানুষের মন স্বভাবতই উত্তেজিত হইয়া উঠে অতএব এই প্রকারে সরল-মতি ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে উত্তেজিত করিবার জন্যই চতুর দুর্য্যোধন এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। ৩

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জ্জয়দ্রথঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—তু 'কিন্তু' হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকং যে বিশিষ্টাঃ 'শ্রেষ্ঠাঃ' তান্ নিবোধ 'শৃণু' মম সৈন্যস্য যে নায়কাঃ 'পরিচালকাঃ' তান্ তে 'তব' সংজ্ঞার্থং 'সম্যক্ জ্ঞানার্থং' ব্রবীমি 'কথয়ামি' তে চ ভবান ভীষ্মঃ কর্ণশ্চ ইত্যাদি। ৭।৮

শ্রীধরস্বামী

অস্মাকমিতি, নিবোধ বুধ্যস্ব নায়কাঃ নেতারঃ সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। ৭

তানেবাহ, ভবানিতি দ্বাভ্যাম্, ভবান্ দ্রোণঃ সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা, সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রোভূরিশ্রবাঃ॥ ৮

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

নিবোধ বুধ্যস্ব সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থম্। ৭।৮

মিতভাষ্যম্।

রাজমুখাদেব রিপূণামতিবলত্বং শ্রুত্বা বিষণ্ণমাশঙ্ক্যাচার্য্যং প্রোৎসাহয়িতুং স্ববলোৎকর্ষং দর্শয়ন্নাহ অস্মাকমিতি, তু ইতি স্বপক্ষস্যাপ্যুৎকর্ষদ্যোতনার্থম্, অস্মাকং যে বিশিষ্টা বাহিনীষু শ্রেষ্ঠা স্তান্ নিবোধ বুধ্যস্ব, হে দ্বিজোত্তম যে চ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ সেনাপতিযোগ্যাঃ তে তব সংজ্ঞার্থং বিশেষেণাবধারণার্থং তান ব্রবীমি। দ্বিজোত্তমেতি স্তুতিঃ স্বকার্য্যসিদ্ধৌ আনুকুল্যার্থম। ৭

কে তে? ভবানিতি, সমিতিঞ্জয় ইতি সর্ব্বেষাং বিশেষণং সংগ্রামবিজয়ীত্যর্থঃ, বিকর্ণঃ স্বভ্রাতা, সৌমদত্তিঃ সোমদত্তসুতো ভূরিশ্রবাঃ, জয়দ্রথঃ স্বভগিনীপতিঃ সিন্ধুরাজঃ। ৮

অনুবাদ

আরও বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমার সেনাপতিগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বীর তাঁহাদের নাম বলিতেছি শুনুন, আমার অসংখ্য সৈন্যগণের মধ্যে কতিপয় মহাবীরের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করিবার জন্য আপনাকে বলিতেছি,—আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য ইত্যাদি। ৭।৮

পুষ্পাঞ্জলি

অর্থাৎ আচার্য্য যদি বলেন, তুমি যদি পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্য-সজ্জা দেখিয়া ভয় পাও তবে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইয়া সন্ধির ব্যবস্থা কর না কেন? এই জন্য

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অন্যে চ বহবঃ শূরা 'বীরাঃ' মদর্থে 'মন্নিমিত্তং ত্যক্তজীবিতা 'জীবনং ত্যক্তুমুদ্যতাঃ সর্ব্বেচ যুদ্ধবিশারদাঃ 'যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিনঃ। ৯

শ্রীধরস্বামী

মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ। ৯

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

ত্যক্তজীবিতা ইতি, জীবিতত্যাগেনাপি যদি মদুপকারঃ স্যাৎ তদা তদপি কর্ত্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ বস্তুতস্তু 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' ইতি ভগবদুক্তেঃ দুর্যোধনসরস্বতী সত্যম। ৯

মিতভাষ্যম্

ন কেবলমেত এব, অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ ভগদত্তালম্বুষশল্যাদয়ঃ মন্নিমিত্তং জীবনং ত্যক্তুমুদ্যতাঃ, বহ্বস্ত্রবেত্তারঃ যুদ্ধবিদ্যাকুশলাশ্চেতি। ৯

অনুবাদ

এইরূপ অন্যান্য বহু বীর আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সকলেই যুদ্ধ-কার্য্যে অতিশয় বিচক্ষণ। ৯

পুষ্পাঞ্জলি

কৌশলে আত্মভাব গোপন করিয়া পাণ্ডবসৈন্য অপেক্ষা নিজসৈন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। যদিও দ্রোণ পরধর্ম্ম আচরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বিজোত্তম না বলাই উচিত, তথাপি কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যে উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। যদিও বিপক্ষে অর্জ্জুনের মত অনেক বীরই আছেন, তথাপি আমার পক্ষে আপনি, ভীষ্ম কর্ণ কৃপপ্রভৃতি মহা মহাবীরগণ রহিয়াছেন, ভীমার্জ্জুন ত আপনারই শিষ্য; আপনার মত, ভীষ্মের মত, কর্ণের মত ও কৃপাচার্য্যের মত বীর বিপক্ষ দলে কেহই নাই। ৭।৮

এবং অন্যান্য বহু বহু বীর আমার পক্ষে রহিয়াছেন,—যাঁহারা আমার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। ইহার দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রতি সৈন্যগণের অতিশয় অনুরাগ আছে ইহা দেখান হইল। আর সকলেই নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও যুদ্ধ করিতে অতিশয় সুদক্ষ অতএব আমার সৈন্যগণ যে পাণ্ডবসৈন্য অপেক্ষাও উপযুক্ত ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—অস্মাকম্ অপর্য্যাপ্তম্ 'অত্যধিকং' তদ্বলং 'সৈন্যম্' ভীষ্মাভিরক্ষিতং 'ভীষ্মেণ সেনাপতিনা সম্যক্ পালিতম্' তু 'কিন্তু' এতেষাং 'পাণ্ডবানাং' পর্য্যাপ্তম্ 'অল্পসংখ্যাকম্' ইদং বলং ভীমাভিরক্ষিতং 'ভীমেন পালিতম্'। ১০

শ্রীধরস্বামী

ততঃ কিমত আহ অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি, তং তথাভূতৈর্বীরৈ র্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি, ইদংতু এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি। ১০

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

অপর্য্যাপ্তং অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ যোদ্ধুমক্ষমমিত্যর্থঃ। ভীষ্মেণাতিসূক্ষ্মবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্র-প্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীষ্মস্য উভয়পক্ষপাতিত্বাৎ। এতেষাং পাণ্ডবানান্তু ভীমেন স্থূলবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রানভিজ্ঞেনাপি রক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরিপূর্ণম অস্মাভিঃ সহ যদ্ধে প্রবীণমিত্যর্থঃ। ১০

মিতভাষ্যম্

যদ্যপ্যুভয়োরেব পক্ষয়ো র্বহবএব সংগ্রামদক্ষাঃ সন্তি, তথাপি অস্মাকং তদ্‌ প্রসিদ্ধং বলম্ অপর্য্যাপ্তম্ একাদশাক্ষৌহিণীসজ্ঘটিতত্বাৎ অত্যধিকং, ভীষ্মেণচ মহাব্রতেন পরশু-রামজয়িনা যুদ্ধবিশারদেন মহামতিনা সর্ব্বথা সুরক্ষিতমিত্যপরাজেয়ত্বধ্বনিঃ। এতেষাং তু বলং পর্য্যাপ্তম্ অস্মদ্বলতোঽল্পমানং সপ্তাক্ষৌহিণীঘটিতত্বাৎ, ভীমেন চ স্থূলমতিনা কেবলং ভোজনপটুনা রক্ষিতম ইত্যুৎকর্ষ এবাস্মাকমিত্যাচার্য্যোৎসাহজনকং বাক্যম্। স্বয়ং তু পাপীয়স্ত্বাৎ বলবত্তরনায়কপালিতমত্যধিকমপি স্বপক্ষং পশ্যন্ তেষামসামর্থ্যমেব চিন্তয়ন পরেষাং চ অল্পমপি সৈন্যসম্ভারং পুণ্যাধিক্যাৎ ভগবদাশ্রিতত্বাচ্চাতিক্ষমং পশ্যন্নন্তর্ভীতিমেব ভেজে স্বয়ং রাজবুদ্ধ্যা তু তামাচ্ছাদয়ন্নাচার্য্যং বহিঃ প্রোৎসাহয়তীতি শ্লিষ্টং পর্য্যাপ্তপদম। ১০

অনুবাদ

আমার অপরিমিত সৈন্যগণকে মহাত্মা ভীষ্ম রক্ষা করিতেছেন, আর ইহাদের পরিমিত (অল্প) সৈন্যগণকে ভীম রক্ষা করিতেছে। ১০

পুষ্পাঞ্জলি

অর্থাৎ আমার সৈন্য একাদশ অক্ষৌহিণী অতএব সংখ্যায় অতিশয় অধিক, এবং আকুমার ব্রহ্মচারী বিশ্ববিখ্যাত বীর মহাত্মা ভীষ্ম তাহাদিগকে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিতেছেন।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

অন্বয়ঃ—অয়নেষু 'ব্যুহদ্বারেষু' 'যথাভাগং' যথাস্থানম্ অবস্থিতাঃ 'সন্তঃ' ভবন্তঃ সর্ব্বে ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু' সর্ব্বতোভাবেন রক্ষন্তু'। ১১

শ্রীধরস্বামী

তস্মাদ্ ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ অয়নেষু ইতি, ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু। যথা অন্যৈ র্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিৎ ন হন্যেত তথা রক্ষন্তু ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতিভাবঃ। ১১

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

তস্মাদ্ যুষ্মাভিঃ সাবধানৈর্ভবিতব্যমিত্যাহ অয়নেষ্বিতি, অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্যৈব অবস্থিতা ভবন্তো ভীষ্মমেবাভিতস্তথা রক্ষন্তু যথা অন্যৈর্যুধ্যমানোঽয়ং পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যতে, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবিতমিতি ভাবঃ।১১

মিতভাষ্যম্

সাম্প্রতং নায়কানামাচার্য্যাদীনাং কর্ত্তব্যং স্ফোরয়তি অয়নেষুচেতি, সর্ব্বেষু অয়নেষু ব্যূহদ্বারেষু যথাভাগং স্বস্বাধিষ্ঠিতরণক্ষেত্রমত্যক্তৈব অবস্থিতাঃ সন্তোভবন্তঃ ভীষ্মানুগতনায়কাঃ কৃপাশ্বত্থামপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে ভীষ্মমেব সেনাধ্যক্ষং সর্ব্বাসু দিক্ষু সর্ব্বাত্মনা রক্ষন্তু রক্ষিতে হি ভীষ্মে সর্ব্বএব বয়ং রক্ষিতা ভবিষ্যাম ইতি ভাবঃ। ১১

পুষ্পাঞ্জলি

এবং পাণ্ডগণের সৈন্যগণ মাত্র সাত অক্ষৌহিণী, অতএব আমার সৈন্য অপেক্ষা অনেক অল্প, এবং স্থূলমতি ভীম তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে, অতএব তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাহারা সংখ্যায় অল্প, এবং ভীম অতি চঞ্চল ও স্থূলবুদ্ধি, যুদ্ধবিদ্যায় তেমন দক্ষ নহে, কেবল ভোজনেই দক্ষ।

কিন্তু দুর্য্যোধন মনে মনে ভাবিলেন আমার সৈন্যগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও আমি পাপী বলিয়া তাহারা উৎসাহহীন, দুর্ব্বল ও অসমর্থ বলিয়া মনে হইতেছে; এবং ভীষ্মও বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তিনি তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বিরাটের যুদ্ধে একাকী অর্জ্জুনই ত আমাদের সকলকেই পরাজয় করিয়াছিল, এখানে আবার ভীম তাহার সাহায্য করিবে, অতএব পুণ্যাত্মা ভীমার্জ্জুনরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্যকেই অতিশয় উৎসাহী ও সুদক্ষ বলিয়া আমার মনে হইতেছে অতএব তাহাদের জয়ই অবশ্যম্ভাবী। ১০

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২

অন্বয়ঃ—প্রতাপবান্ 'বিশিষ্টপ্রতাপশালী' কুরুবৃদ্ধঃ 'কুরুষু বয়োধিকঃ' পিতামহঃ 'ভীষ্মঃ' তস্য 'দুর্য্যোধনস্য' হর্ষম্ 'আনন্দং' জনয়ন্ 'জনয়িতুম্' উচ্চৈঃ সিংহনাদং 'সিংহবৎ গম্ভীরধ্বনিং' বিনদ্য 'কৃত্বা' শঙ্খং দধ্মৌ 'বাদিতবান্'। ১২

শ্রীধরস্বামী

তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ, কিং কৃতবান্ তদাহ তস্যেত্যাদি, তস্য রাজ্ঞোহর্ষং কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈঃ মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান।১২

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

ততশ্চ স্বসম্মানশ্রবণজনিতহর্ষঃ তস্য দুর্য্যোধনস্য ভয়বিধ্বংসনেন হর্ষং সংজনয়িতুং কুরুবৃদ্ধঃ ভীষ্মঃ সিংহনাদমিতি 'উপমানে কর্ম্মণি'চেতি ণমুল, সিংহ ইব বিনদ্য ইত্যর্থঃ। ১২

মিতভাষ্যম্

দুর্য্যোধনং ভীতং মত্বা তস্যোৎসাহোৎপাদনায় ভীষ্মঃ শঙ্খং বাদিতবানিত্যাহ তস্যেতি, তস্য দুর্য্যোধনস্য হর্ষোৎপাদনার্থং বিলক্ষণপ্রতাপবান্ সেনাপতি ভীষ্মঃ উচ্চৈঃ সিংহবৎ গম্ভীরধ্বনিং কৃত্বা শঙ্খং বাদিবানিত্যর্থঃ। সিংহনাদমিতি উপমানে চণম্। ১২

অনুবাদ

অতএব হে আচার্য্য! আপনারা সকলেই সমস্ত অয়নগুলিতে অর্থাৎ সুসজ্জিত সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যেক দ্বারে নিজ নিজ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ না করিয়াই থাকিয়া ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। অর্থাৎ আপনারা সকলে ভীষ্মকে সাহায্য করিয়া নিরাপদ রাখিলে ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যকেই রক্ষা করিতে পারিবেন। ১১

তখন ভীত দুর্য্যোধনের আনন্দ উৎপাদন করিবার জন্য কুরুগণের কুলবৃদ্ধ ও অতিশয় প্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২

পুষ্পাঞ্জলি

অর্থাৎ সেনাপতি ভীষ্মের নিকটে না আসিয়া রাজা আচার্য্যের নিকটে গিয়াছেন দেখিয়াই মহামতি ভীষ্ম বুঝিলেন যে আমি বৃদ্ধ বলিয়া রাজা ভয় পাইয়াছেন; রাজা এই সময় ভীত হইয়া নিরুৎসাহ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, অতএব তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া দেখাইলেন যে এখনও বৃদ্ধ ভীষ্মের প্রতাপ কিরূপ। ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ততঃ 'ভীষ্মস্য শঙ্খবাদনাৎ পরং' শঙ্খাদয়ো বাদ্যবিশেষাঃ সহসা 'যুগপদেব' অভ্যহন্যন্ত 'বাদিতাঃ' স শব্দঃ তুমুলঃ 'মহান্' অভবৎ। ১৩

শ্রীধরস্বামী

তদেবং সেনাপতে ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইত্যাদিনা, পণবা মার্দ্দলাঃ, আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণাদেব অভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দঃ তুমূলো মহানভূৎ। ১৩

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

ততশ্চোভয়ত্রৈব যদ্ধোৎসাহঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইতি, পণবা মার্দ্দলাঃ আনকাঃ পটহাঃ, গোমুখা বাদ্যবিশেষাঃ। ১৩

মিতভাষ্যম্

সেনাপতেরভিপ্রায়জ্ঞাঃ সর্ব্ব এবোৎসবং কৃতবন্ত ইত্যাহ তত ইতি, সেনাপতে যুর্দ্ধোৎসবানন্তরং শঙ্খাদয়ো বাদ্যবিশেষাঃ সহসা যুগপদেব অভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, স শব্দঃ তুমুলঃ মহানভূৎ। পণবা মার্দ্দলা আনকাঃ পটহাঃ। শব্দস্য তুমুলতামাত্রং নতু তেন কৌরবাণামিব পাণ্ডবানাং চিত্তক্ষোভলেশোঽপি জাত ইতি ভাবঃ। ১৩

অনুবাদ

তাহার পর শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। এবং সেই শব্দ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ততঃ 'কুরুপক্ষে শঙ্খাদিবাদনাৎ পরং' শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি 'অগ্নিদত্তে সর্ব্বোত্তমে' স্যন্দনে 'রথে' স্থিতৌ মাধবঃ চ 'এবং' পাণ্ডবঃ 'অর্জ্জুনঃ' দিব্যৌ 'অপ্রাকৃতৌ' শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ 'বাদিতবন্তৌ'। ১৪

শ্রীধরস্বামী

ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যদ্ধোৎসবমাহ তত ইত্যাদিপঞ্চভিঃ, স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুঃ বাদয়ামাসতুঃ। ১৪

মিতভাষ্যম্

ঘোরে কর্ম্মণি বিপক্ষাণাং প্রথমপ্রবৃত্তিং বিলোক্য পশ্চাৎ স্বপক্ষোৎসাহপ্রবর্দ্ধনায় সর্ব্বান্তর্য্যামিণো বাসুদেবস্যানুমোদং দর্শয়তি ততঃ শ্বেতৈরিতি, সত্যপি ভীমে সেনাপালকে প্রথমং ভগবতঃ শঙ্খবাদনাৎ পাণ্ডবানাং কৃষ্ণার্পিতাত্মনাং সর্ব্বেষ্বেব কর্ম্মসু ভগবদনুমত্যপেক্ষা দর্শিতা, তথাচ মুখ্যঃ কর্ত্তা ভগবানেবান্তর্নিয়ন্তা গৌণাশ্চ পাণ্ডবাঃ তচ্ছক্ত্যা শক্তিমন্তঃ নিমিত্তমাত্রাণীত্যাবেদিতং, বক্ষ্যতি চ ভগবান্ 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্নি'তি, এবঞ্চ এতেষাং বিজয়ো হত্রৈব সূচিতঃ। মহতি অপ্রাকৃতে বহ্নিপ্রদত্তে অশ্বযুক্তে স্যন্দনে রথে স্থিতৌ মাধবঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনশ্চ দিব্যৌ অপ্রাকৃতৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ প্রকর্ষেণ বাদিতবন্তৌ, শত্রুচিত্তপ্রকম্পনং স্বপক্ষোৎসাহপ্রবর্দ্ধনঞ্চাত্র প্রকর্ষঃ। মা লক্ষ্মীঃ তস্যাঃ ধবঃ প্রিয় ইতি মাধবঃ ভক্তানাং বিশুদ্ধৈশ্বর্য্যপ্রদাতা ইত্যর্থঃ। অত্র বিশুদ্ধসত্ত্বময়াঃ শুক্লভাস্বরা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপা দিব্যা আকর্ষকাশ্চত্বারো বাহাঃ, রথশ্চ বিশুদ্ধজ্যোতির্ম্ময়ো হিরণ্ময়ো নির্ম্মলো দিব্যঃ সংসারসংগ্রামে পরমজৈত্রঃ হৃৎপুণ্ডরীকরূপঃ, তদধিষ্ঠিতৌচ দিব্যৌ নরনারায়ণৌ জীবেশ্বরৌ সখায়ৌ চিদ্রূপৌ শ্যামবর্ণৌ ইতি সর্ব্বথাপ্যলৌকিকত্বমাবেদিতম্। তথাচ শ্রুতী "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্" ইতি। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া একং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" ইতি চ। ১৪

অনুবাদ

তাহার পর শ্বেতবর্ণ চারিটি অশ্বযুক্ত অগ্নি-প্রদত্ত অপ্রাকৃত রথে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও নরাবতার অর্জ্জুন দুই জনই অপ্রাকৃত দুইটি শঙ্খ বাজাইয়া ছিলেন। ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং 'পঞ্চজনাসুরদেহপ্রভবত্বাৎ তন্নামানং' ধনঞ্জয়ঃ 'অর্জ্জুনঃ' দেবদত্তং 'দেবেন অগ্নিনা প্রদত্তম্' ভীমকর্ম্মা 'ঘোরকার্য্যকুশলঃ' বৃকোদরো 'ভীমঃ' পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং দধ্মৌ 'বাদিতবান্' ; ১৫

শ্রীধরস্বামী

তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি, পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং, ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ । ১৫

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

পাঞ্চজন্যাদয়ঃ শঙ্খাদীনাং নামানি । ১৫ । ১৬

মিতভাষ্যম্

পাঞ্চজন্যাদীনি শঙ্খানাং নামানি । হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকঃ, তথাচ সর্ব্বান্তর্য্যামি-ভগবদ্বাসুদেবপ্রবর্ত্তিতানামেব বিশুদ্ধকর্ম্মত্বং সফলকর্ম্মত্বংচ দর্শিতম্ । ধনঞ্জয় ইতি দিগ্বিজয়ে রাজ্ঞাং পরাজয়েন ধনার্জকত্বাৎ অস্য জয়শীলত্বং সূচিতম্, ভীমকর্ম্মেতি চ যুদ্ধ-প্রিয়স্য ভীমস্য ঘোরতরযুদ্ধনৈপুণ্যং দর্শিতম । ১৫

অনুবাদ

অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় অর্জ্জুন দেবদত্ত, এবং যিনি ভয়ানক কর্ম্ম করিতে ভাল বাসিতেন সেই ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইয়াছিলেন । ১৫

পুষ্পাঞ্জলি

অর্থাৎ কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনেই যুবা বলিয়া এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ পাণ্ডব-পক্ষে সকলেই সম্পূর্ণ নির্ভীক বলিয়া তাঁহারা আর সিংহনাদ করিলেন না ; ভগবান কেবল শঙ্খধ্বনি করিয়া ভীষ্মকে ইহাই জানাইয়া দিলেন যে—নানাবিধ পাপে জর্জ্জরিত অতএব মৃত অন্তঃসারশূন্য দুর্য্যোধনের শরীরে প্রাণসঞ্চারের জন্য তুমি যতই সিংহনাদ বা শঙ্খধ্বনি কর না কেন? আমি ধর্ম্মপক্ষে আছি, জানিও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ এবং আমার একান্ত আশ্রিত পাণ্ডবগণের শরীরে প্রত্যেক অণু পরমাণুতে শঙ্খনিনাদে এমন এক অপ্রাকৃত মহাশক্তির সঞ্চার করিব যে অসংখ্য ভীষ্মও তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না, এই অভিপ্রায়ে প্রথমেই ভগবান্ তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন ।আর এপক্ষে মহাবল ভীম সৈন্যগণের রক্ষক থাকিলেও তিনি প্রথমে

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—কুন্তীপুত্রো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং 'চিরবিজয়সূচকত্বাৎ তন্নামানং শঙ্খং দধ্মৌ 'বাদিতবান্' নকুলঃ চ 'এবং' সহদেবঃ সুঘোষমণিপুষ্পনামানৌ শঙ্খৌ দধ্মতুঃ। ১৬

শ্রীধরস্বামী

অনন্তেতি. নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম। ১৬

মিতভাষ্যম্।

অনন্তবিজয়মিতি, ধর্ম্মৈকনিষ্ঠস্য ভগবদাশ্রিতস্য সর্ব্বত্রৈব চিরবিজয়প্রঘোষকত্বাৎ অনন্তবিজয়ত্বং তস্য। যুধিষ্ঠির ইতি, সংসারযুদ্ধে নানাবিপৎসঙ্কুলে শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধবিবেকবানেব স্থিরো বিজয়ী চ ভবতীত্যেতস্য যুধিষ্ঠিরত্বম্। ১৬

অনুবাদ

তাহার পর কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির শঙ্খনাদ করিয়াছিলেন, এবং নকুল সহদেবও শঙ্খনাদকরিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম অনন্তবিজয়, এবং নকুল ও সহদেবের শঙ্খের নাম যথাক্রমে সুঘোষ ও মনিপুষ্প। ১৬

পুষ্পাঞ্জলি

শঙ্খনাদ করিলেন না, তাহার কারণ পাণ্ডবগণ ভগবানের একান্ত আশ্রিত, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কোন কাজই করিতেন না, অতএব এত বড় নরমেধ যজ্ঞে কৃষ্ণ স্বয়ং পুরোহিত হইয়া যদি তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া দেন, তবেই কৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া তাঁহারই যন্ত্রস্বরূপে থাকিয়া তাঁহারই লীলার কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া ভক্ত পাণ্ডবগণ কৃতার্থ হইবেন. সেই জন্য একাত্মা নরনারায়ণের শঙ্খধ্বনির পর মহাবল ভীম শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন।

ভগবানের এই শঙ্খবাদন সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে একটী উত্তম শ্লোক আছে, পাঠকের প্রীতির জন্য এখানে সেই শ্লোকটী উল্লেখ করিলাম—

"স উচ্চকাশে ধবলোদরোদরোঽপ্যুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা।
দাধ্মায়মানঃ করকঞ্জসম্পুটে যথাব্জখণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ" ॥

অর্থাৎ সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খটি রক্তাভ পদ্মের মত অতিচমৎকার ভগবানের হস্তদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া ও তাঁহার মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া অতিশয় শোভা পাইয়াছিল, তাহার মধ্যস্থলটি শুভ্রবর্ণ হইলেও ভগবানের অধরের রক্তিমরাগে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল, রক্তবর্ণ পদ্মসমূহের মধ্যে থাকিয়া শুভ্র রাজহংস উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলে যেমন শোভা পায় এই শঙ্খটিও ঠিক সেইরূপ শোভা পাইয়াছিল। ১৫

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ—পরমেষ্বাসঃ 'মহাধনুঃ' কাশ্যঃ 'কাশিরাজঃ' মহারথঃ শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ অপরাজিতঃ 'কেনাপি পরাজয়মপ্রাপ্তঃ' সাত্যকিঃ ।১৭

শ্রীধরস্বামী

কাশ্যশ্চেতি, কাশ্যঃ কাশীরাজঃ কথম্ভূতঃ ? পরমঃ শ্রেষ্ঠ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ। ১৭

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যত্বাৎ, অথবা চাপেন ধনুষা রাজিতঃ দীপ্তঃ। ১৭

মিতভাষ্যম্ ।

পরমেষ্বাসঃ মহাধনুঃ কাশ্যঃ কাশীরাজঃ ।অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজয়মপ্রাপ্তঃ। ১৭

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট এবং যিনি কখনো পরাজিত হন নাই সেই সাত্যকি। ১৭

পুষ্পাঞ্জলি

এখানে যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম অনন্তবিজয় বলা হইয়াছে, তাহার কারণ যিনি সংসার-যুদ্ধে নানাবিধ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিয়াও শাস্ত্র ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন, তিনি সর্ব্বত্র জয়লাভ করেন, তিনি সমস্ত বহিঃ শত্রুকে জয় করেন, কাম ক্রোধাদি ছয়টী অন্তঃ শত্রুকে জয় করেন, প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয় জয় করেন, মৃত্যুকে জয় করেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া নিজের অধীন করিয়া ফেলেন। মহারতে দেখিতে পাই অশ্ব লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভগবানের যুদ্ধ হইলে পরমভক্ত পাণ্ডবগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণও পরাজিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের জয়ের আর অন্ত নাই, এই অনন্ত বিজয়ের মহাসংবাদ উচ্চৈঃস্বরে জগতে ঘোষণা করিতেছে বলিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম দেওয়া হইয়াছে অনন্তবিজয়। পাঠক! আপনিও যুধিষ্ঠির হইতে পারিলে আপনারও নিশ্চয় অনন্ত বিজয় হইবে জানিবেন। ১৬

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ—হে পৃথিবীপতে দ্রুপদঃ 'পাঞ্চালনৃপতিঃ' দ্রৌপদেয়াঃ 'দ্রৌপদীতনয়াঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ' চ 'এবং' মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ 'অভিমন্যুঃ' পৃথক্ পৃথক শঙ্খান্ দধ্মুঃ 'বাদিতবন্তঃ'। ১৮

অন্বয় ঃ—তুমুলঃ 'প্রচণ্ডঃ' স ঘোষঃ 'যুগপৎ শঙ্খবাদনোত্থঃ শব্দঃ' নভঃ 'আকাশং' চ 'এবং' পৃথিবীমপি অভ্যনুনাদয়ন্ 'প্রতিধ্বনিনা পূরয়ন্' ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং 'ধৃতরাষ্ট্রসম্বন্ধানাং ভবদীয়ানাং ভীষ্মদ্রোণাদীনাং' হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ 'বিদারিতবান্'। ১৯

শ্রীধরস্বামী ঃ—

দ্রুপদ ইতি, হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! ১৮

স চ শঙ্খানাং নাদঃ ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাস ইত্যাহ স ঘোষইতি, ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ পৃথিবীঞ্চ অভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্। ১৯

মিতভাষ্যম্ ঃ—

দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যা পঞ্চ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ। সৌভদ্রঃ সুভদ্রাসূনুরভিমন্যুঃ। ১৮

পাণ্ডবানাং শঙ্খোত্থঃ স তুমুলো ঘোষঃ আকাশং পৃথিবীংচ প্রতিধ্বনিভিঃ পূরয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বৎসম্বন্ধানাং ভীষ্মদ্রোণাদীনাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ, গুর্ব্বীং হার্দপীড়ামজনয়ৎ। কৌরবশঙ্খোত্থশব্দে তুমুলেঽপি ন তেন পাণ্ডবানাং কোঽপি চিত্তক্ষোভোজাতঃ এতেন তু ত্বদীয়ানাং সর্ব্বেষামেব চিত্তক্ষোভো নিতরাং জাত ইত্যেতেষাং বিজয়ঃ পরাজয়শ্চ ত্বৎপুত্রাণাং সূচিত ইতি ভাবঃ। ১৯

অনুবাদ ঃ—

হে মহারাজ দ্রুপদ দ্রৌপদীর পাঁচটি পুত্র ও মহাবাহু অভিমন্যু পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ১৮

পাণ্ডবগণের সেই তুমুল শঙ্খনাদ পৃথিবী ও আকাশকে মুখরিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাদির হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

অন্বয়ঃ—অথ 'শঙ্খধ্বনেঃ পরং' মহীপতে 'মহারাজ' ধার্ত্তরাষ্ট্রান 'ত্বৎপক্ষীয়ান্' ব্যবস্থিতান্ 'যুদ্ধার্থম্ উদ্যতান্' দৃষ্ট্বা তদা 'তস্মিনকালে' কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ 'অর্জ্জুনঃ' শস্ত্রসম্পাতে 'শস্ত্রাণাং সমূহে' প্রবৃত্তে 'কার্য্যোন্মুখে সতি' ধনুঃ উদ্যম্য 'রথাৎ উত্তোল্য' হৃষীকেশং 'কৃষ্ণম্' ইদং বাক্যমাহ। ২০

শ্রীধরস্বামী ঃ—

এতস্মিন সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাস ইত্যাহ অথেত্যাদিভি শ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি, অথ অনন্তরং মহাশব্দানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগে ঽবস্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ। ২০

মিতভাষ্যম্ ঃ—

ততঃ পাণ্ডবানাং কৃত্যমাহ অথেতি, শঙ্খশব্দানন্তরং ধার্ত্তরাষ্ট্রান ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধার্থং যথাস্থানস্থিতান্ নতু পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ বীরবরেণ হনুমতা কৃপয়া ধ্বজমাশ্রিত্য স্থিতেন অনুগৃহীতো ঽর্জ্জুনঃ শস্ত্রাণাং সম্পাতে সমূহে প্রবৃত্তে কার্য্যোন্মুখে সতি ধনুঃ গাণ্ডীবাখ্যমুদ্যম্য রথাদুত্থাপ্য হৃষীকেশম্ অন্তর্য্যামিণং তেনৈবার্জ্জুনমুখাৎ নিঃসারয়দ্ ইদম্ অর্থপূর্ণং বক্ষ্যমাণং বাক্যমাহ। হে মহীপতে ইতি ধৃতরাষ্ট্রসম্বোধনম্। ২০

অনুবাদ ঃ—

তাহার পর হে মহারাজ! তোমার পক্ষের সৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া এবং ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিবার জন্য উদ্যোগ করা হইলে তখন পাণ্ডুপুত্র কপিধ্বজ অর্জ্জুন রথ হইতে ধনুক উত্তোলন পূর্ব্বক ভগবানকে ইহা বলিলেন। ২০

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—

অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে কুরুসৈন্যগণেরও তুমুল শঙ্খনাদ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে পাণ্ডবগণের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, তাহার কারণ তাঁহারা নিষ্পাপ, যাঁহারা নিষ্পাপ ও ধর্ম্মপ্রাণ তাঁহারা ভাগবতী মহাশক্তিতে সর্ব্বদাই বল বিক্রম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ থাকেন, অতএব কুরুগণের শঙ্খনাদে পাণ্ডবগণের হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই বরং অতিশয় উৎসাহিতই হইয়াছিল। এই হেতু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অর্জ্জুন ভগবান্‌কে রথ চালনা করিতে বলিলেন। কিন্তু দুরাত্মা কৌরবগণ পূর্ব্ব হইতেই মহাপাপে ভগ্নপ্রাণ হইয়াই ছিল, এক্ষণে আবার শত্রুগণের উৎসাহপূর্ণ ব্যবহারে তাহাদের মন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৯

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ—হে অচ্যুত 'কৃষ্ণ' অহং যোদ্ধুকামান্ 'যুদ্ধং কর্ত্তুমিচ্ছুন' অবস্থিতান্ এতান্ 'বিপক্ষান্' যাবৎ নিরীক্ষে 'পশ্যামি' তাবৎ উভয়োঃ 'স্বপক্ষবিপক্ষয়োঃ সেনয়ো র্মধ্যে মে 'মম' রথং স্থাপয় 'অবস্থিতংকুরু' । ২১

শ্রীধরস্বামী :—

তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২১

মিতভাষ্যম্ :—

তদেব বাক্যমুল্লিখতি সেনয়োরতি, উভয়োঃ স্বপক্ষবিপক্ষয়োঃ সেনয়ো র্মধ্যে মম রথং স্থাপয় অবস্থিতং কুরু, ভগবন্তমপি নিয়োক্তুং ক্ষমস্য সর্ব্বকার্য্যক্ষমত্বাৎ অজেয়ত্বং সূচিতম্। অচ্যুতেতি, অক্ষীণশক্তিং ত্বামাশ্রিতস্য মমাপ্যক্ষীণশক্তিত্বাৎ নিঃশঙ্কং রিপুসম্মুখে রথং নয়েতি ভাবঃ। সৈন্যমধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজনমাহ যাবদিতি, যোদ্ধুকামান্ যুদ্ধং চিকীর্ষূন্ অবস্থিতান্ ভীষ্মাদীন্ যাবৎ অহং নিরীক্ষে সম্যক্ দ্রষ্টুং শক্নুয়াম্। ২১

অনুবাদ :—

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আমার রথখানি লইয়া গিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যে দাঁড় করাও, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমান ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে যাহাতে আমি বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই যে এই রণক্ষেত্রে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। ২১। ২২

পুষ্পাঞ্জলি :—

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অতিশয় ভীত হইলেও পলায়ন না করিয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক মনস্থির করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রহিলেন এবং অস্ত্রগুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য সুসজ্জিত করিলেন, তাহার পর অর্জ্জুনের উদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। কারণ অগ্রে দুর্ব্বলচিত্ত ধর্ম্মহীন বিপক্ষগণ যুদ্ধের জন্য উদ্‌যোগ না করিলে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা বীরগণ উদ্‌যোগী হন না, এই জন্য কুরুপক্ষের উদ্‌যোগের পর অর্জ্জুনের যুদ্ধোদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। এবং হৃষীকেশ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা বিশ্বের অনন্ত প্রাণীর হৃদয় অশ্বের বল্গা ধরিয়া বসিয়া আছেন; এবং যাঁহার ইচ্ছাব্যতীত জীবের একটি অঙ্গুলি সঞ্চালনেরও সামর্থ্য নাই, এবং যাঁহার সেবার জন্য পরম সাধক পাণ্ডবগণ দেহ মন প্রাণ স্ত্রী পুত্র ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব অকাতরে তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেহরূপ রথখানি চালাইবার জন্য ভক্ত অর্জ্জুন আদেশ করিলেন। ২০

কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

অন্বয় :—অস্মিন্ রণসমুদ্যমে 'যুদ্ধোদ্যোগে' কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্। ২২

যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য 'দুর্য্যোধনস্য' প্রিয়চিকীর্ষবঃ 'প্রিয়কার্য্যং কর্ত্তুমিচ্ছবঃ সন্তঃ' যে এতে 'ভীষ্মাদয়ঃ' অত্র 'যুদ্ধক্ষেত্রে' সমাগতাঃ 'উপস্থিতাঃ' যোৎস্যমানান্ 'যুদ্ধং করিষ্যতঃ' এতান্ 'যথা' অবেক্ষে 'পশ্যামি' 'তথা রথং স্থাপয়'। ২৩

শ্রীধরস্বামী :—

নন্থ ত্বং যোদ্ধা নতু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ কৈর্ময়েত্যাদি, কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্। ২২

যোৎস্যমানানিতি, ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাস্তান্ অহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাবৎ উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয় ইত্যন্বয়ঃ। ২৩

মিতভাষ্যম্ :—

দর্শনপ্রয়োজনমাহ কৈর্ময়েতি, অস্মিন রণোদ্যোগে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্। ২২

যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ সন্তঃ য এতে ভীষ্মাদয়ঃ অত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগতাঃ উপস্থিতাঃ তান্ যোৎস্যমানান্ যুদ্ধং করিষ্যতঃ অহম্ যাবৎ যথা অবেক্ষে, ভব্যসামীপ্যে লট্, তথা রথং স্থাপয়েত্যর্থঃ। ২৩

অনুবাদ :—

এই যুদ্ধে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের উপকার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে বলিয়া যে সকল বীর উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে যাহাতে আমি দেখিতে পাই সেইরূপে রথ দাঁড় করাও। ২৩

পুষ্পাঞ্জলি :—

অর্থাৎ এক্ষেত্রে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে রথখানি লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন, ইহাতে কিন্তু বিস্মিত হইবেন না যে অর্জ্জুন জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কি বলিয়া তুচ্ছ সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন? কারণ অর্জ্জুন বিশেষ ভাবেই জানিতেন যে আমার বলিয়া আমার কিছুই নাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একজনেরই খেলা চলিতেছে, তিনিই লীলায় বহুরূপ ধারণ করিয়া নিজের সহিতই নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক করিতেছেন, বালক যেমন দর্পণে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হয় ঠিক সেইরূপ, তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—

পুষ্পাঞ্জলি

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববীক্ষণাৎ"॥

অর্থাৎ বালক যেমন নিজেরই প্রতিবিম্ব নিজে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয় সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীপতি হইয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত ভক্ত গোপীগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। অতএব আমাদের স্বতন্ত্রভাবে কোন অস্তিত্বই নাই এই জন্যই আমরা নিজের ব্যর্থ অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকের মত তাঁহাকে অগ্রে করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে তিনিই দয়া করিয়া মিথ্যা অভিমানের সুদৃঢ় বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া দিয়া পরম আদরের সহিত আমাদিগকে স্বস্থানে তুলিয়া লইবেন। এবং জ্ঞানরূপ আলোকের সাহায্যে নিজের চিদানন্দময় বিগ্রহ খানি দর্শন করাইয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিয়া দিবেন। ইহা বুঝিয়াই ভক্ত অর্জ্জুন ভগবানকে সারথির কাজে নিযুক্ত করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইলেন। ২২

তাহার পর যিনি চিরদিনই অকাতরে ভক্তগণের যোগক্ষেম অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সকল প্রকার বোঝাই বহিয়া আসিতেছেন সেই গোপতনয়টিও ভদ্র সারথির মত কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়াই বিনীতভাবে অর্জ্জুনের বাক্য প্রতিপালন করিলেন। পাঠক! যদি গীতা পড়িবেন তবে অর্জ্জুনের মত চতুর হইয়া আপনার যাহা কিছু সংসারের বোঝা আছে সমস্তগুলি স্বচ্ছন্দমনে ঐ গোপতনয়টির সুদৃঢ় স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হউন, তাহার পর যাহা কিছু করিবার থাকে তাহা আর আপনাকে করিতে হইবে না যাঁহার কর্ত্তব্য তিনিই করিয়া লইবেন, আপনি অর্জ্জুনের মত পরমানন্দে রথে বসিয়া সংসার-রণক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করিবেন। জানিবেন ইহা আমার মনগড়া কথা নয় মনের মালিক নিজেই বলিয়াছেন—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"

যথাস্থানে ইহার ব্যাখ্যা করা হইবে। ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

অন্বয় ঃ—হে ভারত! গুড়াকেশেন 'জিতনিদ্রেণ' অর্জ্জুনেন হৃষীকেশঃ 'ভগবান্' এবম্ 'উক্তপ্রকারেণ' উক্তঃ 'কথিতঃ সন্' উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ 'তয়োঃ সম্মুখে' চ 'এবং' সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং 'নৃপাণাং' সম্মুখে রথোত্তমম 'উৎকৃষ্টং রথং' স্থাপয়িত্বা ইতি 'ইদম্' উবাচ হে পার্থ 'পৃথায়াঃ কুন্ত্যাঃ পুত্র'—সমবেতান্ 'যুদ্ধার্থম্ একত্রাবস্থিতান্' এতান কুরূন্ পশ্য। ২৪। ২৫

শ্রীধরস্বামী ঃ—

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবম্ ইত্যাদি, গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্ ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র। ২৪

ভীষ্মেতি, মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাংচ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবান্ উবাচ। ২৫

বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঃ—

হৃষীকেশঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তাঽপি এবমুক্তঃ অর্জ্জুনেন আদিষ্টঃ অর্জ্জুনেন বাগিন্দ্রিয়মাত্রেণাপি নিয়ম্যোঽভূদিত্যহো প্রেমবশ্যত্বং ভগবত ইতিভাবঃ। গুড়াকেশেন গুড়া যথা মাধুর্য্যমাত্র-প্রকাশকাঃ তথা স্বীয়স্নেহরসাস্বাদপ্রকাশকাঃ অকেশাঃ বিষ্ণুব্রহ্মশিবা যস্য তেন, অকারো বিষ্ণুঃ, কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ। সর্ব্বাবতারচূড়ামণীন্দ্রঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রেমাধীনঃ সন্ আজ্ঞানুবর্ত্তী বভূব তত্র গুণাবতারত্বাৎ তদংশা বিষ্ণুব্রহ্মরুদ্রাঃ কথমৈশ্বর্য্যং প্রকাশয়ন্তু কিন্তু স্বকর্ত্তৃকং স্নেহরসং প্রকাশ্যৈব স্বং স্বং কৃতার্থং মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। যদুক্তং ভগবতা শ্রীপরব্যোমনাথেনাপি "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা" ইতি, যদ্বা গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ ইত্যর্থঃ। অত্রাপি ব্যাখ্যায়াং সাক্ষাৎ মায়ায়া অপি নিয়ন্তা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সচাপি যেন প্রেম্না বিজিত্য বশীকৃতঃ তেন অর্জ্জুনেন মায়াবৃত্তি নিদ্রা জিতা ইতি কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। ২৪

ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে সমুখে সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাংচ প্রমুখত ইতি, সমাসপ্রবিষ্টোঽপি প্রমুখতঃ শব্দ আকৃষ্যতে। ২৫

মিতভাষ্যম্ ঃ—

ভৃত্যবৎ পার্থেনাদিষ্টো ভগবান্ পরমেশঃ কিং ক্রুদ্ধস্ততশ্চচাল তদাদেশং বা পালিতবানিতি শঙ্কাঙ্কিতং রাজানং সঞ্জয় উবাচ। গুড়াকেশেনেতি, গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন প্রভুণা যথাকামং তাং গৃহ্নতা তজ্জ্যতা বা জিতনিদ্রেণেতি যাবৎ, তথাচ নিদ্রামপি জিতবতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-জয়িত্বমর্থসিদ্ধমিতি যোগিত্বং তস্য দর্শিতম্, উর্ব্বশীপ্রত্যাখ্যানাদপি তস্য জিতেন্দ্রিয়ত্বং প্রাপ্তম্। এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়জয়িনা অতএব সর্ব্বভোগত্যাগিনা ভক্তেনৈব ভগবান্ বশীক্রিয়তে।

'বশীকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে' ॥

ইতি তস্যৈবোক্তেঃ, এবম্বিধেন ভক্তেনাদিষ্টো হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকো ভগবান্ ভূভারাপহারায় পার্থং নিমিত্তমাত্রং কৃত্বা স এব হি সংগ্রামাধিনেতা ইত্যর্জ্জুনোত্তমং দৃষ্ট্বা স্বাভিলাষ-পূরণাৎ অতিপ্রসন্নঃ সানন্দং যথাদেশমেব উভয়োঃ সেনয়ো র্মধ্যে তত্রাপি তদাশাপূর্ত্তেঃ প্রধানক্ষেত্রাণাং ভীষ্মদ্রোণভূরিশ্রবোভগদত্তশল্যাদীনাং সম্মুখ এব রথং স্থাপয়ামাস, ন কেবলং তদেব, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গ্যা নিরীক্ষয়ামাস চ তদীয়ান্, তথাচ যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহ-মিত্যর্জুনেচ্ছামপি পূরয়ামাসেত্যর্থঃ। এতেন দৃষ্ট্যাএব বিপক্ষপ্রাণান্ পিবন্ তদৈবচ ভূভারাপহারং কুর্ব্বন্ ভক্তকার্য্যং সাধিতবান্ ইত্যুক্তং ভবতি, তদুক্তং ভীষ্মেণ 'স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু' ইতি, শত্রূণাং দেহপাতনং তু স্বয়মকৃত্বা ভক্তদ্বারৈব সম্পাদিতবান্ তেষাং ত্রিলোক্যাং মহাবিজয়োদ্ঘোষণার্থং, তদাহ ভগবান্ শুকঃ "যুধি ভূপচম্বঃ দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্যে"তি। এবঞ্চ ন ক্রুদ্ধস্তত শ্চচাল কিন্তু ভক্তকার্য্যমেব ভৃত্যবৎ সম্যক্ সাধয়ামাসেতি ভাবঃ। ২৪-২৫

অনুবাদ ঃ—

সঞ্জয় বলিলেন হে ভারত! গুড়াকেশ অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এই প্রকার বলিলে তিনি উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য নৃপতিগণের সম্মুখে উত্তম রথখানি স্থাপন করিয়া বলিলেন হে পার্থ! ঐ দেখ কৌরবগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়াছেন। ২৪-২৫

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—

এখানে অর্জ্জুনকে গুড়াকেশ বলা হইয়াছে ইহার দ্বারাই তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলা হইল, কারণ গুড়াকেশ শব্দের অর্থ যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন, আর নিদ্রাকে জয় করিলেই জানিবেন সকল ইন্দ্রিয়কেও জয় করা হইয়াছে, কারণ একদিন অনাহারে থাকিলেও তত কষ্ট হয় না যতটা কষ্ট হয় একদিন নিদ্রা না হইলে,

অতএব সেই নিদ্রাকেও যিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছেন তিনি যে সকল ইন্দ্রিয়কেও জয় করিয়াছেন ইহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। মহাভারতে দেখিতে পাই স্বর্গের সর্ব্বোত্তম অপ্সরা উর্ব্বশীকে মহাত্মা অর্জ্জুন সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এইরূপ জিতেন্দ্রিয় ও নিঃস্বার্থ না হইলে কি আর পরমাত্মা হৃষীকেশকে সারথি করিতে পারেন? অর্থাৎ যিনি সর্ব্ববিধ ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র সেই পরমেশ্বরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কেবল তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে অধীন করিতে পারেন অপরে নহে। অর্জ্জুন সেইরূপ স্বার্থত্যাগী নিরপেক্ষ ভক্ত ছিলেন বলিয়াই ভগবানকে অধীন করিয়াছিলেন। এবং হৃষীকেশ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী ভগবানও অর্জ্জুনের অন্তরের ভাব বুঝিয়া প্রসন্নচিত্তে ভক্তের সেবা করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন।

যে নিজে ভাল হয় তাহার সবই ভাল, অর্জ্জুন নিজে ভাল বলিয়া তাহার রথখানিও অপ্রাকৃত অর্থাৎ খাণ্ডবদাহের সময় অর্জ্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান অগ্নিদেব তাঁহাকে রথখানি প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব তাহা যে সাধারণ রথ নহে তাহাও জানিবেন, আর সেই রথের সারথিও অতি সুদক্ষ হওয়ায় রথখানিকে উত্তম রথ বলা হইল। পাঠক! সারথির পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ভালরূপেই পাইবেন। ভগবান্ চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়াই অর্জ্জুনকে দেখাইলেন যে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবসৈন্যগণ সমবেত হইয়াছেন। এই যে ভগবানের চক্ষুর ইঙ্গিত, ইহা সামান্য নহে ইহার দ্বারাই তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি যাহা কিছু করিয়া থাকেন। বেদান্তে দেখিতে পাই—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" এখানেও বিপক্ষসৈন্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইলেন। শ্রীমদভাগবতে আছে—

"পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু" অর্থাৎ মহাত্মা ভীষ্ম ভগবানকে স্তব করিয়া বলিতেছেন যে—যিনি বিপক্ষসৈন্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, অর্জ্জুনের সখা এই শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রগাঢ় ভক্তি হউক। আবার যাহার প্রতি তিনি কৃপাদৃষ্টি করেন পরীক্ষিতের মত তাহার মৃতদেহেও অমৃতময় প্রাণ দান করিয়া চিরদিনের জন্য তাহাকে অত্যন্ত কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা বলা হইল ভক্তের অভিপ্রেত কার্য্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে ভগবান্ই সম্পাদন করিয়া থাকেন এজন্য ভক্তের কোন অনুরোধের অপেক্ষাও রাখেন না। এইরূপে তিনিই প্রচ্ছন্নভাবে ভক্তের কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাহ্যতঃ লোক দৃষ্টিতে ভক্ত-দ্বারাই তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কেন না সেই কার্য্যের জন্য যে প্রশংসা হইবে সে প্রশংসা যেন ভক্তের নামেই চিরকাল ঘোষিত হয় এই প্রকার ভক্তের ভক্ত হওয়াই ভগবানের স্বভাব।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ—পার্থঃ 'অর্জ্জুনঃ' তত্র 'সৈন্যমধ্যে' উভয়োরপি সেনয়োঃ স্থিতান্ পিতৃপ্রভৃতীন্ অপশ্যৎ। ২৬

শ্রীধরস্বামী

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ তত্রেত্যাদি, পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ইত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রান্ ইতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান্ ইত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি, সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ। ২৬

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান্। ২৬ ২৭,২৮,২৯

মিতভাষ্যম্

ততঃ পরসৈন্যান্যপশ্যদিত্যাহ তত্রাপশ্যদিতি, তত্র পরসেনায়াং পিতৄন্ পিতৃতুল্যান্, সখীন্ বন্ধূন্ সুহৃদঃ হিতকারিণঃ অপশ্যৎ। এবং স্বসৈন্যেঽপি বন্ধূনপশ্যৎ সেনয়োরুভয়োরপীত্যুক্তেরিতি। ২৬

অনুবাদ

কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেখানে পিতৃব্য পিতামহ ও আচার্য্য প্রভৃতিকে থাকিতে দেখিলেন। ২৬

পুষ্পাঞ্জলি

অতএব এইখানেই পাণ্ডবগণের যুদ্ধজয় হইয়া গেল, কেবল তাঁহাদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি চিরকাল জগতে ঘোষণা করিবার জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়াছিলেন। ইহা ভগবান্ নিজেই বলিবেন—

"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"।

অর্থাৎ আমি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছি হে অর্জ্জুন তুমি কেবল উপলক্ষ্য হও। এইরূপ জগতে সকল কাজই তিনি করেন আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। অর্জ্জুনের মত নিষ্কাম ভক্ত হইতে পারিলে তাহার দ্বারাই মানুষ কৃতার্থ হইবেন, আর কিছু আবশ্যক হইবে না। ২৪।২৫

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়ঃ 'কুন্তীপুত্রঃ' সঃ 'অর্জ্জুনঃ' তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য 'দৃষ্ট্বা' পরয়া 'অত্যধিকয়া কৃপয়া 'স্নেহেন' আবিষ্টঃ 'পূর্ণঃ সন্' বিষীদন্ 'অনুতাপং কুর্ব্বন্' ইদং 'বক্ষ্যমাণম্' অব্রবীৎ 'উক্তবান্' । ২৬

অন্বয়ঃ—হে কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ 'যুদ্ধং কর্ত্তুম্ ইচ্ছূন্' সমবস্থিতান 'যথাযথমবস্থিতান্' ইমান্ 'পুরঃস্থিতান্' স্বজনান্ 'বন্ধুজনান্' দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি 'অঙ্গানি' সীদন্তি 'অবসন্নানি ভবন্তি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি 'সর্ব্বতোভাবেন শুষ্কং ভবতি' । ২৮

শ্রীধরস্বামী

ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ তান ইতি, সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টো গৃহীতঃ বিষণ্ণঃ সন্ ইদম্ অর্জ্জুনঃ অব্রবীৎ ইত্যুত্তরস্য অর্দ্ধশ্লোকবাক্যার্থঃ । আবিষ্টঃ ব্যাপ্তঃ ২৭

কিমব্রবীৎ ইত্যপেক্ষায়ামাহ দৃষ্ট্বেমান ইত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিম । হে কৃষ্ণ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যক অবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে । ২৮

মিতভাষ্যম্

যুদ্ধার্থমুপস্থিতানাং বন্ধূনাং দর্শনাদর্জ্জুনস্য বিষাদপ্রাপ্তিমাহ তানিতি, বন্ধূন্ দৃষ্ট্বা পরয়া নিরতিশয়য়া কৃপয়া স্নেহেন ব্যাপ্তোঽর্জ্জুনঃ বিষীদন্ উপতপন্নিদং বক্ষ্যমাণমুক্তবানিত্যর্থঃ । ২৭

অর্জ্জুনবাক্যমেবোল্লিখতি দৃষ্ট্বেতি, যুদ্ধার্থমুপস্থিতানিমান্ বন্ধূন দৃষ্ট্বা তেষাং মরণমাশঙ্কিতুর্মম শোকাৎ গাত্রাণি সীদন্তি অবসন্নানি ভবন্তি মুখঞ্চ নিতরাং শুষ্যতীত্যর্থঃ । ২৮

অনুবাদ

সেই অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সকল বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া গভীর দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন । ২৭

হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত এই আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, মুখ অতিশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে । ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

অন্বয়ঃ—শরীরে বেপথুঃ 'কম্পঃ' চ 'এবং' রোমহর্ষঃ 'রোমাঞ্চঃ' জায়তে, গাণ্ডীবং ধনুঃ হস্তাৎ স্রংসতে 'স্খলতি', চ 'এবং' ত্বক্ 'চর্ম্ম' পরিদহ্যতে 'অতিশয়েন তপ্যতে'। ২৯

অন্বয়ঃ—অহম্ অবস্থাতুং 'স্থিরোভবিতুং' ন শক্নোমি চ 'এবং' মে 'মম' মনঃ ভ্রমতি ইব ঘূর্ণীভবতীব, চ 'এবং' বিপরীতানি 'অশুভানি' নিমিত্তানি 'লক্ষণানি' পশ্যামি। ৩০

শ্রীধরস্বামী

কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি, বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ রোমাঞ্চঃ, স্রংসতে নিপততি, পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে। ২৯

অপিচ নচ শক্নোমীত্যাদি, বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি। ৩০

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

দৃষ্ট্বেত্যত্র স্থিতস্য ইত্যধ্যাহার্য্যম। বিপরীতানি নিমিত্তানি ধননিমিত্তকোঽয়মত্র মে বাস ইতিবৎ নিমিত্তশব্দোঽয়ং প্রয়োজনবাচী, যুদ্ধে বিজয়েন রাজ্যলাভঃ সুখং ন ভবিষ্যতি কিন্তু তদ্বিপরীতমনুতাপদুঃখমেব ভাবীত্যর্থঃ। ৩০

মিতভাষ্যম্

কিঞ্চ বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ পুলকঃ, গাণ্ডীবং স্রংসতে স্খলতি, ত্বক চ পরিদহ্যতে নিতরাং তপ্যতে। ২৯

কিঞ্চ, মম মনশ্চ ভ্রমতীব অতোঽহং স্থিরোভবিতুং ন শক্নোমি অশুভানি নিমিত্তানি লক্ষণানি মৃগপক্ষ্যাদীনাং কার্য্যাণি চ পশ্যামি। ৩০

অনুবাদ

আমার সমস্ত শরীরে কম্প হইতেছে এবং রোমাঞ্চ হইতেছে, হাত হইতে গাণ্ডীব ধনুক খসিয়া পড়িতেছে। এবং সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ২৯

আমার মন যেন ঘুরিতেছে, অতএব আমি দাঁড়াইতেও পারিতেছি না। হে কেশব। আমি বামাঙ্গ-স্পন্দন প্রভৃতি অনিষ্টসূচক দুর্লক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি। ৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১

অন্বয়ঃ—আহবে 'যুদ্ধে' স্বজনং 'বন্ধুজনং' হত্বা শ্রেয়ঃ 'ফলং' ন অনুপশ্যামি। হে কৃষ্ণ বিজয়ং রাজ্যং চ 'এবং' সুখানি ন কাঙ্ক্ষে 'ইচ্ছামি'। ৩১

শ্রীধরস্বামী

কিঞ্চ নচেত্যাদি, আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি, বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ, তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষে ইতি। ৩১

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি,

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ"॥

ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিধানাৎ হন্তুস্ত ন কিমপি সুকৃতম। ননু দৃষ্টং ফলং যশোরাজ্যং বর্ত্ততে যুদ্ধস্য ইত্যত আহ ন কাঙ্ক্ষে ইতি ৩১।৩২।৩৩.৩৪ ৩৫

মিতভাষ্যম্

রাজ্যাদিলাভায় খলু ক্রিয়তে যুদ্ধম্, অলং তেনৈবেতি কৃতং যুদ্ধেনেত্যাহ নচ শ্রেয় ইতি, আহবে যুদ্ধে স্বজনং বন্ধূন্ নিহত্য শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। ননু বিজয়াদ্যেব ফলং ভবিষ্যতি কিমিত্যুচ্যতে নচ শ্রেয় ইতি তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষে ইতি, বিজয়াদ্যেব হি ভবতি যুদ্ধস্য ফলং তদেব নেচ্ছামীতি কিং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়েন যুদ্ধেন? ফলে বিজয়াদৌ ইচ্ছাবিরহাৎ তদুপায়েঽপি যুদ্ধে ইচ্ছাবিরহঃ ফলেচ্ছাজন্যত্বাৎ উপায়েচ্ছায়া ইতি ভাবঃ। ৩১

অনুবাদ

এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া যে-কোন উপকার হইবে ইহা আমি দেখিতে পাইতেছিনা, হে কৃষ্ণ আমি বিজয় চাই না, রাজ্যও চাইনা, সুখও চাই না। ৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ—হে গোবিন্দ নঃ 'অস্মাকং' রাজ্যেন কিম্ ? ভোগৈঃ 'সুখৈঃ' কিম্ ? জীবিতেন বা কিম্ ? যেষামর্থে 'যেষাং কৃতে' নঃ ''অস্মাকং রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতম্' 'অভিলষিতং' ভোগাঃ 'সুখসাধনানি' কাঙ্ক্ষিতাঃ, চ 'এবং সুখানি কাঙ্ক্ষিতানি, তে ইমে 'আচার্য্যাদয়ঃ' শ্যালাঃ 'পত্নীভ্রাতরঃ' সম্বন্ধিনঃ 'সম্বন্ধযুক্তা ইতরে কুটুম্বাঃ' প্রাণান্ চ 'এবং' ধনানি ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ ॥

হে মধুসূদন ! ঘ্নতঃ 'অস্মান্ হত্যাং কুর্ব্বতোঽপি' এতান্ হন্তুং 'হত্যাং কর্ত্তুং' নেচ্ছামি । ৩২,৩৩।৩৪

শ্রীধরস্বামী

এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেনেত্যাদিসার্দ্ধদ্বয়েন । ৩২

ত ইমে ইতি, যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং তে এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ । অত কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃতমিত্যর্থঃ । ৩৩

ননু যদি ত্বমেতান্ ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেবেত্যতস্ত্বমেবৈতান হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ এতানিত্যাদিনা সার্দ্ধেন । ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্ । ৩৪

মিতভাষ্যম্

বিজয়াদিষু সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিতেষু স্পৃহাভাবে হেতুমাহ কিং ন ইতি, যেষামর্থে যেষাং কৃতে অস্মাকং রাজ্যাদিকমাকাঙ্ক্ষিতং ত এবৈতে পুত্রাদয়ঃ প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা ত্যক্তুমধ্যবসায় যুদ্ধে অবস্থিতাঃ । ৩২,৩৩

ননু ত্বমেতাংশ্চেৎ ন হন্যাঃ তদা এত এব ত্বাং হনিষ্যন্তি ইতি তবৈবৈতে বধ্যা ইত্যত আহ অস্মান্ ঘ্নতঃ হত্যাং কুর্ব্বতোঽপি এতান্ হন্তুং নেচ্ছামি । মহাবিপত্তারকত্বাৎ ঘোরেঽস্মিন বিপৎকালে মধুসূদনেতি সম্বোধনম্ । ৩৪

অনুবাদ

হে গোবিন্দ ! রাজ্য লইয়া আমাদের কি হইবে ? সুখেই বা কি হইবে ? বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি হইবে ? যদি বল তোমার কোন আবশ্যক না থাকিলেও তোমার আত্মীয়দের জন্য ত

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ—ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোরপি 'জগত্রয়রাজ্যার্থমপি' এতান্ হন্তুং নেচ্ছামি মহীকৃতে 'পৃথিবীমাত্ররাজ্যার্থং' কিং? হে জনার্দ্দন ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ 'ধৃতরাষ্ট্রপুত্রান্ দুর্য্যোধনাদীন নিহত্য নঃ অস্মাকং কা প্রীতিঃ 'সুখং' স্যাৎ? । ৩৫

শ্রীধরস্বামী

অপীতি, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি কিং পুনর্মহী-মাত্রপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ। ৩৫

মিতভাষ্যম্

অপীতি, ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থমপি ন হন্তুমিচ্ছামি কিং পুনঃ স্বল্পভূমাত্রপ্রাপ্তয়ে। তর্হি মুখ্যা এব শত্রবো দুর্য্যোধনাদয়ো বধ্যা স্তত এব রাজ্যাদিপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তত্রাহ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হত্বা অস্মাকং কিং সুখং স্যাৎ ন কিমপি, প্রত্যুত পাপমেবাতিশয়ং ভাবীত্যর্থঃ। জ্ঞাতিবধজন্যাৎ-দুঃখরাশেরতিদারুণাৎ রাজ্যপ্রাপ্তিজং সুখমকিঞ্চিৎকরমেবেতি ভাবঃ। ৩৫

অনুবাদ

রাজ্যাদির আবশ্যক থাকিতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য ভোগ ও সুখের কামনা করি সেই আচার্য্য পিতৃব্য পুত্র ও পিতামহ প্রভৃতি প্রাণের ও ধনের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত রহিয়াছেন। অতএব যাঁহাদের জন্য রাজ্যাদি লাভ করিব তাঁহারাই যদি যুদ্ধে নিহত হন তা'হলে রাজ্যাদি লইয়া কি হইবে। ৩২।৩৩

যদি বল—তুমি যদি স্নেহপরবশ হইয়া ইহাদিগকে হত্যা না কর; তবে ইহারাই তোমাকে হত্যা করিবে, অতএব তোমারই ইহাদিগকে বধ করা উচিত, তাহা হইলে বলিতেছেন, হে মধুসূদন! ইহারা যদি আমাকে হত্যাও করে তথাপি আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। ৩৪

এমন কি ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও নহে পৃথিবীত তুচ্ছ। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে হত্যা করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? অর্থাৎ তুচ্ছ রাজ্যসুখ লাভের জন্য গুরুতর নরকের হেতু আত্মীয়বন্ধু-বধ কেন করিব? ৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

অন্বয় ঃ—এতান্ আততায়িনঃ 'অগ্নিদানাদিকারিণঃ পরমশত্রূন্' হত্বা অস্মান্ পাপমেব আশ্রয়েৎ তস্মাৎ বয়ং সবান্ধবান্ 'বন্ধুজনসহিতান্' ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ 'দুর্য্যোধনাদীন্' হন্তুং নার্হাঃ 'ন যোগ্যাঃ' হি 'যতঃ হে মাধব স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম। ৩৬

শ্রীধরস্বামী

নন্থ চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ" ॥

ইতি স্মরণাৎ অগ্নিদাহাদিভিঃ ষড্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ, আততায়িনাং চ বধো যুক্ত এব,

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন" ॥

ইতি বচনাৎ, তত্রাহ পাপমেবেত্যাদিসার্দ্ধেন; "আততায়িনমায়ান্তম" ইত্যাদিকম্ অর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাৎ দুর্ব্বলম্, যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—

"স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান ব্যবহারতঃ।
অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ" ॥ ইতি

তস্মাৎ আততায়িনামপ্যেতেষাম্ আচার্য্যাদীনাং বধে অস্মাকং পাপমেব ভবেৎ, অন্যায্যত্বাচ্চ এতদ্বধস্য অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাৎ ইত্যাহ স্বজনম্ ইতি। ৩৬

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

নন্থ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত" ॥

ইত্যাদিবচনাদেবাং বধ উচিত এবেতি, তত্রাহ পাপমিতি, এতান হত্ব স্থিতানস্মান্, আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাৎ দুর্ব্বলম, যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—

"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্মৃতম"।

তস্মাৎ আচার্য্যাদীনাং বধে পাপং স্যাদেব। নচ ঐহিকং সুখমপি স্যাদিত্যাহ স্বজনং হি ইতি। ৩৬

গিতভাষ্যম্

এতদেব দর্শয়তি পাপমেবেতি; এতান হত্বা স্থিতান্ অস্মান্ পাপমেব আশ্রয়েৎ ন সুখং, ননু—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ" ॥

ইত্যুক্তসর্ব্ববিধাততায়িলক্ষণান্তানামেষাং হত্যায়াং পাপাভাব এব স্যাৎ

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চনে'তি

শাস্ত্রাৎ, তত্রাহ আততায়িন ইতি, আততায়িনোঽপি এতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ হত্বা পাপমাশ্রয়েদেবেত্যর্থঃ। ভীষ্মশল্যাদীনাং বিলক্ষণগুণবত্ত্বাৎ দ্রোণস্যচ জাতিতোঽপি শ্রেষ্ঠত্বাদাচার্য্যত্বাচ্চ এষাং গুণবতামাততায়িনাং বধে দোষো ভবত্যেবেতি ভাবঃ। তথা আততায়িনমায়ান্তমিত্যর্থশাস্ত্রাৎ 'মা হিংস্যাদি'তি ধর্ম্মশাস্ত্রস্য প্রাবল্যাৎ আততায়িবধেঽপি দোষো ভবতি, তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

'অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতি'রিতি।

উপসংহরতি তস্মাদিতি, স্বজনবধে চ দুঃখমেব স্যাৎ ন সুখমিত্যাহ স্বজনংহীতি। ৩৬

অনুবাদ

এই আততায়ীদিগকে হত্যা করিয়া আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবেই। সেইজন্য বন্ধুগণের সহিত দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে আমরা হত্যা করিতে পারি না। হে মাধব! আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া আমরা কি করিয়া সুখী হইব? ৩৬

পুষ্পাঞ্জলি

অর্থাৎ যদি বল যে ব্যক্তি হত্যা করিবার জন্য গৃহে অগ্নি দেয়, বিষ খাইতে দেয়, অস্ত্র লইয়া বধ করিতে আসে সর্ব্বস্ব হরণ করে, ভূসম্পত্তি হরণ করে, ও পত্নীকে হরণ করে, তাহারা আততায়ী, এবং এই আততায়িগণকে নির্ব্বিচারে বধ করিলে কোন দোষ হইবে না। এই শাস্ত্র অনুসারে দুর্য্যোধনাদি তোমাদের পক্ষে আততায়ী, কারণ ইহারা পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার অত্যাচারই করিয়াছে, অতএব ইহাদিগকে হত্যা করিলে তোমার কোন পাপই হইবে না, এইজন্য বলিতেছেন ইহারা আততায়ী হইলেও ইহাদিগকে হত্যা করিলে পাপ হইবেই, কারণ আততায়ীকে হত্যা করিলে পাপ হয় না ইহা অর্থশাস্ত্র, আর "কাহাকেও হিংসা করিও না," ইহা হইল ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান, অতএব ইহাদিগকে হত্যা করিলে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে পাপ হইবেই। ৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষকৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভি র্জনার্দ্দন ॥ ৩৮

অন্বয় :—যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ 'লোভেন ভ্রষ্টবিবেকাঃ' এতে 'দুর্য্যোধনাদয়ঃ' কুলক্ষয়কৃতং 'বংশধ্বংসজন্যং' পাপং চ 'এবং' মিত্রদ্রোহে 'স্বজনহিংসায়াং' পাতকং 'পাপং' ন পশ্যন্তি 'তথাপি' কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ 'বিচারয়দ্ভিঃ অস্মাভিঃ' অস্মাৎ পাপাৎ 'পাপহেতুভূতাৎ যুদ্ধাৎ' নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? ৩৭৩৮

শ্রীধরস্বামী

নম্বেতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং কিমনেন বিষাদেনেত্যত্রাহ যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্, রাজ্যলোভেন উপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্য্যোধনাদয়ঃ যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি। কথমিতি, তথাপি অস্মাভিঃ দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং? নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ। ৩৭,৩৮

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

নম্বেতে তর্হি কথং যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তত্রাহ যদ্যপীতি। ৩৭,৩৮

মিতভাষ্যম্

নমু স্বজনহত্যাদোষমবিগণয্য যথা পরেষাং প্রবৃত্তিস্তথৈব তবাপি যুদ্ধে প্রবৃত্তি র্জায়তাং তত্রাহ যদ্যপ্যেতে ইতি, যদ্যপি এতে দুর্য্যোধনাদয়ঃ লোভোপহতবুদ্ধিত্বাৎ কুলক্ষয়জং বক্ষ্যমাণং দোষজাতং স্বজনবধজন্যং পাপং চ ন পশ্যন্তি তথাপি অস্মাভিঃ বিবেকিভিঃ পাপভীরুভিঃ পাপহেতুভূতাৎ অস্মাদ্ যুদ্ধাৎ "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপী"তি শাস্ত্রপ্রতিপাদিতাদপি শ্যেনযাগাদিব নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? ইতি নিবৃত্তিবুদ্ধিরেব কার্য্যা ইতি ভাবঃ। ৩৭,৩৮

অনুবাদ

যদি বল তা'হলে আত্মীয় হত্যা করিতে বা বংশনাশ করিতে ইহাদের প্রবৃত্তি হইল কেন? এই জন্য বলিতেছেন—যদিও ইহারা রাজ্যলোভে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ গুরুতর অন্যায় কার্য্যের কি ফল তাহা দেখিতে পাইতেছে না। তথাপি আমরা এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯

অন্বয়ঃ—কুলক্ষয়ে সতি সনাতনাঃ 'চির চরিতাঃ' কুলধর্ম্মাঃ 'কুলোচিতা ধর্ম্মাঃ' 'যজনাধ্যয়নাদয়ঃ' প্রণশ্যন্তি 'বিলুপ্যন্তি' ধর্ম্মে নষ্টে 'লুপ্তে' সতি অধর্ম্মঃ 'পাপং' কৃৎস্নম্ 'অবশিষ্টং সমগ্রম্' উত 'এব' কুলং 'বংশম্' অভিভবতি 'অধিকরোতি'। ৩৯

শ্রীধরস্বামী

তমেব দোষং দর্শয়তি কুলক্ষয়ে ইত্যাদি, সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ, উত অপি, অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলম্ অধর্ম্মোঽভিভবতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। ৩৯

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

কুলক্ষয়ে ইতি, সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন বহুকালতঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ৩৯

মিতভাষ্যম্

তমেব দোষং দর্শয়তি কুলক্ষয়ে ইতি, কুলক্ষয়ে সতি সনাতনাঃ কুলক্রমাগতাঃ কুলধর্ম্মাঃ কুলোচিতাঃ ধর্ম্মা যজনাধ্যয়নাদয়ঃ প্রণশ্যন্তি অনুষ্ঠাত্রভাবাৎ বিলুপ্যন্তি, তেন বিং? ধর্ম্মেচ নষ্টে অধর্ম্মঃ অবশিষ্টং কৃৎস্নমেব কুলম্ অভিভবতি অধিকরোতি। উত এবার্থে। ৩৯

অনুবাদ

জানিব না কেন? হে জনার্দ্দন! আমরা ত দেখিতেছি যে বংশনাশ হইলে কি দোষ হয়। ৩৭।৩৮

বংশনাশ হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম সকল নষ্ট হইয়া যায়, আর ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত বংশকেই অধর্ম্ম গ্রাস করিয়া ফেলে।৩৯

পুষ্পাঞ্জলি

যদি বল ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না, এই শাস্ত্র অনুসারে তোমাদের পাপ হইবে না, কারণ ইহারা যুদ্ধের জন্য তোমাদিকে আহ্বান করিয়াছে। তাহা হইলেও আমি দেখিতেছি ইহাতে আত্মীয়বন্ধু বধের জন্য অধর্ম্ম আছে, অতএব কি করিয়া এরূপ অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হইব। কারণ যাহাতে অধর্ম্মের কোন সংস্রবই নাই এইরূপ কার্য্যই ধর্ম্ম, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রকার আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, অন্যথা শত্রুবধের জন্য যে অভিচার করা হয় তাহাও ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, অতএব এই যুদ্ধে অধর্ম্ম অনিবার্য্য দেখিয়া আমরা কি করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইব? ৩৮

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।৪২

অন্বয়ঃ- হেকৃষ্ণ অধর্ম্মাভিভবাৎ 'অধর্ম্মগ্রাসাৎ' কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ব্যভিচারিণ্যো ভবন্তি, হে বার্ষ্ণেয় ! 'কৃষ্ণ' স্ত্রীষু দুষ্টাসু 'সতীষু' বর্ণসঙ্করো 'জাতিমিশ্রণং' জায়তে ॥ কুলস্য 'বংশস্য' সঙ্করঃ 'মিশ্রণং' কুলঘ্নানাং 'কুলহত্যাকারিণাং নরকায়ৈব 'নরকপ্রাপ্তিহেতবে এব ভবতি', হি 'যতঃ' এষাং 'কুলঘ্নানাং' পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ 'সন্তঃ' পতন্তি নরকভাজো ভবন্তি ॥ কুলঘ্নানাং 'বংশহত্যাকারিণাং' বর্ণসঙ্করকারিভিঃ এতৈঃ 'পূর্ব্বোক্তৈঃ' দোষৈঃ শাশ্বতাঃ 'সনাতনাঃ' জাতিধর্ম্মাঃ 'তত্তজ্জাতিবিহিতাঃ ধর্ম্মাঃ ব্রাহ্মণস্য যাজনাধ্যাপনাদয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যপ্রজাপালনাদয়ঃ বৈশ্যস্য কৃষিবাণিজ্যাদয়ঃ শূদ্রস্য পরিচর্য্যারূপঃ' চ 'এবং' কুলধর্ম্মাঃ 'কুলাচারাঃ' উৎসাদ্যন্তে 'বিলুপ্তাঃ ক্রিয়ন্তে। ৪০।৪১।৪২

শ্রীধরস্বামী

ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি। ৪০

এবং সতি সঙ্কর ইত্যাদি, এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া যেষাং তে তথা। ৪১

উক্তদোষমুপসংহরতি দোষৈরিত্যাদি দ্বাভ্যাম্, উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে, জাতিধর্ম্মাঃ বর্ণধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চেতি, চকারাৎ আশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। ৪২

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রদুষ্যন্তীতি, অধর্ম্ম এব তা ব্যভিচারে প্রবর্ত্তয়তীতি ভাবঃ। ৪০

দোষৈরিতি, উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। ৪২

মিতভাষ্যম্

ততশ্চ অধর্ম্মগ্রস্তে বংশে কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ধর্ম্ম এব হি সেতুঃ সংযমস্য তস্যৈব প্রণাশে ভগ্নসেতুর্নদীবৎ উচ্ছৃঙ্খলা এব ভবন্তি লোকাঃ লজ্জাভয়ভূষণাঃ স্ত্রিয়োঽপি কুর্ব্বন্তি যথাকামং কামসেবাং ততশ্চ বর্ণসঙ্করঃ সর্ব্বানর্থকরো জায়তে ইত্যর্থঃ। ৪০

কুলস্য সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈব ভবতি, এষাং কুলঘ্নানাং পিতরোঽপি পিণ্ডদাতুঃ পুত্রাদেরভাবাৎ পিণ্ডোদকবর্জ্জিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তি। সমুচ্চয়ে হিশব্দঃ॥ ৪১

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩

অন্বয়ঃ—হে জনার্দ্দন উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং 'যেষাং কুলধর্ম্মা বিনষ্টা স্তেষাং মনুষ্যাণাং নিয়তং 'নিশ্চিতং' নরকে বাসো ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম 'বয়ং পুনঃ পুনঃ শ্রুতবন্তঃ'। ৪৩

শ্রীধরস্বামী

উৎসন্নেতি, উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্।

"প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেম্বভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপান্ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। ৪৩

মিতভাষ্যম্

এতৈর্দোষৈঃ সনাতনা জাতিধর্ম্মাঃ তত্তজ্জাতিবিহিতা ধর্ম্মাঃ ব্রাহ্মণস্য যাজনাধ্যাপনাদিরূপঃ ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যপ্রজাপালনাদিরূপঃ বৈশ্যস্য কৃষিবাণিজ্যাদিরূপঃ শূদ্রস্য চ পরিচর্য্যারূপঃ, কুলধর্ম্মাঃ তত্তৎকুলাচারাশ্চ উৎসাদ্যন্তে বিলুপ্তাঃ ক্রিয়ন্তে। ৪২

উৎসন্নেতি, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং যেষাং কুলধর্ম্মা জাতিধর্ম্মাশ্চ বিনষ্টা স্তেষাং মনুষ্যাণাং বিহিতাকরণাৎ নিন্দিতাচরণাচ্চ নিয়তং নিয়মেন নরকে বাসো ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম শাস্ত্রাচার্য্যমুখাৎ বয়ং পুনঃ পুনঃ শ্রুতবন্তঃ। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি" ইতি। ৪৩

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! বংশ অধর্ম্মে আক্রান্ত হইলে কুলবধূগণ দুশ্চরিত্রা হইয়া পড়ে, কুলস্ত্রীগণ চরিত্রহীন হইলে বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রিতজাতি উৎপন্ন হয়। এবং বংশের সঙ্কর বংশনাশকারিগণকে নরকে নিক্ষেপ করে, আর পিণ্ডোদক শূন্য হইয়া ইহাদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন।৪০.৪১

যে সকল দোষ হইতে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হয় বংশনাশকারীদিগের এই সকল দোষ জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মসকলকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।৪২

হে কৃষ্ণ! যাহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় সেই সকল মানুষের নিশ্চয়ই নরকে বাস হয় ইহা আমরা শুনিয়াছি।৪৩

অহোবত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫

অন্বয়ঃ—রাজ সুখলোভেন বয়ং স্বজনং 'বন্ধুজনং' হন্তুং 'মারয়িতুম্' উদ্যতা 'উদ্‌যুক্তাঃ' ইতি যৎ 'ইদং' মহৎ পাপং কর্ত্তুং বয়ং ব্যবসিতাঃ 'কৃতনিশ্চয়াঃ' । অহোবত 'ইদং মহৎ দুঃখম্' । ৪৪

অন্বয়ঃ—শস্ত্রপাণয়ঃ 'অস্ত্রধারিণঃ' ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ, অপ্রতীকারং 'প্রতীকারপরাঙ্মুখম্' অশস্ত্রং 'শস্ত্রহীনং' মাং যদি রণে 'যুদ্ধে' হন্যুঃ 'মারয়েয়ুঃ' 'তদা' তৎ মারণং মে 'মম' ক্ষেমতরম্ অত্যন্তমঙ্গলকরং ভবেৎ । ৪৫

শ্রীধরস্বামী

বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ অহোবতেত্যাদি, স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যৎ এতৎ মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্ অহো বত বৃহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ । ৪৪

এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ যদিমামিত্যাদি, অকৃতপ্রতীকারং তুষ্ণীমুপবিষ্টং মাং দৃষ্ট্বা যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তৎ হননং মে ক্ষেমতরং অত্যন্তহিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ । ৪৫

মিতভাষ্যম্

স্বজনবধোৎসাহেনৈব বয়ং মহাপাপে কৃতাধ্যবসায়া ইতি পরিতপন্নাহ, অহোবতেতি, রাজ্যার্থং বন্ধুজনং মারয়িতুমুদ্যতা ইতি যৎ ইদং মহৎ পাপং কর্ত্তুং বয়ং কৃতনিশ্চয়া ইত্যর্থঃ । অহোবত মহৎ দুঃখম্ । ৪৪

তর্হ্যেবং যুদ্ধবিমুখে সতি ত্বয়ি পুরঃস্থিতা আততায়িন এবৈতে ত্বাং হনিষ্যন্তি তত্রাহ যদীতি, অপ্রতীকারং প্রতীকারপরাঙ্মুখং নিরস্ত্রং মাম্ আততায়িন এতে যদি হন্যুঃ তৎ হননং মে মম ক্ষেমতরং অতীব হিতং ভবেৎ মৃত্যুভয়াৎ পাপভয়স্যৈব গরীয়স্ত্বাদিতিভাবঃ । ৪৫

অনুবাদ

রাজ্য পাইয়া সুখী হইব এই লোভে আমরা যে স্বজনগণকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি ইহা আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । ৪৪

আমি নিরস্ত্র ও প্রতীকারপরাঙ্মুখ থাকিব, এই অবস্থায় অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যদি আমাকে বধ করে তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর হইবে ।৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বাঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—সঞ্জয় উবাচ, শোকসংবিগ্নমানসঃ 'শোকেন উদ্বিগ্নচিত্তঃ' অর্জ্জুনঃ এবম্ 'উক্তপ্রকারম্' উক্ত্বা সশরং চাপং 'ধনুঃ' বিসৃজ্য 'ত্যক্ত্বা' সংখ্যে 'যুদ্ধক্ষেত্রে' রথোপস্থে 'রথস্যোপরি' উপাবিশৎ 'উপবিষ্টবান্' । ৪৬

শ্রীধরস্বামী

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেত্যাদি, সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা । ৪৬

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং সুবোধিন্যাং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

সংখ্যে সংগ্রামে, রথোপস্থে রথোপরি । ৪৬

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
গীতাসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতায়াং সারার্থদর্শিন্যাং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

মিতভাষ্যম্

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ সংখ্যে যুদ্ধে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ প্রাক্ যুদ্ধার্থমুত্থিতঃ সন্ শোকাদবসন্নগাত্র উপবিষ্টবান্, শোকেন সংবিগ্নং ব্যাকুলং মানসং চিত্তং যস্য স তথেত্যর্থঃ। অধ্যায়োঽয়ং বিষাদযোগো নাম, সংসারদুঃখজ্বলনজালজ্বালাজ্বলিতচিত্তো হি প্রতিক্ষণং বিষাদমাসীদন্ তৎপরিহারায় বিষয়বৈমুখ্যে সতি যোগোন্মুখো ভবতীতি বিষাদস্যাপি যোগত্বমুক্তম্ । ৪৬

বিষাদোঽপি ভবেদ্‌যোগো যদি যোগস্ততো ভবেৎ ।
ইতি প্রথমমুক্তোঽয়ং দোষঃ সংসারবারিধেঃ ॥

ইতি শ্রীচারু কৃষ্ণদর্শনাচার্য্যকৃতে ভগবদ্গীতামিতভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

অনুবাদ

এই বলিয়া অর্জ্জুন শোকে নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৬

পুষ্পাঞ্জলি

এখানে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আত্মীয়গণকে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; যাঁহাদিগকে চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তি বন্ধুত্ব ও স্নেহ দিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগকেই নৃশংসভাবে হত্যা করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া কাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া না যায়, অতএব অর্জ্জুনও মানুষ, সুতরাং তিনিও শোকে দুঃখে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, ইহাই স্বাভাবিক জৈবধর্ম্ম; যদি কাহারও হৃদয় এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে বিগলিত না হয় তাহাকেই লোকে নিষ্ঠুর নির্ম্মম মহাদানব বলিয়া ঘৃণা করে, অতএব অর্জ্জুন সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক ও হৃদয়বান ভদ্র লোক বলিয়া ঐ কঠোর কার্য্যে নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন, ইহাইত সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে সঙ্গত; শুধু তাহাই নহে, তিনি দেখিলেন যদি ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মা-দিগকে হত্যা করি তাহা হইলে আমাদিগকে মহাপাপ স্পর্শ করিবে। আর এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদি আমারই আত্মীয়গণ নিহত হইবে, এবং তাহারা নিহত হইলে বিরাট্ কুরুবংশটই ধ্বংস হইয়া যাইবে; বংশনাশ হইলেই সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম লোপ পাইবে। ইহাই হইল সর্ব্বনাশের মূল; যে বংশে ধর্ম্ম নাই, সে বংশ অতি অল্পদিনের মধ্যেই দারুণ পশুভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে, কারণ ধর্ম্মের বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে অধর্ম্মের প্রবল বন্যা আসিয়া সমাজকে অধঃপাতের চরম সীমায় আনিয়া ফেলে, তখন অধর্ম্মের সহচর মিথ্যা প্রবঞ্চনা দস্যুতা হিংসা বিদ্বেষ ক্রোধ ব্যভিচার ইত্যাদি আসিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না; ইহার মধ্যে আবার ব্যভিচারই হইল অতীব ভয়ানক, কারণ যদি জন্মের কোন ব্যতিক্রম থাকে তাহা হইলে অত্যন্ত সর্ব্বনাশ হয়। অর্থাৎ গোড়ায় গলদ হইলে সকল দিকেই গলদ হইয়া পড়ে; দেখুন কর্ণের মত একজন বিখ্যাত ব্যক্তিও জন্মের ব্যতিক্রম বশতঃ নানাবিধ ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়া-ছিলেন। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধের প্রধান কারণই হইলেন কর্ণ, তাঁহারই উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া দুর্য্যোধন এই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এমন কি শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভগবান্ স্বয়ং সন্ধি করিবার জন্য হস্তিনায় উপস্থিত হইলে কর্ণ তাঁহাকেও বন্দী করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহার পরই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, আর তাহার ফলেই ভারতবর্ষ প্রায় নিঃক্ষত্রিয় হইয়া গেল। আরও দেখুন রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত অতি ঘৃণিত কার্য্যও কর্ণের আদেশেই হইয়াছিল, দুর্য্যোধনের আদেশে নহে। এইরূপ অতি নীচ ও গর্হিত কর্ম্মসকল কর্ণ হইতেই হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইল কর্ণের জন্মগত দোষ। অতএব দেখুন কর্ণ ভগবান্ সূর্য্য হইতে মহীয়সী কুন্তীর গর্ভে জন্মিয়াও, অর্থাৎ যাঁহার গর্ভে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের মত ত্রিলোকমান্য মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গর্ভের সন্তান হইয়াও যে ঐরূপ অতি নীচাশয় হইয়াছিলেন তাহার কারণ হইল

তাঁহার জন্মগত দোষ; এই কথাই মহামতি ভীষ্ম শরশয্যায় শয়িত অবস্থায় কর্ণকে বলিয়াছিলেন।* তাঁহার অধঃপাতের আর একটি কারণ ছিল, তিনি শৈশবকালে নীচ জাতি অধিরথের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; ঐ নীচ আশ্রয়ে থাকিয়া আহার ব্যবহার ইত্যাদি করায় তিনি এইরূপ অত্যন্ত নীচভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। একথাও ভীষ্মই বলিয়াছেন।

কিন্তু তিনি ভগবান্ সূর্য্যের পুত্র ছিলেন বলিয়া কোন কোন বিষয়ে অত্যন্ত গুণবানও ছিলেন। তথাপি ঐজন্যই কর্ণ আদর্শ নহেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরই আদর্শ। তবেই দেখুন সূর্য্য ও কুন্তীর পুত্র হইয়াও জন্মের দোষে ও নীচ সংসর্গে থাকার দরুণ কর্ণকে চিরদিন লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবনে থাকিতে হইয়াছিল, আর সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐরূপ দোষগুলি কতদূর ভীষণ সর্ব্বনাশ কর হইতে পারে তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প হয়। এই জন্যই ভারতে চিরদিনই মহাগৌরবে সতীর পূজা হইয়া আসিতেছে, সতী স্ত্রীলোক দরিদ্র বা মূর্খ হইলেও সতীত্বের মহিমায় নিশ্চয় বিশ্বপূজ্য হইয়া থাকিবেন। এই অল্পদিন পূর্ব্বেও চিতোরের রমণীগণ বিধর্ম্মীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় অকাতরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই জন্য মহাবীর অর্জ্জুন বর্ণসঙ্করের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অবৈধভাবে বিভিন্ন জাতিতে উৎপন্ন সন্তানই বর্ণসঙ্কর, মিশ্রিত জাতির সৃষ্টি হইলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নরকস্থ হন, এবং চির প্রচলিত কুলধর্ম্ম ও নষ্ট হইয়া যায়! যে মানুষের ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই, সমাজ নাই, তাহারা সমাজে পশু অপেক্ষাও দুর্বৃত্ত ও ঘৃণিত হইয়া থাকে, এবং অতি দুর্গতিময় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে শোনা যায় বৌদ্ধগণের অধঃপতনের সময় তাহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়ে তাহারই ফলে বর্ণসঙ্কর হইয়া আজ ভারতে বহু অস্পৃশ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে ও তাহারা এখন অতি দুর্গতিময় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, ইহা তাহাদেরই কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দুর্ম্মতির প্রবল বন্যা আসিয়া বিবেকবুদ্ধি ও শাস্ত্রোপদেশ প্রভৃতি ভাসাইয়া দেয়, তখন কোন সদুপদেশই স্থান পায় না অতএব বৌদ্ধগণের কুহকে পড়িয়া বহু হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বর্ণসঙ্করের ভয় এখন য়ুরোপেও প্রবেশ করিয়াছে, সেখানকার মনীষিগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছেন যে বর্ণসঙ্করই জাতির সর্ব্বনাশের প্রধানতম কারণ, ইহা বুঝিয়াই য়ুরোপের কোন কোন অংশে বর্ণসঙ্কর নিবারণের জন্য অতি কঠোর আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দেখিয়াও ভারতের কতিপয় লোক বর্ণসঙ্কর প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সনাতন ধর্ম্মের লীলাভূমি এই দেশে ইহা অপেক্ষা লজ্জা ঘৃণা ও সর্ব্বনাশকর আর কি হইতে পারে?

---

*জাতো ঽসি ধর্ম্মলোপেন ততস্তে বুদ্ধিরীদৃশী।
নীচাশ্রয়াৎ মৎসরেণ দ্বেষিণী গুণিনামপি॥ ভীষ্ম পর্ব্ব

এই অধ্যায়টিকে বিষাদযোগ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ যাহারা দেহাত্মবাদী সংসারী জীব তাহাদের বিষাদই স্বাভাবিক ; যদিও অর্জ্জুন মহাজ্ঞানী ছিলেন, তথাপি ভগবান্ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া সংসারী সাজাইয়া শোক তাপ দুঃখে অভিভূত করিয়া পরে জ্ঞানামৃত বর্ষণ পূর্ব্বক স্বয়ংই কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কারণ অর্জ্জুনের মত বিশ্ববিখ্যাত ও মহিমান্বিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইলে তাহা দেখিয়া জগতে সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক উপদেশামৃত আস্বাদন করিয়া অর্জ্জুনের মতই 'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব" এই বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবে, এইজন্য ভগবদিচ্ছাতেই অর্জ্জুনের মোহ হইয়াছিল। মোহগ্রস্ত ব্যক্তির হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা থাকেনা, তাই অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও আত্মীয়গণকে দেখিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইহাই অর্জ্জুনের মোহ, কারণ যিনি এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ পশুপতির কৃপায় মহাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধের জন্য কৃষ্ণকে সারথি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতও হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হঠাৎ এরূপ কৃপা ও কাতরতা নিতান্ত অস্বাভাবিক। আর তিনি সুপণ্ডিত ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন, সুতরাং ইহা অবশ্যই জানিতেন যে শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম্ম, তথাপি তাঁহার যে এই ব্যাকুলতা ইহার কারণ মোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও যুদ্ধকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিলেন ও পাপের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন তখন শাস্ত্রের উপদেশগুলিও তাঁহার বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন হইয়া পড়িল, ভগবান্ই বলিবেন "সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি," অর্থাৎ মোহবশতঃ শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশেরও বিস্মৃতি হয়, আর সেই হেতু বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ বিবেক নষ্ট হওয়ায় গুরুতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া জীব অত্যন্ত অধঃপতিত হয়। এই জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম হইলেও তাহাতে তাঁহার অধর্ম্ম বুদ্ধি হইল এবং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া অধর্ম্ম হইলেও তাহাতেই প্রবৃত্তি হইল। আর মোহবশতঃ তিনি ইহাও বুঝিতেছেন না যে; যে সকল মহাত্মা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মযুদ্ধে অকাতরে প্রাণদান করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী পত্নীগণও বীরপতিকে আলিঙ্গন করিয়া গৌরবের সহিত পবিত্র সহমরণ ব্রত গ্রহণ অথবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন পূর্ব্বক ভগবৎসেবা করিয়া পরমগতি লাভ করিবেন, কখনও ব্যভিচারিণী হইবেন না। যে সকল পুরুষ অধার্ম্মিক ও উচ্ছৃঙ্খল হয় তাহাদের সংসারে উচ্ছৃঙ্খলতা হইলেও হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য অকাতরে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন সেই পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের পত্নীগণও অন্তন্ত ধর্ম্মপরায়ণাই হন তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এইসকল বিবেচনাও তখন তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। অতএব জাতিকে সমৃদ্ধ ও পবিত্র রাখিবার জন্য প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষেরই ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। যাহারা দেহাত্মবাদী মুগ্ধ জীব তাহাদের আত্মীয় স্বজনের

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ—তথা 'পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ' কৃপয়া 'স্নেহেন' আবিষ্টং 'ব্যাপ্তম্' অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ 'অশ্রুভিঃ নেত্রজলৈঃ পূর্ণে আকুলেচ ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং' বিষীদন্তং 'শোকং কুর্ব্বন্তং' তম্ 'অর্জ্জুনম্' মধুসূদনঃ 'শ্রীভগবান্' ইদং বাক্যম্ উবাচ। ১

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন—অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়গণকে দেখিয়া ঐরূপে স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেলেন, এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ও চঞ্চল হইয়া পড়িল তিনি শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

শ্রীধরস্বামী ঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেতি, অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ।

নীলকণ্ঠ ঃ—অর্জ্জুনে যুদ্ধাদুপরতে মৎপুত্রা নিষ্কণ্টকং রাজ্যং প্রাপ্স্যন্তীত্যাশাবন্তং রাজানং প্রতি সঞ্জয় উবাচ তং তথেতি, তমর্জ্জুনম্, তথা "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইত্যুক্তপ্রকারেণ কৃপয়া স্নেহেন নতু দয়য়া পরদুঃখপ্রহরণেচ্ছারূপয়া, তস্যাঃ পরদৌর্ব্বল্য-নিশ্চয়োত্তরভাবিত্বা অর্জ্জুনে 'যদি বা নোজয়েয়ুঃ' ইতি স্বপরাজয় াশঙ্কমানে দুর্ভণত্বাৎ 'যানেব

বিয়োগাদি বশতঃ শোক তাপ ও দুঃখ নিত্য সহচর হয়, এবং মোহবশতঃ স্বজাতীয় ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কাপুরুষতার আশ্রয় করাও তাহাদের সম্ভব। এখানে অর্জ্জুনেরও তাহাই হইল। এইরূপে বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া উদ্ধারের জন্য তিনি শ্রীভগবানের চরণে শরণাপন্ন হইলেন, এবং তাহার ফলে ভগবৎকৃপায় মহাযোগ শিক্ষা করিয়া ধন্য হইলেন ; এই প্রকারে যোগের সহায় হওয়ায় বিষাদকেও এখানে যোগ বলা হইয়াছে জানিবেন। আর আমাদের পদেপদেই বিষাদের আস্বাদ হইতেছে, কিন্তু এমনই ভাগ্য যে যোগের বেলায় কেবল নানাবিধ রোগেরই ভোগ হইতেছে।

শ্রীশ্রীগীতাপুষ্পাঞ্জলির প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

হত্বা ন জিজীবিষামঃ’ ইতি স্নেহাতিশয়সূচকবাক্যশেষবিরোধাচ্চ। আবিষ্টং ব্যাপ্তম্, বিষীদন্তং “সীদন্তি মম গাত্রাণি” ইত্যাদিনা উক্তরূপং বিষাদং প্রাপ্নুবন্তম্ ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং বচনীয়ম্ উবাচ। মধুসূদনেতি দুষ্টহন্তৃত্বাদেবার্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্য ত্বৎপুত্রানপি হনিষ্যত্যেবেতি ত্বয়া জয়াশা ন কার্য্যেতি ভাবঃ। ১

মিতভাষ্যম্ :—অর্জ্জুনস্য যুদ্ধবিরতিশ্রবণাৎ স্বপুত্রাণাং রাজ্যং সুস্থিতং মত্বা প্রসন্নস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য ঔৎসুক্যং নিরাকরিষ্যন্ সঞ্জয়ো জগাদেতি বৈশম্পায়নবাক্যং সঞ্জয় উবাচেতি। কৃপাতিরেকাৎ পাপভয়াচ্চ যুদ্ধান্নিবৃত্তং স্বধর্ম্মত্যাগিনমর্জ্জুনং কৃপাহেত্বপনোদনেন পাপভয়োন্মূলনেন চ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতুং কৃপয়া স্বয়মাহ ভগবান্ ইত্যাহ সঞ্জয়ঃ তং তথেতি, নচাত্র অহিংসায় ভিক্ষাশনস্য চ পরমধর্ম্মত্ববুদ্ধ্যা যুদ্ধবৈমুখ্যমর্জ্জুনস্য কিন্তু প্রোক্তকারণাভ্যামেব। তথা পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ কৃপয়া স্নেহেন আবিষ্টং ব্যাপ্তম অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে চঞ্চলে চ ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং বিষীদন্তং শোকাচ্চিত্তাবসাদং প্রাপ্নুবন্তং অর্জ্জুনম্ ইদম্ অনুপদমুচ্যমানং যুদ্ধোৎসাহসূচকং বাক্যং মধুসূদন উবাচ। তথাচ ত্বৎপুত্রাণাং রাজ্যাশা দুরাপেতেতিভাবঃ। ১

পুষ্পাঞ্জলি—অর্থাৎ মহাবীর অর্জ্জুন অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন শুনিয়া পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র মনে করিলেন তা'হলে এইবার আমার পুত্রগণের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া বিজ্ঞ সঞ্জয় বলিলেন পরম ধার্ম্মিক অর্জ্জুন অধর্ম্ম-ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাপের মূর্ত্তি বলিয়া তাহার মন পাপের ভয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, কারণ পাপীর হৃদয় পুনঃ পুনঃ পাপ করিতে করিতে এমন কঠোর হইয়া যায় যে গুরুতর পাপেও সে বিচলিত হয় না, আর সাধুর হৃদয় অত্যন্ত নির্ম্মল ও কোমল বলিয়া সামান্য পাপের চিন্তাতেও ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন মাহাত্মা অর্জ্জুনের মোহবশতঃ ধর্ম্মে অধর্ম্ম-বুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভক্তের হৃদয় হইতে মোহ অন্ধকার দূর করিবার জন্য সদুপদেশ-দীপনী দিয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ যদি কখনও কোন কারণে ভক্তের হৃদয়ে কোন অকল্যাণ স্পর্শ হইবার সম্ভবনা হয়, তখন সেই অকল্যাণ-শত্রু হইতে ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নিজেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব অর্জ্জুনকে মোহসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া, স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য জগদ্‌গুরু স্বয়ংই তাঁহাকে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র দুর্বৃত্তের পিতা হইয়া তোমার আনন্দ লাভের আশা করা উচিত নহে। এখানে ভগবানকে মধুসূদন বলা হইয়াছে তাহার কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে রজোগুণ ও তমোগুণকে মধু ও কৈটভ বলা হইয়াছে, বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হইলে ঐ বিরুদ্ধ গুণ দুইটি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব দেবীমাহাত্ম্যে দেখিতে পাই

শ্রীভগবান্ উবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

অন্বয়ঃ—হে অর্জ্জুন বিষমে 'বিপৎসঙ্কুলেঽস্মিন্ কালে' কুতঃ হেতোঃ ত্বা 'ত্বাম্' ইদং কশ্মলং 'স্বধর্ম্মত্যাগহেতুর্মোহঃ সমুপস্থিতম্ 'আপতিতম্' অনার্য্যজুষ্টং সজ্জনৈঃ অসেবিতম্ 'অস্বর্গ্যং' স্বর্গস্য অসাধকম্' অকীর্ত্তিকরম্ 'অযশস্করম্'।

অনুবাদ—তখন ভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন এই বিপদের সময়ে তোমাকে এরূপ মোহ আসিয়া অধিকার করিল কেন? কারণ পূর্ব্বে কোন আর্য্য অর্থাৎ সজ্জন ব্যক্তিই এরূপ মোহের অধীন হন নাই, ইহার দ্বারা পরলোকে স্বর্গ হয় না, এবং ইহলোকে কোন প্রশংসাও হয় না।২

শ্রীধরস্বামী:—তদেব বাক্যমাহ কুত ইতি, কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্ অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ, যত আর্য্যৈরসেবিতম্ অস্বর্গম্ অযশস্করং চ। ২

নীলকণ্ঠ:—অর্জ্জুনম্ উদ্‌যোজয়ন্ শ্রীভগবান উবাচ কুত ইতি, কশ্মলং বৈক্লব্যং, বিষমে যুদ্ধসঙ্কটে, অনার্য্যৈঃ ভীরুভিঃ জুষ্টং সেবিতং নতু ত্বাদৃশৈঃ শূরৈঃ, ন আর্য্যৈর্জুষ্টমিতি বা, বহু আর্য্যৈরজুষ্টমিতি বিগ্রহো দর্শিতঃ তৎ অর্থৈক্যেঽপি পদব্যুৎক্রমদোষাৎ উপেক্ষ্যম্। অতএব অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরং চ। হে অর্জ্জুন! স্বচ্ছস্বভাব! তব নৈতদ্ যুক্তমিতি ভাবঃ। ২

আত্মানাত্মবিবেকেন শোকমোহতমোনুদন্।
দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোঽত্র প্রোচে মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥

বিশ্বনাথ:—কশ্মলং মোহঃ বিষমেঽত্র সংগ্রামসঙ্কটে কুতো হেতোরুপস্থিতম্ ত্বাং প্রাপ্তমভূৎ। অনার্য্যজুষ্টং সুপ্রতিষ্ঠিতলোকৈরসেবিতম্ অস্বর্গ্যম্ ইতি পারত্রিকৈহিকসুখ-প্রতিকূলমিত্যর্থঃ। ২

মিতভাষ্যম্:—অধ্যাত্মশাস্ত্রসারভূতস্য গীতাশাস্ত্রস্য প্রবচনাতিক্ষমত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটয়ন্নাহ শ্রীভগবানিতি;

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান্ বিষ্ণু মধু কৈটভকে দমন করিয়াছিলেন। এখানেও ভক্ত অর্জ্জুনের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বের সঞ্চার করিয়া দিয়া রাজস বিষয়সঙ্গ ও তামস মোহকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্‌কে মধুসূদন বলা হইয়াছে জানিবেন। ১

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গু'ণাদিভিঃ॥
উৎপত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি"॥

ইত্যুক্তৈশ্বর্য্যাদীনাং ষণ্ণাং নিরতিশয়ানাং ভগানাং নিরবচ্ছিন্নসংযোগবান্ ইত্যর্থঃ। ঈদৃশশ্চ ভগবচ্ছব্দো পরমাত্মনি বাসুদেবে এব পর্যবস্যতি। তদুক্তম্—

"ভগবানিত্যয়ং শব্দস্তথা পুরুষ ইত্যপি।
উভাবপিচ বর্ত্তেতে বাসুদেবে ঽখিলাত্মনি"॥ ইতি।

কুত ইতি, বিষমে বিপৎসঙ্কুলেঽস্মিন্ সময়ে কুতো হেতোঃ ত্বা ধর্ম্মৈকসেবিনং ক্ষত্রিয়োত্তমং ত্বাম ইদং স্বধর্ম্মত্যাগরূপং কশ্মলং শাস্ত্রাচারপ্রাপ্তজ্ঞাননাশকো মোহঃ সমুপস্থিতম্ প্রাপ্তম্, যতঃ অনার্য্যজুষ্টম্ আর্য্যৈঃ সৎকুলোদ্ভবৈঃ পুরুকুরুপ্রভৃতিভিস্ত্বৎপূর্ব্বতনৈরসেবিতম্, ইতি ন সদাচারাৎ প্রাপ্তম্। অস্বর্গ্যং ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধবৎ ন স্বর্গসাধকম্, ইতি ন শাস্ত্রাৎ প্রাপ্তম্, তথা অকীর্ত্তিকরং নিন্দাকরম্ ইতি ন যশস্করত্বাদপি প্রাপ্তম্ অতঃ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যমিতি ভাবঃ। ২

পুষ্পাঞ্জলি—এখানে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ অর্জ্জুনের মত বিরাট্ পুরুষের মোহ নিবারণ করিতে হইলে তাঁহার কতকগুলি অসাধারণ গুণ থাকা আবশ্যক, যেমন, তাঁহার লৌকিক অলৌকিক সকল তত্ত্বের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত, অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার করুণা ও বিশেষ প্রভাব থাকা উচিত, এবং তাঁহার নিজের ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা, ও বাকশক্তি প্রভৃতির দুর্ব্বলতা ইত্যাদি দোষ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত, এবং তিনি স্বয়ং নিঃস্বার্থ ও পক্ষপাতশূন্য হওয়া উচিত। অতএব ভগবান্ এই শব্দটির দ্বারা বলা হইল যে তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণেই পরিপূর্ণ। সুতরাং তিনি অর্জ্জুনের মোহ নিবারণ করিবার পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি, কারণ অর্জ্জুন যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি সাধারণ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, তাঁহার হৃদয় দয়া ধর্ম্ম উদারতা ও ত্যাগে পরিপূর্ণ, এবং ঐ কথাগুলি আপাততঃ বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়াও মনে হয়, আর দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি লোক ঐ ভাবকেই বেশ শ্রদ্ধা করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহারা মনে করেন শাস্ত্র অনুসারে না চলিয়া নিজের যুক্তি অনুসারে সুবিধামত ধর্ম্ম বলিয়া একটা কিছু গড়িয়া লইলেই চলিবে, নিজের যুক্তিহীন শাস্ত্র মানিবার আবশ্যক নাই ইত্যাদি। ইহারও উপর কিছু বলিতে হইলে শাস্ত্র বা ভগবানের মত সর্ব্বজ্ঞ ও নিরঙ্কুশ প্রভাবশালী অসাধারণ ব্যক্তিরই প্রয়োজন হয়। অতএব অর্জ্জুনের মত প্রবল পরাক্রান্ত মুগ্ধমাতঙ্গকে সংযত করিবার জন্য ভগবান্ শাস্ত্র ও তদনুকূল যুক্তিরূপ তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২।

*ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অন্বয়ঃ—হে পার্থ! ত্বং ক্লৈব্যং 'যুদ্ধাসামর্থ্যং' মাস্ম গমঃ 'ন প্রাপ্নুহি' ত্বয়ি এতৎ 'ক্লৈব্যং' ন উপপদ্যতে 'ন যুজ্যতে' পরন্তপ 'হে শত্রুঘাতিন্' ক্ষুদ্রং 'তুচ্ছং' হৃদয়দৌর্ব্বল্যং 'চিত্তকাতর্য্যং' ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। ৩

অনুবাদ—হে পার্থ তুমি অধীর বা কাতর হইও না, তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে ইহা উচিত নহে, হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠ। ৩

শ্রীধরস্বামীঃ—মা ক্লৈব্যমিতি, তস্মাৎ হে পার্থ ক্লৈব্যং মাগচ্ছ ন প্রাপ্নুহি, যতস্ত্বয্যেতৎ নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি, ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ শত্রুঘাতিন্। ৩

নীলকণ্ঠঃ—তদেবাহ ক্লৈব্যমিতি, ক্লৈব্যং নির্বীর্যত্বং "নচ শক্নোম্যবস্থাতুম্" ইত্যুক্তরূপং মাগাঃ, নৈতৎ ত্বয়ি মহাদেবপ্রতিভটে যুক্তম্, অতঃ ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়কৃতমেব তব দৌর্ব্বল্যং নতু শক্তিস্বভাবাত্মভাবকৃতং তৎ ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়। পরন্তপ শত্রুতাপন! ॥ ৩

বিশ্বনাথঃ—ক্লৈব্যং ক্লীবধর্ম্মং কাতর্য্যং, হে পার্থেতি পৃথাপুত্রঃ সন্নপি গচ্ছসি, তস্মাৎ মাস্ম গমঃ মাপ্রাপ্নুহি, অন্যস্মিন্ ক্ষত্রবন্ধৌ বরমিদমুপপদ্যতাং ত্বয়ি মৎসখে তু নোপযুজ্যতে। নন্বিদং শৌর্য্যাভাবলক্ষণং ক্লৈব্যং মাশঙ্কিষ্ঠাঃ কিন্তু ভীষ্মদ্রোণাদিগুরুষু ধর্ম্মদৃষ্ট্যা বিবেকোঽয়ং, ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু তু দুর্ব্বলেষু মদস্ত্রঘাতমাসাদ্য মর্ত্তুমুদ্যতেষু দয়েবেয়মিতি তত্রাহ ক্ষুদ্রমিতি, নৈতে তব বিবেকদয়ে কিন্তু শোকমোহাবেব, তৌচ মনসো দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জকৌ, তস্মাৎ হৃদয়দৌর্ব্বল্যমিদং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ! পরান্ শত্রূন্ তাপয়ন্ যুধ্যস্ব ॥ ৩

মিতভাষ্যম্ঃ—নন্থ চিত্তদৌর্ব্বল্যাদেবাহং নিবৃত্তঃ সংগ্রামাদিত্যতঃ আহ ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি, হে পার্থ পৃথাসুত! সৎক্ষত্রিয়যুধিষ্ঠিরভীমসোদর! ক্লৈব্যং সংগ্রামাক্ষমত্বং মাস্মগমঃ ন প্রাপ্নুহি, ত্বয়ি বিরাটসমরে অসহায়ং ভীষ্মাদিবিজেতরি, নিবাতকবচপ্রহন্তরি, সংগ্রামেণ ত্রিপুরারিতোষিণি, এতৎ ক্লৈব্যং নোপপদ্যতে ন যুজ্যতে ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং চিত্তকাতর্য্যং ত্যক্ত্বা বিবেকেন বিধূয় উত্তিষ্ঠ যুদ্ধার্থং সন্নদ্ধোভব, হে পরন্তপ! শত্রুদলবিমর্দ্দনপরমক্ষমেতি হেতুগর্ভবিশেষণম্ ৩

* 'মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়' ইতি শ্রীধরসম্মতঃ পাঠঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন! ॥ ৪

অন্বয়ঃ—হে মধুসূদন হে অরিসূদন 'শত্রুঘাতিন্' সংখ্যে 'যুদ্ধে' ভীষ্মং চ 'এবং' দ্রোণম্ ইষুভিঃ 'বাণৈঃ' কথং 'কেন প্রকারেণ' প্রতিযোৎস্যামি 'প্রতিপ্রহরিষ্যামি' যত স্তৌ পূজার্হৌ 'পূজনীয়ৌ'। ৪

অনুবাদ—এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন হে মধুসূদন। হে শত্রুঘাতিন্। যুদ্ধে ভীষ্মও দ্রোণকে অস্ত্র দ্বারা কি করিয়া প্রহার করিব? কারণ তাঁহারা পূজা পাইবার যোগ্য—সুতরাং চিরদিন যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিয়া আসিয়াছি তাঁহাদের দেহে কোন প্রাণে অস্ত্রাঘাত করিতে সাহস করিব? কারণ এ যুদ্ধে ভীষ্মদ্রোণই শ্রেষ্ঠ বীর, যুদ্ধ করিতে হইলে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেই হইবে, কি করিয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিব? এখানে অর্জ্জুনের ভগবান্‌কে শত্রুঘাতিন্ বলিয়া সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্য এই যে তুমি শত্রুকেই হত্যা কর, পূজনীয় ব্যক্তিকেত হত্যা কর না, তবে পরমপূজ্য ভীষ্ম-দ্রোণকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিতেছ কেন? ।৪।

শ্রীধরঃ—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বং অধর্ম্মত্বাচ্চেত্যাহ অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি, ভীষ্মদ্রোণৌ পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন শত্রুবিমর্দ্দন! । ৪

নীলকণ্ঠঃ—ননু শত্রবো বা স্বভাবদুষ্টা বা তাপনীয়া ন তু বান্ধবাঃ সাধবশ্চ ইত্যর্জ্জুন উবাচ কথমিতি, মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধয়ন্ ভবাপি দুষ্টানপি শত্রূনেব তাপয়তঃ পূজার্হৌ অদুষ্টৌ গুরূচ ভীষ্মদ্রোণৌ জহীতি বক্তুময়ুক্তমিতি সূচয়তি। সমানার্থবামিদং সম্বোধনদ্বয়ং বক্তুঃ শোকেন বিক্লবত্বাৎ ন পৌনরুক্ত্যদোষাবহমিত্যস্তে। ইষুভিরিতি তাভ্যাং সহ বাচাপি যোদ্ধুমশক্যং কিমুত বাণৈরিতি ভাবঃ ॥ ৪

পুষ্পাঞ্জলি—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তুমি একাকী শূলপাণি মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, দেবগণের অজেয় বহু সহস্র নিবাতকবচকে তুমি একাকী জয় করিয়া অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, বিরাটের যুদ্ধে তুমিইত একাকী এই কুরুবীরগণকেই স্বচ্ছন্দে জয় করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছ, এরূপ বিশ্ববিজয়ী বীরের পক্ষে এখন অধীর হওয়া কোনমতেই উচিত নহে, অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ৩।

বিশ্বনাথঃ—ননু "প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রম্, অতোঽহং যুদ্ধাৎ নিবর্ত্তে ইত্যাহ কথমিতি, প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে, ননেতৌ যোৎস্যেতে তর্হি অনয়োঃ প্রতিযোদ্ধা ভবিতুং কিং ন শক্নোষি? সত্যং ন শক্নোম্যেব ইত্যাহ পূজার্হাবিতি। অনয়োশ্চরণেষু ভক্ত্যা কুসুমান্যেব দাতুমর্হামি ন তু ক্রোধেন তীক্ষ্ণশরানিতি ভাবঃ। ভো বয়স্য কৃষ্ণ! ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে হংসি নতু সান্দীপনিং স্বগুরুং নাপি বন্ধূন্ যদূনিত্যাহ হে মধুসূদনেতি! ননু মধবো যদব এব তত্রাহ হে অরিসূদন ইতি। মধুর্নাম দৈত্যো য স্তবারিরিতি ব্রবীমি ইতি। ৪

মিতভাষ্যম্ঃ—গুরুস্বজনবধাদিজনিতপাপশঙ্কাসঙ্কুলত্বাদন্যায্যত্বাচ্চ নিবৃত্তোঽহং যুদ্ধাৎ ন ক্লৈব্যাদিত্যর্জ্জুন উবাচ কথমিতি, সংখ্যে যুদ্ধে ভীষ্মম্ আবাল্যাৎ পুত্রবৎ প্রতিপালয়িতারং পিতামহং দ্রোণং চ আচার্য্যং ব্রাহ্মণম্ ইষুভি র্বাণৈঃ কথং প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে ময়া সাকং যোৎস্যমানাবপ্যেতৌ কথং প্রতিপ্রহরিষ্যামি ন কথমপীত্যর্থঃ, যতস্তৌ পূজার্হৌ পুষ্পমাল্যাদিভিঃ পূজনীয়ৌ পূজ্যৈ র্বচসাপি যুদ্ধং পাপাবহং কিমুত শস্ত্রৈঃ, তয়োঃ সেনাপতিত্বাদবশ্যং যোদ্ধব্যতাপাতাদিতি ভাবঃ। মধুসূদনেতি মধুনামা কশ্চনাসীৎ রজোগুণপ্রভবো দৈত্যঃ তন্নাশকত্বাৎ মমাপি রাজসরাজ্যরাগনাশকত্বং ভবোচিতমেব যদ্বশাদহং পাপহেতৌ যুদ্ধে প্রবৃত্ত ইতি ধ্বনিতম্। অরিসূদনেতি চ ত্বমপি শত্রুঘাতক এব ন গুরুস্বজনঘাতক ইতি মমাপি তথৈব ভবিতুং যুক্তম্ ইতি ভাবঃ। ৪

পুষ্পাঞ্জলি—অর্থাৎ ভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেও অর্জ্জুন নিজের যুক্তির অবতারণা করিয়া ঈশ্বরবাক্যের প্রতিবাদ করিলেন, কারণ মানুষের যখন মোহ আসে তখন ভগবদ্বাক্যের ও শাস্ত্রবাক্যের উপরও নিজের প্রতিভাকল্পিত যুক্তির আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, মোহবশতঃ ইহা ভাবিয়া দেখে না যে আমি নুনের পুতুল সমুদ্রের জল মাপিবার অধিকারী কি না? অর্থাৎ আমি কতটুকু, আমার ক্ষমতা কতটুকু, আমার বুদ্ধি বা প্রতিভা কতটুকু, আমার বিচারশক্তিই বা কতটুকু, আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি কি অন্য কাহারও প্রেরণায় কাজ করিতে বাধ্য হই, ইত্যাদি আরও কত কি আছে, এ সমস্ত ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতাও মোহগ্রস্ত জীবের থাকে না সেই জন্য সামান্য কিছু দেখিয়া শুনিয়া বা পড়িয়াই অভিমানে ভরপুর হইয়া শাস্ত্রবাক্যের উপরও নিজের প্রতিভা খাটাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, ইহাকেই বলে 'খোদার উপর খোদকারী' তখন অতি দুরূহ শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া নিজের মনের মত করিয়া শাস্ত্রকে ব্যাখা করিয়া লইতেও কুণ্ঠিত হয় না। এবং সে যাহা বুঝিয়াছে তাহাই যে সত্য ইহা স্থাপন করিবার জন্য জেদও করিতে থাকে, এখানে অর্জ্জুনেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে, এই জন্য তিনি ভগবানের বাক্যের উপরও নানাবিধ যুক্তির অবতারণা

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ—মহানুভাবান্ 'অতিপ্রভাবশালিনঃ' গুরূন্ অহত্বা 'হত্যামকৃত্বা' ইহ লোকে 'অস্মিন্ জগতি' ভৈক্ষ্যং 'ভিক্ষান্নমপি' ভোক্তুং শ্রেয়ঃ 'প্রশস্ততরম্' অর্থকামাংস্তু 'অর্থ-লোলুপানপি' গুরূন্ হত্বা ইহৈব 'লোকে' রুধিরপ্রদিগ্ধান্ 'রক্তলিপ্তান্' ভোগান্ 'বিষয়ান্' ভুঞ্জীয় 'ভোগং কুর্য্যাম্'। ৫

অনুবাদ—আরও বলিলেন, অতি প্রভাবশালী গুরুবর্গকে হত্যা না করিয়া যদি এ জগতে ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিয়াও জীবিত থাকিতে হয়, তাহাও ভাল, আর ইঁহারা অর্থকাম অর্থাৎ অর্থলিপ্সু হইলেও ইঁহাদিগকে হত্যা করিয়া আমি এ জগতেই যখন রক্তসিক্ত অতি অপবিত্র ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিব তখন পরলোকে দুঃখের কথা আর কি বলিব ? ৫

শ্রীধরঃ—তর্হি জ্ঞানহত্বা তব দেহযাত্রাঽপি ন স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ গুরূনিতি, গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহলোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতম্। বিপক্ষেতু ন কেবলং পরত্র দুঃখং কিন্তু ইহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়ম্ ইত্যাহ হত্বেতি, গুরূন্ হত্বা ইহৈব রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগান্ অহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্ অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধাৎ ন নিবর্ত্তেরন্ তস্মাদেতদ্ বধঃ প্রসঙ্গ্যেতৈব ইত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম—

"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি। ৫

নীলকণ্ঠঃ—ননু যুদ্ধোদ্যতানাং গুরূণামপি বধঃ শ্রেয়ান্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ গুরূনিতি, যদ্যপি তদুক্তং প্রশস্তমেব তথাপি মহানুভাবান্ গুরূনহত্বা ভৈক্ষ্যমেব ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্, এবং তর্হি গুরূন্ ত্যক্ত্বা দুর্য্যোধনাদীনেব দুষ্টান্ জহীত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থকামানিতি, ধনার্থিনো গুরবোঽবশ্যং দুর্য্যোধনসাহায্যং করিষ্যন্তি তেন তদ্‌বধোঽপি প্রশস্ত এব

করিতেছেন, এবং সে জন্য শাস্ত্রের সাহায্যও লইতেছেন, দেখাইতেছেন যে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গতই হইতেছে। মুগ্ধ জীবের অবস্থা ঠিক এই প্রকারই হয়। এখন গীতা ও বেদান্তের অবস্থাও এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। একদল লোক প্রায়ই বলিয়া থাকে শাস্ত্রে যাহাই কেন থাকুক না আমাদের মনের মত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে ইহা অপেক্ষা সর্ব্বনাশ আর হইতে পারে না। ৪

ইত্যর্থঃ। তুশব্দঃ পক্ষান্তরোপন্যাসার্থঃ, ইহৈব নতু পরলোকে ভুঞ্জীয়েতি গুরূন্ অহত্বা ভৈক্ষ্যং শ্রেয় উত হত্বা ভোগসম্পাদনং শ্রেয় ইতি সংপ্রশ্নে স্বয়মেবান্তপক্ষে দূষণমাহ রুধিরপ্রদিগ্ধানিতি। ৫

বিশ্বনাথঃ—নন্বেবং যদি স্বরাজ্যেঽস্মিন্ নাস্তি জিঘৃক্ষা তর্হি কয়া বৃত্ত্যা জীবিষ্যসীত্যত্রাহ গুরূনিতি, গুরূন্ অহত্বা গুরুবধমকৃত্বা ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রিয়ৈর্বিগীতমপি ভিক্ষয়া প্রাপ্তমন্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ, ঐহিকদুর্যশোলাভেঽপি পারত্রিকমমঙ্গলং তু নৈব স্যাদিতি ভাবঃ। নচৈতে গুরবোঽবলিপ্তাঃ কার্য্যাকার্য্যমজানন্তশ্চ অধার্ম্মিকদুর্য্যোধনাদ্যনুগতাস্ত্যাজ্যা এব যদুক্তং—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

ইতি বাচ্যম্ ইত্যাহ মহানুভাবানিতি, কালকামাদয়োঽপি যৈর্বশীকৃতাস্তেষাং ভীষ্মাদীনাং কুতস্তত্তদ্দোষসম্ভব ইতি ভাবঃ। ননু—

"অর্থস্য পুরুষোদাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥"

ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণৈবোক্তম্ অতঃ সাম্প্রতমর্থকামত্বাদেতেষাং মহানুভাবত্বং প্রাক্তনং বিগলিতং, সত্যং, তথাপ্যেতান্ হতবতো মম দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ অর্থকামানিতি, অর্থলুব্ধানপ্যেতান্ গুরূন্ হত্বা অহং ভোগান্ ভুঞ্জীয়, কিন্তু এতেষাং রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রলিপ্তানেব। অয়মর্থঃ এতষাম্ অর্থলুব্ধত্বেঽপি মদ্‌গুরুত্বমস্ত্যেব অতএব এতদ্বধে সতি গুরুদ্রোহিণো মম খলু ভোগো দুষ্কৃতমিশ্রঃ স্যাদিতি। ৫

মিতভাষ্যম্:—ননু গুরুবধভয়াৎ যুদ্ধান্নিবৃত্তৌ রাজ্যনাশে ক্ষত্রিয়স্য চ ভিক্ষানিষেধাৎ দেহস্থিতিরেব তে ন স্যাদিতি তদর্থমপি যুদ্ধং কার্য্যমিত্যত আহ গুরূনিতি, মহানুভাবান্ তপোযোগাদিহেতুকপ্রভাবসম্পন্নান্ পরমগুণবতোঽতিপূজ্যান্ গুরূন্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ অহত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিষিদ্ধমপি ভিক্ষান্নং ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্যতরম্ গুরুতরাদ্‌গুরুবধপাপাদিতিশেষঃ। ননু অর্থকামত্বাদেষাং বং দোষাভাবঃ, তদুক্তং ভীষ্মেণ—

"অর্থস্য পুরুষোদাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি

অত আহ অর্থকামাংস্তু ইতি, তুকারঃ অপ্যর্থে, অর্থলুব্ধানপি গুরূন্ হত্বা ইহৈব লোকে রুধিরপ্রদিগ্ধান্ নিন্দামলিনান্ ইতি যাবৎ ভোগান্ বিষয়ান্ ভুঞ্জীয় কিমুত পরলোকে অতিদুঃখকরান্ "দৃষ্টাৎ সুখাদধিকং দুঃখমায়ত্যামি" ত্যুক্তেঃ, ইতি সর্ব্বথা যুদ্ধং ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ। অথবা তুকারঃ পক্ষান্তরে, কৃতে চ গুরুবধে ইহ পরত্র চ মহাননর্থঃ স্যাদিত্যাহহত্বেতি, নন্বেতে কথং পাপহেতোর্যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তন্তে তত্রাহ অর্থকামানিতি ? পূর্ব্বোক্তভীষ্মোক্তেরর্থকামত্বান্নৈতে নিবর্ত্তন্তে অত এষাং বধ্যত্বাপাতাদেতান্ হত্বেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অর্থকামত্বেপ্যেষাং বহুতরগুণবত্ত্বাৎ মহানুভাবত্বং নাবঘটিতমিতি ভাবঃ। ৫

ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ—যুদ্ধভদভাবয়োর্মধ্যে' নঃ 'অস্মাকং' কতরৎ 'কঃ পক্ষো' গরীয়ঃ 'শ্রেষ্ঠং' এতৎ ন বিদ্মঃ 'ন জানীমঃ' যদ্বা 'অথবা' 'বয়ং শত্রূন্' জয়েম 'জেষ্যামঃ' যদিবা 'অথবা' এতে নঃ 'অস্মান্' 'জয়েয়ুঃ' 'জেষ্যন্তি' ইত্যপি ন বিদ্মঃ, যানেব 'ভীষ্মাদীনেব' হত্বা বয়ং ন জজীবিষামঃ 'জীবিতুং নেচ্ছামঃ' তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ' ধৃতরাষ্ট্রসম্বন্ধা ভীষ্মদ্রোণাদ.ঃ প্রমুখে 'সম্মুখে' অবস্থিতাঃ 'বর্ত্তমানাঃ'। ৬

অনুবাদ—আরও বলিলেন, যুদ্ধ করা ও না করা এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পক্ষে প্রশস্ত ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। আর আমরা তাহাদিগকে জয় করিব, কি তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, ধৃতরাষ্ট্রপক্ষের ভীষ্ম দ্রোণাদি সেই সকল মাহাত্মা যুদ্ধের জন্ম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্থাৎ আমরা যদি জয়লাভও করি তাহা হইলেও রাজ্য পাইয়া আমাদের কোন শান্তিই হইবে না। কারণ ভীষ্মদ্রোণাদিকে বধ না করিলে আমাদের জয় হইবে না, আর তাঁহারা নিহত হইলে আমরা কখনই শান্তি পাইব না অতএব যুদ্ধ করা উচিত নহে।৬

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদি অধর্ম্মানঙ্গীকরিষ্যামঃ তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়তে ইত্যাহ নচৈতদিতি, দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়ঃ অধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি যদ্বেতি, যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ যদি বা মোঽস্মান্ এতে জয়েয়ুঃ জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এব ইত্যাহ যানিতি, যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামঃ ত এবৈতে সম্মুখে অবস্থিতাঃ। ৬

পুষ্পাঞ্জলি—যদি বল ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণ পাপ দুর্য্যোধনের অর্থে আকৃষ্ট হওয়ায় বিবেকশূন্য হইয়া তাহার সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকে বধ করাই উচিত এই জন্য বলিতেছেন ইহাঁরা যথাবিধি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তপঃপরায়ণ ও সদাচারপূত, তজ্জন্য অত্যন্ত প্রভাবশালী, অতএব এইরূপ মাহাত্মাদিগকে কখনই বধ করা উচিত নহে। ইহাঁরা স্বার্থে মুগ্ধ হইলেও বহুবিধ সদ্গুণে ভূষিত হওয়ায় ইহাঁদিকে হত্যা করিয়া দস্যুর মত কেবল কিছুদিন পার্থিব সম্পদ্ই ভোগ করিব, এজন্য এজগতেই চিরদিন অত্যন্ত নিন্দিত হইয়া থাকিতে হইবে পরলোকে দুঃখের কথা আর কি বলিব? অতএব ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাও ভাল। ইহাও অর্জ্জুনের একটি মোহ. কারণ ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু মোহ বশতঃ তাহাতেও প্রবৃত্তি হইতেছে, এবং স্বধর্ম্মে অরুচি হইতেছে। ৫

নীলকণ্ঠ :—এবং তর্হি ভৈক্ষ্যমেব তব শ্রেয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ নচৈতদিতি, যদ্যপ্যক্ষেত্রিয়স্য ভৈক্ষ্যমেবেষ্টং তথাপি নঃ অস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং ভৈক্ষ্যভোগয়োর্মধ্যে কতরৎ গরীয় ইতি বয়ং ন বিদ্মঃ। ননূক্তং যুদ্ধমেব গরীয় ইতি তত্রাহ যদ্বেতি, যদি বা বয়ং জয়েম শত্রূন্, যদি বা নোঽস্মান্ শত্রব এব জয়েয়ু ইদমপি ন বিদ্মঃ। অন্তপক্ষে তু পুন র্মরণমপ্রার্থিতং ভৈক্ষ্যমেবাপদ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু ময়ি সহায়ে সতি তব জয় এব নিশ্চিত ইত্যত আহ যানেবেতি, ইষ্টনাশাৎ জয়োঽপি পরাজয় এব ইত্যর্থঃ। যত্তু নিশ্চিতেঽপি ভৈক্ষ্যশ্রেয়স্ত্বে পুনর্যুদ্ধভৈক্ষ্যয়োঃ কতরৎ শ্রেয় ইতি সংশয়ো নোচিতঃ, অতো নঃ অস্মাকং মধ্যে কতরৎ সৈন্যং গরীয় ইতি ব্যাখ্যেয়মিতি। তদসৎ, 'ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা' ইতি বাক্যশেষাৎ উক্তসংশয়স্যৈব উচিতত্বাৎ সৈন্যগরীয়স্ত্বসংশয়েনৈব জয়সংশয়ে অন্যথাসিদ্ধে অন্তরসংশয়বৈয়র্থ্যাৎ বিশিষ্যাধ্যাহারদোষাচ্চ ৬

বিশ্বনাথ :—কিঞ্চ গুরুদ্রোহে প্রবৃত্তস্যাপি মম জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিত্যপি ন জ্ঞায়তে ইত্যাহ নচৈতদিতি, তথাপি নঃ অস্মাকং কতরৎ জয়পরাজয়য়োর্মধ্যে কিং খলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবিষ্যতি এতন্ন বিদ্মঃ। তদেব পক্ষদ্বয়ং দর্শয়তি যদ্বেতি এতান্ বয়ং জয়েম নঃ অস্মান্ বা এতে জয়েয়ুরিতি। কিঞ্চ জয়োঽপি অস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এব ইত্যাহ যানেবেতি। ৬

মিতভাষ্যম্ :—এবং শ্রেয়োভোক্তুমিত্যনেন যুদ্ধাভাবপক্ষস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং বিমৃষ্যাপি "বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেত" ইতি লোকস্বাভাব্যাৎ শোকাকুলত্বাচ্চ স্ববিমর্ষে অকৃতপ্রত্যয় আহ নচৈতদ্ বিদ্ম ইতি, অনয়ো র্যুদ্ধতদভাবয়ো র্মধ্যে কতরৎ গরীয়ঃ শ্রেষ্ঠং গুরুবধাদিরাহিত্যাৎ যুদ্ধাভাবঃ স্বধর্ম্মত্বাৎ যুদ্ধং বেতি ন বিদ্মঃ নিশ্চিনুমঃ। অত্র প্রকৃতত্বাৎ যুদ্ধতদভাবয়োরেব সংশয়কোটিত্বং ন ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োঃ 'যদ্বাজয়েম যদিবা নোজয়েয়ুরি'ত্যুক্তেঃ 'ন যোৎস্যে' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ ভৈক্ষ্যভোগয়োরুত্তরকালিকফলত্বাচ্চ। অথবা কৃতেঽপি যুদ্ধে বয়ং বিপক্ষান্ জয়েম জেষ্যামঃ, অথবা এতে নঃ অস্মান্ জয়েয়ুঃ জেষ্যন্তীত্যপি ন বিদ্মঃ। কিঞ্চ প্রাপ্তেঽপি জয়ে ন নঃ সুখং ভাবীত্যাহ যানেবেতি, যানেব হত্বা বয়ং ন জিজীবিষামঃ জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ তে ধার্ত্তারাষ্ট্রাঃ ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়া ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ প্রমুখে সম্মুখে অবস্থিতাঃ যুদ্ধার্থমিতি শেষঃ। তথাচ জয়স্যাপি দুঃখাবহত্বাৎ যুদ্ধং ন কার্য্যমিতি ভাবঃ। অত্র "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি" ইতি মোক্ষাখ্যং শ্রৌতং শ্রেয়ো ন লক্ষিতং কিন্তু শুভমেব রাজ্যাদিকং প্রকরণাৎ তদর্থমেব যুদ্ধে প্রবৃত্তেঃ, স্পষ্টিতং চ "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানিচে"তি, "সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাদিতি" ন্যায়াৎ। মোক্ষস্য চাত্র গন্ধোঽপি নোপলভ্যতে, এবং নিত্যানিত্যবিবেকাদীনামপি। 'তন্মে ক্ষেমতরং ভবেদি'তি চ পাপাদিভয়াৎ যুদ্ধোপরতিরেব ন সর্বকর্ম্ম সন্ন্যাস উক্তঃ ক্ষত্রিয়স্যচ তত্রানধিকারাৎ, 'শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহে'তি চ রাজ্যনাশেঽপি কথঞ্চিৎ নির্বিদ্ধেনাপি কর্ম্মণা অল্পদোষাবহেণ দেহযাত্রানির্ব্বাহকীর্ত্তনং বোধ্যম্। ন চ মোক্ষে সন্ন্যাসাবশ্যাপেক্ষা গৃহস্থাদীনামপি মুক্তের্বক্ষ্যমাণত্বাৎ, বিস্তরস্তু ভাষাব্যাখ্যায়াং দ্রষ্টব্যঃ। ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

অন্বয়ঃ—কার্পণ্যং 'দৈন্যং' দোষঃ 'বংশনাশরূপঃ' তাভ্যাং উপহতস্বভাবঃ 'নষ্টশৌর্য্যাদিঃ' ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ 'ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকহীনঃ' অহং ত্বাং পৃচ্ছামি এতয়োর্মধ্যে যৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ 'শ্রেষ্ঠং' তৎ মে 'মহ্যং' ব্রূহি 'কথয়' অহং তে 'তব' শিষ্যঃ 'শাসনার্হঃ' অতঃ ত্বং প্রপন্নং 'শরণং গতং' মাং ত্বং শাধি 'আদিশ'। ৭

অনুবাদ—আরও বলিলেন, কাতরতা ও বংশনাশজন্য দোষের চিন্তায় আমার স্বভাব অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য শৌর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি ধর্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে ধর্ম্ম হইবে কি অধর্ম্ম হইবে কিছুই স্থির করিতে না পারায় মুগ্ধ হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যুদ্ধ করা ও না করা এই দুইটির মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে নিশ্চয় শুভ হইবে তাহা আমাকে বল, আমি তোমার শিষ্য হইতেছি, তোমার শরণাগত অর্থাৎ একান্তআশ্রিত আমাকে তুমি শিক্ষা দাও।৭

শ্রীধর ঃ—কার্পণ্যত্যাদি, অস্মাদেতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষঃ কুলক্ষয়কৃতঃ তাভ্যামুপহতো অভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি। তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ অধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ তদ্ব্রূহি, কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয়। ৭

নীলকণ্ঠ ঃ—উক্তসংশয়বানেব পৃচ্ছতি কার্পণ্যেতি, কার্পণ্যং দীনত্বম্, স্বভাবঃ শৌর্য্যং "তেজোধৃতির্দাক্ষ্যম্" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ। শেষং স্পষ্টম্। ৭

বিশ্বনাথ ঃ—নন্ন তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং ত্বমেব ব্রুবাণঃ ক্ষত্রিয়োভূত্বা ভিক্ষাটনং নিশ্চিনোষি তর্হলং মদুক্ত্যেতি তত্রাহ কার্পণ্যেতি, স্বাভাবিকস্য শৌর্য্যস্য ত্যাগ এব মে কার্পণ্যং 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ' ইত্যতো ধর্ম্মব্যবস্থায়ামপি অহং মূঢ়বুদ্ধিরেবাস্মি অতস্ত্বমেব নিশ্চিত্য শ্রেয়ো ব্রূহি। নন্ন মদ্ বচস্ত্বং পণ্ডিতমানিত্বেন খণ্ডয়সি চেৎ কথং ব্রূয়াং তত্রাহ শিষ্যস্তেঽহমস্মি নাতঃ পরং বৃথা খণ্ডয়ামীতি ভাবঃ। ৭

মিতভাষ্যম্ ঃ—নন্ন স্বধর্ম্মত্বাদ্ যুদ্ধমেব গরীয় ইত্যত আহ কার্পণ্যেতি, কার্পণ্যং পূর্ব্বোক্তং দৈন্যং দোষঃ গুরুবধকুলক্ষয়জন্যো পাপকুলধর্ম্মনাশাদিরূপঃ তাভ্যামুপহতঃ অভিভূতঃ স্বভাবঃ ক্ষত্রোচিতশৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য স তথা, তথা ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ক্ষত্রিয়াণাং

যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বেঽপি প্রকৃতে গুরুবধাদিহেতুত্বাৎ তৎ ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বা ইত্যেবং সংমূঢ়ং সন্দিগ্ধং চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ ত্বাং পৃচ্ছামি। অনয়ো যু‍দ্ধতদভাবয়ো মধ্যে যৎ নিশ্চিতম্ ঐকান্তিকং শ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং তৎ মে মহ্যং ব্রূহি আদিশ। ননু শিষ্যায়ৈব ধর্ম্মমুপদেশ্টুং ভবতি কথং সখ্যে তুভ্যমুপদেক্ষ্যামি তত্রাহ অহং তে তব শিষ্যঃ শাসনার্হোঽস্মি অতঃ ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি হিতমাদিশ ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মিকাণাং ধর্ম্মাধর্ম্মসংশয়ো হি গুরুতরক্ষোভহেতুরিতি তন্নিরাকৃতয়ে সখায়মপ্যুপসীদতি শূরশীর্ষণ্যো রণশীর্ষে। ৭

পুষ্পাঞ্জলি।—যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহাদের এই একটি বিপদ আছে যে যাহা করিতেছেন তাহা ধর্ম্ম হইতেছে কি অধর্ম্ম হইতেছে এইরূপ সন্দেহ হইলে তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন, এমন কি কেহ কেহ পাগলের মতও হইয়া যান, এই সময়ে কোন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট গিয়া নিজের বিপদের কথা জানাইয়া এই গুরুতর দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে সকাতরে অনুরোধ করেন, এখানে অর্জ্জুনেরও তাহাই হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা ধর্ম্ম ইহা তিনি জানিতেন, কিন্তু আত্মীয় ও গুরুজনের সহিত যুদ্ধ করা অধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার এখন মনে হইয়াছে ঐ জন্য তিনি "অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্" "কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহেচ পাতকম্" ইত্যাদি বলিয়াছেন, এইরূপে ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া সকাতরে ভগবানকে অনুরোধ বলিলেন যুদ্ধ করা ও না করার মধ্যে কোনটি ভাল তাহাই স্থির করিয়া আমাকে বল। অতএব যুদ্ধ না করা স্থির করিয়া পরে তিনিই বলিবেন 'ন যোৎস্যে' অর্থাৎ যুদ্ধ করিব না। পরম ধার্ম্মিক অর্জ্জুন অধর্ম্মভয়ে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন যে যাহাকে শকটচালকের মত "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, এখন তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিলেন। দেখা যায় যাহারা বিপদে পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করে, তাহারা মান-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন করিয়া সাধারণ লোকের নিকটও হীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুনও দারুণ মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বন্ধুর নিকটও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৭

এখানে ভিক্ষা করা অর্থাৎ সন্ন্যাস করা ও যুদ্ধ করা এই দুইটির সংশয় অর্জ্জুনের হৃদয়ে উদয় হয় নাই, কারণ "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে"......"ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্" এই কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে অর্জ্জুন সন্ন্যাসের জন্য ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন না, কিন্তু জীবিকার জন্যই ভিক্ষা করিতে চাইতেছেন। যেমন কোন লোক কোন নিষ্ঠুর কাজ করিতে বিরক্ত হইয়া বলে, 'এরূপ নৃশংস কাজ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাইলেও ভাল তথাপি একাজ আমি করিব না,' এখানে অর্জ্জুনও ঠিক সেইরূপ বলিলেন।

আর "নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ শ্রৌত শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রেয়ঃপদের অর্থ এখানে মোক্ষ নহে কিন্তু শুভ বা উপকার, কারণ মোক্ষের কোন উদ্দেশ্য দেখা যায়না সে উদ্দেশ্য থাকিলে তাঁহাদের বানপ্রস্থ গ্রহণ করাই উচিত ছিল, এত শোক তাপ ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের মধ্যে মোক্ষের কোন লক্ষণইত লক্ষ্য হয়না, কিন্তু শত্রুবধ করিয়া যে উপকার হয় তাহাকেই এখানে শ্রেয়ঃ শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে জানিবেন। সেইজন্য পূর্ব্বে রাজ্য উদ্ধারের জন্যই তাঁহাদের বিরাট্ উদ্‌যোগ আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই জন্যই এখানে স্বজন শব্দটি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা স্বজন নহে তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য লাভ করিলে উপকার বোধ হয়, কিন্তু যাহাদের জন্যই রাজ্যাদি লাভ করা হয় সেই স্বজনগণই যদি নিহত হয় তাহলে রাজ্যাদি লাভ করিয়া কি হইবে? এই জন্যই বলিয়াছেন "যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ" ইত্যাদি, আর স্বজনভিন্নকে বধ করিলেও যখন মোক্ষ হয় না তখন স্বজনকে বধ করিলে সুতরাং মোক্ষ হইবে না এরূপ ব্যাখারও কোন হেতু নাই, ইহা সম্পূর্ণ নিজের কল্পনাপ্রসূত ও অভিসন্ধিমূলক জানিবেন। যদি বল রাজ্যাদি লাভই শুভ হইবে, সেইজন্য বলিয়াছেন 'নচ রাজ্যং সুখানি চ' অর্থাৎ রাজ্য ও সুখ চাইনা, কেন চাই না? সেইজন্য বলিলেন, "কিংনোরাজ্যেন' ইত্যাদি, অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্যই লোকে রাজ্যাদি লাভের চেষ্টা করে, কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রায়ই অতদূর প্রয়াস করিতে লোকে চাহে না, সেই পুত্রাদিই যদি যুদ্ধে নিহত হয় তবে রাজ্য লইয়া কি হইবে? "যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো' এই গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। অতএব বুঝাগেল বংশে ভোগ করিবার কেহ থাকিবে না বলিয়াই তিনি রাজ্য চাইতেছেন না, মোক্ষ লাভের জন্য যে তাঁহার বৈরাগ্য আসিয়াছে তাহা নহে, তাহলে তিনি কটিবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে না আসিয়া আপনাদের অভিপ্রেত অরণ্যনিবাসকেই শ্লাঘনীয় বলিয়া স্থির করিতেন। "যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো" এই গ্রন্থে এই কথাই বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই জন্য "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানিচ।" "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে', 'যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ। ইত্যাদি শ্লোকে পুনঃ পুনঃ রাজ্যের কথাই বলিয়াছেন, মোক্ষের কোন নামও করেন নাই। আর আপনাদের মতে যুদ্ধে নিহত হইয়া উর্দ্ধগতি লাভ করিলে মোক্ষের কোন নিশ্চয়তাও নাই, কারণ প্রজাপতিলোক হইতে পুনরাবর্ত্তনও হয়। যেমন কোন ব্যক্তি নিন্দিত কার্য্যে বিরক্ত হইয়া বলে লক্ষ টাকা পাইলেও এ কাজ করিব না, সেইরূপ এখানেও "তুচ্ছ পৃথিবীর রাজ্যত কি ছার, ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও উহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিনা" এই কথা বলিয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে

আত্মীয় স্বজনের প্রতি গভীর মমতা বশতই তিনি রাজ্যাদি ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, মুমুক্ষুব্যক্তির কি এইরূপ বৈরাগ্য হয়? এমন কি তাঁহাদের হাতে যদি নিজের মৃত্যুও হয় তথাপি আত্মীয়গণকে তিনি হত্যা করিতে ইচ্ছুক নহেন। "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন" এই শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ রাজ্যাদি চাহিনা আত্মীয়গণ আমার বাঁচিয়া থাক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে, যাঁহার পুত্রাদির প্রতি এত মমতা কি করিয়া বলিব তাঁহার 'ইহামুত্র ফল-ভোগবিরাগ' হইয়াছে? "এই জন্য সঞ্জয়োক্তিতে বলা হইয়াছে "তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্" এখানে কৃপাশব্দের অর্থ স্নেহ। তিনি পুত্রাদির প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃ তাঁহাদের বিয়োগ শঙ্কা করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন, ইহাই কি বৈরাগ্যের লক্ষণ? "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কি ভোগৈ র্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো" ইত্যাদি দ্বারা দেখাইয়াছেন যাহাদের জন্যই ভোগ ও সুখ ইত্যাদি যাহা কিছু, সেই আত্মীয়গণ নিহত হইলে রাজ্য পাইয়া কি করিব? তিনি আত্মীয় বিয়োগ শঙ্কায় এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন যে নিজে জীবিত থাকিতেও চাহিতেছেন না। মুমুক্ষু ব্যক্তি কি জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করেন না? তবে তাঁহারা ভিক্ষাদি করেন কেন? এইজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই জীবিত শব্দের আসল অর্থটি নষ্ট করা হইয়াছে। যাঁহার জীবন ধারণেরই ইচ্ছা নাই তাঁহার যে রাজ্য লাভ অপেক্ষা বনে বাস করাই শ্লাঘনীয় এইরূপ অভিপ্রায় কি করিয়া সম্ভব হয়? অতএব বুঝিতে হইবে মোক্ষাঙ্গ শমদমাদির জন্য তিনি একথা বলেন নাই, এবং কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ বশতঃ গুরুতর পাপে পরলোকেও নরকে বাস করিতে হইবে, অতএব পাপের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলেন আমাকে যদি ইহারা হত্যা করে তাহা হইলে আমার পক্ষে ক্ষেমতর অর্থাৎ অত্যন্ত মঙ্গল হইবে, যেমন কোন ধার্ম্মিক-লোককে অর্থাদির লোভ দেখাইয়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে বলিলে তিনি বলেন আমি যদি মরি সেও ভাল তথাপি এমন নিষ্ঠুর কাজ করিতে পারিব না ইহাও ঠিক সেইরূপ। অতএব "তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ', ইহার দ্বারা মোক্ষাঙ্গ তিতিক্ষার কথাও বলা হয় নাই। আর পাপ করিলে পরজীবনে নরকে বাস করিতে হয় এখনও অনেকেই বলেন, অতএব দেহাতিরিক্ত যে আত্মা আছে ইহা ভারতের সাধারণ লোকেও জানে। "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে" ইহার দ্বারাও গুরুবধরূপ মহাপাপ না করিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেও ভাল এই কথাই বলিয়াছেন সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই। ভগবান বলিয়াছেন 'ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, কিন্তু 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদির দ্বারা বিচার করিয়া তিনি স্থির করিলেন যুদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ, অতএব পরে সঞ্জয়ের বাক্যে স্পষ্টই দেখা যায় 'ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীম্বভূবহ" অতএব যুদ্ধ করাও না করা এই দুইটি লইয়াই এখানে সংশয় হইয়াছে, সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যনিবাসের কোন কথাই বলেন নাই। প্রত্যুত জীবিকার জন্য ভিক্ষা করা বন অপেক্ষা গ্রামেই অধিক সম্ভব। অতএব ঐ দুইটির মধ্যে

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

অন্বয়ঃ—যৎ 'কর্ম্ম' ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ 'অত্যন্তশোষণকরং' মম শোকম্ অপনুদ্যাৎ 'অপনয়েৎ' তৎ কর্ম্ম অহং ন প্রপশ্যামি, ভূমৌ 'পৃথিব্যাম্' অসপত্নং 'নিষ্কণ্টকম্' ঋদ্ধং 'প্রভূতং রাজ্যম্ অবাপ্য 'প্রাপ্য' সুরাণাম্ 'দেবানাম্' আধিপত্যং 'প্রভুত্বম্' অবাপ্যাপি 'যদি প্রাপ্নুয়াং তথাপি' শোকনিবারণোপায়ং ন পশ্যামি। ৮

অনুবাদঃ—যদি বল তোমার যে এই দুঃখ হইতেছে কি করিলে ইহার প্রতিকার হয় তুমিই বিচার করিয়া তাহা স্থির করনা কেন? তাহা হইলে বলিতেছেন, যাহা আমার এই গভীর শোকের প্রতিকার করিতে পারিবে, এমন কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা; আমার এত কষ্ট হইতেছে যে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, আমি যদি সমৃদ্ধিশালী ও নিষ্কণ্টক পৃথিবীর রাজ্যও পাই. অথবা দেবগণের উপর প্রভুত্বও করিতে পাই তথাপি আমার শোক নিবারণের কোন উপায় দেখিতেছি না। অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য পাইলেও এমনকি স্বর্গরাজ্য পাইলেও আমার এ দুঃখ ঘুচিবেনা, যদিও স্বর্গরাজ্য পাইবার কোন আশা নাই, তথাপি শোকের গাঢ়তা দেখাইবার জন্য এ কথা বলিলেন, অতএব যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও যখন তীব্র দুঃখ অনুভব করিতেই হইবে তখন যুদ্ধ না করাই শ্রেয়, ইহাই আমার মত, এখন তোমার মত কি তাহাই বল। ৮

শ্রীধরস্বামীঃ—ত্বমেব চার্য্য যদ্‌যুক্তং তৎ কুরু ইতি চেৎ তত্রাহ নহি প্রপশ্যামীতি ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণম্ অতিশোষকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্ম অপনুদ্যাৎ অপনোদয়েৎ তদহং ন

যে টি শ্রেষ্ঠ তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল এই কথা বলিলেন, আত্মীয়গণের মৃত্যু সম্ভাবনায় ও নরকের ভয়ে তিনি এখন নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কি করিয়া ইহা হইতে উদ্ধার পাইবেন তাহারই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধ না করাই তাহার একমাত্র উপায় বুঝিয়া তাহাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন, সুতরাং মোক্ষ জিজ্ঞাসা তাঁহার হৃদয়ে মোটেই জাগে নাই। এবং যাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, যিনি দাঁড়াইতেও পারিতেছেন না যাঁহার মন ঘুরিতেছে দেহ কাঁপিতেছে তিনি প্রশান্তচিত্তই বা হইবেন কি করিয়া? অতএব ঐরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। আর মোক্ষ লাভের জন্য সন্ন্যাস করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়মও নাই গৃহস্থ প্রভৃতিও নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন ইহা এই গীতা শাস্ত্রে দৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে, বরং যাঁহারা বলেন সন্ন্যাস অত্যন্ত

পশ্যামীতি যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি এবমভীষ্টং তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ। ৮

নীলকণ্ঠঃ—নমু 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' ইতি যুদ্ধমেব শ্রেয় ইত্যুক্তং কিং পৃচ্ছসীত্যত আহ নহীতি, বন্ধুনাশনিমিত্তঃ শোকো রাজ্যলোভেন স্বর্গাধিপত্যলাভেন বা ন নিবর্ত্তয়িষ্যতে ইতি যুদ্ধাদন্যং কঞ্চিৎ নিবৃত্তিরূপং শমে পায়ং ব্রূহীত্যাশয়ঃ। অত্র অর্জ্জুনবিষাদ-ব্যাজেন ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিবিশেষণং ভৈক্ষচর্য্যা ইহামুত্রফলভোগবিরাগশ্চ দর্শিতঃ। ৮

বিশ্বনাথঃ—নমু ময়ি তব সখ্যভাব এব গৌরবঃ, অতস্ত্বাং কথমহং শিষ্যং করোমি তস্মাৎ যত্র তব গৌরবং তং কমপি দ্বৈপায়নাদিকং প্রপদ্যস্ব ইত্যত আহ নহীতি, মম শোকমপনুদ্যাৎ দূরীকুর্য্যাৎ এবং জনং ন প্রকর্ষেণ পশ্যামি ত্রিজগত্যেকং ত্বাং বিনা। স্বস্মাদধিকবুদ্ধিমন্তং বৃহস্পতিমপি ন জানামি ইত্যতঃ শোকার্ত্ত এব খলু কং প্রপদ্যেয় ইতি ভাবঃ। যৎ যতঃ শোকম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং মহানিদাঘাৎ ক্ষুদ্রসরসামিব উৎকর্ষেণ শোষো ভবতি। নমু তর্হি সাম্প্রতং ত্বং শোকার্ত্ত এব খলু যুধ্যস্ব ততশ্চৈতান্ জিত্বা রাজ্যং প্রাপ্তবতস্ত রাজ্যভোগাভিনিবেশেনৈব শোকোঽপযাস্যতি ইত্যত আহ অবাপ্যেতি, ভূমৌ নিষ্কণ্টকং রাজ্যং স্বর্গে সুরাণামাধিপত্যং বা প্রাপ্যাপি স্থিতস্য মম ইন্দ্রিয়াণামেতদুচ্ছোষণমেব ইত্যর্থঃ। ৮

মিতভাষ্যম্ঃ—নমু ত্বং বিচক্ষণঃ স্বয়মেব বিচারেণ প্রতীকারং শোকস্যাবধারয় কিং সখ্যুঃ শিষ্যত্বস্বীকারেণ তত্রাহ নহীতি, হি যতঃ যৎ কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াণাং মনআদীনাম্ উচ্ছোষণং নিতরামুত্তাপকরং মম শোকম্ অপনুদ্যাৎ নিরাকুর্য্যাৎ তৎ ন প্রপশ্যামি নিশ্চেতুং পারয়ামি, ব্যাকুলান্তঃকরণত্বাৎ। ভূমৌ পৃথিব্যাম্ অসপত্নং নিষ্কণ্টকম্ ঋদ্ধং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্য স্বর্গে সুরাণামাধিপত্যং দেবেন্দ্রত্বং প্রাপ্যাপি ঐহিকমামুষ্মিকং বা ভোগোৎকর্ষং লব্ধাপীত্যর্থঃ শোকাপনয়নসাধনং ন প্রকর্ষেণ পশ্যামি। রাজ্যার্থমেব নঃ খলু যুদ্ধোদ্যমঃ কিন্তু ভুবি নিষ্কণ্টক-সাম্রাজ্যলাভে স্বর্গরাজ্যলাভেঽপি বা ন মে তীব্রশোকপ্রমোকোভাবা, ন হি নরেন্দ্রপদং সুরেন্দ্রপদং বা গুরুস্বজনহত্যাপাপসিন্ধোস্তারকম্। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপী"তি শাস্ত্রাৎ, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তী"তি বক্ষ্যমাণাৎ।" "ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তী"তি শ্রুতেশ্চেতি ভাবঃ। ৮

আবশ্যক তাঁহাদের মতের রীতিমত প্রতিবাদই করা হইয়াছে। অতএব এখানে অপ্রাসঙ্গিক সন্ন্যাসের কথা তুলিবার কোন আবশ্যকও নাই জানিবেন।

অর্জুন আত্মীয়বিয়োগজনিত দুঃখে ও নরকের ভয়ে ভীত হইয়া তাহারই প্রতিকার-কারে জগদ্গুরু বন্ধুর একান্ত শরণাগত হইলেন। ৭

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ—গুড়াকেশঃ 'আলস্যহীনঃ' পরন্তপঃ 'শত্রুঘাতী অর্জ্জুনঃ' হৃষীকেশং 'ভগবন্তম' এবম্ 'উক্ত প্রকারং বচ' উক্ত্বা ন যোৎস্যে 'যুদ্ধং ন করিষ্যামি ইতি' গোবিন্দং উক্ত্বা তূষ্ণীম্বভূব। ৯

অন্বয়ঃ—হে ভারত 'ধৃতরাষ্ট্র'! হৃষীকেশঃ 'ভগবান্' প্রহসন্নিব 'প্রহাসং কুর্ব্বন্নিব' উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে বিষীদন্তং 'বিবাদযুক্তং' তম্ 'অর্জ্জুনম্' ইদং 'বক্ষ্যমাণং' বচঃ 'বাক্যম্' উবাচ 'কথয়ামাস'। ১০

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন গুড়াকেশ ও পরন্তপ অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া এবং যুদ্ধ করিবনা এই কথাও গোবিন্দকে বলিয়া চুপ করিলেন। ৯

অনুবাদ—হে ভারত! (ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশ প্রর্থাৎ অন্তর্যামী ভগবান্ যেন মধুর হাসিতে হাসিতে উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০

শ্রীধরস্বামীঃ—এবং মুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এব মিত্যাদি। ৯

শ্রীধরস্বামীঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যত আহ তমুবাচেতি, প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠঃ—তমিতি মূঢ়ে হপ্যয়মমূঢ়বদ্বদতীতি প্রহসন্নিব ইদং বক্ষ্যমাণম্ ॥ ৯। ১০

বিশ্বনাথঃ—অহো তবাপ্যেতাবান্ খব্ববিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অনৌচিত্য-প্রকাশেন লজ্জাম্বুধৌ নিমজ্জয়ন্, ইবেতি তদানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাস্যমনুচিত-মিত্যধরোষ্ঠি-কুঞ্চনেন হাস্যমাবৃণ্বংশ্চেত্যর্থঃ। হৃষীকেশ ইতি পূর্ব্বং প্রেম্নৈবার্জ্জুন-বাঙ্নিয়াম্যোঽপি সাম্প্রতমর্জ্জুনহিতকারিত্বং প্রেম্নৈবার্জ্জুনমনোনিয়ন্তাপি ভবতীতি ভাবঃ। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে ইত্যর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতা প্রবোধশ্চ উভাভ্যাং সেনাভ্যাং সামান্যতো দৃষ্ট এবেতি ভাবঃ ॥ ৯। ১০ ॥

গিতভাষ্যম্ঃ—ততঃ কিং কৃতমর্জ্জুনেনেত্যাকা ।ঙ্ক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেতি, গুড়াকেশঃ অতন্দ্রঃ সর্ব্বদোৎসাহবানিতি যাবৎ পরন্তপঃ শত্রুবিমর্দ্দকোঽর্জ্জুনঃ হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তারং ভগবন্তম্ এবমুক্তপ্রকারমুক্ত্বা সন্দেহান্দোলিতচেতস্ত্বাৎ কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়ত্বং স্বস্য নিবেদ্যেত্যর্থঃ ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দমভিধায় তূষ্ণীংবভূব ভগবৎসিদ্ধান্তং শ্রোতুমিতি শেষঃ। অসামর্থ্যাৎ শত্রুভয়াদ্বা ন পরাঙ্মুখত্বং তস্য কিন্তু স্নেহাদধর্ম্মভয়াচ্চৈবেতি পার্থস্যান্তরো ভাবো ন সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ন্তুরীশ্বরস্যাগোচর ইত্যাবেদয়িতুং হৃষীকেশমিত্যুক্তম্, গোবিন্দমিতি বাক্যবিশারদস্য সম্যগুত্তরদানক্ষমত্বং দর্শিতম্, গুড়াকেশঃ পরন্তপ ইতি চ তস্য যুদ্ধবৈমুখ্যমাগন্তুকম্ স্বতস্তু সর্ব্বদোৎসাহবত্ত্বং বিপক্ষপক্ষক্ষপণাতিক্ষমত্বমিতি চ। ৯

মিতভাষ্যম্ঃ—অর্জ্জুনবাক্যমেব ভগবতা মৌনেন সমর্থিতম্ উক্তং বা কিঞ্চনাস্যদিতি শ্রোতুং সাগ্রহমপেক্ষমাণং ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ তমুবাচেতি, হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামকঃ, এতেন শিষ্যান্তর্গতভাবজাতস্যসম্যগ্দর্শনাৎ তন্নিয়মনক্ষমত্বং জগদ্গুরোর্দর্শিতম্। প্রহসন্নিব প্রহাসং কুর্ব্বন্নিব পূর্ব্বং ভীষ্মাদিভিরেবাসীৎ তব সংগ্রামস্তদা বিষাদঃ কথং নাসীৎ? ইদানীং বা কুতো জাতঃ? স্বয়ংচ শ্রুতসম্পন্নো বিশ্রুতবীর্য্যোঽপি বিনা সদ্গুরুকরুণাং ন ক্ষমঃ সংশয়জালচ্ছেদনে ইতি সখ্যুরপি শিষ্যত্বমাশ্রিত ইতি ভাবঃ। শিষ্যে প্রহাসো ন যুক্ত ইতীবেতি, উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে শূরপ্রবরস্য তব স্ব-পরপক্ষসন্নিধৌ ন যুক্তোবিষাদ ইতিভাবঃ, বিষীদন্তং তমর্জ্জুনম্ ইদং বক্ষ্যমাণম্ 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমি'ত্যাদিকমুবাচ ইত্যর্থঃ ।১০

পুষ্পাঞ্জলি—এখানে অর্জ্জুনকে গুড়াকেশ বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন, সুতরাং আলস্যহীন, এবং তাঁহাকে পরন্তপ অর্থাৎ শত্রুবিজয়ীও বলা হইয়াছে এই দুইটি শব্দের দ্বারা বলা হইল যিনি দিবা রাত্রি যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করেন অথচ কাতর হন না, তিনি এইরূপ অসাধারণ পরাক্রমশালী বীর হইয়াও পাপের ভয়ে অবসন্ন হইয়া যুদ্ধ করিবনা বলিয়া স্থির করিলেন। আর এখানে ভগবানকে হৃষীকেশ ও গোবিন্দ বলা হইয়াছে, হৃষীকেশ শব্দের অর্থ যিনি ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক, অর্থাৎ অর্জ্জুনের ইন্দ্রিয়গুলি বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে সেজন্য তিনি বসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সেই নষ্ট ইন্দ্রিয়স্থানগুলিতে তিনি নিজের অপ্রাকৃত মহাশক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি ভক্তকে নবীন ওজ তেজ বল ও বীর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেন, তিনিই হৃষীকেশ ও তিনিই প্রকৃত গুরু,। এইরূপ জগদ্গুরু ভগবানের প্রদত্ত শক্তি বল বুদ্ধি ইত্যাদি লইয়া নিরভিমান হইয়া যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা অবৈধ কার্য্য করিয়াও অকর্ত্তা হন বলিয়াই অর্জ্জুন মহাত্মা-ভীষ্মকে এবং অসংখ্য মানবকে হত্যা করিয়াও নিষ্পাপ ও জগদ্বরেণ্য মহাত্মা বলিয়া এখনও জগতে পূজা পাইতেছেন, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্ব যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"
"হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! তুমি বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ কর"। "সেই ব্যক্তি সমগ্র লোককে হত্যা করিয়াও হত্যাকারী হয় না, এবং কোন পাপে লিপ্ত হয়না"। অর্থাৎ শিল্পী (মিস্ত্রী) যেমন মনিবের জন্য নানাবিধ কারুকার্য্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াও নিজেকে কর্ত্তা অর্থাৎ মালিক বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ তুমিও অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া গেলে পাপ বা পুণ্যে লিপ্ত হইবেনা। এইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস সূত্র করিয়াছেন "যথা চ তক্ষোভয়থা।" অর্থাৎ নিরভিমান শিল্পীর মত জীব কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা হয়। যদি কেহ বিশ্বগুরুর নিকট হইতে ঐরূপ শক্তি আদায় করিতে পারেন তাহা হইলে তিনিও অর্জ্জুন হইয়া যাইবেন তাঁহার গীতাপাঠও সার্থক হইবে। এবং গোবিন্দ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট বক্তা, নিখিল জ্ঞান বিজ্ঞানের খনি অসংখ্য বাক্যরাশি বেদের যিনি বক্তা তিনিই প্রকৃত পক্ষে গোবিন্দ হওয়া উচিত, এইজন্য ভগবান্‌কে এখানে গোবিন্দ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিবার ঠিক যোগ্যতম ব্যক্তি। এখানে অর্জ্জুন ভগবানকে গুরু করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় রহিলেন—অর্জ্জুন মহাভাগ্যবান্ ছিলেন বলিয়া বিশ্বগুরুকে গুরুরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু সকলের ভাগ্যে সেরূপ গুরু পাওয়া সম্ভব হয় না, অথচ গুরু না পাইলেও সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভব নাই, অতএব কোন্ ব্যক্তিকে গুরু করিয়া লোক ভগবদুপাসনায় আত্মনিয়োগ করিবেন সে কথা শাস্ত্রকারগণ দয়া করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, সাধারণের যদি কিছু উপকার হয় সেই জন্য গুরু শিষ্য সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিলাম। তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুশব্দের অর্থ এইরূপ বলা হইয়াছে যে, গকারের অর্থ যিনি সিদ্ধিদান করেন, র কারের অর্থ যিনি পাপ নাশ করেন, উকারের অর্থ শিব, এই তিনটি মিলিত হইয়া গুরু হন এবং তিনি পরম দেবতা। এবং গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু শব্দের অর্থ যিনি তাহা নাশ করেন, অর্থাৎ শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকারনাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে গুরু বলা হয়† বেদ গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" অর্থাৎ যিনি গুরু হইবেন তিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া চাই, যিনি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী স্বজাতীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলা হয়। * তাহা হইলেই বুঝা গেল যে বেদজ্ঞ স্বধর্ম্মসেবী ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণই গুরু হইবেন। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যিনি শিষ্যকে সদুপদেশ

---

† "গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ॥ গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে" ॥ তন্ত্রার্ণব।

* "একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়ভিরঙ্গৈরধীত্য বা। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥"

দিয়া সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, এবং দুর্বৃত্ত শিষ্যকে সংহার করিতেও পারেন, এবং যিনি তপস্বী সত্যবাদী ও গৃহস্থ আশ্রমে আছেন এইরূপ সদ্ব্রাহ্মণকে গুরু বলা হয়। § ইহার দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সদাচারসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণই গুরু হইবার উপযুক্ত পাত্র এবং তিনি গৃহস্থ হওয়া উচিত। কিন্তু যদি এমন হয় যে বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দেশে পাওয়া যাইতেছেনা, তাহা হইলে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকটও বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষত্রিয় সেই ব্রাহ্মণের গুরু হইবেন না, ইহা বেদে একটি উপাখ্যানের দ্বারা বুঝান হইয়াছে, যথা—কোন ব্রাহ্মণ বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন ক্ষত্রিয়ের নিকট গিয়াছিলেন তখন সেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বলিলেন, উত্তম জাতি ব্রাহ্মণ গুরু হইবার অধিকারী হইয়া যাহার গুরু হওয়া উচিত নহে সেই ক্ষত্রিয়ের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে, ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, অতএব আপনিই গুরু হইয়া থাকুন। তবে আপনি যে বিদ্যাটি জানেন না ঐ বিদ্যাটি কেবল আপনাকে জানাইয়া দিব, এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হাতে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত ধরিয়া উঠানয় বুঝাইল যে তাঁহার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহারই করিলেন, অতএব তাঁহাদের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হয় নাই। † এই শ্রুতির অভিপ্রায় লইয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—আপদের সময় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গুরু না পাইলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন ও বিনীত ব্যবহারাদি পবিত্র সেবা করিবেন, কিন্তু তাঁহার পদধৌত করা বা উচ্ছিষ্টভক্ষণাদি করিবেন না, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে সেই ব্রাহ্মণই তখন সেই ক্ষত্রিয়ের গুরু হইয়া দাঁড়াইবেন। এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে চিরদিনের জন্য গুরু করিবেন না।*

হরিভক্তিবিলাসে আছে উত্তম জাতি বর্ত্তমান থাকিতে যে ব্যক্তি অধম জাতির শিষ্য হয়, তাহার ইহকাল ও পরকালে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব শাস্ত্রের উপদেশমত চলিবে, এবং অধম জাতি উচ্চ জাতিকে দীক্ষা দিবেনা। §

অতএব বেদ স্মৃতি তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উচ্চ জাতি অধম জাতিকে গুরু করিবে না; যদি কেহ কোন কারণ বশতঃ অধম জাতিকে গুরু করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই কল্পিত গুরুকে ত্যাগ করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে গুরু করিবেন, কারণ সে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরুই হয় নাই। আর যাহারা ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে তাহাদের ইহকাল ও পরকালের সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ হরিভক্তিবিলাসধৃত শাস্ত্র বাক্যই তাহার প্রমাণ জানিবেন। ৯

---

§ "উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে" আগম সংহিতা॥

† "সহোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং পাণাবাদয়োত্তস্থৌ" শ্রুতি॥

* "অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে। অনুব্রজ্যাচ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥" নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ।" মনু।

* "মন্ত্রদঃ ক্ষত্রিয়ো বিপ্রৈঃ শুশ্রূষ্যনুগমাদিনা। প্রাপ্তবিদ্যো ব্রাহ্মণশ্চ পুনস্তস্য গুরুর্মতঃ॥" ব্যাস

§ বিদ্যমানেতু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্। তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥" ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ।" ইতি হরিভক্তিবিলাসধৃতনারদপঞ্চরাত্র

পুষ্পাঞ্জলি—অর্জ্জুনের আঁতের খবরটি পর্য্যন্ত জানিয়া তাঁহাকে চাল'ইতেছেন বলিয়া ভগবানকে এখানেও হৃষীকেশ বলা হইল। ভগবানের হাঁসিকে উৎকৃষ্ট হাঁসি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মৃদু মন্দ স্নিগ্ধ মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ হাঁসিই উৎকৃষ্ট হাঁসি, ভগবানের এই হাঁসির মধ্যে বহুবিধ রহস্য নিহিত রহিয়াছে, প্রথম—যাহাকে অত্যন্ত সুহৃৎ বলিয়া অকৃত্রিম ব্যবহার করিয়া আসিতেছ,—যাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন উপবেশন করিতেছ, একত্র আহার করিতেছ, এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছ, সুখে দুঃখে সকল সময়ে নর-নারায়ণ দুইজন একপ্রাণে অকপটে মধুময় সখ্যভাবে বিভোর হইয়া রহিয়াছ, সেই সখারই শিষ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল,, ইহা একটি হাসির কারণ। দ্বিতীয়—এই যুদ্ধে তোমার আত্মীয়গণ নিহত হইবেন, কুলবধূগণ বিধবা হইবেন, বংশে নানাবিধ অধর্ম্ম আসিয়া প্রবেশ করিবে বর্ণসঙ্কর হইলে সমাজ রসাতলে যাইবে, পিতৃপুরুষগণ নরকে যাইবেন, ইত্যাদি কত কি সর্ব্বনাশের চিন্তাই করিতেছ. আর ইতি পূর্ব্বে বহুবার মহা মহা যুদ্ধ করিয়া কত শত পিতা মাতাকে দুরন্ত কৃতান্তের মত নিষ্ঠুরভাবে পুত্রহীন করিয়াছ. আর কত শত নিরপরাধ সুন্দরী কিশোরীর সমগ্র জীবনের অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর ফোটনোন্মুখ সুকুমার কমল কুঁড়ির মত স্নিগ্ধ হৃৎপিণ্ডকে বজ্রকঠোর হস্তে সমূলে উৎপাটন করিয়া বৈধব্য-দাবানলে স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপ করিয়াছ, কত গ্রাম কত নগর কত বংশ যে ধ্বংস করিয়াছ তাহার আর সীমা নাই, সে সময় তোমার এ ধর্ম্মবুদ্ধি ও হৃদয়ের কাতরতা কোথায় ছিল? তৃতীয়—যে পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে এখন কাতর হইতেছ, বিরাটের যুদ্ধে এই ভীষ্ম দ্রোণের শরীরেই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রক্ষেপ করিতে কিছুই ত কুণ্ঠিত হও নাই, তোমার দারুণ অস্ত্রাঘাতে তাঁহারা নিতান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিলেন শুনিয়াছি। চতুর্থ—বহুদিন হইতেই বহু চিন্তা করিয়া এই মহাসংগ্রামের আয়োজন চলিতেছে এতদিন মনের কোণেও ত এ সকল চিন্তা আসে নাই, এখন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহাবীর-পালিত বিরাট্ সৈন্য-সাগর দেখিয়া বুঝি করুণায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল? পঞ্চম—ক্ষত্রিয় সন্তান ধর্ম্মের জন্য সম্মুখযুদ্ধে অকাতরে জীবন দান করিলে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন ইহাইত শাস্ত্র-শিক্ষা, কিন্তু তোমার মত সুপণ্ডিত মহাবীরের মুখে এই সকল কথা এখন লাগিতেছে ভাল। ষষ্ঠ—তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক হৃদয়বান মহাবীর ইত্যাদি মহা মহাগুণশালী হইলেও আগন্তুক মোহবশত কাতর হইয়াই এই সব প্রলাপ করিতেছ। সপ্তম-জগতে আমিই একমাত্র কাজ করিতেছি তোমরা সব আমার খেলার পুতুল মাত্র, তোমাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভূভার হরণ করিবার জন্য আমিই এ যুদ্ধের আয়োজন আবার তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতে জ্ঞানামৃত বর্ষণ করিবার জন্য আমিই তোমাকে, করিয়াছি, এই পাগল করিয়াছি ইত্যাদি আরও কত কি ভাব এই কাল ঠাকুরটির হাঁসির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ভাবুক সাধক একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ—অশোচ্যান্ 'শোকাযোগ্যানেব ভীষ্মাদীন্' অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি' চ 'কিন্তু' প্রজ্ঞাবাদান্ 'পণ্ডিতোপযুক্তবাক্যানি ভাষসে 'কথয়সি' পণ্ডিতাঃ 'জ্ঞানিনঃ গতাসূন্ 'গতপ্রাণান্' চ 'এবম' অগতাসূন্ অনির্গতপ্রাণান্' নানুশোচন্তি 'শোকং ন কুর্ব্বন্তি। ১১

অনুবাদ—ভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন যাঁহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তুমি তাঁহাদের জন্য শোক করিতেছ। অথ পণ্ডিতের উপযুক্ত কথা বলিতেছ, (কিন্তু পণ্ডিতের মত কাজ করিতেছ না) কারণ পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির জন্যই শোক করেন না। ১১

শ্রীধর :—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ অশোচ্যানিত্যাদি, শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূনন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি, যতঃ পণ্ডিতা গতাসূন্ গতপ্রাণান বন্ধূন্, অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি। পণ্ডিতাঃ বিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ :—অর্জ্জুনস্য দেহনাশে আত্মনাশধীঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধে চাধর্ম্মধীরিতি মোহদ্বয়ং তত্রাদ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঽত্রভূতৈর্বিংশত্যা শ্লোকৈরপনিনীষন্ শ্রীভগবানুবাচ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিতি। "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে" ইতি শ্রুতেঃ দেহাদ্যুপাধিনাশে ঽপ্যাকাশবৎ নাশরহিতত্বেন অশোচনীয়ান্ ভীষ্মাদীনন্বশোচঃ কথমেতে গুরবো ময়া হন্তব্যাঃ কথং বা তৈর্বিনাঽহং জীবিষ্যামীতি শোকং কৃতবানসি। এবং মূঢ়োঽপি ত্বং প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতাং দেহাদন্যমাত্মানং জানতাং বাদান্ শব্দান্ "নরকে নিয়তং বাসঃ" "পতন্তি পিতরো হ্যেষাম্" ইত্যাদীন্ ভাষসে পরং ন তু প্রজ্ঞাবানসি। অত্র হেতুঃ গতাসূনিতি। গতাসূন্ গতপ্রাণান্ দেহান্ নানুশোচন্তি প্রত্যুত নির্হরন্ত্যেব। এতেন প্রাণ এব ইষ্টো ন তু দেহঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, "প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণ আচার্য্যঃ" ইত্যাদিঃ। অতএব সপ্রাণান্ এতান্ অবগণয়ন্তং নরং পিত্রাদিহন্তা ত্বমসি ধিক্ত্বামিতি বদন্তি উৎক্রান্তপ্রাণান্ দহন্তমপি নৈবং বদন্তীতি লোকবেদপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ আত্মা দেহাদন্যঃ চেতনত্বাৎ ব্যতিরেকেণ ঘটবৎ। দেহো ন চেতনঃ, দৃশ্যত্বাৎ ঘটবৎ। যদি দেহশ্চেতনঃ স্যাৎ, মৃতেপি তত্র চৈতন্যমুপলভ্যেত। তস্মাদ্দেহনাশেনাত্মনাশং মন্বানো মূর্খ এবাসীত্যর্থঃ।

যত্তু প্রজ্ঞানাং পণ্ডিতানাং অবাদান্ বক্তুম্ অযোগ্যান্ ভাষসে ইতি তার্কিকব্যাখ্যানং তৎ অর্হার্থঘ্নো দুর্লভত্বাৎ বিশিষ্যাধ্যাহারসাপেক্ষত্বাচ্চোপেক্ষ্যম্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথঃ—ভো অর্জ্জুন তবায়ং বন্ধুবধহেতুকঃ শোকো ভ্রমমূলক এব। তথা "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিকোঽবিবেকস্তবাপ্রজ্ঞামূলক এবেত্যাহ অশোচ্যানিতি। অশোচ্যান্ শোকানর্হানেব ত্বমন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি। তথা ত্বাং প্রবোধয়ন্তং মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে, প্রজ্ঞায়াং সত্যামেব যে বাদাঃ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীনি বাক্যানি তান্ ভাষসে, নতু তব কাপি প্রজ্ঞা বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। যতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ, গতাসূন গতা নিঃসৃতা ভবন্ত্যসবো যেভ্যঃ তান্ স্থূলদেহান, ন শোচন্তি তেষাং নশ্বরস্বভাবত্বাদিতি ভাবঃ। অগতাসূন অনিঃসৃতপ্রাণান্ সূক্ষ্মদেহানপি ন শোচন্তি তে হি মুক্তেঃ পূর্ব্বমনশ্বরা এব উভয়েষামপি তথা তথা স্বভাবস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। মূর্খাস্তু পিত্রাদিদেহেভ্যঃ প্রাণেষু নিঃসৃতেষ্বেব শোচন্তি সূক্ষ্মদেহাংস্তু ন তে প্রায়ঃ পরিচিন্বন্ত্যতস্তৈরলম্। এতে হি সর্ব্বে ভীষ্মাদয়ঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতা আত্মান এব। আত্মনাস্তু নিত্যত্বাৎ তেষু শোকপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যতস্ত্বয়া যৎ পূর্ব্বমর্থশাস্ত্রাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রং বলবদিত্যুক্তং, তত্র ময়া তু ধর্ম্মশাস্ত্রাদপি জ্ঞানশাস্ত্রং বলবদিত্যুচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—দেহাত্মনোরবিবেকেন দেহনাশাদেবাত্মনাশভ্রমাৎ সঞ্জাতেন শোকেন পাপভয়েন চ স্বধর্ম্মবৈমুখ্যং পরধর্ম্মস্পৃহাদিশ্চেত্যনর্থজাতমর্জ্জুনস্য মন্বানঃ সর্ব্বানর্থনিদানং দেহাত্মনোরবিবেক এবেতি বিবিচ্যচানন্তজ্ঞানবিজ্ঞানাকরোঽশেষদোষাণাং লেশেনাপি শূন্যো জগদ্গুরুঃ কৃপয়া শিষ্যমাত্মানং দেহাতিরিক্তং পরিবোধয়তি অশোচ্যানিতি, শোকানর্হানেব ভীষ্মাদীন অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি, নহি ভীষ্মাদয়স্তত্তদ্দেহরূপাঃ কিন্তু আত্মান এবেতি নিত্যানাং তেষাং বিনাশায় ন শক্তঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অজ্ঞোঽপি সন্ ব্রবীষিচ প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতাং বাক্যানি, ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ 'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদমি'ত্যাদিনা প্রতিবোধিতোঽপি মদ্বাক্যমপ্যাক্ষেপ্তুমুৎসহসে 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদিনেত্যজ্ঞোঽপি বিজ্ঞবদ্ ব্রুবাণো দুর্নিগ্রহোঽসীত্যর্থঃ। ননু নাহমজ্ঞঃ কিন্তু প্রাজ্ঞ এবাতঃ প্রজ্ঞাবাদং ভাষে ইত্যত আহ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ অগতাসূন্ অনির্গতপ্রাণান্ মুমূর্ষূংশ্চ লোকান্ ন শোচন্তি, যে হি দেহাত্মবিবেকবন্তস্তে আত্মনাং নিত্যত্বাদবিনাশিত্বং দেহানাংচ অনিত্যত্বাদ্ বিনাশিত্বং মত্বা নাত্মার্থং দেহার্থং চ শোচন্তি, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতিশ্রুতেরিতি শোকাভিভূতো ন ত্বং পণ্ডিত ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ তত্তদ্দেহস্থা আত্মান এব ভীষ্মাদয়ো ন দেহা ইত্যভিপ্রায়ঃ।

অত্র দেহাদির্জন্মনাশবত্ত্বাদনিত্যো ন মিথ্যা, বক্ষ্যতি চ ভগবান্ "আগমাপায়িনোঽনিত্যা" "অনিত্যমসুখং লোকমি"তি চ, নিন্দিষ্যতি চ মৃষাবাদিনঃ "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহ-

ন্নীশ্বরমি"তি। সমাধিকালেচ চিত্তস্য আত্মৈকাগ্র্যাদপ্রতিভাসো বস্তূনাং ন মিথ্যাত্বাৎ জাগ্রৎকালে বিষয়বিশেষনিষ্ঠস্য বিষয়ান্তরাপ্রতিভাসবৎ, মিথ্যাত্বে দেহস্থিত্যে অন্নজলাদৌ প্রবৃত্তির্নোৎপদ্যেত, জায়তে চ, নচ দগ্ধপটন্যায়েন বাধিতানুবৃত্ত্যা তথেতি বাচ্যং ন হি পটস্য দগ্ধত্বং জানন্ কশ্চিদমূঢ়স্তং পরিধত্তে। বক্ষ্যতিচ ভগবান দৃষ্টতত্ত্বস্যাপি কর্ম্মাধিকারং "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতস" ইতি, নহি যজ্ঞীয়দ্রব্যাণাং তুচ্ছত্বং জানন্নধিকারী ভবতি, শ্রদ্ধাবত এবাধিকারাৎ। দৃশ্যতেচ জ্ঞানিনোঽপি ব্যাসস্য শুকবিরহেণ শোকাৎ সন্তাপঃ রুদ্রানুনয়াচ্চ তচ্ছান্তিঃ, যথা শান্তিপর্ব্বণি—

"তমুবাচ মহাদেবঃ শান্তপূর্ব্বমিদং বচঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা" ॥ ইতি

নৈতৎ দেহাদে র্মিথ্যাত্বে যুজ্যতে, ন খলু দগ্ধপটস্য বাতাদিভির্ব্যুচ্ছিত্তৌ কশ্চিৎ শোচতি, শ্রুতয়শ্চ জগতঃ সত্যত্বমেবাহুর্নমিথ্যাত্বম্, "ততো বৈ সদজায়ত" "কথমসতঃ সজ্জায়েত" "অন্নং প্রাণো মনঃ সত্যম্" "নামরূপে সত্যম্" ইতিচ। মহাভারতং চ

"ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিরি"তি

ব্যবহারিকসত্যনাম্নাচ কিঞ্চিৎ বৌদ্ধানামেব তন্ত্রে দৃশ্যতে, যথা "প্রমাণভূতং ব্যবহারসত্যং প্রমেয়ভূতং পরমার্থসত্যমি"তি চন্দ্রকীর্ত্তিঃ। পরীক্ষকাশ্চ সর্ব্বে বৈদিকাঃ পরমার্থ সত্যত্বমেবাহু র্জগতো ন মিথ্যাত্বমৃতে বেদশত্রোর্বৌদ্ধাৎ। পুরাণাদিষুচ যৎ ক্বচিৎ তাদৃশং বাক্যমুপলভ্যতে তৎ স্বমতখ্যাপনার্থং মিথ্যাবাদিভিঃ সাম্প্রদায়িকৈঃ কল্পিতমিতি ন প্রমাণতামশ্নুতে ইতি ভাব্যম্। যদ্যপ্যত্রার্জ্জুনস্য পাপভয়াৎ স্বজনবিয়োগশোকাচ্চ যুদ্ধান্নিবৃত্তস্য তত্রৈব ভগবৎ সিদ্ধান্তশ্রবণার্থং জিজ্ঞাসা নাত্মবিচারশ্রবণার্থং, তথাপি লব্ধসুযোগেন ভগবতা স্বয়মেব কৃপয়া শিষ্যস্য শোকমূলোৎপাটনার্থং লোকহিতার্থং চ আত্মবিচারাদিরবতারিতঃ অন্যথা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যদি" ত্যাদ্যেবাভ্যধাস্যদিতি জ্ঞেয়ম্। ১১

পুষ্পাঞ্জলি—অর্থাৎ অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবনা বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিজের উপরও বিশ্বাস না থাকায় ভগবানের মতের অপেক্ষায় রহিলেন। তখন যে দোষ দেখিয়া তিনি যুদ্ধ করিবনা বলিলেন সেই দোষগুলি খণ্ডন করিবার জন্য ভগবান্ শাস্ত্র ও যুক্তির অবতারণা করিতেছেন। যদিও অর্জ্জুন পাপের ভয়ে ও আত্মীয়বিয়োগের শোকে কাতর হইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব সাধন তত্ত্ব বা নানাবিধ দার্শনিক বিচার শুনিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিলনা, থাকিলে কিছু না কিছু উল্লেখ করিতেন, কিন্তু কিছুই করেন নাই, তথাপি ভগবান্ এই সুযোগে বিশ্ববাসী মনুষ্যমাত্রের উদ্দেশ্যে অমৃতময় আধ্যাত্মিক উপদেশ রাশি বর্ষণ করিয়া তাঁহার ও জগতের পরম কল্যাণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন কারণ পরম-কারুণিক গুরু স্নিগ্ধ শিষ্যকে সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ

করিবার জন্য শিষ্যের নিকট অন্তরের তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন। * অতএব অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম যোগ ভক্তি ও জ্ঞান এই চারিটি সাধনতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বগুলি অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে ও বিশ্ববাসীকে ধন্য করিয়া দিলেন, এমন না হইলে আর গুরু? অর্জ্জুনের শোক নিবারণের জন্য আত্মজ্ঞান দান করিয়া চিরদিনের জন্য শোকের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া দিলেন, শ্রুতিতে আছে "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হন তিনি সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হন, অর্জ্জুনের পক্ষে ঠিক যেন মেঘ চাহিতে রাশি রাশি অমৃত আসিয়া উপস্থিত হইল, এখন প্রাণভরিয়া পান করিতে থাক, তিনি যুদ্ধ করা সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া প্রশ্ন করিলেন কিন্তু যাহা পাইলেন তাহা কেহ কখনো পাইয়াছেন কিনা বলিতে পারিনা, ইহা ঠিক যেন "কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নম্" অর্থাৎ কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে মাণিক পাইয়া গেলেন। গুরুও যেমন মহাত্মা শিষ্যও তেমনই ভাগ্যবান। অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়গণকে দেখিয়া শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাহার কারণ এই যুদ্ধে যদি আত্মীয়গণ মরিয়াই যায় তবে রাজ্য লইয়া আর কি হইবে ইত্যাদি। অর্জ্জুনের মত অতি বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে প্রত্যেক প্রাণীরই দেহ ভিন্ন আত্মা বলিয়া একটি উত্তম বস্তু আছে, এবং তাহার জন্ম মৃত্যু নাই সুতরাং নিত্য। অতএব তাহার জন্য ত শোক করা উচিত নহে, অথচ নির্ব্বোধের মত আত্মীয়গণের জন্য তিনি শোক করিতেছেন, এবং ভগবান্ সংক্ষেপে তাঁহাকে বুঝাইলেও পণ্ডিতের মত তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণের মত পূজনীয় ব্যক্তির দেহে কি করিয়া অস্ত্রাঘাত করিব ইত্যাদি। অথচ যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির জন্যই শোক করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন আত্মা নিত্য সুতরাং তাহার মৃত্যু নাই অতএব তাহার জন্য আর শোক হইবে কেন? আর দেহ ত অনিত্যই সুতরাং তাহা একদিন না একদিন মরিবেই অতএব তাহার জন্যও শোক করা উচিত নহে, কিন্তু দেহাদি মিথ্যা বলিয়া যে পণ্ডিতগণ তাহার জন্য শোক করেন না তাহা নহে, অতএব পরশ্লোকে আত্মার নিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দেহকে বিনশ্বর বলিয়াছেন কিন্তু মিথ্যা বলেন নাই। আর দেহাদি যে মিথ্যা একথা বেদে বা সাংখ্য বেদান্তাদি দর্শনে কোথাও পাওয়া যায় না, বরং বেদান্তে জগৎকে ও জাগতিক বস্তু সমূহকে সত্যই বলা হইয়াছে। কেবল বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধগণই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন।

এখানে কিন্তু অর্জ্জুনের মোহবশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছে, এবং দেহ নাশ হইলেই আত্মার নাশ হইবে মনে করিয়া তিনি আত্মীয়গণের জন্য শোক করিতেছেন, এবং মোহ বশতই স্বধর্ম্ম-যুদ্ধে তাঁহার অধর্ম্ম বুদ্ধি হইতেছে ও পরধর্ম্ম ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। এবং শাস্ত্রের নামে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অনেক কথাই বলিতেছেন। এই মোহই হইল জীবের সকল প্রকার অমঙ্গলের মূল, মোহ বশতই আত্মাকে ভূলিয়া দেহে আমি বলিয়া মনে হয়, এবং দেহে আমি বলিয়া বোধ হওয়ায় দেহের প্রিয় বস্তুতে অনুরাগ হয় ও অপ্রিয় বস্তুতে বিদ্বেষ জন্মে, এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষ বশতঃ শুভাশুভ নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এবং শুভাশুভ কর্ম্ম বশতঃ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রাণীতে জন্ম হয়, আর জন্ম হইলেই রোগ ইষ্ট বিয়োগ ইত্যাদি কারণে দুঃখ হইয়াই থাকে। এবিষয়ে বেদ বলিয়াছেন, "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি"

* "ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবোগুহ্যমপ্যুত" শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ শরীরযুক্ত হইলে সুখ-দুঃখ-ভোগ করিতেই হইবে। যেমন এই শরীরে কতকগুলি সুখ দুঃখ ভোগ করা হয়, তেমনই আবার কতকগুলি পাপ পূণ্য কর্ম্মও করিয়া ফেলা হয়, সেই কর্ম্ম বশতঃ আবার জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, এইরূপে জন্ম মরণের স্রোত চিরদিনই চলিতেছে এবং জীব দুঃখ-দাবানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, তবেই দেখুন দেহে আমি বলিয়া ধারণারূপ মোহই হইল সকল অনর্থের মূল। এই মোহকেই কোথাও অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলা হয়, কোথাও ভ্রম বলা হয়, কোথাও মায়া বলা হয়, কোথাও বা মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। মহর্ষি গৌতম তাঁহার কৃত ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়াছেন—

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইল। মহর্ষি পতঞ্জলি ইহাকেই বিপর্য্যয় বা বিপরীত বুদ্ধি বলিয়াছেন † ভাষ্যকার ইহাকে অবিদ্যা বলিয়াছেন ‡ এতদ্ভিন্ন সদসদনির্ব্বাচ্য ভাবরূপ একপ্রকার অদ্ভুত বস্তুকে মূল অবিদ্যা বলিয়া দর্শন শাস্ত্রে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ বেদান্তশাস্ত্রে ইহার নাম গন্ধও নাই, এইজন্য বিবরণ বা ভামতীগ্রন্থে এ বিষয়ে শ্রুতির উল্লেখ মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল বৌদ্ধগণই ঐ প্রকার অবিদ্যা বলিয়া একটি অদ্ভুত বস্তুর কল্পনা করিয়াছেন জানিবেন। আর বেদান্তশাস্ত্রে কর্ম্মকেই অবিদ্যা বলা হইয়াছে, ইহা আমরা ব্রহ্মসূত্র মিতভাষ্যে দেখাইয়াছি। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রোহন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ মহাত্মা বিষ্ণু হইতেই তম মোহ ইত্যাদি পাঁচ প্রকার অবিদ্যা জন্মিয়াছিল। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে দেহে আমি-বুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে না পারিলে দুঃখ ঘুচিবে না। আর প্রকৃত আমিকে (আত্মাকে) চিনিতে পারিলে তবে ঐ অনাদি ভ্রম ঘুচিবে, যেমন কোন ব্যক্তি অল্প অন্ধকারে একটি দড়িকে সর্প বলিয়া মনে করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে, কিন্তু কোন ব্যক্তি কৃপা করিয়া আলোর সাহায্যে যখন প্রকৃত দড়িকে দেখাইয়া দেয় তখন তাহার ভয় কাটিয়া যায় এবং সুস্থ হয়। এখানেও জগদ্গুরু স্বয়ংই কৃপা করিয়া প্রিয় শিষ্যের সর্ব্ববিধ দুঃখ নির্ম্মূল করিয়া দিবার জন্য জ্ঞান আলোকের সাহায্যে আত্ম-তত্ত্বের পরিচয় করিয়া দিতে আরম্ভ করিতেছেন। ১১

---

* ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়া দুরুন্নীতিতো
মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোঽবিদ্যেতি যস্যোদিতা" ॥ কুসুমাঞ্জলি

† "বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥"

‡ "সোঽয়ংপঞ্চপর্ব্বা ভবত্যবিদ্যা"। "অবিদ্যাঽস্মিতাদিপঞ্চসু ইত্যর্থঃ" ইতি তত্ত্ববৈশারদী।

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" ॥ যোগসূত্র

"অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ।
সাবিদ্যা, তরুসম্ভূতে বীজমেতৎ দ্বিধা স্থিতম্॥ বিষ্ণুপুরাণ

দ্বিতীয়াধ্যায়-শঙ্করভাষ্যম্

উপক্রমণিকা

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—'দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীক'মিত্যারভ্য 'ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীম্বভূব হ' ইত্যেদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারদুঃখবীজভূতদোষোদ্ভবকারণহেতুপ্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ো গ্রন্থঃ, তথাহি অর্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজনসম্বন্ধিবান্ধবেষু অহমেষাং মমৈতে ইত্যেবং ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তৌ আত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদিনা। শোকমোহাভ্যাং হি অভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষাত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্ যুদ্ধাদুপাররাম, পরধর্ম্মংচ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে চ! তথাচ সর্ব্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ; স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্মনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহঙ্কারা চ ভবতি, তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাধর্ম্মোপচয়াৎ ইষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতো ভবতীত্যতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ, তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাৎ আত্মজ্ঞানাৎ নান্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থমর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ অশোচ্যানিতি।

অত্র কেচিদাহুঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানমাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব, কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাৎ জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি, জ্ঞাপকঞ্চাহুরস্যার্থস্য 'অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি' 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' 'কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বম্' ইত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বাৎ বৈদিকং কর্ম্ম অধর্ম্মায় ইতীয়মপ্যাশঙ্কা ন কার্য্যা, কথং? ক্ষাত্রং কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণগুরুভ্রাতৃপুত্রাদিহিংসাদিলক্ষণমত্যন্তক্রূরতরমপি স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধর্ম্মায়, তদকরণে চ 'ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি' ইতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং স্বকর্ম্মাণাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রাগেব নাধর্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

তদসৎ, জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্বিভাগবচনাৎ বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োঃ 'অশোচ্যা'নিত্যাদিনা গ্রন্থেন ভগবতা যাবৎ 'স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য' ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং তৎ সাংখ্যং, তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনো জন্মাদিষড্‌বিক্রিয়াভাবাদকর্ত্তাত্মেতিপ্রকরণার্থনিরূপণাৎ যা জায়তে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ, সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ। এতস্যা

বুদ্ধের্জন্মনঃ প্রাগাত্মনো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকো মোক্ষসাধনানুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণো যোগঃ, তদ্বিষয়াবুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ, সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ। তথাচ ভগবতা বিভক্তা দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে 'এষা তে ঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু' ইতি, তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তা ইতি, তথা চ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং বিভক্তাং চ বক্ষ্যতি 'কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্' ইত্যেবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিঞ্চাশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োঃ একপুরুষাশ্রয়ত্বা-সম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি' ইতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ 'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ' ইতি, তত্রৈব চ 'প্রাগ্ দারপরিগ্রহাৎ পুরুষশ্চাত্মা প্রাকৃতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং, দ্বিপ্রকারঞ্চ বিত্তং মানুষং দৈবঞ্চ, তত্র মানুষ্যং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং, বিদ্যাং চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনং, "সোঽকাময়ত" ইতি অবিদ্যাকামবত এব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি "তেভ্যোব্যুত্থায় প্রব্রজন্তি", ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতোঽকামস্য বিহিতম্। তদেতদ্ বিভাগবচনমনুপপন্নং স্যাৎ যদি শ্রৌতজ্ঞানকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ ভগবতঃ।

নচ অর্জ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নোভবতি "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যাদিঃ' একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বা-সম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণে ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং ভগবত্য-ধ্যারোপয়েৎ মৃষৈব 'জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি'রিতি,' কিঞ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ অর্জ্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি, "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্" ইতি, কথমুভয়োরুপদেশে সতি অন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ? ন হি পিত্তপ্রশমনার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতলংচ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরৎ পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি, অথ অর্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত, তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং 'ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণেঃ সমুচ্চয় উক্তঃ কিমর্থমিত্থং ত্বং ভ্রান্তোঽসি' ইতি, ন তু পুনঃ প্রতিবচনমনুরূপং, পৃষ্টাদন্যদেব 'দ্বে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে' ইতি বক্তুং যুক্তম্। নাপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্বমুপপন্নম্। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ 'তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি' ইত্যুপালম্ভোঽনুপপন্নঃ। তস্মাৎ গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচিৎ দর্শয়িতুং শক্যঃ।

যস্য তু অজ্ঞানাৎ রাগাদিদোষতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মাকর্ত্তৃচেতি তস্য কর্ম্মণি

কর্ম্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তেঽপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বং যথা প্রবৃত্তিঃ তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে ন তৎ কর্ম্ম, যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ, যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রকর্ম্ম চেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে, তদ্বৎ তৎফলাভিসন্ধ্যহঙ্কারাভাবস্য তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ। তত্ত্ববিন্নাহং করোমীতি মন্যতে, ন চ তৎফলমভিসন্ধত্তে, যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনেঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মলক্ষণধর্ম্মানুষ্ঠানায় আহিতাগ্নেঃ কাম্য এবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিকৃতে বিনষ্টেঽপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোঽপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভবতি, তথাচ দর্শয়তি ভগবান্—"কুর্ব্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে" ইতি। অত্র যচ্চ "পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং" "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইতি, তত্তু প্রবিভজ্য বিজ্ঞেয়ং তৎ কথং? যদি তাবৎ পূর্ব্বে জনকাদয়ঃ তত্ত্ববিদোঽপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুঃ তে লোকসংগ্রহার্থং 'গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্ম্মসন্ন্যাসে প্রাপ্তেঽপি কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা ন কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃতবন্ত ইত্যেষোঽর্থঃ। অথ ন তে তত্ত্ববিদ ঈশ্বরসমর্পিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তিলক্ষণাং সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্ সত্ত্বশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি, "সকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্তস্যচ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা, তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।

তত্রৈবং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্যার্জ্জুনস্য অন্যত্রাত্মজ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ ততঃ কৃপয়া অর্জ্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতরন্নাহ অশোচ্যানিত্যাদি। ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্‌বৃত্তত্বাৎ পরমার্থরূপেণচ নিত্যত্বাৎ, তানশোচ্যান্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি, "তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তম্ অহং তৈর্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনে"তি, ত্বং প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানিচ ভাষসে, তদেতৎ মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যবিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়সি উন্মত্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্গতাসূন্ গতপ্রাণান্ অগতাসূন্ অগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতা আত্মজ্ঞাঃ, পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ "পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যে"তিশ্রুতেঃ। পরমার্থতস্তু নিত্যান্ অশোচ্যান্ অনুশোচসি অতোমূঢ়োঽসীত্যভিপ্রায়ঃ। ১১

কুতস্তেঽশোচ্যাঃ? যতো নিত্যাঃ, কথং? নত্বেব জাতু কদাচিদহং নাসং, কিন্তু আসমেব, অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিয়দিব নিত্যমেবাহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ। তথা ন ত্বং নাসীঃ, কিন্তু আসীরেব, তথা নেমে জনাধিপা নাসন্, কিন্তু আসন্নেব, তথা নচৈব ন ভবিষ্যামঃ কিন্তু ভবিষ্যামএব সর্ব্বে বয়ম্, অতঃ অস্মাদ্দেহবিনাশাদুত্তরকালেঽপি ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। দেহভেদাভিপ্রায়েণ বহুবচনং নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ। ১২

তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি, দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী, তস্য দেহিনো দেহবত আত্মনঃ অস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে যথা যেন প্রকারেণ কুমারভাবো বাল্যাবস্থা, যৌবনং যূনোভাবঃ মধ্যমাবস্থা, জরা বয়োহানিঃ জীর্ণাবস্থা, ইত্যেতাস্তিস্রোঽবস্থা অন্যোন্যবিলক্ষণাস্তাসাং প্রথমাবস্থানাশে ন নাশো দ্বিতীয়াবস্থোপজনে নোপজননমাত্মনঃ, কিং তর্হি ? অবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তিরাত্মনো দৃষ্টা যথা, তদ্বদেব দেহাদন্যো দেহান্তরং তস্য প্রাপ্তিঃ দেহান্তরপ্রাপ্তিরবিক্রিয়স্যৈবাত্মন ইত্যর্থঃ। ধীরোধীমান্ তত্রৈবং সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে। ১৩

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২

অন্বয়ঃ—অহম্ 'ঈশ্বরঃ' জাতু 'কদাচিদপি নাসমিতি ন 'কিন্তু আসমেব' ত্বম্ 'অর্জ্জুনঃ' নাসীরিতি ন 'কিন্তু আসীরেব' ইমে জনাধিপাঃ 'রাজানঃ নাসন্নিতি ন কিন্তু আসন্নেব' চ 'এবম্' বয়ং সর্ব্বে অতঃ পরং 'দেহনাশাৎ পরং ন ভবিষ্যাম 'ন স্থাস্যাম' ইতি ন 'কিন্তু স্থাস্যাম এব'। ১২

অনুবাদঃ—আত্মীয়গণের জন্য কেন শোক করা উচিত নহে তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু আমি পূর্ব্বে কখনও ছিলাম না যে তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয় ছিলাম। এইরূপ তুমিও যে কখনও ছিলেনা তাহা নহে, কিন্তু নিশ্চয় ছিলে, এই রাজন্যবর্গ কখনও ছিলেন না যে তাহা নহে, কিন্তু নিশ্চয় ছিলেন। এবং আমরা সকলে ইহার পরেও থাকিব না যে তাহা নহে, কিন্তু নিশ্চয় থাকিব। ১২

শ্রীধরস্বামীঃ—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ নত্বেবাহমিতি, যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবতিরোভাবতো নাসমিতি তু নৈব, অপিত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ, ন চ ত্বং নাসীর্নাভূঃ অপিত্বাসীরেব, ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি তু ন, অপিত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃ পরম্ ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবেতি জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ॥ ১২

নীলকণ্ঠঃ—ননু দেহাদন্যোঽপি দেহনাশেন নশ্যতাং, কোষকার ইব কোষনাশেনেতি তত্রাহ ন ত্বেবাহমিতি। ত্বমহমিমে চ সর্ব্বে অনাদয়োঽনন্তাশ্চ স্ম ইত্যর্থঃ। জাতু কদাচিৎ অহং ন আসমিতি ন অপিতু আসমেব, তথা ত্বমপি নাসীরিতি ন, অপি ত্বাসীরেব, ইমে জনাধিপাঃ রাজানঃ ইত্যুপলক্ষণং সর্ব্বস্য জন্তুজাতস্য, নাসন্নিতি ন, অপিত্বাসন্নেবেতি যোজনা অনাদিত্বাদনন্তত্বাচ্চেত্যাহ ন চেতি, ন ভবিষ্যাম ইতি নৈব, কিন্তু সর্ব্বে ভবিষ্যাম এব। ননু দেহস্যানাত্মত্বে কথং তৎপীড়য়াঽয়ং পীড্যত ইতি চেৎ যক্ষবৎ তদভিমানমাত্রাদিতি ব্রূমঃ। যদাহি যক্ষঃ পরশরীরে বিশতি তদা তৎপীড়য়া দেহপতির্ন বাধ্যতে, তস্য তদানীং দেহাভিমানাভাবাৎ যক্ষস্তু বাধ্যতেঽভিমানসত্ত্বাদিতি লোকে প্রসিদ্ধম্। কিন্তু প্রাচীন-কর্ম্মব্যতিরেকেণ জীবনং নোপপদ্যতে কৃতহানাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। বৃক্ষাদিষ্বপি প্রাক্কর্ম্মাস্তিত্বমনুমেয়ং, স্থাবরজীবিকা প্রাক্কর্ম্মপূর্ব্বিকা জীবিকাত্বাৎ পাকাদিক্রিয়াপূর্ব্বকাস্ম-দাদিজীবিকাবৎ। অপি চ ক্রিয়াবৈচিত্র্যাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যং দৃষ্টং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিষু তদ্বদিহাপি সুখদুঃখাদিবৈচিত্র্যং প্রাক্কর্ম্মবৈচিত্র্যাদনুমেয়ম্। তথা সদ্যোজাতস্য গোবৎসস্য স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিঃ, জন্তুমাত্রস্য মরণত্রাসৌচ প্রাগ্ভবীয়ানুভবজনিতসংস্কারজন্যৌ, ভোজনাদি প্রবৃত্তিশ্চোচ্ছ্বাসাদিবদিত্যতোঽস্তি প্রাচীনং কর্ম্ম। অপিচ কৌলিকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধমেতৎ, যথা

দেবদত্তঃ স্বশরীরে কণ্টকবেধেন খিদ্যতে, এবং শক্রকৃতায়াং দেবদত্তপ্রতিমায়াং কণ্টকেন বিদ্ধায়াং দেবদত্তো ব্যথতে, তত্র ব্যথাহেতুর্নান্তরং ধাতুবৈষম্যং নাপি বাহ্যং কণ্টকবেধাদি, কিন্তু কেবলং প্রাক্কর্ম্মমাত্রম, এবঞ্চ বীজাঙ্কুরন্যায়েন কর্ম্মতজ্জন্যসংস্কারপরম্পরয়ানাদিঃ সংসার ইতি ন দেহনাশাদাত্মনাশোঽস্তীতি ন ভীষ্মাদয়ঃ শোচনীয়াঃ। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে আত্মনো দেহাদন্যত্বমুক্তং "গতাসূন্" ইতি বিশেষণেন, অত্র তু সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যবহারদৃষ্ট্যা নিত্যত্বং সাধিতমিতি ভেদঃ॥ ১২

বিশ্বনাথঃ—অথবা হে সখে ত্বামহমেবং পৃচ্ছামি। কিঞ্চ প্রীত্যাস্পদস্য মরণে দৃষ্টে সতি শোকো জায়তে, তত্রেহ প্রীত্যাস্পদ আত্মা দেহো বা। "সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ" ইতি শুকোক্তেরাত্মৈব প্রীত্যাস্পদমিতিচেৎ তর্হি জীবেশ্বরভেদেন দ্বিবিধস্যৈবাত্মনো নিত্যত্বাদেব মরণাভাবাদাত্মা শোকস্য বিষয়ো নেত্যাহ ন ত্বেবাহমিতি। অহং পরমাত্মা জাতু কদাচিদপি পূর্ব্বং নাসমিতি ন, অপি ত্বাসমেব। তথা ত্বমপি জীবাত্মা আসীরেব, তথেমে জনাধিপা রাজানশ্চ জীবাত্মান আসন্নেব, ইতি প্রাগভাবাভাবো দর্শিতঃ। তথা সর্ব্বে বয়ং অহম্ ত্বম্ ইমে জনাধিপাশ্চ অতঃপরং ন ভবিষ্যাম ইতি ন নষ্টাস্যাম ইতি ন, অপিতু স্থাস্যাম এবেতি ধ্বংসাভাবশ্চ দর্শিত ইতি পরমাত্মনো জীবাত্মনাঞ্চ নিত্যত্বাদাত্মা ন শোকবিষয় ইতি সাধিতম্। অত্র শ্রুতয়ঃ—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইত্যাদ্যাঃ। ১২

মিতভাষ্যম্:—অশোচ্যত্বমেব ভীষ্মাদীনাং দর্শয়তি নত্বেবাহমিতি, অহং পরমেশ্বর ইতঃ প্রাক্ জাতু কদাচিদপি নাসমিতি ন কিন্তু আসমেব, ত্বং জীবঃ কদাচিদপি নাসীরিতি ন কিন্তু আসীরেব, ইমে রাজানঃ নাসন্নিতি ন, তথা বয়ং সর্ব্বে অতঃপরং দেহনাশাৎ পরমপি ন ভবিষ্যামো নষ্টাস্যাম ইতি ন, সিদ্ধান্তদার্ঢ্যার্থং নঞ্‌দ্বয়ম্, তথাচ বামনঃ "সম্ভাব্যমাননিষেধনিবর্ত্তনে নঞ্‌দ্বয়মি"তি। এবঞ্চ ত্রৈকালিকত্বাৎ পরমাত্মনো জীবাত্মনাং চ নিত্যত্বং দর্শিতম্। এতেন অহংত্বংপদবাচ্যস্যাত্মনো জন্মমরণশীলাৎ দেহাদ্ বিবিক্তত্বমুক্তম্। এবমেব দেহাতিরিক্তমাত্মানমজানতীং "ন বা অহমিমং বিজানামী"তি ব্রুবতীং মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নির্দ্দিদেশ "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মেতি"। অত্রাহং ত্বং জনাধিপা ইতি ভেদকীর্ত্তনাৎ জীবেশ্বরয়ো র্জীবানাংচ ভেদ এব ভগবদভিপ্রেতঃ, "তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত" ইতি "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ "ভেদব্যপদেশাৎ" "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদিসূত্রেভ্যশ্চ। নৈবমাত্মাভেদবোধকং সূত্রমস্তি। অতঃ ক্বচিৎ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈবেমে কিতবা" ইত্যেকত্বশ্রুতিঃ অংশাংশিত্বাপেক্ষয়া বোধ্যা, "অংশোনানাব্যপদেশাদি"তি ন্যায়াৎ "তথাচ আত্মনামেব ভীষ্মাদিত্বাৎ তেষাং চ নিত্যত্বাদশোচ্যত্বমিতি ভাবঃ। ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ—দেহিনো 'জীবস্য' অস্মিন্ দেহে যথা কৌমারং 'বাল্যাবস্থা' যৌবনং জরা 'বার্দ্ধক্যং' ভবতি, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ 'ভিন্নশরীরপ্রাপ্তির্ভবতি' তত্র 'ভিন্নশরীরপ্রাপ্তৌ' ধীরঃ 'পণ্ডিতঃ' ন মুহ্যতি 'মুগ্ধোভবতি'। ১৩

অনুবাদ—যিনি দেহকে আমি বলিয়া মনে করেন সেই আত্মার এই দেহে যেমন বাল্যাবস্থা যৌবন অবস্থা ও বার্দ্ধক্য অবস্থা হয়, অর্থাৎ এক একটি অবস্থা নষ্ট হইয়া অপরাপর অবস্থা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দেহের মৃত্যু হইলে আত্মার অন্য দেহ লাভ হইয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেহান্তর প্রাপ্তিতে মুগ্ধ হন না। ১৩

শ্রীধরস্বামীঃ—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব, জীবস্য তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ দেহিন ইত্যাদি। দেহাভিমানিনো জনস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্য-বস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থানাশে অবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব ন তু তাবদাত্মনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠঃ—যদ্যপ্যেবং তথাপীষ্টদেহবিয়োগজঃ শোকো ভবত্যেবেত্যাশঙ্ক্যাহ দেহিন ইতি। দেহঃ স্থূলসূক্ষ্মৌ বিদ্যতে যস্য স দেহী চিদাত্মা তস্য যথাস্মিন্ স্থূলশরীরে কৌমারাদ্যবস্থাসু দেহভেদেঽপি এক এবাহং বাল ইতি আসমিদানীং বৃদ্ধোঽস্মীত্যভেদপ্রত্যভিজ্ঞানাদৈক্যং বালাদিশরীরেভ্যোঽন্যত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তেভ্যো ঽনুবৃত্তং ভিন্নং কুসুমেভ্যঃ সূত্রমিবেতি ন্যায়াৎ। এবং দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি স্থূলাচ্ছরীরাদন্যেষাং লিঙ্গশরীরাণাং সূক্ষ্মাণাং স্থূলশরীরানুকারিণাং প্রাপ্তিঃ। অয়মর্থঃ যথা একমপি স্থূলং শরীরং কৌমারাদ্যবস্থাভেদাদনেকরূপম্ এবং নিত্যমপি লিঙ্গশরীরং প্রাণিকর্ম্মভেদাৎ সুরনরতির্য্যগাদ্যবস্থাভেদাদনেকং ভবতি ততশ্চোক্ত-ন্যায়েন স্থূলাদিবৎ সূক্ষ্মাদপি শরীরাদাত্মা বিবিক্ত এব, এবঞ্চ শোকাদিধর্ম্মিণোলিঙ্গাদপি বিভিন্নস্য তব ইষ্টবিয়োগজঃ শোকোঽপি ন যুক্তঃ। অতএব তত্র তস্মিন্ বিষয়ে ধীরো ন

পুষ্পাঞ্জলি—অর্থাৎ আমরা (আত্মা-সকল) পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনত রহিয়াছিই, এবং পরেও চিরদিন থাকিব, অতএব কোন কালেই আত্মার অভাব না থাকায় আত্মা নিত্য বলিয়া জানিবে, অতএব আত্মীয়গণের জন্য শোক করিতেছ কেন? কারণ ইহাদের আত্মা ত কখনই মরিবে না। এখানে দুইটি করিয়া নঞ্‌পদ প্রয়োগ করিয়া ভগবান্ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। ১২

মুহ্যতি আভিমানিকৌ শোকমোহৌ দেহদ্বয়াভিমানত্যাগাদ্ধীরং ন বাধেতে, অতস্ত্বমপি ধীরো ভবেতি ভাবঃ। পূর্ব্বশ্লোকয়োর্গতাসূনিতি বয়মিতি চ বহুবচনমুপাধিভেদাভিপ্রায়ম্, অত্র তু দেহিন ইত্যেকবচনম্ উপধেয়চিদাত্মৈক্যাভিপ্রায়মিতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ শ্রুতিরেকস্যাত্মন ঔপাধিকং ভেদমাহ "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্নো. বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোঽয়মাত্মা" ইতি, ক্ষেত্রেষু বক্ষ্যমাণলক্ষণেষু স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়াত্মকেষু॥ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি চ, একত্বাচ্চ বিভুত্বমপ্যস্য সিদ্ধম্। তেন দেহাদীনামনিত্যানামবিভূনাঞ্চ পরাভিমতমাত্মত্বং প্রত্যাখ্যাতং বেদিতব্যম্॥ ১৩॥

বিশ্বনাথঃ—নন্থ চাত্মসম্বন্ধেন দেহোঽপি প্রীত্যাস্পদং স্যাৎ দেহসম্বন্ধেন পুত্রভ্রাত্রাদয়োঽপি, তৎসম্বন্ধেন নপ্ত্রাদয়োঽপি, অতস্তেষাং নাশে শোকঃ স্যাদেবেতি চেদত আহ দেহিন ইতি। দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ দেহে কৌমারং কৌমারপ্রাপ্তির্ভবতি ততঃ কৌমারনাশানন্তরং যৌবনপ্রাপ্তিঃ, যৌবননাশানন্তরং জরাপ্রাপ্তির্যথা, তথা এব দেহান্তরপ্রাপ্তিরিতি। ততশ্চাত্মসম্বন্ধিনাং কৌমারাদীনাং প্রীত্যাস্পদানাং নাশে যথা শোকো ন ক্রিয়তে, তথা দেহস্যাপ্যাত্মসম্বন্ধিনঃ প্রীত্যাস্পদস্য নাশে শোকো ন কর্ত্তব্যঃ। যৌবনস্য নাশে জরাপ্রাপ্তৌ শোকো জায়তে কৌমারস্য নাশে যৌবনপ্রাপ্তৌ হর্ষোঽপি জায়তে ইতি চেৎ ভীষ্মদ্রোণাদীনাং জীর্ণদেহনাশে খলু নব্যদেহান্তরপ্রাপ্তৌ তর্হি হর্ষঃ ক্রিয়তামিতি ভাবঃ। যদ্বা একস্মিন্নপি দেহে কৌমারাদীনাং যথা প্রাপ্তিস্তথৈবৈকস্যাপি দেহিনো জীবস্য নানাদেহানাং প্রাপ্তিরিতি॥ ১৩॥

মিতভাষ্যম্—শোকাভাবে যুক্ত্যন্তরমাহ দেহিন ইতি, দেহিনঃ দেহস্বামিনো জীবস্য সাংখ্যনয়ে দেহাবচ্ছিন্নস্যাত্মনঃ অস্মিন্নেব দেহে যথা কৌমারং যৌবনং জরা ইত্যবস্থাভেদপ্রাপ্তির্ভবতি তথা দেহান্তরস্যাপি প্রাপ্তির্ভবতি তত্র দেহান্তরপ্রাপ্তৌ ধীরঃ পণ্ডিতঃ ন মুহ্যতি পূর্ব্বদেহনাশাৎ ন শোচতি, যথা কৌমারাদ্যবস্থানাং নাশে ন শোকস্তথা দেহনাশেঽপি শোকো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। অথবা নন্থ জাতশ্চৈত্রো মৃতশ্চেতিব্যবহারদর্শনাৎ জীবস্য জন্মমরণে অবশ্যং বাচ্যে ইত্যত আহ দেহিন ইতি, দেহাভিমানিনো জীবস্য উত্তরোত্তরাসাং যৌবনাদ্যবস্থানামুৎপত্তৌ যথা পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থানাশাৎ ন শোক স্তয়োর্দেহসম্বদ্ধত্বাৎ সএবাহমিতিপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চাত্মন স্তথা পূর্ব্বদেহনাশাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তাবপি শোকো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। ১৩

পুষ্পাঞ্জলি—যদি বল দেহের জন্ম ও মৃত্যু বশতই জীবের জন্ম ও মরণ হয়, কারণ লোকে বলিয়া থাকে চৈত্র জন্মিয়াছে মৈত্র মরিয়াছে ইত্যাদি, এবং আমি কৃশ আমি দীর্ঘ ইত্যাদি ব্যবহারও দেহকে আমি বলিয়াই হইয়া থাকে, অতএব দেহভিন্ন যে নিত্য আত্মা আছে ইহাত বুঝা যায় না। এই জন্য এই শ্লোকটি বলিতেছেন, অর্থাৎ দেহের জন্ম ও মৃত্যুতে আত্মার জন্মও মৃত্যু হয় না, যদি তাহা হইত তাহা হইলে যৌবনকালে বাল্য অবস্থা নষ্ট হইয়া যৌবন

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত! ১৪

অন্বয়ঃ—মাত্রাস্পর্শাঃ 'ইন্দ্রিয়াণাং সম্পর্কাঃ' শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রদা ভবন্তি তেচ আগমাপায়িনঃ 'উৎপাদবিনাশবন্তঃ' তস্মাৎ অনিত্যাঃ, অতএব হে ভারত? তান্ তিতিক্ষস্ব 'সহস্ব'। ১৪

অবস্থার জন্ম হয়, বৃদ্ধকালে যৌবন অবস্থার নাশ হইয়া বৃদ্ধ অবস্থার জন্ম হয়, এইরূপ রোগাদি বশতও পূর্ব্ব দেহ নষ্ট হইয়া যায়, এবং রোগমুক্ত হইলে নূতন দেহ জন্মে দেখা যায়, কিন্তু কোন লোকত বলেনা আমি মরিয়া আবার জন্মিয়াছি অথচ অতিবৃদ্ধও বালকদিগের খেলা ধুলা দেখিয়া মনে করেন, আমি একদিন এইরূপ খেলা করিতাম এবং গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বসিয়া তালপাতাতে অকারাদি বর্ণমালা লিখিয়া অভ্যাস করিতাম, সে সব ঘটনা সুন্দরভাবে এখন মনে পড়িতেছে ইত্যাদি, কিন্তু তাঁহার আর সে বালক দেহ নাই তখন অন্য দেহ হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ যিনি তাঁহাকে শৈশব অবস্থায় দেখিয়াছেন তিনি তাঁহাকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখিলে কখনই চিনিতে পারেন না। সুতরাং বলিতেই হইবে সে দেহের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু আমির (আত্মার) পরিবর্ত্তন হয় নাই সেইজন্য সেই আমি আর এই আমি এক আমিরই অনুভব হয়। সম্প্রতি ভাওয়াল রাজ কুমারের মামলার বৃত্তান্ত স্মরণ করুন। এবং যোগীব্যক্তি যোগবলে নূতন নূতন দেহ ধারণ করিলেও সকল দেহেই এক আমিই অনুভব করেন। ১৩৪৪ সালে শ্রাবণমাসে রঙ্গপুর জেলায় বালুঘাট গ্রামে হীরালাল নামক এক ব্যক্তি যোগবলে কুম্ভীর দেহ ধারণ করিয়াছিল, তাহার পর তাহার গুরু আসিয়া তাহাকে মকর মাছ করিয়া দিয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রগুলিতে বহু লোকেই দেখিয়াছেন। তাহা হইলেই বুঝা গেল দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আত্মা একই হইয়া থাকে। অতএব বর্ত্তমান জীবনে দেহ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইলেও যেমন আত্মার মৃত্যু হয় না, সেইরূপ এই দেহ মরিলেও আত্মা মরিবে না। বেদান্তমতে এই আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম এবং পরমাত্মার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এবং প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন, এইজন্য 'সর্ব্বে বয়মতঃপরম্' এই পূর্ব্ব শ্লোকে এবং 'দেহিনাং সা স্বভাবজা' এই শ্লোকে বহুবচন দিয়াছেন, তবে এই শ্লোকে যে একবচন দিয়াছেন তাহা 'অস্মিন্ দেহে' এই একটি দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া আত্মাও একটিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন জানিবেন। অতএব যাঁহারা বলেন আমি কৃশ আমি দীর্ঘ বা আমি মরিব ইত্যাদি তাঁহারা ভ্রান্ত। ১৩।

অনুবাদ :—হে কুন্তীনন্দন! কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইলে তাহারা শীত গ্রীষ্মাদি জন্মাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা প্রাণীকে সুখ ও দুঃখ দিয়া থাকে, তাহারা জন্মে ও মরে, সুতরাং নিত্য নহে, অর্থাৎ চিরদিন থাকেনা, অতএব হে ভারত! সেগুলিকে সহ্য কর। ১৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্—যদ্যপি আত্মবিনাশনিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানতঃ, তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে, সুখ-বিয়োগনিমিত্তো মোহো দুঃখসংযোগাদিনিমিত্তশ্চ শোক ইত্যেতৎ অর্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ মাত্রাস্পর্শা ইতি, মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাস্তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতম্ উষ্ণং সুখং দুঃখং চ প্রযচ্ছন্তি ইতি। অথবা স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ, মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখ-দুঃখদাঃ, শীতং কদাচিৎ সুখং, কদাচিৎ দুঃখং, তথা উষ্ণমপি অনিয়তস্বরূপং, সুখ-দুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতঃ অতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োর্গ্রহণম্। যস্মাৎ তে মাত্রাস্পর্শাদয় আগমাপায়িন আগমাপায়শীলাঃ, তস্মাদনিত্যা উৎপত্তিবিনাশ-রূপত্বাৎ, অতস্তান্ শীতোষ্ণাদীন তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব, তেষু হর্ষবিষাদং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ। ১৪

শ্রীধরস্বামী—নন্থ তানহং ন শোচামি কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং মামেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাস্তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি তে তু আগমাপায়বত্ত্বাদনিত্যা অস্থিরা অতস্তাংস্তিতিক্ষস্ব সহস্ব, যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতে ক্ষণিকাঃ প্রযচ্ছন্তি এবমিষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি তেষাঞ্চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতম্, ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ।

বিশ্বনাথ :—নন্থ সত্যমেব তত্ত্বং তদপ্যবিবেকিনো মম মন এবানর্থকারি বুদ্ধিং শোকমোহব্যাপ্তং দুঃখয়তীতি। তত্র ন কেবলম্ একং মন এব, অপি তু মনসো বৃত্তয়োঽপি সর্ব্বাস্ত্বগাদীন্দ্রিয়রূপাঃ স্বস্ববিষয়াননুভাব্য অনর্থকারিণ্য ইত্যাহ মাত্রেতি। মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা বিষয়াস্তেষাং স্পর্শা অনুভবাঃ। শীতোষ্ণেতি, আগমাপায়িন ইতি। যদেব শীতলজলাদিকং উষ্ণকালে সুখদং তদেব শীতকালে দুঃখদমতোঽনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চ তান বিষয়ানুভবান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব, তেষাং সহনমেব শাস্ত্রবিহিতো ধর্ম্মঃ। নহি মাঘে মাসি জলস্য দুঃখদত্ববুদ্ধ্যা শাস্ত্রে বিহিতঃ স্নানরূপো ধর্ম্মস্ত্যজ্যতে, ধর্ম্ম এব কালে সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তকো ভবতি এবমেব পুত্রভ্রাত্রাদ্যা উৎপত্তিকালে ধনাদ্যুপার্জ্জনকালে চ সুখদাস্ত এব মৃত্যুকালে দুঃখদা আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তানপি তিতিক্ষস্ব ন তু তদনুরোধেন যুদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্বধর্ম্মস্ত্যাজ্যঃ বিহিতধর্ম্মাচরণং খলু কালে মহদর্থকৃদেব ইতি ভাবঃ। ১৪।

মিতভাষ্যম্ঃ—নন্থ আত্মনো নিত্যত্বাৎ বিনাশাভাবেঽপি তদধিষ্ঠানস্য দেহস্য বিয়োগাদেবাহং শোচামীতি, তত্রাহ মাত্রাস্পর্শাস্তু ইতি, মীয়ন্তে অনুভূয়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় স্তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্পর্কাঃ শীতোষ্ণাদিজন্যসুখদুঃখপ্রদা ভবন্তি, তেচ আগমাপায়িন উৎপাদবিনাশশীলা ইত্যনিত্যা অনিয়তা ইতি যাবৎ, অতো ন সদৈব সুখয়ন্তি দুঃখয়ন্তি বা, তে স্বভাবাদেবাপযান্তীতি স্থিতিকালং যাবৎ তিতিক্ষস্ব সহস্ব, তথাচ অনিত্যানাং তেষাং সহনমেব যুক্তমিতিভাবঃ। ১৪।

পুষ্পাঞ্জলিঃ—যদি বল যে, ভীষ্ম দ্রোণাদির আত্মা নিত্য তাঁহাদের মৃত্যু নাই ইহা বুঝিলাম, কিন্তু ইহাদের দেহের বিয়োগে নিশ্চয়ই আমার দুঃখ হইবে, ইহার প্রতিকার কি করিয়া করিব? এইজন্য বলিতেছেন, কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইলে শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদির অনুভব হইয়াই থাকে, এবং তজ্জন্য কোন সময়ে সুখ ও কোন সময়ে দুঃখ হয়, এবং সেগুলি চিরদিন থাকে না, কালক্রমে আপনিই নষ্ট হইয়া যায়; অতএব সেগুলিকে সহ্য করিতে চেষ্টা কর। এখনও যাঁহারা বারমাস হিমালয়ে বরফে বাস করেন, তাঁহারা এরূপ অভ্যাস করিয়াছেন যে, অত্যধিক শীতের সময়েও তাঁহারা উন্মুক্ত দেহে বরফে বসিয়া থাকিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করেন না। এইরূপ আহার-সংযম অভ্যাস করিলে ক্রমে অল্লাহার করিতে করিতে একবারে আহার বন্ধ হইয়া যাইবে, যেমন প্রায়ই দেখাযায় শ্রমিকগণ গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে কঠোর পরিশ্রম করিতেছে,- আবার তাহারই মধ্যে তাহারা খেলা করিতেছে হাঁসিতেছে গল্প করিতেছে। শীতকালে দেখা যায় প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে কত লোক পথের ধারে মুক্ত মাঠে সামান্য কাপড় একখানি গায়ে দিয়া নিদ্রা যাইতেছে, যদি তাহাদের গুরুতর কষ্ট হইত তাহলে তাহারা বাঁচিত না। তাহারা শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছে বলিয়াই বিশেষ কষ্ট বোধ করে না। এইরূপ যিনি সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন তিনিও সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে এমন দিন নিশ্চয় হইবে যেদিন তিনি সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া বারমাস হিমালয়ে বসিয়া নিরন্তর পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইবেন। অতএব সাংসারিক সুখ-দুঃখ সকল সহ্য করিতে চেষ্টা করা উচিত। ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ !
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

অন্বয় ঃ—হে পুরুষর্ষভ 'নরশ্রেষ্ঠ' এতে 'মাত্রাস্পর্শাঃ' সমদুঃখসুখং 'সত্যপি সুখদুঃখ হেতৌ সমচিত্তং' ধীরং 'জ্ঞানিনং' যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি 'ন পীড়য়ন্তি' স 'পুরুষঃ' অমৃতত্বায় 'মোক্ষায়' কল্পতে 'যোগ্যো ভবতি'। ১৫

অনুবাদ ঃ—হে অর্জ্জুন! বিষয়গুলির সহিত ইন্দ্রিয়গুলির যে সকল সম্পর্ক হয় তাহারা, সমদুঃখসুখ অর্থাৎ যিনি সুখ ও দুঃখকে সমান করিয়া ফেলিয়াছেন এইরূপ যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে পারে না, সেইব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে পারেন। ১৫

শঙ্করভাষ্যম্—শীতোষ্ণাদীন্ সহতঃ কিং স্যাৎ ইতি শৃণু যংহীতি, যং হি পুরু সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখং সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং ন চালয়ন্তি নিত্যাত্মদর্শনাৎ এতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ, স নিত্যানিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠো দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ অমৃতত্বায় অমৃতভাবায় কল্পতে সমর্থোভবতি। ১৫

শ্রীধর ঃ—তৎপ্রতিকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ যংহীতি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখ-সুখে যস্য স অ তৈরবিক্ষিপ্যমানো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

বিশ্বনাথ ঃ—এবং বিচারেণ তত্তৎসহনাভ্যাসে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কি নাপি দুঃখয়ন্তি। যদি চ ন দুঃখয়ন্তি তদা আত্মা মুক্তঃ সন্ প্রত্যাসন্নএবেত্যাহ যমিতি অমৃতত্বায় মোক্ষায় ॥ ১৫

মিতভাষ্যম্ ঃ—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দসহনস্য মহাফলমাহ যংহীতি, হে পুরুষর্ষভ সমদুঃখসুখং সমে দুঃখসুখে যস্য তম্ জাতেঽপি দুঃখহেতৌ নোদ্‌বিগ্নং জাতেঽপি সুখহেতৌ নোৎফুল্ল ধীরং জ্ঞানিনং যং পুরুষম্ এতে মাত্রাস্পর্শা ন ব্যথয়ন্তি পীড়য়ন্তি স পুরুষধৌরেয় অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। ১৫

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—অর্থাৎ যিনি সুখ ও দুঃখকে সমান করিয়া ফেলিয়াছেন, অর্থাৎ সুখে হেতু হইলেও সুখী হন না, বা দুঃখের হেতু হইলেও দুঃখিত হন না- সেই জ্ঞানী ব্যক্তি মো লাভ করিবার উপযুক্ত হন। আর যাঁহারা সাধনা করিতেছেন তাঁহারা সুখ দুঃখের হে হইলেও তাহা সহ্য করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা না হইলে নানাবিধ সুখ দুঃখে লি থাকিলে মন ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে না, আর মন ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইলে উপযুক্ত সাধনাও হই না; আর উপযুক্ত সাধনা না হইলে মোক্ষও হইবে না। অতএব যাঁহারা মোক্ষলা করিতে চান তাঁহারা শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি যাহাতে সহ্য করিতে পারেন, সে বিষ অবশ্যই যত্নবান হইবেন। ১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

অন্বয়ঃ—অসতঃ 'তুচ্ছস্য রজ্জুসর্পাদেঃ' ভাবঃ 'সত্তা' ন বিদ্যতে 'নাস্তি,' সতঃ 'সত্যস্য দেহাত্মাদেঃ' অভাবো ন বিদ্যতে, তত্ত্বদর্শিভিঃ 'কপিলাদিভিঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ' অনয়োঃ উভয়োঃ 'সদসতোঃ' অন্তঃ 'নির্ণয়ো' দৃষ্টঃ। ১৬

অনুবাদঃ—যাহা অসৎ (তুচ্ছ) অর্থাৎ যে বস্তু জগতে নাই, তাহার অস্তিত্ব কখনও হয় না, এবং যাহা সৎ (সত্য) তাহার কখনও অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শী সাংখ্যাচার্য্যগণ এই দুইটির তত্ত্ব দেখিয়াছেন। ১৬

শঙ্করভাষ্যম্—ইতশ্চ শোকমোহৌ অকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তং, যস্মাৎ নাসত ইতি, অসতঃ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবো ভবনম্ অস্তিতা, ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈ নিরূপ্যমাণং বস্তু সৎ ভবতি, বিকারো হি সঃ, বিকারশ্চ ব্যভিচরতি যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধেঃ অসৎ তথা সর্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধেঃ অসৎ জন্ম-প্রধ্বংসাভ্যাং প্রাক্ ঊর্দ্ধংচ অনুপলব্ধেঃ, কার্য্যস্য ঘটাদেঃ মৃদাদিকারণস্য তৎকারণস্যচ তৎকারণব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধেঃ অসত্ত্বম্, তদসত্ত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ, সদ্বুদ্ধিঃ অসদ্বুদ্ধিঃ ইতি, যদ্বিষয়াবুদ্ধি র্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ, যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তৎ অসৎ ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলবৎ, সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীতি, এবং সর্ব্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি, তথাচ দর্শিতং, নতু সদ্বুদ্ধিঃ তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধি-বিষয়ঃ অসন্ ব্যভিচারাৎ নতু সদ্বুদ্ধিবিষয়ঃ অব্যভিচারাৎ, ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতি ইতি চেন্ন, পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ। বিশেষণ-বিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিঃ অতোঽপি ন বিনশ্যতি, অথ সদ্বুদ্ধিবৎ ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যতে ইতি চেন্ন, পটাদাবদর্শনাৎ। সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতে ইতি চেন্ন, বিশেষ্যাভাবাৎ। সদ্বুদ্ধিঃ বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিংবিষয়া স্যাৎ, নতু পুনঃ সদ্বুদ্ধে বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাভাবেণ যুক্তম্ ইতি চেন্ন, সদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ তস্মাৎ দেহাদে র্দ্বন্দস্য চ সকারণস্য অসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চ আত্মনঃ অভাবঃ অবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্র অব্যভিচারাৎ ইত্যবোচাম। এবম্ আত্মানাত্মনোঃ সদসতোঃ উভয়োরপি দৃষ্ট উপলব্ধঃ অন্তঃ নির্ণয়ঃ সৎ সদেব অসৎ অসদেব ইতি তু অনয়োঃ যথোক্তয়োঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ। তৎইতি সর্ব্বনাম সর্ব্বংচ ব্রহ্ম তস্য নাম তৎ ইতি তদ্ভাবঃ

তত্ত্বং ব্রহ্মণো যাথার্থ্যং, তৎদ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনঃ তৈঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ। ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহংচ হত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দানি বিকারোঽয়ম্ অসন্নেব মরীচিজলবৎ মিথ্যাবভাসতে ইতি মনসি নিশ্চিত্য তিতিক্ষস্ব ইত্যভিপ্রায়। ১৬

শ্রীধর:—ননু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যম্ অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ নাসতো বিদ্যতে ইতি, অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ। এবম্ভূতবিবেকেন সহস্ব ইত্যর্থঃ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ:—এতচ্চ বিবেকদশানধিরূঢ়ান্ প্রতি উক্তম্। বস্তুতস্তু "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ" ইতি শ্রুতের্জীবাত্মনশ্চ স্থূলসূক্ষ্মদেহাভ্যাং তদ্ধর্ম্মৈঃ শোকমোহাদিভিশ্চ সম্বন্ধো নাস্ত্যেব তৎসম্বন্ধস্যাবিদ্যাকল্পিতত্বাদিত্যাহ নেতি। অসতঃ অনাত্মধর্ম্মত্বাদাত্মনি জীবে অবর্ত্তমানস্য শোকমোহাদেস্তদাশ্রয়স্য দেহস্য চ ভাবঃ সত্তা নাস্তি। তথা সতঃ সত্যরূপস্য জীবাত্মনোঽভাবো নাশো নাস্তি। তস্মাদুভয়োরেতয়োরসৎসতোরন্তো নির্ণয়োঽয়ং দৃষ্টঃ। তেন ভীষ্মাদিষু ত্বদাদিষু চ জীবাত্মসু সত্যত্বাদনশ্বরেষু দেহদৈহিকবিবেকশোকমোহাদয়ো নৈব সন্তীতি। কথং ভীষ্মাদয়ো নঙ্ক্ষ্যন্তি, কথং বা তাংস্ত্বং শোচসীতি ভাবঃ॥ ১৬॥

মিতভাষ্যম্:—ননু অজ্ঞস্য মম সমদুঃখসুখত্বাভাবাৎ ভীষ্মাদে র্দেহাপায়ে তদ্বিয়োগজঃ শোকো ভবিষ্যত্যেব তত্রাহ নাসত ইতি, অসতস্তুচ্ছস্য রজ্জুসর্পাদে র্ভাবঃ সত্তা কদাপি নাস্তি, সতঃ পরমার্থসত্যস্যাত্মনো দেহাদেশ্চাভাবঃ অসত্তা কদাপি নাস্তি মৃত্তিকায়াং ঘট ইব দেহাদেঃ সদৈব কারণে সত্ত্বাৎ কারণকলাপেন প্রতিবন্ধকাপনয়নে সতি কারণে সত এব কার্য্যস্যাভিব্যক্তেঃ, প্রতিকূলসমবধানাচ্চ কারণে লয়াদিত্যর্থঃ। উভয়োরপি সতঃ অসতশ্চ অন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈঃ? অনয়োঃ সদসতোস্তত্ত্বদর্শিভিঃ স্বরূপবিদ্ভিঃ কপিলাদিভিঃ সাংখ্যাচার্য্যৈরিতি শেষঃ। এতস্য সাংখ্যপ্রকরণত্বাৎ তন্নয়েনৈব ব্যাখ্যেয়ম, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি" রিতি বক্ষ্যমাণাৎ। সাংখ্যশব্দশ্চ কাপিলতন্ত্রে যোগরূঢ়ো ন কেবলযোগেনান্যথয়িতুং যুক্তো রূঢ়ের্বলবত্ত্বাৎ, অন্যথা ন্যায়বৌদ্ধতন্ত্রাদেরপি তথাত্বাপত্তেঃ। উক্তঞ্চ শান্তিপর্ব্বণি "সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে" ইতি,

শ্রীমদ্ভাগবতেচ "বিদিত্বার্থং কপিলো মাতু রিত্থং জাতস্নেহো যত্র তন্বাঽভিজাতঃ।
তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্" ইতি,

এবঞ্চ ভীষ্মাদের্দেহানাং সতামভাবাভাবাৎ ন তে শোচিতব্যা ইতি ভাবঃ। এতেন

-শুক্তিরূপ্যাদিবৎ জগতোঽসত্ত্বকল্পনং হেয়ং, শুক্তিরূপ্যাদেলৌকিকবেদয়োরসিদ্ধেশ্চ, নহি শুক্তিরূপং পশ্যামি দৃষ্টবান্ বেতি লৌকিকো ব্রূতে, ব্রূতে তু শুক্তিরেব রূপ্যত্বেনাঽভাদিতি, পরিচ্ছিন্নত্বেনচ জগতোঽসত্ত্বে 'খপুষ্পাদেরসত্ত্বং সদসদ্ভিন্নস্য জগতো মিথ্যাত্বমিতবৈতসিদ্ধান্তমপি পীড্যেত। কিঞ্চ "ততো বৈ সদজায়ত" "কথমসতঃ সজ্জায়েত" "নামরূপে সত্যম্" ইতি বেদে লোকে চ জগতঃ সত্যত্বাবগমাৎ তদ্বিরুদ্ধং পরিচ্ছিন্নত্বহেতুকমসত্ত্বানুমানমপ্যকিঞ্চিৎকরম, তদুক্তমাচার্য্যৈঃ—"প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং...যৎপুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ স" ইতি। ব্যবহারিকসত্যং চ বৌদ্ধতন্ত্রেএব দৃশ্যতে ন বেদান্তে ইতি। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ব্যভিচরতি তস্যাসত্ত্বে কার্য্যস্য অনির্ব্বাচ্যত্বমপি স্বোক্তং পীড্যেত। নচ বিমতং মিথ্যা আগমাপায়িত্বাৎ রজ্জুসর্পাদিবদিত্যনুমানাৎ কার্য্যস্য মিথ্যাত্বমিতিবাচ্যং দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ, কার্য্যনাশেঽপি সত্যো ঘটো দৃষ্ট ইদানীং বিনষ্ট ইত্যবাধিতানুভবাৎ কার্য্যস্য সত্যত্বসিদ্ধেঃ, কার্য্যস্য কারণাধীনত্বেন অবিভক্তত্বৎ কারণাৎ পৃথক্ত্বেন অনুপলব্ধাবপি রজ্জাং সর্পো নাসীদিতিবৎ ঘটো নাসীদিতি প্রত্যয়াভাবাৎ সত্যোঘটো দৃষ্ট ইদানীং নাস্তীতি প্রতীতেশ্চ কার্য্যস্য সত্যত্বমেব। এতেন "আদাবন্তেচ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথেতি ন্যায়োঽপ্যন্যায্যএব, বাধকালে সর্পধারাদেস্তুচ্ছত্বানুভবাৎ ঘটস্য বিদ্যমানকালিকসত্যত্বপ্রত্যয়াচ্চ ব্যাবৃত্তমিথ্যাত্বানুমানমপ্যকিঞ্চিৎকরম্। "আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ" "অনিত্যমসুখং লোকমি"ত্যুক্তেশ্চ কার্য্যস্য অনিত্যত্বমেব ন মিথ্যাত্বং, নচ মিথ্যাঽনিত্যশব্দয়োঃ পর্য্যায়তা কোষাদিষ্বদর্শনাৎ, বিস্তরস্তু সূত্রভাষ্যে ঽনুসন্ধেয়ঃ। ১৬॥

পুষ্পাঞ্জলি:—এ পর্য্যন্ত বলা হইল যে ভীষ্ম প্রভৃতির জন্য শোক করা উচিত নহে, তন্মধ্যে "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" এই পদ্যে আত্মা নিত্য ইহা দেখান হইয়াছে। এখন সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে আত্মা ও দেহাদির নিত্যত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহাদের কল্পিত যুক্তির অবতারণা করিতেছেন, অতএব ভগবান পরে বলিবেন "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি। এবং কপিল মুনির যাহা মত তাহাই সাংখ্যমত, এইজন্য সাংখ্য শব্দের কোনরূপে যৌগিক অর্থ করিয়া তাহাকে বেদান্ত বা অন্য কোন মত বলা কখনই উচিত নহে, কারণ সাংখ্য শব্দটী কপিলের কৃত শাস্ত্রে যোগরূঢ়। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যাহা অসৎ অর্থাৎ তুচ্ছ যেমন আকাশ কুসুম ইত্যাদি, তাহা কখনই সৎ হয় না। এবং যাহা সৎ অর্থাৎ সত্য বস্তু তাহার কখনও অভাব হয় না, যেমন আত্মা ও ঘট পট ইত্যাদি, ঘট পট প্রভৃতি যাহা যাহা সদ্বস্তু দেখিতেছি তাহাদের কখনও অভাব হইবে না, তবে তাহাদের তিরোভাব হইবে, ঘটাদি কার্য্যবস্তু সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাতেই অস্পষ্টরূপে অর্থাৎ শক্তিরূপে থাকে, কুম্ভকার নানাবিধ প্রযত্ন দ্বারা মৃত্তিকা হইতে তাহাদিগকে প্রকাশ করে মাত্র, সৃষ্টি করে না, এই প্রকাশ করাকেই সৃষ্টি করা বা উৎপাদন করা যাহা হয় বলুন। এবং মুগুরের দ্বারা প্রহার করিলে ঘট নষ্ট হইয়া মৃত্তিকাতে অস্পষ্টরূপে

থাকিয়া যায়। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবই সাংখ্যের মতে উৎপত্তি ও বিনাশ। ইহাই হইল মহর্ষি কপিলের সংক্ষিপ্ত সাংখ্যমত। অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে "অসদকরণাৎ" ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যা দেখিবেন, এখানে ইহা অপেক্ষা অধিক বলা সম্ভব নহে। অতএব ভীষ্ম প্রভৃতির দেহের কখনও অভাব না হওয়ায় তাহাদের জন্ম শোক করা উচিত নহে।

বিবেচনা :—কেহ কেহ এই পদ্যের দ্বারা স্থির করেন যে জগৎ অসৎ অথবা সৎ অসৎ ভিন্ন, অর্থাৎ এক প্রকার অদ্ভুত বস্তু। তাহা ঠিক নহে, কারণ বেদান্ত ও সাংখ্য প্রভৃতির মতে জগৎ সৎ, সুতরাং তদ্ভিন্ন হইবে কেন? আর যদি বল যাহার কখনও অন্যথা হয় না তাহাই সৎ, তাহা হইলে তাহা নিত্য হইয়া পড়িল, এবং জগৎ তদ্ভিন্ন অর্থাৎ অসৎ (অনিত্য) হইল অসদ্ভিন্ন হইবে কেন? যদি বল যাহা কখনও সত্য বলিয়া মনেও হয় না তাহাই অসৎ যেমন আকাশ কুসুম, সুতরাং জগৎ অসদ্ভিন্ন হইল, কারণ তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, না তাহা বলিতে পারনা, কারণ তাহা হইলে তোমার অসৎপদার্থটি পারিভাষিক হইয়া পড়িল, আর পারিভাষিক পদার্থের সহিত কাহারও কোন বিবাদ হয় না, আপনি ইচ্ছামত যে কোন পারিভাষিক পদার্থ কল্পনা করিতে পারেন কেহ তাহাতে আপত্তি করিবেনা, অর্থাৎ নঞের ইহাই স্বভাব যে, যে পদের সহিত নঞ্‌ যুক্ত হইবে সেই পদার্থের অভাবকে বুঝাইয়া দিবে, যেমন ইহা ঘট নহে এই কথা বলিলে ঘট ভিন্ন পট প্রভৃতিকে বুঝায়, তাহা ছাড়া অদ্ভুত কোন বস্তুকে বুঝায় না, সেইরূপ সৎ পদের সহিত নঞের যোগ দিলে সদ্ভিন্ন অসৎকেই বুঝাইবে, অন্য কিছু বুঝাইবে না আপনারা সৎপদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে নিত্যকে বুঝায়, সুতরাং অসৎ শব্দের অর্থ হইল অনিত্য, তা'হলে জগৎকে অসৎ বা অনিত্য বলুন, অসদ্ভিন্ন বলেন কেন? উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া ভগবানও জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন মিথ্যাত বলেন নাই, যথা—"আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ" "অনিত্যমসুখং লোকম্"। এবং অনিত্য ও মিথ্যা এক বস্তু নহে, কোন অভিধানে বা কোন হিন্দু শাস্ত্রে অনিত্যকে মিথ্যা বলিতে দেখা যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনে যথেষ্টই আছে, গীতাতেও ভগবান জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন, অসৎ বা মিথ্যা বলেন নাই, এবং ভ্রমকেই মিথ্যা বলিয়াছেন, "মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে" অর্থাৎ তোমার এই ধারণা মিথ্যাই। শ্রুতিও জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন মিথ্যা বলেন নাই "অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্" অর্থাৎ অনিত্য দ্রব্যের দ্বারা নিত্য বস্তু পাইয়াছি। জগৎ মিথ্যা হইলে ভগবান্ শীত গ্রীষ্মকে সহ্য করিতে বলিলেন কেন? কেহ কখনও মিথ্যাকে সহ্য করিতে বলেনা, প্রত্যুত ইহাই বলিতেন যে জগতের সবই মিথ্যা সুতরাং তাহার জন্য দুঃখিত হইও না ইত্যাদি। এবং যাঁহারা জগৎকে অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা বলেন ভগবান তাঁহাদিগকে অত্যন্ত তিরস্কারই করিয়াছেন, যথা "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ তাহারা জগৎকে মিথ্যা অস্থায়ী ও অনীশ্বর অর্থাৎ জগতের কেহ ঈশ্বর নাই বলিয়া থাকে। যদি বল ঘট যেমন অঘট হয় না ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ,

সেইরূপ জগৎ সত্য হইলে তাহা কখনও অসৎ হইত না, অথচ অসৎ হইতেছে সুতরাং সত্য নহে। ইহার উত্তরে বলিব, যেমন ঘট অঘট হয়না ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তেমনই অনিত্য-সত্য ঘটাদিও কোন সময়ে অসৎ হয় ইহাও সকলেরই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ইহা স্বীকার করিবেন না কেন? ঘটের যেমন স্বভাব সে কখনও অঘট হয়না সেইরূপ অনিত্য সত্য বস্তুরও স্বভাব সে অসৎ হয়, স্বভাবের সম্বন্ধেত কোন অনুযোগ চলেনা, যেমন অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, সেইরূপ জগৎ সত্য হইলেও অনিত্য বলিয়া ধ্বংস হওয়াই তাহার স্বভাব। কিন্তু ব্রহ্ম সত্য হইলেও অসৎ হন না তাহার কারণ তিনি নিত্য। নিত্যত্ব ধ্বংস না হওয়ার প্রতি প্রযোজক হয়, সত্যত্ব নহে, যেমন আপনাদের মতে পৃথিবী ব্যবহারিক নিত্য বলিয়া স্থিতিকালে তাহার নাশ হয় না, আর ঘটাদি ব্যবহারিক অনিত্য বলিয়া তাহার নাশ হয়, কিন্তু সত্য উভয়েই সমান, অতএব নিত্যত্বই নাশাভাবের প্রযোজক, সত্যত্ব নহে। নৈয়ায়িক প্রভৃতিও এই কথাই বলেন। এবং "বাচারম্ভণং বিকোরো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই শ্রুতিও জগৎকে অনিত্যই বলিয়াছেন, এই শ্রুতির অর্থ—ঘট শরাবাদি কার্য্য ও তাহাদের নাম, বাক্য অর্থাৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার উপাদান মৃত্তিকা এইটিই সত্য অর্থাৎ নিত্য। শব্দ হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বেদ ও স্মৃতি ইহার প্রমাণ, "স ভূরিতি ব্যাহরৎ স ভূমিমসৃজত" অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর) ভূমি এই শব্দটি প্রথমে উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার পর তিনি ভূমিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনুও শব্দ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন * এখনও লোকে কোন কাজ করিতে হইলে অগ্রে মনে মনে তাহা স্থির করেন ও এই কাজটি করিব এই কথা বলিয়া থাকেন, পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" অর্থাৎ প্রজাপতি বেদোক্ত সৃষ্টিকে মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন। অতএব শব্দ হইতে কার্য্য ও নাম উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদিগকে বাচারম্ভণ বলা হইয়াছে, এবং ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হইলেও তাহার কারণ মৃত্তিকা তখন উৎপন্ন হয়না তাহা পূর্ব্ব হইতেই ছিল তখনও থাকে এবং পরেও থাকিবে সুতরাং তাহা গৌণ নিত্য এইকথা বলিতেছেন—"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" সত্য অর্থাৎ নিত্য, ভামতীকারও ইহাই বলিয়াছেন। এখানেও লক্ষণার দ্বারা মৃত্তিকা শব্দের অর্থ পরম কারণ ব্রহ্ম, ইহা আপনারাই বলেন,

* "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী নিত্যা ততঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" "সর্ব্বেষাংতু স নামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক পৃথক। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে" মনু "এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি" শ্রুতি।

এবং সত্য শব্দের অর্থ আপনারা বলেন—যাহার কখনও কোন পরিবর্ত্তন হয়না যাহা চিরদিন একরূপই থাকে তাহাই সত্য, তা'হলে সত্য শব্দের অর্থ দাঁড়াইল নিত্য অর্থাৎ পরম কারণ ব্রহ্মই নিত্য' এবং ইহাও দাঁড়াইল যে জগৎ ও নাম বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনিত্য কিন্তু মিথ্যা নহে। অবশ্য এই শ্রুতির এই অর্থ অভিনবই হইল, পূর্ব্বে কেহ এরূপ অর্থ করিয়াছেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমার মনে হয় এই অর্থই উদার ও সঙ্গত। সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। মহর্ষি মনু এই শ্রুতির এই অর্থই করিয়াছেন, অতএব আর্য ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা উচিত, কারণ অভ্রান্ত ঋষিগণ শ্রুতি অনুসারেই স্মৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন, আর সুবিধাবাদী পণ্ডিতগণ ইচ্ছা মত যা তা অর্থ কল্পনা করিয়া নিজ মত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে।

আর জগৎ যদি মিথ্যা হইত তা'হলে তাহা হইতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইত না, যেমন শুক্তিরজত হইতে কোন অলঙ্কার হয় না, এবং রজ্জুসর্পও দংশনাদি করিতে পারে না, কেবল সর্প বলিয়া মনে হওয়ায় ভয় হয় মাত্র, সর্প না থাকিলেও সর্প বলিয়া মনে হওয়াতেই ভয় হইয়া থাকে, যেমন কেহ যদি মিথ্যা করিয়া কাহাকেও বলে যে অমুক দিন তোমার মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মৃত্যুর ভ্রমে ভয় বশতঃ দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, সেইরূপ অল্প অন্ধকারে একগাছি দড়ি দেখিয়া মনে দড়ির মত সর্পের জ্ঞান হয়, এবং বাধজ্ঞান না হওয়ায় বাহিরে সর্পের প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই ভ্রম, এবং সেইজন্যই ভয় হয়। এই ভ্রম মনে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহা সত্য, কিন্তু তাহার বিষয় না থাকায় তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ব্যবহার করা হয়। এবং বিষয় না থাকিলেও যে জ্ঞান হইতে পারে ইহা সূত্রভাষ্যে বলিয়াছি দেখিবেন।

অতএব যাহা কোনস্থানে দেখা গিয়াছে তাহারই অন্যত্র ভ্রম হয়, মায়া কিছুই করে না। বাস্তবিক বাহিরে সর্প বলিয়া কিছুই জন্মে না, সেইজন্য ভ্রম কাটিয়া গেলে লোকে বলিয়া থাকে দড়িটাকেই সর্প বলিয়া মনে হইয়াছিল, সর্প এখানে ছিল না ইত্যাদি, প্রাতিভাসিক সর্প জন্মিয়াছিল এখন তাহা মরিয়াছে ইহা কেহ কখনও বলে না, কিন্তু ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে লোকে বলে এখানে একটি সত্য ঘট ছিল এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি।

এবং "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি অসতের কারণত্ব নিরাস করিয়া সত্যের কারণত্ব স্থাপন করিয়াছেন। "কথমসতঃ সজ্জায়েত" এইশ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন, অর্থাৎ জগতের কারণ যদি অসৎ হয় তাহ'লে তাহা হইতে সত্য জগৎ কি করিয়া হইবে? পরিশেষে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং" এই বাক্যে তাহাই দৃঢ় করা হইয়াছে, অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ এই সত্য আত্মা হইতে জন্মিয়াছে সেই জন্য সত্য, অর্থাৎ সত্য আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই জগৎ সত্য হইয়াছে, "স আত্মা" অর্থাৎ যিনি জগৎ-কারণ তিনি আত্মা, ইহার দ্বারা

বলা হইল যে কারণ ও কার্য্য সত্য, কিন্তু জীব কার্য্য ও কারণ না হওয়ায় সত্য কিনা সন্দেহ হয়, সেই জন্য বলিতেছেন "তত্ত্বমসি শ্বেতকতো" অর্থাৎ 'হে শ্বেতকেতু' তুমি সত্য, অর্থাৎ জীবও সত্য। অতএব যাঁহারা জীব জগৎ ও জগৎকারণকে অসৎ বলেন, ইহার দ্বারা তাহাদের প্রতিবাদ করা হইল। পুনঃ পুনঃ এই মন্ত্র বলিয়া ঐ তিনটিকে দৃঢ় ভাবে সত্য বলা হইয়াছে। "সদেব সৌম্যেদং" এই মন্ত্রে যে সত্য ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, "ঐতদাত্ম্যম্" এই উপসংহার বাক্যে পুনঃ পুনঃ তাহাই দৃঢ় করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা "একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি" এই মন্ত্রের উপসংহার করা হয় নাই, কারণ ইহাতে সেরূপ কোন শব্দ দেখা যায় না। কিন্তু ফলতঃ তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ অনেক নূতন নূতন তর্ক ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায় বলিয়াছি, এখানে সংক্ষেপে সামান্য কিছু বলিলাম।

আরও এক কথা, জগৎ মিথ্যা এরূপ একটি শব্দও বেদান্ত ও গীতায় দেখিতে পাই না, প্রত্যুত জগৎ সত্য এ কথা বেদান্তে বহুস্থানে দেখা যায়, যথা—"অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্" অর্থাৎ অন্ন হইতে মন প্রাণ ও সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মিয়াছিল। "ততো বৈ সদজায়ত" "কথমসতঃ সজ্জায়েত" অর্থাৎ তাঁহা হইতে সত্য বস্তু জন্মিয়াছিল, জগতের কারণ যদি অসৎ হয় তাহ'লে তাহা হইতে সত্য জগৎ কি করিয়া হইবে। যে নাম ও রূপকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করা হইয়াছে, বেদান্ত কিন্তু সেই নাম ও রূপকে সত্যই বলিয়াছেন "নাম-রূপে সত্যম্" অর্থাৎ নাম ও রূপ সত্য। এই বেদ ও প্রত্যক্ষের সহিত বিরুদ্ধ হওয়ায় মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদক কল্পিত অনুমানও অগ্রাহ্য হইবে।* এবং ব্যবহারিক সত্য ও প্রাতিভাসিক সত্য, এইরূপ একটি শব্দও বেদান্ত ও গীতাতে পাওয়া যায় না, একমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঐ সকল কথা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।† ১৬

---

* "যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধম্ ন্যায়াভাসঃ সঃ" ন্যায়ভাষ্য।

† "সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতম্। বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে॥"

"সংবৃতিশ্চ দ্বেধা তথ্যসংবৃতির্মিথ্যাসংবৃতিশ্চ" বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা

"প্রমাণভূতং ব্যবহারসত্যং প্রমেয়ভূতং পরমার্থসত্যম্" চন্দ্রকীর্ত্তি।

"ক্লেশাঃ কর্ম্মাণি দেহাশ্চ কর্ত্তারশ্চ ফলানিচ। গন্ধর্ব্বনগরাকারা মরীচিজলসন্নিভাঃ॥ নাগার্জ্জুন। "দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা॥ লোকসংবৃতিসত্যংচ সত্যংচ পরমার্থতঃ" বৌদ্ধদর্শন॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

অন্বয়ঃ—তু 'কিন্তু' যেন 'আত্মনা' ইদং 'সর্ব্বং জগৎ' ততং 'ব্যাপ্তং' তৎ 'আত্মতত্ত্বং' 'অবিনাশি' 'ন বিনাশশীলং' 'যতঃ' কশ্চিদপি অব্যয়স্য' 'অবিনাশশীলস্য' 'অস্য' 'আত্মনঃ' বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি 'পারয়তি'। ১৭

অন্বয় ঃ—নিত্যস্য 'উৎপাদবিনাশশূন্যস্য' অনাশিনঃ 'অবিনশ্বরস্য' অপ্রমেয়স্য 'অপরিচ্ছিন্নস্য' শরীরিণ 'আত্মন' ইমে দেহা অন্তবন্তঃ 'বিনাশশীলা,' উক্তাঃ কথিতাঃ, তস্মাৎ 'দেহানাম্ অবশ্যবিনাশ্যত্বাৎ' হে ভারত যুধ্যস্ব 'যুদ্ধং কুরু'। ১৮

অনুবাদ ঃ—যিনি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনি কিন্তু অবিনাশি অর্থাৎ তাঁহার নাশ হয় না জানিও, কেহই অক্ষয় ইঁহার বিনাশ করিতে পারেনা। ১৭

অনুবাদ ঃ—অবিনাশি অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিরিচ্ছিন্ন এবং নিত্য আত্মার এই দেহ সকল অন্তযুক্ত অর্থাৎ নশ্বর অতএব হে ভারত যুদ্ধ কর। ১৮

শঙ্করভাষ্যম্—কিং পুনস্তৎ যৎ সদেব সর্ব্বদা ইস্তীত্যুচ্যতে অবিনাশীতি, ন বিনষ্টুং শীলং যস্যেতি, তুশব্দঃ সতোবিশেষণার্থঃ, তৎ বিদ্ধি বিজানীহি, কিং? যেন সর্ব্বমিদং জগৎ তৎ ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশম আকাশেনেব ঘটাদয়ঃ, বিনাশম্ অদর্শনম্ অভাবম্ অব্যয়স্য নব্যেতি উপচয়াপচয়ৌ ন যাতি ইত্যব্যয়ম্ তস্য অব্যয়স্য নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ন ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাৎ, দেহাদিবৎ নাপি আত্মীয়েন আত্মীয়াভাবাৎ, যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যেতি, নত্বেবং ব্রহ্ম ধনহান্যা ব্যেতি অতো অব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি, ন কশ্চিৎ আত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি ঈশ্বরোঽপি, আত্মাহি ব্রহ্ম স্বাত্মনিচ ক্রিয়াবিরোধাৎ। ১৭

শঙ্করভাষ্যম্—কিং পুনস্তদসৎ যৎ স্বাত্মসত্তাং ব্যভিচরতীতি, উচ্যতে অন্তবন্ত ইতি অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ, যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিঃ অনুবৃত্তা প্রমাণ নিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে, স তস্য অন্তঃ তথা ইমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদিবচ্চ অন্তবন্তঃ নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য আত্মনঃ অন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্য অনাশিন ইতি ন পুনরুক্তং নিত্যস্য দ্বিবিধত্বাৎ লোকে নাশস্য চ যথা দেহো ভস্মীভূতো ঽদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে, বিদ্যমানোঽপি যথা অন্যথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে, তত্র অনাশিনো নিত্যস্য ইতি দ্বিবিধেনাপি নাশেন অসম্বন্ধঃ অস্য ইত্যর্থঃ।

অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাৎ আত্মনঃ তন্মাভূৎ ইতি নিত্যস্য অনাশিনো ন ইত্যাহ অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ অপরিচ্ছেদ্যস্য ইত্যর্থঃ। নন্থ আগমেন আত্মা পরিচ্ছিদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনা চ পূর্ব্বং ? ন, আত্মনঃ স্বতঃ সিদ্ধত্বাৎ, সিদ্ধেহি আত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণান্বেষণা ভবতি, নহি পূর্ব্বম্ ইত্থমহম্ ইত্যাত্মানম্ অপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়-পরিচ্ছেদায় প্রবর্ত্ততে, নহি আত্মা নাম কস্যচিৎ অপ্রসিদ্ধোভবতি, শাস্ত্রংতু অন্ত্যং প্রমাণম্ অতঃ ধর্ম্মাধ্যারোপণমাত্রনিবর্ত্তকত্বেন প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে, নতু অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন, তথাচশ্রুতিঃ "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইতি, যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চ আত্মা তস্মাৎ যুধ্যস্ব যুদ্ধাৎ উপরমং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ নহি অত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবহি অসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধঃ তুষ্ণীমাস্তে অতস্তস্য প্রতিবন্ধাপনয়নং ভগবতা ক্রিয়তে, তস্মাৎ যুধ্যস্ব ইত্যনুবাদমাত্রং ন বিধিঃ। ১৮

শ্রীধরঃ—তত্র সদ্‌ভাবম্ অবিনাশি যত্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি অবিনাশিতু ইতি, যেন সর্ব্বমিদম্ আগমাপায়ধর্ম্মাত্মকং দেহাদি ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং তত্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি তত্র হেতুমাহ বিনাশমিতি॥ ১৭

শ্রীধরঃ—আগমাপায়ধর্ম্মকং সন্দর্শয়তি অন্তবন্ত ইতি। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য অতএব অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্যাত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্ব-দর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশো ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধস্তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১৮

বিশ্বনাথঃ—"নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইতস্যার্থং স্পষ্টয়তি অবিনাশীতি। তৎ জীবাত্মস্বরূপং যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং ব্যাপ্তম্। নন্থ শরীরমাত্রব্যাপিচৈতন্যত্বে জীবাত্মনো মধ্যমপরিমাণত্বেনানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, নৈবং, 'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ' ইতি ভগবতোক্তেঃ; "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইতি। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ইতি। "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্ট" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ তস্য পরমাণুপরিমাণত্বমেব। তদপি সম্পূর্ণদেহব্যাপি-শক্তিমত্ত্বং জতুজটিতস্য মহামণের্মহৌষধখণ্ডস্য বা শিরস্যুরসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণদেহপুষ্টি-করণশক্তিমত্ত্বমিব নাসমঞ্জসম্। স্বর্গনরকনানাযোনিষু গমনঞ্চ তস্যোপাধিপারবশ্যাদেব। তদুক্তং প্রাণমধিকৃত্য দত্তাত্রেয়েণ, "যেন সংসরতে পুমান্" ইতি। অত এবাস্য সর্ব্বগতত্ব-মপ্যগ্রিমশ্লোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জস্যম্। অতএবাব্যয়স্য নিত্যস্য, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা নন্থ দেহো জীবাত্মা পরমাত্মা ইত্যেতদ্বস্তুত্রিকং মনুষ্যতির্য্যগাদিষু সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। অত্রাদ্যয়োর্দেহজীবয়ো স্তত্ত্বং "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যনেনোক্তম্। তৃতীয়স্য পরমাত্মবস্তুনঃ কিং তত্ত্বমিত্যত

আহ অবিনাশি ত্বিতি। তু ভিন্নোপক্রমে ; পরমাত্মনো মায়াজীবাভ্যাং স্বরূপতঃ পার্থক্যাদিদং জগৎ॥ ১৭

বিশ্বনাথঃ—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি অন্তবন্ত ইতি। শরীরিণো জীবস্য অপ্রমেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাদ্দুর্জ্ঞেয়স্য। তস্মাদ্ যুধ্যস্বেতি শাস্ত্রবিহিতস্য স্বধর্ম্মস্য ত্যাগোঽনুচিত ইতিভাবঃ॥ ১৮

মিতভাষ্যম্:—সতোদেহাদেঃ কার্য্যজাতস্য আত্মনশ্চ অভাবাভাবেঽপি আত্মনো বিশেষমাহ অবিনাশীতি, তুশব্দেন পূর্ব্বস্মাদ্ বিশেষঃ, যেন সদ্রূপেণাত্মনা ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং, তৎ আত্মতত্ত্বং তু অবিনাশি বিনাশাভাবশীলং বিদ্ধি জানীহি, সাংখ্যনয়ে বিনাশো নামাদর্শনং কারণে সূক্ষ্মতয়া লয় ইতি যাবৎ, স ন ভবিতুং শীলং যস্য তদবিনাশীত্যর্থঃ। নশ অদর্শনে ইত্যস্য রূপম্। তত্র হেতুমাহ ন ব্যেতি নশ্যতীত্যব্যয়ম অবিনশ্বরং তস্য অস্যাত্মনঃ বিনাশং লয়ং কশ্চিদপি কর্ত্তুং নার্হতি শক্নোতি বিনশ্বরত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। ১৭

মিতভাষ্যম্:—নন্থ আত্মনো বিনাশাভাবেঽপি দেহানাং বিনাশিত্বাৎ তেষাং বিনাশমাশঙ্ক্য শোচামীত্যত আহ অন্তবন্ত ইতি, নিত্যস্য উৎপাদবিনাশশূন্যস্য অনাশিনঃ অবিনশ্বরস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য শরীরিণঃ দেহাবচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে দেহা অন্তবন্তঃ বিনাশশীলা উক্তাঃ, তস্মাৎ আত্মনাং নিত্যত্বাৎ দেহানাংচ বিনাশশীলত্বাৎ শোকং বিহায় হে ভারত যুধ্যস্ব। আত্মনামেব ভীষ্মাদিত্বাৎ তেষাং নিত্যত্বাৎ দেহানাংচ বিনশ্বরত্বাৎ শোকং বিহায় স্বধর্ম্মং যুদ্ধং কুরু ইতিভাবঃ। ১৮

পুষ্পাঞ্জলিঃ—আত্মা ও দেহ এই দুইটিই সত্য হইলেও ইহাদের যাহা বিশেষ আছে তাহাই এই দুইটি শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—যিনি জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনি (আত্মা) কিন্তু অবিনাশি অর্থাৎ নিত্য তাঁহার বিনাশ হয় না, কারণ ইনি অব্যয়স্বভাব, সুতরাং কেহই তাঁহার বিনাশ করিতে পারে না। আর নিত্য আত্মার এই দেহসকল নশ্বর, অর্থাৎ আত্মা যে নিত্য তাহার কারণ তিনি ধ্বংস হন না, তাঁহার ধ্বংস না হওয়ার প্রতি কারণ তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, দেখিতে পাওয়া যায় পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত ঘট পটাদি বস্তুরই ধ্বংস হয় সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন—অসীম আত্মার বিনাশ নাই। এ মতে পরমাণু স্বীকার করা হয় না। এখানে ভগবান্ আত্মাকে নিত্য বলিলেন এবং দেহকে অনিত্য বলিলেন কিন্তু মিথ্যা বলিলেন না, যদি দেহাদি মিথ্যা হইত তাহ'লে বলিতেন আত্মা সত্য আর দেহাদি মিথ্যা, যেমন লোকে বলে দড়িটি সত্য আর দড়িতে যে সর্প ভ্রম হইয়াছিল তাহা মিথ্যা ইত্যাদি, সেরূপ দেহাদিকে মিথ্যা না বলায় তাহা যে সত্য ইহাতে সন্দেহ নাই। এখানে স্বপ্ন মায়াদির মত দেহাদিকে নশ্বর বলিয়া কৌশলে বৌদ্ধমত টানিয়া

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

অন্বয়ঃ—যো'জনঃ' এনম্ 'আত্মানং' হন্তারম্ 'অন্যস্যাত্মনো ঘাতকং' বেত্তি 'জানাতি' চ 'এবং' যো'জনঃ' এনম্ 'আত্মানং হতম্ 'অন্যেন নিহতং' মন্যতে 'জানাতি' তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ 'আত্মস্বরূপং ন সম্যক্ জানীতঃ' 'যতঃ' অয়ম্ 'আত্মা' 'অন্যমাত্মানং' ন হন্তি 'ন মারয়তি' ন হন্যতে 'ন মার্য্যতে'। ১৯

অনুবাদঃ—যিনি এই আত্মাকে কোন আত্মার হত্যাকারী মনে করেন, এবং যিনি আত্মাকে নিহত মনে করেন সেই দুইজনই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, কারণ কোন আত্মা কোন আত্মাকে হত্যা করে না এবং নিজেও হত হয় না। অতএব তুমি যদি নিজেকে ভীষ্মপ্রভৃতির আত্মার ঘাতক বলিয়া মনে কর, এবং ইঁহাদের আত্মাকে হত বলিয়া মনে কর তাহা হইলে তুমি তোমাকে ভ্রান্ত বলিয়া জানিবে। ১৯

শঙ্করভাষ্যম্—শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকম্ ইত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচৌ আনিনায় ভগবান। যত্তু মন্যসে যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়াহন্যন্তে অহমেব তেষাং হন্তা ইত্যেষা বুদ্ধির্মৃষৈব তে, কথং? য এনমিতি, য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি বিজানাতি হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারম্। যশ্চ তম্ অন্যো মন্যতে হতং দেহহননেন হতোঽহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতং তাবুভৌ ন বিজানীতো ন জ্ঞাতবন্তৌ অবিবেকেন আত্মানম্ অহং প্রত্যয়বিষয়ং হন্তা অহং হতোঽস্মি অহম্ ইতি দেহহননেন আত্মানং যৌ বিজানীতঃ তৌ আত্মস্বরূপানভিজ্ঞৌ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ অয়ম্ আত্মা ন হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি, ন চ হন্যতে নচ কর্ম্ম ভবতি ইত্যর্থঃ অবিক্রিয়ত্বাৎ। ১৯

আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, দেহাদি যে নশ্বর তাহাত সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেজন্য বৌদ্ধদিগের মত স্বপ্ন মায়ার দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন কি? ভগবান্ ত সেরূপ কোন কথা বলেন নাই। বৌদ্ধগণই জগৎকে স্বপ্নমায়াদির মত মিথ্যা বলিয়া থাকেন।* এরূপ কথা হিন্দু-দর্শনে কোথাও পাওয়া যায় না, প্রত্যুত হিন্দুদার্শনিকগণ নানাবিধ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদই করিয়া আসিতেছেন। ভগবান্ বেদব্যাসও বলিয়াছেন "স্বপ্নবচ্চ ন বৈধর্ম্ম্যাৎ" অর্থাৎ জগৎ স্বপ্নের মত মিথ্যা নহে কারণ জগৎ ও স্বপ্ন বিসদৃশ। অতএব হে অর্জ্জুন ভীষ্ম দ্রোণাদির আত্মা যখন নিত্য তখন কখনই মরিবেনা এবং দেহ যখন অনিত্য তখন মরিবেই সুতরাং তাহাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে অতএব যুদ্ধ কর। ১৭।১৮

---

* "অলাতচক্রনির্ম্মাণস্বপ্নমায়াম্বুচন্দ্রকৈঃ। ধুমিকান্তঃ প্রতিশ্রুৎকামীরচান্তিঃ সমোভবঃ" বৌদ্ধশতক

শ্রীধরঃ—তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতো যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তং "এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ য এনমিতি। এনমাত্মানমাত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্ববৎ কর্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথঃ—ভো বয়স্য অর্জ্জুন! ত্বমাত্মা ন হন্তেঃ কর্ত্তা, নাপি হন্তেঃ কর্ম্ম ইত্যাহ, য এনমিতি। এনং জীবাত্মানং হন্তারং বেত্তি, ভীষ্মাদীনর্জ্জুনো হন্তীতি যো বেত্তীত্যর্থঃ। হতমিতি ভীষ্মাদিভিরর্জ্জুনো হন্যত ইতি যো বেত্তি, তাবুভাবপ্যজ্ঞানিনৌ। অতোহর্জ্জুনোঽয়ং গুরুজনং হন্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদ্দুর্যশসঃ কা তে ভীতিরিতি ভাবঃ। ১৯ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—প্রোক্তমবিনাশিত্বমাত্মনো দ্রঢ়য়িতুং শ্রুতিদ্বয়মনুবদতি য এনমিতি। যো জনঃ এনম্ আত্মানং হন্তারং অন্যস্যাত্মনো বধকর্ত্তারং বেত্তি জানাতি অত্র যশ্চৈনমিতি আত্মকর্ম্মকহননস্যৈব প্রতিষেধাৎ প্রকরণাচ্চ পশ্চাদপি 'কং ঘাতয়তি হন্তি কমি'ত্যুক্তেঃ। আত্মন আত্মকর্ম্মকহননকর্ত্তৃত্বাভাবং প্রদর্শ্য হননকর্ম্মত্বাভাবমপ্যাত্মনো দর্শয়তি যশ্চৈনমিতি, যশ্চ এনম্ আত্মানং হতং অন্যকর্ত্তৃকহননকর্ম্মভূতং মন্যতে জানাতি তাবুভৌ ন বিজানীতঃ ন তত্ত্বং সম্যক্ জানীতঃ যতোঽয়ম্ আত্মা কঞ্চিদপি আত্মানং ন হন্তি ন চায়ম্ আত্মা কেনচিদপি হন্যতে হননকর্ম্ম ক্রিয়তে অবিনাশিত্বাদিত্যর্থঃ। "বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতী"তুক্তেঃ, যথা দার্ব্বাদিচ্ছেদকস্যাপি তীক্ষ্ণধারক্ষুরস্য নিষ্ঠুরোপলখণ্ডচ্ছেত্তৃত্বাভাবস্তদ্বদিত্যর্থঃ। কঠশ্রুতাবপি "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইতি নিত্যস্যাত্মনো বধ্যত্বাভাবপ্রদর্শনাৎ, পশ্চাৎ "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুম্" ইত্যুপস্থিতাত্মকর্ম্মকহননকর্ত্তৃত্বাভাবোঽপ্যুক্তঃ। হন্তা হননোদ্যমকর্ত্তা কশ্চিৎ পূর্ব্বোক্তং "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইতিশ্রুতিপ্রাপ্তং হননাযোগ্যং নিত্যমাত্মানং যদি হন্তুমিচ্ছতি হতশ্চেদাত্মানং হতং মন্যতে তদা তাবজ্ঞাবিত্যর্থঃ, তথাচ হননাযোগ্যত্বাৎ নিত্যত্বমেবাস্য দৃঢ়ীকৃতং নতু কর্ত্তৃত্বমুক্তম্। নচ শ্রুতাবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভাবোঽপ্যুক্তঃ নচাস্মিন্ প্রকরণে আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বং ভগবতাঽপ্যুচ্যতে, তথাত্বে য এনং বেত্তি কর্ত্তারমিত্যেবাবক্ষ্যদিতি জ্ঞেয়ম্। ১৯

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ যিনি জানেন যে আত্মার মৃত্যু নাই, তিনি কি করিয়া মনে করিবেন যে আমি আত্মাকে হত্যা করিতেছি বা আত্মাকে হত্যা করিবার জন্য অন্য লোককে নিযুক্ত করিতেছি? অতএব আত্মা নিত্য অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুহীন ইহা যিনি জানেন তিনি কোন আত্মাকেই হত্যা করিতে পারেন না, এবং কাহার দ্বারা হত্যা করাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে পারেন না, অতএব হে অর্জ্জুন তুমিও আত্মার ঘাতক নও, এবং আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতেছি বলিয়া মনে করিও না যে, তোমার দ্বারা কাহারও আত্মাকে হত্যা করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। এখানে আত্মা

নিত্য বলিয়াই কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারে না এবং অন্য ব্যক্তির দ্বারা হত্যা করাইতেও পারে না এই কথা বলিলেন অর্থাৎ আত্মা নিত্য না হইলে তাহাকে হত্যা করিত, অতএব এরূপ বুঝা উচিত নহে যে আত্মা স্বভাবতই কিছু করেন না বা কিছু করান না, তাহা হইলে ঐরূপ হেতু উল্লেখ করা ভগবানের উচিত হইত না কিন্তু ইহাই বলিতেন যে আত্মা কিছুই করে না ও করায় না, এই জন্য বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে আত্মা কর্ত্তা হন্। তবে জীব স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে পারে না তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বশতঃ ভগবান তাহাকে যেমন করান সে তাহাই করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ভ্রম বশতঃ সে ইহা বুঝে না যে ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া আমি এ কাজ করিতেছি। এই ভ্রম যাহার যত অধিক, সে তত নিজের অভিমানে দম্ভে দর্পে ভরপুর হইয়া থাকে, এবং উদ্দাম ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া নানাবিধ কাজ করিতে থাকে পাপ পুণ্য কিছুই বিচার করে না। এবং স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এইরূপে সংসার-স্রোত বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। সেই জন্য শাস্ত্রকার দয়া পরবশ হইয়া লোককে শিক্ষা দিতেছেন—হে জীব তুমি নিজের স্বাধীনতা গর্ব্বে মত্ত হইয়া দিন দিন কর্ম্মজালে এমন জড়ীভূত হইয়া যাইতেছ যে এ জাল ছেদন করা তোমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে তুমি সুখের জন্য হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া নানাবিধ কাজ করিতেছ, কিন্তু ফলে তাহা হইতে সুখ না হইয়া উত্তরোত্তর দুঃখের বোঝাই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"কর্ম্মাণ্যারভতে জন্তুর্দুঃখহত্যৈ সুখায়চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্" ॥

অর্থাৎ জীব মাত্রেই নিজের দুঃখ নিবারণ ও সুখ পাইবার জন্য নানাবিধ কাজ করিতে থাকে, মনে করে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল মহাসুখে সংসারে থাকিয়া শান্তি পাইবে, কিন্তু দেখা যায় প্রায়ই ইহার বিপরীত ফল ফলিয়া যায়। মনে করুন কোন লোকের একটি মাত্র পুত্র আছে, তিনি আশা করিলেন পুত্রটিকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে তাহার অর্জ্জিত অর্থে পরিণামে পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিতে থাকিব, এই ভাবিয়া পুত্রটিকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এমন কি নিজের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অথবা ভিক্ষা করিয়াও বর্ত্তমানের দুর্ব্বহ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, পুত্রও দিন দিন শিক্ষালাভ করিয়া উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার বা হাকিম যাহা কিছু হইলেন পিতা মাতার আনন্দের আর সীমা নাই, প্রথমেই পুত্রের বিবাহে কন্যার পিতার সহিত প্রগাঢ় আত্মীয়তার মধুর নমুনা স্বরূপ অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা উদরস্থ করিয়া কতকটা ক্ষুধা

নিবৃত্তি করা যাইবে, তাহার পর পুত্রের উপার্জিত অর্থে ক্রমশ মনের মত বাড়ী ও গাড়ী প্রভৃতি করিয়া আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিব ইত্যাদি, এইরূপ আশার উপর আশা আরও আশা "আশাপাশশতৈর্বদ্ধা" এই প্রকারে অসংখ্য আশায় তিনি প্রফুল্লিত হইতে থাকিলেন, এমন সময় কোন অজানা অচেনা ব্যক্তির গুপ্ত ইঙ্গিতে পশ্চিম আকাশে ক্ষুদ্র একখানি মেঘের উদয় হইয়া এমন দারুণ তুফান আসিয়া পড়িল যে বেচারার ফলন্ত বৃক্ষের সুপক্ক ফলটি বলপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া লইয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, যাগ্‌সব শেষ, প্রায়ই সংসারে এই খেলাই দেখিতেছি, তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—

"ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাঽভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ"।

অর্থাৎ লোক পাগলের মত নিজের অভিমানে ও অহঙ্কারে কত কি ভাবিতেছে ও করিতেছে, একবারও ভাবে না কে তাহাকে পাঠাইয়াছে কাহার ইঙ্গিতে চলিতেছে কি করিতে আসিয়াছে আর কি করিয়া ঘুরিতেছে, জীব নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া এইরূপ উন্মত্ত হইয়া থাকিলেও তিনি কিন্তু ঠিকই সতর্ক আছেন সময় হইলে এক পলও অপেক্ষা করিবেন না, ইঁদুর যেমন যাবজ্জীবন কেবল পরস্ব অপহরণ করিয়া নিজের ঘর পূর্ণ করিতে থাকে, একবারও ভাবেনা যে পশ্চাতে কালসর্পরূপী মহাকাল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহার করাল জিহ্বা লেহন করিতে করিতে তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহার যাবজ্জীবনের সঞ্চিত সম্পদ সবই পড়িয়া রহিল কাহার ভোগে লাগিবে তাহাও ঠিক নাই, সে মহাকালের করাল গ্রাসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অতএব মুগ্ধ জীব নিজের তুচ্ছ দম্ভ দর্প ছাড়িয়া যিনি কালেরও কাল যাঁহার সামান্য কটাক্ষে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিরন্তর চলিতেছে, যাঁহার খেলা-ঘরই এই বিরাট বিশ্বপ্রপঞ্চ, মহাশক্তির আধার সেই মহাপুরুষের চরণে লুটিয়া পড়িয়া তাঁহার চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইলে নিশ্চয় তিনি কৃপা করিবেন, এবং তাঁ'র কৃপায় দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিবে যে জগতে সর্ব্বব্যাপী হইয়া তিনিই একমাত্র লীলা করিতেছেন আমরা তাঁর এক একটি ক্রীড়নক মাত্র, তখন মোহ অন্ধকার ঘুচিবে এবং নিজের স্বাধীনতা ও দম্ভ দর্প ইত্যাদি সকলই আপনিই খসিয়া পড়িবে। তখন তাঁর শান্তিময় ও পরম মঙ্গলময় রূপখানি দেখিয়া নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ভক্তি-গদগদ চিত্তে বলিবে—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াঽচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অতএব জীবের একমাত্র কাজই হইল 'করিষ্যে বচনং তব,' অর্থাৎ সরলভাবে নিঃসন্দেহে তাঁ'র বাক্য প্রতিপালনই একমাত্র কাজ, অতএব মোহ-অন্ধকার নাশ করিতে

হইলে তাঁ'র চরণে শরণাগত হইয়া তাঁ'র আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, কারণ রোগীব্যক্তি সুচিকিৎসকের আশ্রয় লইয়া তাঁ'র উপদেশ অনুসারে চলিলেই রোগমুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করে, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"।

অর্থাৎ যাহারা আমার শরণাগত হয় তাহারা এই দুরন্ত মায়া হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব বুঝা গেল যে জীব নানাবিধ কাজ করিলেও তাহার নিজের স্বাধীনতা নাই পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বরচালিত হইয়াই কাজ করিতে থাকে সেই জন্য বেদান্ত-দর্শনে বেদ-ব্যাস সূত্র করিয়াছেন "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীনে জীব কাজ করে, কারণ শ্রুতি অর্থাৎ বেদ তাহাই বলিয়াছেন, যথা "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" অর্থাৎ এই পরমেশ্বরই জীবের কর্ম্ম অনুসারে কাজ করাইতেছেন। ভগবান্ও বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অর্থাৎ যাহারা পুতুল নাচ দেখায় তাহারা পুতুলকে যেমন নাচায় সেইরূপ নাচে, সেইরূপ ভগবান্ প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে চালাইতেছেন, অতএব যিনি এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছেন তিনিই দেখিবেন ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়াই আমরা কাজ করিতেছি স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত কিছু করিবার সামর্থ্য নাই, তখন তিনি বলিতে পারিবেন—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

অর্থাৎ হে অন্তর্য্যামিন্ তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যেমন চালাইতেছ আমি সেইরূপ করিতেছি, নিজের অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হইলে আর একথা কেহ বলিতে পারিবেনা, আর এইরূপ উচ্চ অধিকার হইলে সে কখনও বেতালা নাচিবেনা, এই অধিকারু না হইলেও যদি কেহ মুখে এইরূপ বড় বড় কথা বলে তবে বুঝিতে হইবে সে বঞ্চনা করিতেছে ও নিজেও বঞ্চিত হইতেছে। বিশ্বস্ত ভৃত্য যেমন অকপটে প্রভুর কাজ করিয়া যায়, স্বহস্তে সকল কাজ করিলেও সে কখনও মনে করেনা যে এই কাজের কর্ত্তা আমি, সেইরূপ বুদ্ধিমান মানুষও বিশ্বপ্রভুর ভৃত্যের মত তাঁ'র কাজ করিয়া দিলেও তাহার কর্ত্তা (স্বাধীন) হইবেন না; সেইজন্য বেদব্যাস সূত্র করিলেন "যথা চ তক্ষোভয়থা" অর্থাৎ ভৃত্যের মত জীব কাজ করিলেও কর্ত্তা হয়না, অতএব কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয়ই হয়। অতএব জীব কিছুই করেন না একথা বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে বলা চলেনা। বেদও বলিয়াছেন "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ যিনি স্বর্গে বাস করিতে চান তিনি যজ্ঞ করিবেন। অতএব জীব যে কাজ করেন ইহা বেদেরও অনুমোদিত,

তবে যদি মনে করেন যে আমি স্বাধীনভাবে করিতেছি, তা'হলে ভ্রম হইল, এবং ঐ ভ্রম বশতই কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখও ভোগ করিতে হইবে, এবং সেই ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণও করিতে হইবে, ইহাই হইল সংসার, অতএব বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে যাহাতে সংসার-বন্ধন না হয়, এই ভ্রমই হইল সর্ব্বনাশের মূল, তবে ঐ ভৃত্যের মত কাজ করিয়া গেলে আর বন্ধন হইবেনা, উহাই হইল কর্ম্মকে ফাঁকি দিবার একমাত্র উপায়। গুণবান্ প্রভু যেমন বিশ্বাসী ভৃত্যকে উপযুক্ত পুরস্কার (পেন্‌সন) দিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন শান্তি দান করেন, সেইরূপ যিনি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যাবজ্জীবন অকপটে তাঁর কাজ করিয়া যান, সেই অনুগত ভক্তকে সর্ব্বগুণাকর বিশ্বপ্রভুও এমন পুরস্কার দেন যে তিনি সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য পরম শান্তিময় ধামে বাস করিতে পারেন, যে আনন্দময় ধাম লাভ করিলে আর কোন কামনা বাসনাই থাকিবেনা, সকল কামনারই শান্তি হয় সেই পরম পদ পাইতে পারিলে। তাই আমার ভাগবত বলিলেন—"ইচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥" ইতি।

কিন্তু সংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে বুদ্ধিই কর্ত্রী অর্থাৎ অচেতন বুদ্ধিই যাহা কিছু করিতেছে, আর কূটস্থ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করেন। এই অবৈদিক সাংখ্য মতকে ভগবান বেদব্যাস অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন মানুষের কল্পিত তর্কদ্বারা ঐ মত সৃষ্টি করা হইয়াছে উহা বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় গৃহীত হইতে পারেনা, কারণ বেদ বলিয়াছেন যিনি স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করেন তিনি হোম করিবেন দান করিবেন ইত্যাদি, এখানে করিবেন বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে জীব যাগ দান ইত্যাদি সবই করেন, সুতরাং জীব কর্ত্তা, এই জন্য তিনি বেদান্তদর্শনে সূত্র করিলেন—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" অর্থাৎ জীব যাগ দান ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করেন, কেননা তাহা হইলেই যাগ করিবে দান করিবে ইত্যাদি বেদবাক্য সকল সঙ্গত হয়। এইজন্য জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, তাহা না হইলে জীবের কর্ম্মফল ভোগ করা সঙ্গত হয়না, কারণ একজন কাজ করিবে আর অপরে তাহার ফল ভোগ করিবে, এরূপত জগতে দেখা যায় না। মহর্ষি জৈমিনিও বলিয়াছেন—"শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি" অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রীয় কাজ করেন তিনিই তাহার ফলভোগ করেন। অতএব জীব কর্ত্তা ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

অন্বয়ঃ—অয়ম 'আত্মা কদাচিদপি ন জায়তে 'উৎপদ্যতে' বা 'এবং' ন ম্রিয়তে ভূত্বা 'জন্মানন্তরং' ন ভবিতা 'অস্তিত্ববান ন ভবতি' যতঃ' অয়ম্ 'আত্মা' অজঃ 'জন্মশূন্যঃ' নিত্যঃ 'বিনাশশূন্যঃ' 'অতঃ' শাশ্বতঃ 'সনাতনঃ' পুরাণঃ 'পুরাতনোঽপি নবীনঃ' 'অতঃ' শরীরে হন্যমানেঽপি 'আত্মা ন হন্যতে 'ন বিনাশ্যতে'। ২০

অনুবাদঃ—এই আত্মা কখনও জন্মে না বা মরে না, এবং জন্মিবার পরে যে বিদ্যমান হয় তাহা নহে, এবং অধিকও হয়না। কারণ আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মহীন, অতএব নিত্য অর্থাৎ মৃত্যুহীন, সুতরাং ইহা শাশ্বত অর্থাৎ সর্ব্বদাই থাকে, এবং পুরাণ অর্থাৎ অতি পূর্ব্বকালের হইলেও নূতনই থাকে, সুতরাং শরীর নিহত হইলেও আত্মা নিহত হয় না, কঠ শ্রুতিতে প্রায় এই প্রকার দুইটি পদ্য আছে ভগবান্ সেই শ্রুতি অনুসারে আত্মার নিত্যত্ব সমর্থন করিলেন। ইহার দ্বারা বলা হইল যে আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই। ২০

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কথমবিক্রিয় আত্মা? ইতি দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ ন জায়তে ইতি, ন জায়তে নোৎপদ্যতে জনিলক্ষণা তু বস্তুবিক্রিয়া নাত্মনো বিদ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা ন ম্রিয়তে বা অত্র বা শব্দশ্চার্থে, ন ম্রিয়তে চ ইত্যন্ত্যা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে, কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধৈঃ সম্বধ্যতে, ন কদাচিৎ জায়তে ন কদাচিৎ ম্রিয়তে ইত্যেবং, যস্মাৎ অয়মাত্মা ভূত্বা ভবনক্রিয়াম্ অনুভূয় পশ্চাদভবিতা অভাবং গন্তা ন ভূয়ঃ পুনঃ তস্মাৎ ন ম্রিয়তে, যোহি ভূত্বা ন ভবিতা স ম্রিয়তে ইত্যুচ্যতে লোকে, বা শব্দাৎ ন শব্দাচ্চ অয়মাত্মা ভূত্বা বা ভবিতা দেহবৎ ন ভূয়ঃ পুনঃ তস্মাৎ অজঃ যস্মাৎ ন ম্রিয়তে তস্মাৎ নিত্যশ্চ, যদ্যপি আদ্যন্তয়োঃ বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাং তদর্থৈঃ স্বশব্দৈরেব প্রতিষেধঃ কর্ত্তব্য ইত্যনুক্তানামপি যৌবনাদি-সমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা স্যাৎ ইত্যাহ শাশ্বত ইত্যাদিনা, শাশ্বত ইতি অপক্ষয় লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে, শশ্বৎ ভবঃ শাশ্বতঃ নাপক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ. অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে, পুরাণ ইতি, যোহি অবয়বাগমেন উপচীয়তে বর্দ্ধতে সোঽভিনব ইতিচ উচ্যতে, অয়ম্ আত্মা নিরবয়বত্বাৎ পুরাপি নব এব ইতি পুরাণো ন বর্দ্ধতে ইত্যর্থঃ, তথা ন হন্যতে ন বিপরিণম্যতে, হন্যমানে বিপরিণম্যমানেঽপি শরীরে। হন্তিরত্র বিপরিণামার্থে দ্রষ্টব্যঃ অপুনরুক্ততায়ৈ, ন বিপরিণমতে ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে, সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ, যস্মাদেবং তস্মাৎ "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" ইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০

শ্রীধর:—ন হন্যতে ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি নেতি। ন জায়তে ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ম্রিয়তে ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ, বাশব্দৌ চার্থে, ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্থিতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্ব-লক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ তত্র হেতুঃ, যস্মাদজঃ, যো হি জায়তে স জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে, ন তু যঃ স্বতএবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণাম-প্রতিষেধঃ, পুরাপি নবো ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ভবিতেত্যস্যানুসঙ্গং কৃত্বা ভূয়ো ঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতেতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্যইতি চোভয়ং বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেবং সাংখ্যাদিভিরুক্তাঃ ষড়ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশভাবমুপসংহরতি ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ইতি॥ ২০॥

বিশ্বনাথ:—জীবাত্মনো নিত্যত্বং স্পষ্টতয়া সাধয়তি, ন জায়তে ম্রিয়তে ইতি জন্মমরণয়োর্বর্ত্তমানত্বনিষেধঃ। নায়ং ভবিতেতি তয়োর্ভূতত্বভবিষ্যত্ত্বনিষেধঃ। অতএবাজ ইতিকালত্রয়েঽপ্যস্য জন্মাভাবাৎ নাস্য প্রাগভাবঃ, শাশ্বতঃ, শশ্বৎ সর্ব্বকাল এব বর্ত্ততে ইতি নাস্য কালত্রয়েঽপি ধ্বংসঃ; অতএবায়ং নিত্যঃ, তর্হি বহুকালস্থায়িত্বাৎ জরাগ্রস্তোঽয়মিতি্ চেন্ন পুরাণঃ পুরাপি নবঃ প্রাচীনোঽপ্যয়ং নবীন ইবেতি ষড়্ভাববিকারা-ভাবাদিতি ভাবঃ। নম্ব শরীরস্য মরণাদৌপচারিকস্তু মরণমস্যাস্তু তত্রাহ নেতি শরীরেণ সহ সম্বন্ধাভাবান্নোপচারঃ ইতি ভাবঃ॥ ২০

মিতভাষ্যম্:—আত্মনো নিত্যত্বজ্ঞাপকং জন্মাদ্যভাবং শ্রৌতং দর্শয়তি ন জায়তে ইতি, অয়মাত্মা কদাচিদপি ন জায়তে উৎপদ্যতে ম্রিয়তে চ ইতি জন্মনাশাভাব উক্তঃ, কদাচিদিতি সর্ব্বত্রান্বেতি, ভূত্বা জনিত্বা ভবিতা অস্তিত্ববান্ ন ভবতি, নচ ভূয়ঃ অধিকো ভবতি, ইতি বৃদ্ধ্যভাব উক্তঃ যতো ঽয়মজঃ জন্মাভাবশীলঃ, নিত্যঃ বিনাশাভাবশীলঃ অতঃ শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভবঃ সনাতনঃ ন জন্মানন্তরমস্তিত্ববান ইতি যাবৎ, তথাপি পুরাণঃ পুরাতনোঽপি নব এব ন বর্দ্ধতে ইত্যর্থঃ। এতাবতাপি দুগ্ধাদের্দ্ধ্যাদিবৎ আত্মনো বিকারাভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভাবো বা নোক্তো ভবতি, শ্রুতৌ জগত আত্মবিকারত্বোক্তেঃ, আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বোক্তেশ্চ 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' 'কর্ত্তারমীশং পুরুষম্' ইতি, 'আত্মকৃতেঃ' 'পরিণামাৎ' 'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বা'দিতি সূত্রেভ্যশ্চ। তথা সতি তদুক্ত্যেবেষ্টসিদ্ধেঃ জন্মাদ্যভাব-প্রদর্শনানর্থক্যাপত্তেঃ। শ্রুতৌ চ দ্বিতীয়ঃ পাদোঽন্যথা পঠিতঃ, নচোক্তো নির্ব্বিকার আত্মা শ্রুতিসূত্রয়োরিতি বেদান্তনীত্যা নির্ব্বিকারত্বং নাত্মনো যুক্তং বক্তুম্। প্রকৃতোপ-যোগিতয়া নাশাভাবএবাত্র বাহুল্যেনোক্তঃ, অবিকার্য্যোঽয়মিতি চ সাংখ্যনীত্যা প্রকরণাৎ।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

অন্বয়ঃ—হে পার্থ যঃ 'পুরুষঃ' অজং 'জন্মশূন্যম' অব্যয়ম্ 'অক্ষয়ম্' এনম্ 'আত্মানম্' অবিনাশিনং 'বিনাশস্বভাবশূন্যং' বেদ, 'জানাতি' স পুরুষঃ 'লোকঃ' কম্ 'আত্মানং' কথং 'কেন প্রকারেণ' ঘাতয়তি? 'হননার্থং পুরুষান্তরং প্রযোজয়তি? কম্ 'আত্মানং চ' কথং 'কেন প্রকারেণ' হন্তি 'মারয়তি'? ২১

অনুবাদঃ—জন্ম ও মৃত্যুহীন অতএব নিত্য এই আত্মাকে অবিনাশি অর্থাৎ নশ্বর নহে বলিয়া যিনি জানেন সে ব্যক্তি কি করিয়া কোন্ আত্মাকে হত্যা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারেন এবং কোন্ আত্মাকে হত্যা করিতে পারেন? ২১

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—'য এনং বেত্তি হন্তারম্' ইত্যনেন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় 'ন জায়তে' ইত্যনেন অবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থম্ উপসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি, বেদ বিজানাতি, অন্ত্যভাববিকাররহিতং নিত্যং বিপরিণামরহিতং যো বেদ ইতি সম্বন্ধঃ, এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ উক্তলক্ষণম্ অজম্ অব্যয়ম্ উপজনাপক্ষয়-রহিতং কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান পুরুষো ঽধিকৃতঃ হন্তি হননক্রিয়াং করোতি, কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রযোজয়তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ হন্তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ ঘাতয়তি ইত্যুভয়ত্র আক্ষেপ এবার্থঃ, প্রশ্নার্থাসম্ভবাৎ, হেত্বর্থস্য অবিক্রিয়ত্বস্যচ তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্ম-প্রতিষেধ এব প্রকরণার্থো ঽভিপ্রেতো ভগবতঃ হন্তেস্তু আক্ষেপ উদাহরণার্থত্বেন বিদুষঃ কিঞ্চিৎকর্ম্মাসম্ভবে হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণি আক্ষিপতি ভগবান্ কথং স পুরুষ ইতি। ননু উক্তমেব আত্মনঃ অবিক্রিয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ, সত্যমুক্তো নতু সকারণ-বিশেষঃ অন্যত্বাৎ বিদুষঃ অবিক্রিয়ত্বাৎ আত্মন ইতি। ননু অবিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেন্ন, বিদুষ আত্মত্বাৎ ন দেহাদিসঙ্ঘাতস্য বিদ্বত্তা, অতঃ পারিশেষ্যাৎ অসংহত আত্মা বিদ্বান্ অবিক্রিয় ইতি, তস্য বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভবাৎ আক্ষেপো যুক্তঃ 'কথং স পুরুষ' ইতি, যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্য অবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেন অবিদ্যয়া উপলব্ধা আত্মা কল্প্যতে এবমেবাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যা বিদ্যয়া অসত্য-রূপয়ৈব পরমার্থতঃ অবিক্রিয় এবাত্মা বিদ্বান উচ্যতে, বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভববচনাৎ যানি কর্ম্মাণি

তস্মাৎ শরীরে হন্যমানেঽপি আত্মা ন হন্যতে ইতি চ প্রকৃতোপযোগি, জন্যানাং ষট্ বিকারাশ্চ সাংখ্যাদ্যুক্তা নিরুক্তকৃতা যাস্কেনোক্তাঃ "জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতে অপক্ষীয়তে নশ্যতী"তি। নচেদং তর্কশাস্ত্রং যৎ প্রতিজ্ঞাদিত্রিতয়াপেক্ষা স্যাদিতি তৎপরতয়া ব্যাখ্যানং প্রকরণপরিপন্থি কিন্তু স্বমতদার্ঢ্যার্থং শ্রুত্যনুবাদ এবেতি জ্ঞেয়ম্। ২০

শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তানি অবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োঽবগম্যতে। ননু বিদ্যাপি অবিদুষ এব বিধীয়তে বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবৎ বিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ, তত্র অবিদুষঃ কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ন বিদুষ ইতি বিশেষো নোপপদ্যতে ইতি চেন্ন, অনুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তেঃ অগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরম্ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম অনেকসাধনোপসংহারপূর্ব্বকম্ অনুষ্ঠেয়ং কর্ত্তাহং মম কর্ত্তব্যমিত্যেবংপ্রকারবিজ্ঞানবতোঽবিদুষো যথানুষ্ঠেয়ং ভবতি নতু তথা 'ন জায়তে' ইত্যাত্মস্বরূপবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি কিন্তু নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তা ইত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকর্ত্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যৎ নোৎপদ্যতে ইত্যেব উপপদ্যতে। যঃ পুনঃ কর্ত্তাহমিতি বেত্তি আত্মানং তস্য মমেদং কর্ত্তব্যমিতি অবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাৎ তদপেক্ষয়া সোঽধিক্রিয়তে ইতি, তং প্রতি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি, সচাবিদ্বান্ 'উভৌ তৌ ন বিজানীত' ইতি বচনাৎ বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্ম্মাক্ষেপবচনাৎ কথং স পুরুষ ইতি, তস্মাৎবিশেষিতস্য অবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষো মুমুক্ষোশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসএবাধিকারঃ, অতএব ভগবান্ নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষো ঽবিদুষশ্চ কর্ম্মিণঃ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম' ইতি। তথাচ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসঃ—"দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ" ইত্যাদি। তথাচ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ পশ্চাৎ সন্ন্যাসশ্চেতি। এতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান্—অতত্ত্ববিৎ "অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমীতি, তথাচ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে" ইতি।

তত্র কেচিৎ পণ্ডিতম্মন্যা বদন্তি জন্মাদিষড্ভাববিক্রিয়ারহিতঃ অবিক্রিয়ঃ অকর্ত্তা একোঽহমাত্মেতি ন কস্যচিৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন সতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস উপদিশ্যতে ইতি, তন্ন, 'ন জায়তে' ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্ত্তুশ্চ দেহান্তরসম্বন্ধিজ্ঞানংচ উৎপদ্যতে, তথাচ শাস্ত্রাৎ তস্যৈব আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোপপদ্যতে ইতি প্রষ্টব্যাস্তে। করণাগোচরত্বাদিতি চেন্ন, 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' ইতি শ্রুতেঃ, শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণম্, তথাচ তদধিগমায় অনুমানে আগমেচ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যতে ইতি সাহসমাত্রমেতৎ, জ্ঞানং চ উৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতম্ অজ্ঞানম্ অবশ্যং বাধতে ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্। তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং হন্তাহহম্ হতোঽস্মীতি "উভৌ তৌ ন বিজানীত" ইতি, অত্রচ আত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বংচ অজ্ঞানকৃতং দর্শিতম্। তচ্চ সর্ব্বক্রিয়াস্বপি সমানং কর্ত্তৃত্বাদেব বিদ্যাকৃতত্বম্ অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। বিক্রিয়াবান্ হি কর্ত্তা আত্মনঃ কর্ম্মভূতমন্যং প্রযোজয়তি কুরু ইতি। তদেতদবিশেষেণ বিদুষঃ সর্ব্বক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বংচ প্রতিষেধতি ভগবান্ বিদুষঃ কর্ম্মাধিকারাভাবপ্রদর্শনার্থং 'বেদাবিনাশিনং' 'কথং স পুরুষঃ পার্থ' ইত্যাদিনা, ক্ব পুনঃ বিদুষোঽধিকার ইত্যেতদুক্তং পূর্ব্বমেব "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামি"তি। তথাচ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বক্ষ্যতি 'সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসে'ত্যাদিনা।

নমু মনসেতিবচনাৎ ন বাচনিকানাং কায়িকানাং চ সন্ন্যাস ইতি চেন্ন, সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ, মানসানামেব কর্ম্মণামিতি চেন্ন মনোব্যাপারপূর্ব্বকত্বাৎ বাক্‌কায়ব্যাপরাণাং মনোব্যাপারাভাবে কর্ম্মানুপপত্তেঃ। শাস্ত্রীয়াণাং বাক্‌কায়কর্ম্মণাং কারণানি মানসানি মনোব্যাপারাণি বর্জ্জয়িত্বা অন্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে ইতি চেন্ন, 'নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্নি'তি বিশেষণাৎ। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসোঽয়ং ভগবতা উক্তো মরিষ্যতো ন জীবত ইতি চেন্ন, 'নবদ্বারে পুরে দেহী আস্তে' ইতি বিশেষণানুপপত্তেঃ, নহি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহে আসনং সম্ভবতি, অকুর্ব্বতোঽকারয়তশ্চ দেহে সন্ন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্তে ইতি চেন্ন সর্ব্বত্র আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ, আসনক্রিয়ায়াশ্চ অধিকরণাপেক্ষত্বাৎ তদনপেক্ষত্বাচ্চ সন্ন্যাসস্য। সংপূর্ব্বস্তু ন্যাসশব্দোঽত্র ত্যাগার্থো ন নিক্ষেপার্থঃ। তস্মাৎ গীতাশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানবতঃ সন্ন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মণীতি তত্র তত্র উপরিষ্টাৎ আত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ। ২১

শ্রীধরঃ—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ বেদাবিনাশিনমিতি, নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যং, অব্যয়মপক্ষয়শূন্যং, অজং অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি এবম্ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ, তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বাঽন্যেন কং ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন মযাপি প্রযোজকত্বদোষদৃষ্টিং মাকার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি॥ ২১

বিশ্বনাথঃ—অত এবম্ভূতজ্ঞানে সতি ত্বং যুধ্যমনোপি অহং যুদ্ধে প্রেরয়ন্নপি দোষভাজৌ নৈব ভবাব ইত্যাহ বেদেতি। নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং, অবিনাশিনমিতি অজমিতি অব্যয়মিতি এতৈর্বিনাশজন্মাপক্ষয়া নিষিদ্ধাঃ। স পুরুষো মল্লক্ষণঃ কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি, তথা স পুরুষস্তল্লক্ষণঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি॥ ২১

মিতভাষ্যম্ঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ অবিনাশিনং বিনাশাভাবশীলং নিত্যং সদাতনং তত্র হেতুঃ অজং জন্মশূন্যম্ অব্যয়ং ক্ষয়হীনং এনম্ আত্মানং চ যো জনো বেদ শাস্ত্রচার্য্যোপদেশাৎ জানাতি স পুরুষঃ কথং কেন প্রকারেণ কম্ আত্মানং ঘাতয়তি হন্তুং পুরুষান্তরং প্রযোজয়তি, কথং বা ঘাতয়তি, কম্ আত্মানং হন্তি কথং বা হন্তি, নহ্যেবম্বিধমাত্মানং কোঽপি কথমপি ঘাতয়িতুং বা হন্তুমীষ্টে ইত্যর্থঃ। "বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি" "যশ্চৈনং মন্যতে হতং" "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্" "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্" ইত্যাদিভিরাত্মনো হননকর্ম্মত্বস্যৈব প্রতিষেধাৎ আত্মকর্ম্মকহননাসম্ভবমেব দর্শয়তি ভগবান্। অতএব চৈতন্যাদিকমাত্মধর্ম্মং বিহায় পুনঃ পুনর্নিত্যত্বমেবাহ। তথা 'হন্যমানে শরীরে' ইতিশ্রুতৌ প্রকরণাৎ আত্মকর্ত্তৃকহন্যমানত্বমুক্তং শরীরস্য, অন্যথা "ন হন্যতে হন্তি বা স ন কঞ্চিদি'ত্যেবাবক্ষ্যৎ, শরীরহত্যায়াং স্বমতে আত্মকর্ত্তৃকত্বাভাবাৎ।

এতস্য সাংখ্যপ্রকরণত্বেঽপি আত্মনো বধ্যত্বাভাবপ্রতিপাদনস্যৈব প্রস্তুতোপযোগিত্বাৎ স এবোপপাদিতঃ, বেদান্তে তু আত্মনঃ কর্তৃত্বমেবোক্তং "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদি"তি। "মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি" "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে" ইতি চ।

অত্রাত্মনঃ কর্তৃত্বাভাবপ্রদর্শনং ন ভগবতোঽভিপ্রায়ঃ, তথাসতি আত্মনো নিত্যত্বপ্রদর্শনপ্রয়াসো বৃথা স্যাৎ, অকর্তৃত্বাদিত্যেব চ ব্রুয়াৎ "ধ্যায়তীব লেলায়তী"বেতি চ শ্রুতিঃ স্বপ্নপরা "সহি স্বপ্নোভূত্বে"ঽত্যনুপদোক্তেঃ, ঘ্নন্তীব জিনন্তীবেতিবদিবযোগদর্শনাচ্চ, স্বপ্নেচ জাগদ্দৃষ্টস্য স্মৃতিরেব ভবতি ন সৃষ্টিরিতি ইব শব্দ উক্তঃ, "যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতে" ইতি শ্রুতেঃ, সূত্রকৃতাচ "অথ রথান্ রথযোগান পথঃ সৃজতে" ইতি শ্রবণাৎ 'সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহহী'তি স্বপ্নে সৃষ্টিং পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা 'মায়ামাত্রমি'তি সূত্রেণ তন্নিরস্য স্বপ্নস্য জ্ঞানমাত্রত্বং সিদ্ধান্তিতম্। মায়া জ্ঞানং, "মায়া বয়ুনং জ্ঞানমি"তি নিঘণ্টুদর্শনাৎ। অবিদ্যাচ কর্ম্ম ভ্রমোবেতি দর্শিতং সূত্রভাষ্যে ন সদসদনির্ব্বাচ্যা বৌদ্ধকল্পিতা, অবিদ্যায়াঃ জগৎকারণত্বংচ বৌদ্ধৈরেবেষ্যতে, "অবিদ্যা সংস্কারো নাম রূপং ষড়ায়তনমি"তি হি তেষামেব গণঃ। ন চ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণ্যবিদ্বদধিকারিকাণি প্রমাণাভাবাৎ, বিদুষামপি জনকব্যাসাদীনাং শাস্ত্রাদেশাৎ যথাযথং কর্ত্তব্যকর্ম্মাচরণদর্শনাৎ, ভগবতাপ্যুক্তং—

> "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
> যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" ইতি ॥

উক্তংচ সূত্রকৃতা "অগ্নিহোত্রাদিতু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাদিতি" কাম্যেষু চ কর্ম্মসু জ্যোতিষ্টোমাদিষু ন তস্য প্রবৃত্তিরনিষ্টত্বাৎ পুত্রপশ্বাদেঃ, তদুক্তং "কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেদিতি"। 'আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনে"তিচ বিদুষো নিত্যাত্মজ্ঞানাদ্ ভয়াভাব উক্তো ন কর্তৃত্বাভাবঃ, তদুক্তং জনকেন 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চনে'তি। দেহাত্মবাদিনা অর্জ্জুনেন স্বকর্তৃকভীষ্মাদিবধাৎ পাপিত্বং স্বস্যাশঙ্কিতং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ" ইতি, নিত্যাত্মপ্রতিপাদনমুখেন ভীষ্মাদীনামবধ্যত্বং প্রদর্শ্য অর্থাদর্জ্জুনস্য আত্মকর্ম্মকহন্তৃত্বাভাবঃ স্বস্য ঘাতয়িতৃত্বাভাবশ্চ প্রদর্শ্য ভগবতা সা শঙ্কা নিরাকৃতা, নতু স্বতঃ কর্তৃত্বাভাবঃ কারয়িতৃত্বাভাবো বা দর্শিত আত্মনঃ। বিদুষঃ কর্ম্মাভাবং মন্যতে বৌদ্ধাএব ন বৈদিকাঃ, তথাচ বৌদ্ধশ্চন্দ্রকীর্ত্তিঃ— "অবিদ্বান্ কারকস্তস্মান্ন বিদ্বান্ তত্ত্বদর্শনাদি"তি "তদানীং নাস্তি কিঞ্চিদ্ যদাদায় কর্ম্ম কুর্য্যাদি"তি চ। বিবৃতং সূত্রভাষ্যে। অত্রাত্মনো জন্মাদিবিকারাভাবপ্রদর্শনে ঽপি কর্তৃত্বাভাবো নোক্তঃ। পুনঃ পুনরাত্মনিত্যত্বাদিপ্রতিপাদনমুখেনাত্মকর্ম্মকহননকর্তৃত্বাভাব এব ভগবতাঽভিহিতোন কর্তৃত্বসামান্যাভাবপ্রযোজকঃ কশ্চন হেতুঃ, "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"

ইতিচ "ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা" ইতি প্রক্রান্তসকামকর্ম্মাভাবপরং "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য" ইত্যুক্তেঃ, 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতী'তিশ্রুতেঃ "অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈবে"তি সূত্রাৎ "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্" ইত্যাবশ্যক-কর্ম্মাভ্যনুজ্ঞানাচ্চ। সন্ততসমাহিতপরং বা জ্ঞেয়ম্। তস্মাদন্যপরবাক্যানাং ব্যাখ্যাচাতুর্য্যেণান্যপরত্বপ্রতিপাদনেন স্বরূপমেব স্বস্য প্রকটীকৃতং সর্ব্বথেতি জ্ঞেয়ম্। ২১

বিবেচনা :—এখানে ভগবান ইহাই বলিলেন যে আত্মাকে কেহ হত্যা করিতে পারে না এবং কেহ হত্যার প্রতি প্রযোজকও হইতে পারে না, তাহার প্রতি কারণ দেখাইলেন আত্মা জন্মে না ও মরে না, অর্থাৎ আত্মা জন্ম-মৃত্যুশূন্য নিত্য, সুতরাং কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব এশ্লোকের দ্বারা এরূপ মনে করা উচিত নহে যে আত্মা কিছুই করেন্ না, বা অবিদ্যা বশতঃ আত্মাতে কর্তৃত্বের আরোপ হয়, অতএব "উভৌ তৌ ন বিজানীতো" এই শ্লোকেও ইহাই বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মাকে আত্মার হত্যাকারী মনে করে এবং যে ব্যক্তি আত্মাকে নিহত মনে করে তাহারা ভ্রান্ত, আত্মাকে যাহারা কর্ত্তা মনে করে তাহারা ভ্রান্ত এরূপ কোন কথা ত বলেন নাই। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" এখানেও আত্মা মরে না ইহাই বলিয়াছেন, যদি আত্মা কিছু করেন না ইহাই অভিপ্রায় হইত তবে আত্মার হত্যাকারী না হওয়ার প্রতি আত্মার জন্ম মৃত্যুর অভাবকে বা নিত্যত্বকে কারণ দেখাইলেন কেন? ইহাই ত বলা উচিত ছিল যে যেহেতু আত্মা কিছুই করেনা সুতরাং সে হত্যাকারীও হয়না, তাহা না বলিয়া আত্মার নিত্যত্বকে হেতু বলা ভগবানের উচিত হয়না, এবং আত্মার নিত্যত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির উল্লেখ করাও উচিত হয় না। অথচ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই ও নিত্য। আত্মা কর্ত্তা নহে একথা কোথাও বলেন নাই। আর প্রায়ই দেখা যায় এস্থলে "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এই শ্রুতিটির উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তাহাও ঠিক নহে, কারণ স্বপ্ন-বর্ণনা স্থলে এই শ্রুতিটি বলা হইয়াছে, স্বপ্ন দেখিবার সময় লোকে যে মনে করে আমি ধ্যান করিতেছি বা অমুক স্থানে যাইতেছি, ইহা ত ভ্রমই, কারণ নিদ্রাকালে কেহ ধ্যানও করেনা এবং কোথাও যায়ওনা, অতএব শ্রুতি এখানে ইব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যথা "ধ্যায়তীব লেলায়তীব সহি স্বপ্নোভূত্বা" স্বপ্ন বর্ণনা করিবার সময় অন্যত্রও বহুবার ইব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায় * কিন্তু জাগরণ কালের ব্যবহার বলিবার সময় ইব শব্দ প্রয়োগ করেন নাই তাহার কারণ জাগ্রদ্ব্যবহার সত্য, শ্রুতি ঐ স্থানেই তাহা বলিয়াছেন "যদেব জাগ্রদ্ ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতে" অর্থাৎ জাগরণের সময়

* "উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্" "যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হন্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি" ইতি শ্রুতি।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

অন্বয় :—নরঃ 'লোকঃ' জীর্ণানি 'ছিন্নানি" বাসাংসি 'বস্ত্রাণি' বিহায় 'পরিত্যজ্য' যথা অপরাণি 'অন্যানি' নবানি 'নূতনানি 'বস্ত্রাণি' গৃহ্ণাতি তথা দেহী 'জীবঃ' জীর্ণানি 'কর্ম্মানর্হাণি' শরীরাণি বিহায় 'পরিত্যজ্য' নবানি 'নূতনানি' 'শরীরাণি' সংযাতি 'প্রাপ্নোতি'। ২২

অনুবাদ :—মানুষ যেমন পুরাতন অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন অর্থাৎ ব্যবহারের উপযুক্ত বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীর্ণ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য দেহ ত্যাগ করিয়া দেহী অর্থাৎ আত্মা অন্য নূতন দেহে গমন করে। ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" অর্থাৎ দেহ নিহত হইলেও আত্মা নিহত হয় না, এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে আত্মাত দেহেই থাকে তা'হলে দেহ নষ্ট হইলে আত্মা মরেনা কেন? সেইজন্য বলিতেছেন, দেহ অকর্ম্মণ্য হইলে আত্মা সে দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে চলিয়া যায়, সুতরাং দেহ নষ্ট হইলে আত্মা মরেনা। ২২

শঙ্করভাষ্যম্ :—প্রকৃতন্তু বক্ষ্যামঃ, তত্র আত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিমিব ইত্যুচ্যতে বাসাংসীতি, বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবানি অভিনবানি গৃহ্ণাতি উপাদত্তে নরঃ পুরুষঃ অপরাণি অন্যানি, তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি অন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি দেহী আত্মা পুরুষবৎ অবিক্রিয় এব ইত্যর্থঃ। ২২

যাহা ভয় দেখে তাহাই এই স্বপ্নকালে ভ্রম বশতঃ বা কর্ম্মবশতঃ মনে করে, এখানে "জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি" বলিয়াছেন ইব শব্দ দেন নাই, কারণ জাগরণকালে যে ভয় দেখে তাহা সত্য। গৃহস্থাদির ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলেও যে কর্ম্মাধিকার থাকে তাহা ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় সমুচ্চয়বাদ প্রকরণে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি দেখিবেন। অর্জ্জুন ভ্রম বশতঃ নিজেকে ভীষ্মাদির ঘাতক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ভগবানকে প্রযোজক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ভগবান তাঁহার ভ্রম নিবারণের জন্য বলিলেন আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই সে নিত্য, সুতরাং কেহ তাহার ঘাতকও হয়না প্রযোজকও হয়না। ইহা ভিন্ন আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই একথা মোটেই বলেন নাই। এবং যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্বদা পরমাত্মজ্ঞানে রত থাকেন তাঁহার পক্ষেই আর কোন কাজ করিবার থাকে না, এই জন্যই বলিয়াছেন "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন" ইত্যাদি। অতএব এখানে হন্তি এই হন ধাতুর উপলক্ষণ অর্থ করিয়া আত্মা কর্ত্তা হন না যাঁহারা বলেন তাঁহারাই ভ্রান্ত। ২০।২১

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

অন্বয়ঃ—শস্ত্রাণি এনম্ 'আত্মানং' ন ছিন্দন্তি 'দ্বিখণ্ডং কুর্ব্বন্তি' পাবকঃ 'অগ্নিঃ' এনম্ 'আত্মানং' ন দহতি 'ভস্মসাৎ করোতি' আপঃ 'জলানি' এনম্ 'আত্মানং' ন ক্লেদয়ন্তি 'সিক্তং কুর্ব্বন্তি' মারুতো 'বায়ুঃ' ন শোষয়তি 'শুষ্কং করোতি'। ২৩

অনুবাদঃ—আত্মাকে বিনাশ করিবার মত কোন বস্তুই জগতে নাই "নৈনং ছিন্দন্তি" এই শ্লোকে এই কথাই বলিতেছেন। কোন অস্ত্রই এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারেনা, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। জল ইহাকে পচাইয়া দিতে পারেনা। বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারেনা। অর্থাৎ জগতে এমন কোন বস্তুই নাই যে আত্মাকে নাশ করিতে পারে, কারণ এমন কোন অস্ত্র নাই যে আত্মাকে ছেদন করিতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রদ্বারা ছেদনের সম্ভব অধিক হওয়ায় প্রথমেই বলিলেন অস্ত্র তাহাকে ছেদন করিতে পারেনা, অতএব আত্মা দেহকে ত্যাগ করুক বা না করুক তাহাকে বিনাশ করিবার মত শক্তি জগতে কাহারও নাই সুতরাং সে মরেনা। ২৩

শ্রীধরঃ—নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য, শোচামীতি চেৎ তত্রাহ বাসাংসীতি। কর্ম্মনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যন্তাবিত্বাৎ তজ্জীর্ণদেহনাশে ন শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ। ২২

বিশ্বনাথঃ—ননু মদীয়যুদ্ধাৎ ভীষ্মসংজ্ঞকশরীরস্থ জীবাত্মা ত্যক্ষ্যত্যেব ইত্যতস্তঞ্চাহঞ্চ তত্র হেতু ভবাব ইত্যত আহ বাসাংসীতি। নবীনং বস্ত্রং পরিধাপয়িতুং জীর্ণবস্ত্রস্য ত্যাজনে কশ্চিৎ কিং দোষভাক্ ভবতীতি ভাবঃ। তথা শরীরাণীতি, ভীষ্মো জীর্ণশরীরং পরিত্যজ্য দিব্যং নব্যমন্যৎ শরীরং প্রাপ্স্যতীতি, কস্তব বা মম বা দোষো ভবতি ইতি ভাবঃ। ২২

মিতভাষ্যম্ঃ—নন্বাত্মনো নিত্যত্বে কথং ম্রিয়ন্তে প্রাণিনস্তত্রাহ বাসাংসীতি, জীর্ণানি কর্ম্মানর্হানি ছিন্নানি বাসাংসি বস্ত্রাণি বিহায় পরিত্যজ্য অপরাণি নবানি বস্ত্রাণি যথা নরো গৃহ্ণাতি, তথা জীর্ণানি কর্ম্মানর্হাণি দুঃখকরাণি জরারোগাদিভিঃ ক্ষীণানি শরীরাণি বিহায় পরিত্যজ্য অন্যানি নবানি কর্ম্মার্হাণি প্রিয়তরাণি সুখকরাণি শরীরাণি গচ্ছতি। "তদযথাঽনঃ সুসমাহিতমুৎসর্জ্জন্ যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢমুৎসর্জন্ যাতি"। "অয়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা হন্যেষাং বা ভূতানাম্" ইতিশ্রুতিভ্যাম্, তথাচাত্মাপগমাদেব মৃত্যুঃ প্রাণিনাম্। সাংখ্যনয়েচৌপাধিকং গমনম্॥ ২২

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ—অয়ম্ 'আত্মা' অচ্ছেদ্যঃ 'ছেদনানর্হঃ' অয়ম্ 'আত্মা' অদাহ্যঃ 'ভস্মীকরণানর্হঃ' অক্লেদ্যঃ 'সেচনানর্হঃ' অশোষ্যঃ 'শুষ্কতানর্হঃ' নিত্যঃ 'আদ্যন্তহীনঃ' সর্ব্বগতঃ 'সর্ব্বব্যাপী' স্থাণুঃ 'স্থিরস্বভাবঃ' অচলঃ 'অচঞ্চলঃ' অয়ম্ 'আত্মা' সনাতনঃ 'ত্রিকালবৃত্তিঃ'। ২৪

অনুবাদঃ—কেন আত্মাকে ছেদন করিতে বা দগ্ধ ইত্যাদি করিতে পারা যায় না তাহাই বলিতেছেন—যে হেতু আত্মা ছেদন করিবার যোগ্য নহে, দগ্ধ করিবার যোগ্য নহে, পচাইয়া দিবার যোগ্য নহে শুষ্ক করিবারও যোগ্য নহে, অতএব কেহ ছেদন করিতে বা দগ্ধ ইত্যাদি করিতে পারেনা, আত্মা নিত্য সর্ব্বব্যাপী স্থির গমন করেনা ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ২৪

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যতএবং তস্মাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি, যস্মাৎ অন্যোন্যনাশহেতুনি এনম্ আত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মাৎ নিত্যঃ, নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুঃ স্থাণুরিব ইত্যেতৎ স্থিরত্বাৎ অচলোঽয়মাত্মা অতঃ সনাতনঃ চিরন্তনঃ ন কারণাৎ কুতশ্চিৎ

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কস্মাৎ অবিক্রিয় এব ইত্যাহ নৈনং ছিন্দন্তীতি, এনং প্রকৃতঃ দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নিরবয়বত্বাৎ নারবয়বভাগং কুর্ব্বন্তি শস্ত্রাণি অস্যাদীনি তথা নৈনং দহতি, পাবকোঽগ্নিরপি ন ভস্মকরোতি, তথা নচৈনং ক্লেদয়ন্তি আপঃ অপাং হি সাবয়বস্য বস্তুন আর্দ্রীভাবকরণেন অবয়ববিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যং তন্ন নিরবয়বে আত্মনি সম্ভবতি। তথা স্নেহবৎদ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুরেনং তু আত্মানং ন শোষয়তি মারুতোঽপি। ২৩

শ্রীধরঃ—কথং হন্তীত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি নৈনমিতি, আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদূকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি। ২৩ ॥

বিশ্বনাথঃ—ন চ যুদ্ধে ত্বয়া প্রযুক্তেভ্যঃ শস্ত্রেভ্যঃ কাপ্যাত্মনো ব্যথা সম্ভবেদিত্যাহ নৈনমিতি। শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রমপি যুষ্মদাদিপ্রযুক্তম্। আপঃ পার্জ্জন্যাস্ত্রমপি মারুতঃ বায়ব্যমস্ত্রম্। ২৩

মিতভাষ্যম্ঃ—বিনাশসাধনাভাবপ্রদর্শনেনচাত্মনো হবিনাশিত্বং দ্রঢ়য়তি নৈনমিতি, শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি এনম্ আত্মানং ন ছিন্দন্তি দ্বিকালীকর্ত্তুং পারয়ন্তি, পাবকোঽগ্নিঃ ন দহতি ভস্মসাৎ কর্ত্তুং পারয়তি, আপঃ জলানি ন ক্লেদয়ন্তি, আর্দ্রীকর্ত্তুং পারয়ন্তি মারুতো বায়ুঃ ন শোষয়তি শুষ্কং কর্ত্তুং পারয়তি আকাশবদতিসূক্ষ্মত্বাদিতি সর্ব্বথাপ্যবিনাশিত্বমাত্মনো জ্ঞেয়ম্। ২৩

নিষ্পন্নো ঽভিনব ইত্যর্থঃ। নৈতেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ম্, অত একেনৈব শ্লোকেন আত্মনো নিত্যত্বম্ অবিক্রিয়ত্বং চোক্তং 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' ইত্যাদিনা। তত্র যদেব আত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শ্লোকার্থাৎ নাতিরিচ্যতে কিঞ্চিৎ শব্দতঃ পুনরুক্তং কিঞ্চিদর্থত ইতি। দুর্ব্বোধত্বাৎ আত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ কথং নু নাম সংসারিণাম্ অব্যক্তং তত্ত্বং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সৎ সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি। ২৪

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ অচ্ছেদ্যোঽয়মিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাদচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যঃ, অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যোঽবিনাশী, সর্ব্বগতঃ, সর্ব্বত্র গতঃ স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবো রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী, সনাতনোঽনাদিঃ॥ ২৪

বিশ্বনাথঃ—তস্মাদাত্মায়মেবমুচ্যতে ইত্যাহ অচ্ছেদ্য ইতি। অত্র প্রকরণে জীবাত্মনো নিত্যত্বস্য শব্দতোঽর্থতশ্চ পৌনরুক্ত্যং নির্দ্ধারণ প্রয়োজনং সন্দিগ্ধধীষু জ্ঞেয়ম্। যথা কলাবস্মিন্ ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মোঽস্তীতি ত্রিচতুর্ব্বারপ্রয়োগাৎ ধর্ম্মোঽস্ত্যেবেতি নিঃসংশয়া প্রতীতিঃ স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বগতঃ স্বকর্ম্মবশাৎ দেবমনুষ্য-তির্য্যগাদিসর্ব্বদেহগতঃ। স্থাণুরচল ইতি পৌনরুক্ত্যং স্থৈর্য্যনির্দ্ধারণার্থম্। ২৪

মিতভাষ্যম্—ছেদনাদ্যভাবে হেতুমাহ অচ্ছেদ্য ইতি, অয়মাত্মা অচ্ছেদ্যঃ ছেদনানর্হঃ অকঠিনত্বাৎ কঠিনানামেব দার্ব্বাদীনাং অবয়ববিভাগেন দ্বিকালীভাবস্য ছেদন-পদার্থত্বাৎ, অয়ম্ অদাহ্যঃ ভস্মীকরণাযোগ্যঃ নৈমিত্তিকদ্রবত্বাভাবাৎ নৈমিত্তিকদ্রবাণা-মেব ক্ষিতিস্বর্ণাদীনাং ভস্মীকারদর্শনাৎ, অক্লেদ্যঃ আর্দ্রত্বানর্হঃ অপার্থিবত্বাৎ পার্থিবানামেব কাষ্ঠবস্ত্রাদীনাম্ আর্দ্রত্বদর্শনাৎ অশোষ্যঃ শুষ্কত্বানর্হঃ সিক্তত্বাভাবাৎ সিক্তানামেব বস্ত্রাদীনাং বাতাদিনা শুষ্কত্বদর্শনাৎ। নিত্যঃ আদ্যন্তহীনঃ, সর্ব্বগতঃ সর্ব্বব্যাপী, অতএব স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ অতএব অচলঃ চলনশূন্যঃ, অয়মাত্মা সনাতনঃ সার্ব্বদিকঃ ত্রিকালবৃত্তিরিতি-যাবৎ। সর্ব্বগতত্বাদিত্রিকং সাংখ্যনয়েনৈবোক্তং, বেদান্তনয়ে চাণো জীবাত্মনো দেহান্তর-গমনস্য দর্শিতত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। নচাচলত্বং বিকারিত্বাভাবে হেতুঃ আকাশাদৌ সাংখ্যমতে প্রধানেচ ব্যভিচারাৎ, ন চ নির্ব্বিকার আত্মেতি শ্রুতিরস্তি, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইতি শ্বেতাশ্বতরবাক্যংচ ন প্রমাণমিত্যুক্তং সূত্রভাষ্যে। ২৪

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ ছেদন করিবার যোগ্য কাষ্ঠ প্রভৃতিকেই লোকে ছেদন করিয়া থাকে ছেদনের অযোগ্য বস্তুকে কেহ ক্ষুরদ্বারা ছেদন করিতে পারেনা বায়ুকে বা আকাশকে কেহ ছেদন করিতে পারেনা, তাহার কারণ তাহারা ছেদন করিবার

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অন্বয় ঃ—অয়ম্ 'আত্মা' অব্যক্তঃ 'চক্ষুরাদ্যগোচরঃ' অয়ম্ 'আত্মা' অচিন্ত্যঃ 'মনোঽগ্রাহ্যঃ' অয়ম্ 'আত্মা' অবিকার্য্যঃ 'বিকারানর্হঃ' উচ্যতে 'কথ্যতে সাংখ্যৈঃ' তস্মাৎ 'আত্মানং' এবং 'বিনাশানর্হং' বিদিত্বা 'জ্ঞাত্বা' এনম্ 'আত্মানম্' অনুশোচিতুং 'শোকং কর্ত্তুং' নার্হসি 'ন যোগ্যোভবসি'। ২৫

অনুবাদ ঃ—এবং এই আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ হয়না, এবং অচিন্ত্য অর্থাৎ মন দ্বারা তাহাকে চিন্তাও করা যায়না, অর্থাৎ মানসিক যুক্তি তর্ক দ্বারাও তাহাকে বুঝা যায় না। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন আত্মা অবিকার্য্য অর্থাৎ কখনও বিকৃত হইবার যোগ্য নহে। অতএব আত্মাকে জন্মমৃত্যুশূন্য ও নির্বিকার জানিয়া ভীষ্মাদির আত্মার জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ২৫

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ অব্যক্তোঽয়মিতি, অব্যক্তঃ সর্ব্বকরণাবিষয়ত্বাৎ ন ব্যজ্যতে ইতি অব্যক্তোঽয়মাত্মা, অতএব অচিন্ত্যোঽয়ং যদ্ধি ইন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে অয়ং তু আত্মা অনিন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ অচিন্ত্যঃ অবিকার্য্যোঽয়ম্ যথা ক্ষীরং দধ্যাতঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথা অয়মাত্মা, নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ঃ নহি নিরবয়বং কিঞ্চিৎ বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টম্, অবিক্রিয়ত্বাৎ অবিকার্য্যোঽয়মাত্মা উচ্যতে। তস্মাৎ এবং যথোক্তপ্রকারেণ এনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি হন্তাহমেষাং ময়েমে হন্যন্তে ইতি। ২৫

শ্রীধর ঃ—উপসংহরতি তস্মাদেবমিতি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্। অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যো মনসোঽপ্যবিষয়ঃ অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৫

যোগ্য নয় এবং অগ্নিকে কেহ দাহ করিতে পারেনা, কারণ অগ্নি সকলকে দগ্ধ করিলেও নিজে দগ্ধ হইবার যোগ্য নহে। সেইরূপ সুদৃঢ় প্রস্তরপিণ্ড বহুকাল জলে পড়িয়া থাকিলেও পচেনা, তাহার কারণ সে পচিবার মত বস্তু নহে। এইরূপ অগ্নি স্বয়ং শুষ্ক সুতরাং শুষ্ক করিবার যোগ্য নহে, অতএব তাহাকে কেহ শুষ্ক করিতে পারেনা; তা'হলেই বুঝা গেল, যে বস্তু যাহা হইবার যোগ্য নহে কেহ তাহাকে সেরূপ করিতে পারেনা, সেইরূপ আত্মাও ছিন্ন হইবার বা দগ্ধ প্রভৃতি হইবার যোগ্য নহে কেহ তাহাকে সেরূপ করিতে পারেনা, অতএব আত্মা নিত্য, এবং (সাংখ্য মতে) সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অতএব স্থাণু অর্থাৎ স্থির বস্তু, অতএব অচল অর্থাৎ চলেনা অর্থাৎ তাহার গমনাগমনাদি কোন কর্ম্ম নাই। অতএব সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে কোন কালেই তাহার অভাব হয় না। ২৪

বিশ্বনাথ :—অতিসূক্ষ্মত্বাদব্যক্তস্তদাপি দেহব্যাপিচৈতন্যত্বাদচিন্ত্যঃ অতর্ক্যঃ, জন্মাদিষড়্-বিকারাসহত্বাদবিকার্য্যঃ। ২৫

মিতভাষ্যম্ :—অয়ম্ আত্মা অব্যক্তঃ চক্ষুরাদ্যগোচরঃ অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যগোচরঃ, শ্রুতিশ্চাহ "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈ র্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণাবেতি", অবিকার্য্যঃ দুগ্ধাদিবৎ বিকারানর্হঃ, বিকারো নামাবস্থান্তরাপত্তিস্তদযোগ্য ইত্যর্থঃ, উচ্যতে সাংখ্যৈরিতি-শেষঃ তত্রৈব প্রকরণাৎ, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি" বক্ষ্যমাণাভ্যাম্। বেদান্তে তু আত্মনঃ সবিকারত্বমেবোক্তং "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ,কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিম্" ইতিচ, সূত্রাণিচ "আত্মকৃতেঃ" "পরিণামাৎ" "যাবদ্বিকারং বিভাগো লোকবৎ" "বিকারাবর্ত্তিচে"তি অতস্তত্র নির্ব্বিকারশব্দো ন দৃশ্যতে, কিন্তু জন্মাদিশূন্যত্বমেব "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদি"তি আত্মনোঽবিনাশিত্বপ্রদর্শনার্থমেব প্রয়াস এবং ভগবতঃ সর্ব্বথা তদেবাত্র পৌনঃপুন্যেন দৃঢ়ীকৃতমিতি ন পৌনরুক্ত্যশঙ্কা কার্য্যা। যস্মাদেবংবিধ আত্মা তস্মাৎ এনম্ আত্মানম্ এবং জন্মনাশাদিশূন্যং সনাতনং জ্ঞাত্বা ভীষ্মাদীনাং মরণমাশঙ্ক্য শোকং কর্ত্তুং নার্হসি, যস্তু বিনশ্বরো দেহাদিঃ তস্যৈব বিনাশঃ শক্যসম্পাদ শস্ত্রাদিভিঃ, আত্মাতু নিত্যো ন কেনাপি কথমপি শক্যতে নিহন্তুম্ ইতি বিজ্ঞায় শোকং জহীহীত্যর্থঃ। ২৫

পুষ্পাঞ্জলি :—আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রায় একই প্রকার কথার দ্বারা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তদোষের শঙ্কা করা উচিত নহে। এখানে আত্মাকে অবিকার্য্য বলা হইল বেদান্ত শাস্ত্রে কিন্তু আত্মা নির্ব্বিকার নিরবয়ব বা নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি কিছুই বলা হয় নাই, এমনকি প্রামাণিক কোন উপনিষদে ঐরূপ একটি শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়না, সেইজন্য বেদান্ত দর্শনে সূত্রকারও ঐরূপ কোন শব্দ উল্লেখ করেন নাই। কূটস্থ শব্দটিও অবৈদিক, ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণের কল্পিত। এইজন্য বেদান্ত শাস্ত্রে ইহার নাম গন্ধও নাই। প্রত্যুত শ্রুতি ও সূত্র * দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে ব্রহ্ম তাঁহার অল্প একাংশকে জগদাকারে পরিণত করেন, এবং অধিকাংশই নির্ব্বিকার থাকে।

কিন্তু "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম নিত্য, কারণ বেদান্ত সিদ্ধান্ত তর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ তর্কদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়না, সূত্রকারও বলিয়াছেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ

---

* "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি শ্রুতি, এবং অংশো নানাব্যপদেশাৎ" "বিকারাবর্ত্তি চ" "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" ইত্যাদি সূত্র। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" গীতা।

তর্কের কোন স্থায়িত্ব নাই, অতএব তদনুসারে কোন সিদ্ধান্ত হইবেনা। কিন্তু শ্রুতি বাক্য অনুসারেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইবে, কারণ বেদ বলিয়াছেন' "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" অর্থাৎ উপনিষদ্‌বেদ্য সেই ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" অর্থাৎ বেদ সকল যে ব্রহ্মকে পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন। সেইজন্য সূত্রকারও বলিয়াছেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" অর্থাৎ কিন্তু শ্রুতিবশতই ব্রহ্মতত্ত্ব স্থির করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্ম বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিই প্রমাণ, তর্কাদি নহে। মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইলেও ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই, কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে কোন তর্ক প্রয়োগ করা উচিত নহে। * তাই বেদ বলিয়াছেন ব্রহ্ম বসিয়া থাকিয়াই অনেক দূর যাইতে পারেন, এবং শয়ন করিয়াই সর্ব্বত্র যাইতে পারেন। "আসীনো ব্রজতি দূরং শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" ইহার দ্বারা বলা হইল যে জীবের পক্ষে যাহা অসম্ভব ব্রহ্মের পক্ষে তাহা স্বচ্ছন্দসাধ্য।' রাজসভায় সকলের সমক্ষে ভক্ত দ্রৌপদীকে বস্ত্রদানের কথা চিন্তা করুন। অতএব তাঁর সম্বন্ধে তর্ক করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিয়া গেলেই জীব উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইবে। তাই বেদ বলিয়াছেন "প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইল। অতএব ব্রহ্ম অংশযুক্ত ও তাঁর একাংশ বিকারযুক্ত হইলেও তিনি নিত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অধিক আর এখানে বলা সম্ভব নহে, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় বিস্তর করিয়া বলিয়াছি সেখানে দেখিবেন। ২৫

---

* "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" শ্রুতি

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬

অন্বয়ঃ—অথচ এনম্ 'আত্মানং' নিত্যম্ 'অবশ্যং' জাতম্ 'উৎপন্নং' মন্যসে বা 'এবং' নিত্যম্ 'অবশ্যং' মৃতং মন্যসে তথাপি হে মহাবাহো ত্বম্ এনম্ 'আত্মানং' শোচিতুং শোকং কর্ত্তুং নার্হসি 'ন যোগ্যোভবসি'। ২৬

অনুবাদঃ—আর যদি এই আত্মাকে দেহের সহিত অবশ্য জন্মে মনে কর, এবং দেহের সহিত অবশ্য মরে মনে কর, তাহলেও হে মহাবাহু তুমি আত্মার জন্য শোক করিতে পার না। কারণ যে জন্মিয়াছে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সেজন্য শোক করা উচিত নহে। ২৬

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—আত্মনোঽনিত্যত্বম্ অভ্যুপগম্য ইদমুচ্যতে অথচৈনমিতি; অথচেতি অভ্যুপগমার্থঃ, এনং প্রকৃতম্ আত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতো জাত ইতি মন্যসে তথা প্রতিতদ্বিনাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতো মৃত ইতি, তথাপি তথা ভাবিন্যপি আত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি, জন্মবতো জন্ম নাশবতো নাশশ্চ ইত্যেতাববশ্যম্ভাবিনৌ ইতি। ২৬

শ্রীধরঃ—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিতি। অথ যদ্যপ্যেনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি। ২৬॥

বিশ্বনাথঃ—তদেবং শাস্ত্রীয়তত্ত্বদৃষ্ট্যা ত্বামহং প্রবোধয়ন্ ব্যবহারিকমতস্থদৃষ্ট্যাপি প্রবোধয়াম্যবধেহীত্যাহ অথেতি। নিত্যজাতং দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিয়তং জাতং মন্যসে, তথা দেহ এব মৃতে মৃতং নিত্যং নিয়তং মন্যসে। মহাবাহো ইতি পরাক্রমবতঃ ক্ষত্রিয়স্য তব তদপি যুদ্ধমাবশ্যকং স্বধর্ম্মঃ। যদুক্তং "ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ। ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্যেন ঘোরতরস্ততঃ॥ ইতি ভাবঃ॥ ২৬॥

মিতভাষ্যম্ঃ—তদেবম্ আত্মনোঽবিনশ্বরত্বব্যবস্থয়া শোকং নিবার্য্য বিনশ্বরত্বমতেনাপি বারয়তি, তত্র নিত্যস্যাপ্যাত্মনো দেহসম্বন্ধাৎ দেহস্য জন্মমরণাভ্যামাত্মনোঽপি জন্মমৃত্যু ঔপাধিকৌ ইতি কেচিৎ, দেহাদ্ ভিন্নস্যাপি সহৈব দেহেনাত্মনো জন্মমৃত্যু ইত্যপরে তন্মতেনাহ অথচৈনমিতি, অথেতি পক্ষান্তরে, এনম্ আত্মানং নিত্যম্ অবশ্যমেব জাতং দেহেন সহ উৎপন্নং নিত্যং অবশ্যমেব তেন সহ মৃতং চ মন্যসে অভ্যুপগচ্ছসি, তথাপি তথাভূতেঽপি সতি আত্মনি হে মহাবাহো ত্বম্ এনম্ আত্মানং শোচিতুং নার্হসি তয়োরবশ্যম্ভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

অন্বয়ঃ—হি 'যতঃ' জাতস্য 'উৎপন্নস্য' মৃত্যুঃ 'মরণং' ধ্রুবঃ নিশ্চিতঃ' চ 'এবং' মৃতস্য জন্ম 'উৎপত্তিঃ' ধ্রুবং 'নিশ্চিতং' তস্মাৎ অপরিহার্য্যে 'অবশ্যম্ভাব্যে' অর্থে 'জন্মমৃত্যুরূপে বিষয়ে' ত্বং শোচিতুং 'শোকং কর্ত্তুং' নার্হসি 'ন যোগ্যোভবসি'। ২৭

অনুবাদঃ—যে হেতু যে ব্যক্তি জন্মিয়াছে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আর মৃত ব্যক্তির জন্মও অবশ্যম্ভাবী, অতএব অবশ্যম্ভাবী কার্য্যে তোমার শোক করা উচিত নহে। ২৭

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—তথাচ সতি জাতস্যেতি, জাতস্য হি লব্ধজন্মনো ধ্রুবোঽব্যভিচারো মৃত্যুর্মরণং, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ, তস্মাৎ অপরিহার্য্যোঽয়ং জন্মমরণলক্ষণোঽর্থঃ, তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যত আহ জাতস্য হীতি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুঃ ধ্রুবো নিশ্চিতঃ মৃতস্য চ তত্তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থে ঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণ-লক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি। ২৭ ॥

বিশ্বনাথঃ—জাতস্যেতি। হি যস্মাৎ তস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাঽপি ধ্রুবমেব। অপরিহার্য্যেঽর্থে ইতি মৃত্যুর্জন্ম চ পরিহর্ত্তুমশক্যমেবেত্যর্থঃ। ২৭ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—কুতস্তত্রাহ জাতস্যহীতি, হি যতঃ জাতস্য উৎপন্নস্য মৃত্যু মরণং ধ্রুবঃ নিশ্চিতঃ মৃতস্যচ জন্ম ধ্রুবং নিশ্চিতং তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অবশ্যম্ভাব্যে অর্থে জন্মমৃত্যুলক্ষণে ত্বং শোচিতুং নার্হসি। অবশ্যম্ভাবিনি মরণে যুদ্ধমরণমেব ক্ষত্রিয়াণাং শ্রেয়ঃ স্বর্গসাধকত্বাৎ 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গমি'তি বক্ষ্যমাণাৎ, যুষ্মাকং চ পাপভয়ং মাঽভূৎ যুদ্ধাদন্যত্র তৎপ্রসক্তেঃ শাস্ত্রীয়ত্বাদিতি ভাবঃ। এতেন দেহনাশেঽপি তদর্থং শোকো ন কার্য্য ইত্যপি প্রাপ্তম্। ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ? ২৮

অন্বয় ঃ—হে ভারত ! ভূতানি 'পঞ্চভূতময়ানি' দেহাদীনি অব্যক্তাদীনি 'উৎপত্তেঃ প্রাক্ 'সত্ত্বাদিময়প্রধানরূপাণি' ব্যক্তমধ্যানি' 'উৎপত্তেঃ পরং বিনাশাচ্চ পূর্ব্বং মধ্যকালে স্পষ্ট-রূপাণি' অব্যক্তনিধনানি 'বিনাশকালে প্রধানে লীনানি' এব ভবন্তি, 'অতঃ' তেষু 'দেহাদিষু' পরিদেবনা 'বিলাপঃ' কা ? ২৮

অনুবাদ ঃ—আর হে ভারত পঞ্চভূতময় দেহপ্রভৃতি উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিতে থাকে, মধ্যকালে অর্থাৎ জন্মের পর হইতে ধ্বংসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যক্ত থাকে, এবং বিনাশ হইলে আবার অব্যক্তে লয় হইয়া যায়। সে জন্য আর দুঃখ কি ? ২৮

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মকান্যপি ভূতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুং, যতঃ অব্যক্তাদীনীতি, অব্যক্তাদীনি অব্যক্তম্ অদর্শনম্ অনুপলব্ধিঃ আদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মকানাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ, উৎপন্নানি চ প্রাক্ মরণাৎ ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তম্ অদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি, মরণাদূর্দ্ধম্ অব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ, তথাচোক্তম্—

"অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥" ইতি

তত্র কা পরিদেবনা কো বা প্রলাপঃ অদৃষ্ট-দৃষ্টপ্রণষ্ট-ভ্রান্তিভূতেষু ইত্যর্থঃ। ২৮

শ্রীধর ঃ—কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনা স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ তথা ব্যক্তমভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ঃ—তদেবং জীবপক্ষে ন জায়তে ন ম্রিয়তে ইত্যাদিনা দেহপক্ষে চ জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ইত্যনেন শোকবিষয়ং নিরাকৃত্য ইদানীমুভয়পক্ষেঽপি নিরাকরোতি অব্যক্তেতি। ভূতানি দেবমনুষ্যতির্য্যগাদীনি, অব্যক্তানি ন ব্যক্তং ব্যক্তিরাদৌ জন্ম-পূর্ব্বকালে যেষাং কিন্তু তদানীমপি লিঙ্গদেহঃ স্থূলদেহশ্চ স্বারম্ভকপৃথিব্যাদিদ্রব্যসত্ত্বাৎ কারণাত্মনা বর্ত্তমানোঽস্পষ্টমাসীদেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তং ব্যক্তির্মধ্যে যেষাং তানি ন

ব্যক্তং ব্যক্তির্নিধনাদনন্তরং যেষাং তানি, মহাপ্রলয়েঽপি কর্ম্মমাত্রাদীনাং সত্ত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ ভূতানি সন্ত্যেব, তস্মাৎ সর্ব্বভূতান্যাদ্যন্তয়োরব্যক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ, "স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজঃ" ইতি। কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। তথাচোক্তং নারদেন—যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা নচোভয়ম্।

সর্ব্বথা হি ন শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ॥ ২৮

মিতভাষ্যম্ঃ—পুনশ্চ শোকাভাবে হেতুমাহ অব্যক্তাদীনীতি, ভূতানি পঞ্চভূতময়ানি দেহাদীনি অব্যক্তাদীনি ন ব্যজ্যন্তে দেহাদিরূপেণ স্পষ্টতয়া ন জ্ঞায়তে ইত্যব্যক্তঃ সত্ত্বরজস্তমোময়ং প্রধানং তদেব আদি প্রাগবস্থা যেষাং তানি, ব্যক্তং দেহাদিরূপেণ স্পষ্টীভূতং মধ্যম্ উৎপাদনাশান্তরালাবস্থা যেষাং তানীতি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তে তাদৃশে প্রধানে নিধনং নামরূপবিলয়ো যেষাং তানীতি অব্যক্তনিধনান্যেব, অতস্তত্র তথাভূতেষু দেহাদিষু কা পরিদেবনা শোকজন্যো বিলাপঃ; দেহাদীনি স্বত এব কাদাচিৎকানীতি তদর্থং শোকোঽনুচিত ইত্যর্থঃ। নচ শুক্তিরূপ্যাদিবৎ প্রতিভাসমাত্রজীবনানি ভূতানি আদ্যন্তয়োস্তদভাবস্য প্রামাণিকত্ববৎ আন্তরালিকস্যাপি প্রামাণিকত্বাৎ, বৈদিকেষু দর্শনেষু শুক্তিরূপ্যাদ্যনুল্লেখাৎ, শ্রুতৌ ওষধ্যাদিপরিণামদৃষ্টান্তোল্লেখাচ্চ, যথা 'যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তী'তি, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদস্য বৌদ্ধকল্পিতত্বাচ্চ ইতি। ২৮

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্রত্যেক বস্তুই উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিতে থাকে, কিছু কালের জন্য সেগুলি ব্যক্ত হয়, আবার শেষে অব্যক্তে লয় হইয়া যায়, অতএব জন্য বস্তু মাত্রেরই ইহাই স্বভাব যে জন্মের পর কয়েকদিন মাত্র স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিয়া আবার চিরকালের জন্য অব্যক্তে লয় হইয়া যায়। তা'হলে যাহার স্বভাবই হইল এইরূপ সে বস্তু অব্যক্তে লয় হইয়া গেলে তাহার জন্য আর দুঃখ কি? (যেমন রবাড় স্বভাব বশতঃ সঙ্কুচিতই থাকে, যত্ন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে বিস্তৃত হয়, ছাড়িয়া দিলে যেমন সঙ্কুচিত ছিল সেই রূপই হইয়া যায়, জগতের সমস্ত বস্তুই সেইরূপ জানিবে)। কিন্তু এরূপ মনে করা উচিত নহে যে দেহ প্রভৃতি পূর্ব্বে ও পরে অব্যক্ত হইয়া থাকে বলিয়া মধ্য সময়ে যে ব্যক্তরূপে দেখা যায় তাহা মিথ্যা, কারণ মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইলে কেহই তাহাকে মিথ্যা বলেনা, এবং নষ্ট হইয়া গেলে রজ্জু সর্পের মত মিথ্যা ঘট দেখিতেছিলাম ইহাও কেহ মনে করেনা, মিথ্যা হইলে তাহার দ্বারা প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিত না, শুক্তি রূপ্যের দ্বারা কখনো অলঙ্কার হয় না। কিন্তু রৌপ্য জ্ঞানটি সত্য বলিয়া তজ্জন্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয়। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদও বৌদ্ধগণের কল্পিত, সুতরাং তাহাও গীতার ব্যাখ্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। জগৎ মিথ্যা হইলে ভগবানও অনায়াসেই বলিতে পারিতেন মিথ্যা দেহের জন্য

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্ আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

অন্বয় ঃ—কশ্চিৎ 'সৎকর্ম্মাদিনা বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' এনম্ 'আত্মানম্' আশ্চর্য্যবৎ 'অদ্ভূতমিব' পশ্যতি, অন্যঃ 'অর্দ্ধভিন্নঃ' কশ্চিৎ 'আত্মানং আশ্চর্য্যবৎ 'অদ্ভুতমিব' তথৈব 'যথাদৃষ্টমেব' বদতি, চ 'এবং' অন্যঃ এতদুভয়ভিন্নঃ কশ্চিৎ এনম্ 'আত্মানম্' আশ্চর্য্যবৎ 'অদ্ভুতমিব' শৃণোতি, কশ্চিৎ 'অশুদ্ধচিত্তঃ' এনম্ 'আত্মানং' শ্রুত্বাঽপি ন বেদ 'নানুভবতি'। ২৯

অনুবাদ ঃ—কোন ব্যক্তি এই আত্মাকে আশ্চর্য্যের মত দেখেন, অন্য কোন লোক এই আত্মাকে যেমন দেখেন সেইরূপ আশ্চর্য্যের মতই বলেন, এবং অপরে ইহাকে আশ্চর্য্যের মতই শ্রবণ করেন, আবার কেহ এই আত্মাকে শুনিয়াও বুঝিতে পারে না। ২৯

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃতাত্মা কিং ত্বামেবৈকম্ উপালভেৎ সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে, কথং দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা ইত্যত আহ আশ্চর্য্যবদিতি, আশ্চর্য্যবৎ আশ্চর্য্যম্ অদৃষ্টপূর্ব্বম্ অদ্ভুতম্ অকস্মাৎ দৃশ্যমানং তেন তুল্যম্ আশ্চর্য্যবৎ আশ্চর্য্যমিব এনম্ আত্মানং পশ্যতি কশ্চিৎ, আশ্চর্য্যবৎ এনং বদতি তথৈবচান্যঃ, আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা উক্ত্বাপি আত্মানং বেদ নচৈব কশ্চিৎ। অথবা যোঽয়ম্ আত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্য্যতুল্যঃ, যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোঽনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি, অতো দুর্ব্বোধ আত্মা ইত্যভিপ্রায়ঃ। ২৯

শ্রীধর ঃ—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি, আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্জ্ঞেয়তামাহ আশ্চর্য্যবদিতি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ঘটমানং পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথাশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি, শৃণোতি চান্যঃ কশ্চিৎ, পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ, চশব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্। ২৯

বিশ্বনাথ ঃ—ননু কিমিদং আশ্চর্য্যং ব্রূষে। কিঞ্চৈতদপ্যাশ্চর্য্যং যদেবং প্রবোধ্যমানস্যাপ্যবিবেকো নাপযাতি ইতি তত্র সত্যমেবমেবেত্যাহ আশ্চর্য্যবদিতি। এনং আত্মানং দেহঞ্চ তদুভয়রূপং সর্ব্বলোকং ॥ ২৯

এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? কিন্তু এ কথা মোটেই বলেন নাই। অতএব দেহ প্রভৃতি সত্য। ২৮

মিতভাষ্যম্ :—সর্ব্বজগদ্‌বিলক্ষণত্বেনাত্মনঃ অদ্‌ভুততুল্যতামাহ আশ্চর্য্যবদিতি, কশ্চিৎ বিবিধসৎকর্ম্মার্জ্জিতবিশুদ্ধসত্ত্বসম্পৎ কশ্চিদেব ন সর্ব্বঃ এনং জীবাত্মানম্ আশ্চর্য্যবৎ অস্য পুরাতনস্যাপি প্রতিক্ষণং নবনবায়মানত্বাৎ রূপহীনস্যাপি প্রভাস্বরত্বাৎ দৃশ্যমানস্যাপি ক্ষিত্যাদিভিন্নত্বাৎ স্বপ্রকাশস্যাপি বুদ্ধিভাস্যত্বাৎ নিত্যত্বাৎ চিদ্রূপত্বাচ্চ অদ্‌ভুতমিব পশ্যতি, অন্যঃ সাধারণজনবিলক্ষণঃ কশ্চিদেব এনম্ তথৈব যথাদৃষ্টমেব আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যঃ এতদ্ভিন্নঃ কশ্চিদেব এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, কশ্চিৎ পাপমলীমসচিত্তঃ এনং শ্রুত্বাঽপি ন বেদ, চকারাৎ মত্বা ধ্যাত্বাপি নানুভবতীত্যর্থঃ। ২৯

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ অর্জ্জুন ভগবানের মুখে অদ্ভুত আত্মতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া ভগবান্ স্নেহপূর্ব্বক বলিলেন হে অর্জ্জুন এই আত্মতত্ত্ব এইরূপই আশ্চর্য্যময়, যিনি বিষয়-রাগ-বিমুখ হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে শমদমাদিযুক্ত হইয়া ধারণা ধ্যান ও সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন, তিনি অসাধারণ সাধনার ফলে যখন সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন, তখন নিত্য চৈতন্যঘন ও পরমানন্দময় এক অদ্ভুত বস্তু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান, কারণ জগতে কখনও কোন বস্তু এরূপ দেখেন নাই, ইহার কোন আকার না থাকিলেও হস্তাদির দ্বারা স্পর্শ করিতে না পারিলেও চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিলেও এবং রসনার দ্বারা আস্বাদন করিতে না পারিলেও কেবল বিশুদ্ধসত্ত্ব রূপ জ্ঞানচক্ষু দিয়া তাঁহাকে কোন রকমে একবার অনুভব করিতে পারিলে সম্রাটের সাম্রাজ্য-সুখ এমন কি সত্যলোকের ব্রাহ্মসুখ পর্য্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায়, একবার আস্বাদন করিতে পারিলে আর কখনও ছাড়িতে পারেনা। চিরদিন আস্বাদন করিলেও কখনও অরুচি হয় না, তাহা অতি পুরাতন হইলেও নিত্য নূতন বলিয়াই অনুভব করেন, যে রস আস্বাদন করিলে ক্ষুধা পিপাসা সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যায়, প্রতিক্ষণেই মনে হয় যে জগতের অনন্ত সুস্বাদু বস্তুর সুমধুর সার নিঙড়াইয়া যেন প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছি, তখন জগৎ আছে কিনা, দেহ আছে কিনা, এমন কি আমি আছি কিনা ইহাও তাঁহার মনে হয় না, কেবল কোটিচন্দ্রসুশীতল অপার আনন্দময় এক আশ্চর্য্য বস্তুতে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব ডুবিয়া যায়, প্রকৃতই সাধক তখন আত্মহারা হইয়া যান, এমনই মজিয়া যান যে তাঁহার উপর দিয়া শিলাবৃষ্টি ঝড় জল প্রচণ্ড রৌদ্র হৃৎকম্পকর দারুণ তুষারপাত হইয়া গেলেও তিনি কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন না। ভগবান্ তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া নিজের প্রগাঢ় আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখেন কাজেই তিনি বাহিরের বা ভিতরের কোন বস্তুরই সংবাদ পান না। বেদ একটু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া এই বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, বহুদিন পরে নিজের চির আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনকে হৃদয়ে পাইয়া মানুষ যেমন অন্তরের ও বাহিরের সমস্তই ভুলিয়া যায়, আত্মানন্দসেবী

মহাপুরুষও সেইরূপ চির বাঞ্ছিত প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়া সমস্তই ভুলিয়া গিয়া তাঁহাতেই মজিয়া যান। বেদান্তে আত্মাকে আনন্দময় বলা হয়। ভগবানও বলিবেন—

"যং লব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিংস্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

অর্থাৎ সাধক যাহা পাইলে অন্য কোন বস্তুকেই আর তাহা হইতে উত্তম বলিয়া মনে করেন্ না, যে তত্ত্বে সমাহিত থাকিলে গুরুতর দুঃখও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। এই আত্মতত্ত্ব অতি পুরাতন হইলেও সাধকের পক্ষে অতি নূতন ও নিরতিশয় আনন্দময় হওয়ায় আশ্চর্য্যের মতই মনে হয়। এবং যিনি আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন তিনিও আশ্চর্য্যের মতই বলিয়া থাকেন, কারণ জীব যে সকল বস্তু লইয়া ব্যবহার করেন, তাহাদের কোনটির সহিতই ইহার তুলনা হয় না, যেমন জগৎ জড় অনিত্য ও দুঃখময়, ইহা কিন্তু নিত্য চৈতন্য ও সুখময়, সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবহার করা যায়, আর ইঁহাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই ব্যবহার করা যায় না, সকল বস্তুই সীমাবদ্ধ, আর ইনি অসীম ও অনন্ত। সকল বস্তুই অন্য যে কোন বস্তুকে অপেক্ষা করে, ইনি কিন্তু কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকেন। সকল প্রাণীই কিছু না কিছু আহার করিয়াই প্রসন্ন থাকে, আর ইনি কিছুই আহার না করিয়াই সর্ব্বদা অত্যন্ত আনন্দিত থাকেন। এবং কেহ বিশ্বের সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিতে পারে না, ইনি কিন্তু জগতের নিখিল বস্তুই ইচ্ছা-মাত্রেই সৃষ্টি করেন, লোকে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করে, আর কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও ইনি ইচ্ছামাত্রেই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। জগতে কেহই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে না, আর অসম্ভবকে সম্ভব করাই ইঁহার স্বভাব। দেখিতে পাই আমাদের আশ্চর্য্যময় একটি বালক অতি শৈশব কালেই প্রচণ্ড অসুরগুলাকে ধরিতেন আর পুঁটি মাছের মত মারিতেন, সাতবৎসর বয়সেই একটা প্রকাণ্ড পাহাড় ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, রাশি রাশি অগ্নি পান করিয়া লোককে অবাক্ করিয়া দিয়াছিলেন। আর একটি আশ্চর্য্যময় অতিবৃদ্ধ অপরিমিত বিষ খাইয়া পরমানন্দে উলঙ্গ হইয়াই নৃত্য করিয়া-ছিলেন, অত বিষ খাইয়াও তিনি মরেন নাই, বরং পূর্ণ যুবার মতই সুস্থদেহে এখনও জীবিত আছেন, বোধ হয় চিরদিনই থাকিবেন। আবার দেখি আদর্শ পতিব্রতা এক রমণী পতির বক্ষে দাঁড়াইয়াই প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁর পতিটিও সানন্দে বুক পাতিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছেন, একটি নাও বলিতেছেন না, আর ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় সভ্যসমাজ আসিয়া ইঁহাদেরই পায়ের ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন কাঁদিতেছেন ও নানাবিধ স্তব করিতেছেন। অতএব এইসব অদ্ভুত সংবাদ যিনি জগতের সমক্ষে পরিবেশন করেন, তাঁহার কথাগুলি কি আশ্চর্য্যের মতই মনে হয় না? বিশেষতঃ

বর্ত্তমানে সভ্যজাতির কৃপায় যাঁহারা নব্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা এইসব আজগুবি কথা শুনিয়া আন্‌সাইন্টিফিক বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাঁসিতে হাঁসিতে নিশ্চয়ই সেখান হইতে চলিয়া যাইবেন। তবে যাঁহারা এসব লইয়া একটু আধটু নাড়া চাড়া করেন তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যের মত মনে করিলেও অসম্ভব বলিয়া মনে করিবেন না, কারণ তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে আশ্চর্য্যময় রাজ্যের সকল সংবাদ আশ্চর্য্যময়ই হইয়া থাকে। যেমন সার্কেসের দর্শকগণ অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও যাঁহারা ভিতরের সংবাদ রাখেন তাঁহারা তাহাতে মুগ্ধ হন না বরং প্রশংসাই করেন। অতএব ভগবান্ বলিলেন যিনি আত্মতত্ত্ব বলেন তিনি আশ্চর্য্যের মতই বলেন। বেদও বলিতেছেন "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।" আর যিনি শ্রবণ করেন তিনিও অবাক্ হইয়াই শ্রবণ করেন, কারণ হস্ত না থাকিলেও তিনি গ্রহণ করেন, চরণ না থাকিলেও তিনি সর্ব্বত্র গমন করেন, চক্ষু না থাকিলেও অতি সূক্ষ্ম বস্তুটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পান। * এই সকল কথা শুনিলে কে না বিস্মিত হয়। আবার কেহ কেহ এই সকল তত্ত্ব শুনিয়াও বুঝিতে পারেনা অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত নানাবিধ পাপে অত্যন্ত মলিন হইয়া থাকে তাহারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেও মোটেই বিশ্বাস করে না, তাহারা মনে করে ইহাও কি সম্ভব যে, এক জনই ইচ্ছামাত্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, আবার সংহারও করিতেছেন, অথচ কোন যন্ত্রাদির সাহায্যও লইতেছেন না। এত কাজ করিয়াও কি তাঁহার পরিশ্রম হয় না! বিরক্তিও আসে না! কোন পাপ পুণ্য হয়না কি? অথচ কোন ভোগ বিলাসও নাই, এসকল কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং ওসকল কথার কোন মূল্যই নাই, এই বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহারা ভাবেনা যে যাহার ক্ষমতা যত অধিক সে তত অসম্ভব কাজ করিতে পারে, দেখাযায় সাধারণ মানুষই শক্তি সাধনার দ্বারা এমন শক্তি অর্জ্জন করে যে মোটর গাড়ীর প্রবল বেগও স্বাচ্ছন্দে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, একদিন সংবাদ পত্র পাঠে দেখিলাম যে গুজরাট মেল প্রবল বেগে আসিতেছে হঠাৎ মধ্যপথে গাড়ী থামিয়া গেল, চালক বিস্মিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে এঞ্জিনের যন্ত্রের কোন ব্যতিক্রম হইল কিনা? অনেক চেষ্টা করিয়াও গাড়ী চলিল না, তখন অনেকে কৌতূহলবশতঃ এঞ্জিনের সম্মুখে আসিয়া দেখিল শীর্ণকায় একজন বৃদ্ধ এঞ্জিনের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন, কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং বুঝিলেন. এই ক্ষুদ্রকায় মহাপুরুষের অলৌকিক তপঃপ্রভাবেই এই প্রচণ্ড জড়শক্তি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সে গাড়ীতে অনেক আধুনিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন, কেহ কেহ মহাত্মাকে চিনিতেন তাঁহারা আসিয়া পাদস্পর্শ-পূর্ব্বক অনেক অনুনয় বিনয় করায় তিনি দয়া

* অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ," শ্রুতি—

করিয়া রেললাইন হইতে কিছু সরিয়া গেলেন, তখন পূর্ব্ববৎ ট্রেণ চলিল। একথা অবিশ্বাস্য নহে কারণ অতি অল্প দিনের কথা; প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল এবং এই অদ্ভুত ঘটনা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পুরাণেও এরূপ অদ্ভুত ঘটনা অনেক শোনা যায় যেমন মহর্ষি অগস্ত্যের গণ্ডূষে সমুদ্র পান করা প্রভৃতি। জানিবেন যাঁহারা ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। তাহ'লেই বুঝুন সাধারণ মানুষ যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া এইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, সর্ব্বশক্তিমান সেই পরমপুরুষ কি বিনা যন্ত্রে ইচ্ছামাত্রে জগতের নানাবিধ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না? তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা,
যোগ-প্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা,
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুতএব বন্ধঃ?"

অর্থাৎ যাঁর পাদপদ্মের সেবাপ্রভাবে যোগি-পুরুষগণ সমস্ত কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, সেই স্বতন্ত্র পুরুষের কর্ম্মবন্ধন কি করিয়া সম্ভব হয়? অতএব বুঝিবেন তাঁর কাজ সবই অলৌকিক, তিনি কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা করেন না, তবে যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা তাঁহার কথা শুনিলেও এবং তিনি স্বয়ং এই গীতাশাস্ত্রে নানা প্রকারে বুঝাইলেও বুঝিবে না, কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছেন ভগবদ্‌বিষয়ে বিশ্বাস করিতেও অনেক পুণ্যের আবশ্যক, বহুদিনের অব্যবহৃত উষর ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করিলেও অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ অপুণ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাবের সঞ্চার করিয়া দিলেও কোন ফল হয় না। ভগবান্‌ও বলিবেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ"।
"যেষাস্ত্বগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্
তে দ্বন্দমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা পাপী অতএব মূঢ় অর্থাৎ হিতা-হিত বিবেকশূন্য সেই নরাধমগণ আমার আশ্রয় গ্রহণ করেনা, কিন্তু যাঁহারা বহু পুণ্য অর্জ্জন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন তাঁহারাই দ্বন্দমোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়বিশ্বাসে আমাতে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহার কিছু মাত্র পুণ্য নাই সেই হতভাগ্যের ভগবৎকথায় বিশ্বাস জন্মে না? তাই বলিলেন কেহ কেহ এই আত্মার কথা শুনিয়াও বুঝিতে পারেনা। জীবাত্ম পক্ষেও জীব নিত্য চিৎস্বরূপ বলিয়া তাঁহাকেও আশ্চর্য্যের মতই দেখিয়া থাকেন ইত্যাদি। ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অন্বয় :—হে ভারত! সর্ব্বস্য 'প্রাণিজাতস্য' দেহে 'স্থিতঃ' অয়ম্ দেহী 'আত্মা' নিত্যং 'সর্ব্বদা' অবধ্যঃ 'বধানর্হঃ' তস্মাৎ 'অবধ্যত্বাৎ' ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি 'প্রাণিনঃ' শোচিতুং নার্হসি 'ন যোগ্যো ভবসি'। ৩০

অনুবাদ :—হে অর্জ্জুন সমস্ত প্রাণীর দেহে স্থিত এই আত্মা সর্ব্বদাই অবধ্য, সেই জন্য কোন প্রাণীর জন্যই তুমি শোক করিতে পারনা। ৩০

শঙ্করভাষ্যম্ :—অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে দেহীতি, যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সর্ব্বাবস্থাস্ববধ্যো নিরবয়বত্বান্নিত্যত্বাচ্চ, তত্রাবধ্যোঽয়ং দেহে শরীরে সর্ব্বস্য সর্ব্বগতত্বাৎ, স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপি অয়ং দেহী ন বধ্যো যস্মাৎ তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০

শ্রীধর :—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সঙ্ক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীতি। স্পষ্টার্থঃ॥ ৩০

বিশ্বনাথ :—তর্হি নিশ্চিত্য ব্রূহি কিমহং কর্য্যাং কিং বা ন কুর্য্যামিতি, তত্র শোকং মাকুরু, যুদ্ধন্তু কুর্ব্বিত্যাহ দেহীতি দ্বাভ্যাম্॥ ৩০

মিতভাষ্যম্ :—তদেবং নিত্যত্বাদাত্মনো বধানর্হত্বং ব্রুবন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীতি, সর্ব্বস্য নিখিলস্য প্রাণিনো দেহে স্থিতোঽয়ম্ দেহী দেহস্বামী দেহাবচ্ছিন্নো বা আত্মা নিত্যং সর্ব্বদা অবধ্যঃ বধানর্হঃ, তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমরূপাণি শোচিতুং নার্হসি। ৩০

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই সে নিত্য সুতরাং কেহই তাহাকে হত্যা করিতে পারে না এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছেন এখানে তাহারই উপসংহার করিলেন, আত্মা অবধ্য অর্থাৎ কোন প্রকারেই তাহাকে বধ করা যায় না, সুতরাং কেবল ভীষ্ম, দ্রোণ কেন কোন প্রাণীর আত্মাই মরে না, অতএব কোন ব্যক্তির জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে। আত্মাকে যে হত্যা করিতে পারাযায় না তাহার প্রতি আত্মার নিত্যত্বকে পূর্ব্ব হইতে কারণ বলিয়া আসিতেছেন 'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং' "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" "অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণ" ইত্যাদি, এবং এই উপসংহার শ্লোকেও আত্মাকে অবধ্য বলিলেন। সুতরাং উপক্রম ও উপসংহার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আত্মা নিত্য বলিয়াই তাহাকে বধ করিতে পারা যায় না, আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া যে এক আত্মা অন্য আত্মাকে বধ করিতে পারে না তাহা নহে। অতএব যাঁহারা ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত। এবং 'দেহহননেন হতোঽহমিতি

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—চ 'এবং' ত্বং স্বধর্ম্মং 'ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধাদনিবৃত্তিরূপম্' অবেক্ষ্য 'পর্য্যালোচ্যাপি' বিকম্পিতুং 'বিচলিতুং' নার্হসি 'ন যোগ্যো ভবসি' হি 'যতঃ' ক্ষত্রিয়স্য 'ক্ষত্রিয়জাতেঃ' ধর্ম্ম্যাৎ 'ন্যায্যাৎ' যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ 'শ্রেয়ঃসাধনং' ন বিদ্যতে। ৩১

অনুবাদঃ—এবং তুমি নিজের ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারনা, কারণ ক্ষত্রিয়জাতির পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই নাই। ৩১

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতীত্যুক্তং, ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব কিন্তু স্বধর্ম্মমিতি। স্বধর্ম্মমপি স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ যুদ্ধং তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুম্ অর্হসি, ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মাদাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ, তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থঞ্চেতি, ধর্ম্মাদনপেতং পরং ধর্ম্ম্যং, তস্মাৎ ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ॥ ৩১

শ্রীধরঃ—যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ স্বধর্ম্মমপীতি। আত্মনোনাশাভাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি, তত্রাহ ধর্ম্ম্যাদিতি, ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাৎ যুদ্ধাদন্যৎ॥ ৩১

বিশ্বনাথঃ—আত্মনো নাশাভাবাদেব যুদ্ধাদ্বিকম্পিতুং ভেতুং নার্হসি সধর্ম্মমপি-চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসীতি সম্বন্ধঃ॥ ৩১ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—এতাবতা ভীষ্মাদীনামাত্মনাং নিত্যত্বেন মৃত্যভাবাৎ দেহানাং মৃত্যোরবশ্যম্ভাবিত্বাচ্চ অশোচ্যত্বমুক্ত্বা স্বধর্ম্মপর্য্যালোচনয়াঽপি যুদ্ধান্নিবৃত্তিরনুচিতেত্যাহ স্বধর্ম্মমিতি, ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মং যুদ্ধাদনিবৃত্তিরূপং "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দূতাদপি রণাদপি" ইতি শাস্ত্রপ্রাপ্তম অবেক্ষ্য পর্য্যালোচ্যাপি বিকম্পিতুং বিচলিতুং নার্হসি, হি যতঃ ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়জাতেঃ ধর্ম্ম্যাৎ ধর্ম্মাদনপেতাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ শ্রেয়স্করং ন বিদ্যতে, তস্য রণমরণস্য স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তথাচ মনুঃ—

"সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরম্" ॥ ইতি

বিজানাতি' তাঁহাদের এই বাক্যও বিরুদ্ধ হয়, কারণ দেহকে যে আত্মা হত্যা করে তাহা ত ইহার দ্বারা স্বীকার করাই হইল। ৩০

"আহবেষু মিথোঽন্যোঽন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" ইতিচ

ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামস্য ধর্ম্ম্যত্বেন দেহঘাতেঽপি শত্রূণাম্ অগ্নিষোমীয়পশুঘাতবৎ ত্বদৃষ্টজনকত্বাৎ পাপশঙ্কা ন কার্য্যেতি ভাবঃ, এতেন "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ" ইত্যাদি পরিহৃতম্। ৩১

পুষ্পাঞ্জলি :—এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান্ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধরিয়াই বুঝাইয়া আসিলেন, এখন স্বজাতীয় ধর্ম্মকে ধরিয়া বুঝাইতেছেন, অর্থাৎ অর্জ্জুনের দুইটি ভ্রম হইয়াছিল আর সেই ভ্রম বশতই তাঁহার দারুণ শোক হইয়াছিল, প্রথম হইল দেহে আত্মভ্রম বশতঃ ভীষ্মাদির মৃত্যু জন্য শোক, এবং দ্বিতীয় হইল স্বধর্ম্ম-যুদ্ধে অধর্ম্ম-বুদ্ধি। প্রথম ভ্রম নিবারণের জন্য এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাতিরিক্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া আসিলেন, এখন দ্বিতীয় ভ্রম নিবারণের জন্য উপদেশ দিতেছেন। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শাস্ত্র অনুসারে যুদ্ধ করা অতিশয় উত্তম কার্য্য, কোন প্রকারেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন যে ক্ষত্রিয় জাতি ধর্ম্মযুদ্ধে রাজ্য লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষা প্রভৃতি সৎকার্য্য করিয়া যাইবেন যুদ্ধের জন্য আহূত হইলে কোন মতেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না * সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে শাস্ত্র অনুসারে যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম, অতএব ইহাতে তোমার যে অধর্ম্ম বুদ্ধি হইতেছে তাহা ভ্রম জানিবে। কারণ মানুষের বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয় না, একমাত্র শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ, শাস্ত্র যখন তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ধর্ম্ম বলিয়াছেন তখন ইহাতে আর তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে।

এখানে ভগবান্ ক্ষত্রিয় জাতিকে উল্লেখ করিয়া যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিলেন, অতএব ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে জাতি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত কার্য্য করাই ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন বলবান্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিলে তাহার পক্ষে তাহা ধর্ম্ম হইবে না। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত নিন্দিত হইতেন, সেইরূপ রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি পবিত্র কার্য্য হইলেও ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি অন্য কোন জাতির পক্ষে তাহা ধর্ম্ম হইবে না, কারণ বেদে আছে 'রাজা রাজসূয়েন যজেত' অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন,। এইরূপ ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষেও শাস্ত্রে যে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই তাঁহাদের ধর্ম্ম হইবে, এইজন্য ব্রাহ্মণ পরশুরাম অত্যন্ত বীর হইলেও রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন নাই। কারণ তাঁহার পক্ষে ঐরূপ কোন শাস্ত্র নাই।

---

*"সমোত্তমাধমৈরাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ। ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্। সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্। শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরম্॥" মনু

অতএব যিনি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি তাঁহার জাতির উপযুক্ত কার্য্য করিলেই তাহা ধর্ম্ম হইবে, আর তাহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম হইবে। ইহাই বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির নির্দ্দেশ। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় কর্ম্ম করিয়া গেলে মোটের উপর নিশ্চয় হিন্দুজাতির উন্নতি হইবে, যেমন কোন একটি কারখানায় যে সকল লোক কাজ করে তাহারা সকলেই যদি যত্নপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া যায়, তাহলে মোটের উপর নিশ্চয় সেই কারখানাটি শীঘ্রই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহারা সকলেই যদি নিজের কাজকে ঘৃণা করিয়া পরের কাজকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে তাহলে কখনই সে কারখানার উন্নতি হইতে পারে না, পরন্তু পরস্পরের হিংসা দ্বেষবশতঃ অন্তর্বিদ্রোহ হইয়া ক্রমে তাহা ধ্বংস হইয়া যাইবেই। আর যদি সকলেই উন্নতপদ পাইবার জন্ত বহু অর্থ ও পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিখিতে থাকে তাহলেও সকলের পক্ষে সেরূপ হওয়া সম্ভব নাই কারণ একটি কারখানার একজন বা দুইজনের অধিক অধ্যক্ষের আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাহাদের বহু অর্থব্যয় ও বহু পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা ব্যর্থ হইল, কেবল তাহাই নয় তখন সে ব্যক্তি পৈতৃক ব্যবসায় করিতেও ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করে, সুতরাং ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হওয়ায় গুরুতর অর্থাভাবে পড়িয়া দারুণ দুর্গতি ভোগ করিতে করিতে পরিণামে আত্মহত্যা পর্য্যন্তকরিয়া থাকে, এখন এইরূপ বহু দুর্ঘটনার কথা প্রায় শোনা যাইতেছে। অথবা নিজের বাহ্যিক আড়ম্বর ঠিক্ রাখিবার জন্ত দুর্নীতির আশ্রয় লইবে, অর্থাৎ ডাকাতি শঠতা বঞ্চনা ইন্‌সল্‌ভেণ্ট বেনামী জালিয়াতি চোরাবাজার ইত্যাদি অবলম্বন করিবে, বর্ত্তমানে ব্যবসায় ক্ষেত্রে নানারূপ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে শোনা যায়, কেহ কেহ নির্লজ্জভাবে বলিয়াও থাকে "ব্যাবসা কর্‌তে বসিচি এখানে আবার ধর্ম্ম কি নীতিই বা কি? যে কোনপ্রকারে পয়সা চাইই ধর্ম্ম করবার জন্যে ত ব্যব্‌সা কর্‌তে আসিনি" ইত্যাদি, কিন্তু এরূপ ব্যবসায় কতদিন চলিবে, দেশের সমস্ত লোককে বিষাক্ত জিনিষ খাওয়াইলে ও নানাপ্রকার বঞ্চনা করিলে জাতি কতদিন টিকিবে? অতএব উহা চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প হয়, সুতরাং এরূপ জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য বুঝিতে হইবে।

আর সমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন কোন প্রকারে উন্নতপদ পাইলে অপর ব্যক্তিগণ তাহা না পাওয়ায় তাহার প্রতি তীব্র বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিবে এবং নানা প্রকারে তাহার শত্রুতা সাধন করিতে চেষ্টা করিবে তাহার ফলে নিশ্চয় গুরুতর অশান্তি আসিয়া পড়িবে। আর একটি কারখানায় উন্নত পদের উপযুক্ত শিক্ষিত লোক একজন বা দুইজন থাকিলেই চলে, কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মী বা শ্রমিক শত শত আবশ্যক হয়, অতএব জগতে যাহা আবশ্যক তাহার উপযুক্ত লোকই সমাজে কাজে লাগে, সুতরাং অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন না থাকায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই দিন দিন

বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে জগতে অশান্তি ভিন্ন শান্তির কোন সম্ভবনাই নাই। এই সকল অশান্তির চিন্তা করিয়া বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি জন্ম অনুসারে কর্ম্মবিভাগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে হিংসা দ্বেষ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অন্যায়ের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে। এ ব্যবস্থা প্রকারান্তরে সকল দেশেই আছে দেখা যায়, ধনীর পুত্রগণই পিতার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, যেমন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বৃটিশ সম্রাটের আসন লাভ করিলেন, কিন্তু সে সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন মিঃ বলডুইন্, বিদ্যায় বুদ্ধিতে প্রতিভায় ও কর্ম্মদক্ষতায় একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইলেও তিনি সম্রাটের আসন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যিনি ঐ আসন গ্রহণ করিলেন তিনি হয়ত প্রধান মন্ত্রীর মত সকল বিষয়ে যোগ্যতম নাও হইতে পারেন কিন্তু তিনিই উক্ত আসনের সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তরাধিকারী হইলেন, তাহার একমাত্র কারণ তিনি সৌভাগ্য বশতঃ সম্রাটের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে আর কাহারও কোন আপত্তি করিবার বা দুঃখিত হইবার কারণ নাই; বরং সকলে সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও এইরূপ বহু দেখিতেছি, এমন কি বর্ত্তমানে অনেক স্থলে অতি অযোগ্য পুত্রকেও পিতার অতুল সম্পদের মালিক হইতে দেখা যায়, কিন্তু গ্রামস্থ বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তি অন্নাভাবে হাহাকার করিলেও উহার এক কপর্দ্দকও পান না, ইহার একমাত্র কারণ জন্ম ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? অতএব জন্মবশতঃ কর্ম্ম পৃথিবীর সকল দেশেই নানাবিষয়ে দেখা যাইতেছে, ভারতেও তাহারই ব্যবস্থা আছে, যাহাতে সমাজে মোটের উপর শান্তি বজায় থাকে তাহারই জন্য শাস্ত্রে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুনিয়াছি অ্যামেরিকা ও ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে কোটি কোটি টাকার মালিক অনেকেই আছেন, আবার যাবজ্জীবন উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারনা এরূপ হতভাগ্যও অসংখ্য আছে। ধনীগণ দেশে ও বিদেশে রাশি রাশি টাকার ব্যবসায় করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, জাহাজে ভরিয়া বিদেশ হইতে টাকা লইয়া আসেন, আবার ইহাও শোনা যায় তাঁহারা স্বদেশের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা দানও করেন, কিন্তু মনে হয় তাঁহারা ব্যবসায়ের কৌশলে যে পরিমাণে বৈদেশিকগণের অর্থ শোষণের ব্যবস্থা করেন তাহাতে বিদেশের কোটি কোটি লোকের হৃৎপিণ্ডগুলি বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিবারই অপকৌশল করা হয়। এই বিশ্বব্যাপী দানবীয় ব্যবসায়ের কৌশলে এশিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অসংখ্য নরনারী অন্ন বস্ত্রের অভাবে অসীম দুর্গতি ভোগ করিতে করিতে জগৎ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া গুরুতর দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে, ইহারা সর্ব্বদাই মৃত্যু-কামনা করে, এমন কি অনেকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত স্বহস্তে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিতেছে, এই শোচনীয় দুরবস্থার একমাত্র কারণ মনুষ্যত্বহীন

ব্যবসায়ীদিগের অতি নৃশংস অর্থলোভ। গত ৫০ সালে অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় দুর্ভিক্ষে যে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল তাহারও কারণ ব্যবসায়ীদিগের নিষ্ঠুর অর্থলোভ। দেখা যায় পল্লীগ্রামে যে সকল জাতি চিরদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া আনন্দের সহিত পুত্রকন্যাদি লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের ব্যবসায়গুলি দুর্ব্বৃত্ত ধনী ব্যবসায়ীগণ কৌশলে কাড়িয়া লওয়ায় সেই জাতিগুলি একবারে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, এই প্রকারে এক একটি গ্রাম শ্মশান হইয়া যাইতেছে। আর যাহারা বড় বড় কল কারখানায় চাকুরী করিতেছে তাহারাও কলের যন্ত্রের মত নিজেদের হতভাগ্য জীবনকে হৃদয়হীন ধনীদিগের অপ্রয়োজনীয় অসীম ভোগ বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। দেখা যায় প্রত্যহ সহস্র সহস্র ভদ্রলোক চাকুরী করিবার জন্য লোকাল ট্রেণে কলিকাতা আসিতেছেন, তাঁহারা অতি প্রত্যুষেই স্নান আহার প্রভৃতি মধ্যাহ্ন-কৃত্য শেষ করিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শিলা বৃষ্টি বজ্রাঘাত প্রভৃতি মাথায় সহ্য করিয়া নিয়মিতভাবে ঘড়ীর কাঁটার মত দেহখানিকে প্রভুর সেবায় অর্পণ করিয়াছেন, এবং সমস্তদিন প্রভুর পেষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া দেহের রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি প্রভুর সেবাকার্য্যে তিলে তিলে শুষ্ক করিয়া ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্নদেহে অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিতেছেন, আর বাড়ী গিয়া কোনরকমে আহারাদি শেষ করিয়া নিদ্রায় রাত্রিটি অতিবাহিত করিতেছেন। এইরূপে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া চলিয়াছে। তাঁহারা সমস্ত জীবনটি কেবল পরের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। ধর্ম্মের ত কোন কথাই নাই, এমন কি নিজের বা স্ত্রীপুত্রগণের কোন শুভাশুভ চিন্তা করিবারও অবসর নাই। এবং অতি অসময়ে স্নান আহারাদি করায় যৌবনেই বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন, আর এই দুর্ব্বল ও রুগ্ন ব্যক্তির সন্তানগণও নানাবিধ রোগ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতেছে, যদি বাঁচিয়াও থাকে তবে মৃতকল্প হইয়াই বাঁচিয়া থাকে, এবং অভিভাবকগণ সমস্ত দিন প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকায় পুত্রগণকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়া প্রায় লোপ পাইয়া যাইতেছে, যদি বা বালকগণকে স্কুলে পাঠান হয় তাহলেও তাহারা সেখানে গিয়া শিব হইতেছে কি আর কিছু হইতেছে তাহা চিন্তা করিবার অবসরও তাঁহাদের থাকে না, দেখা যায় অনেক বালক উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে বিপথগামী হইয়া পড়ে। এইরূপে ভদ্রবংশগুলিও মহাধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, এইরূপ জাতি আর কতদিন টিকিতে পারে? দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ পল্লীগ্রামগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে, কৃষকগণ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বহু শস্য উৎপাদন করিয়াও ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীদিগের কপটতাপূর্ণ অপকৌশলে উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় মুমূর্ষু হইয়া রহিয়াছে, শিল্পীদিগের শিল্পসম্ভার বিধ্বস্ত, ধনিগণ

কৌশলে প্রত্যেক জাতির ব্যবসায়গুলি কাড়িয়া লওয়ায় সমাজের এই ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, আর দেশের ও বিদেশের ব্যবসায়িগণ কোটী কোটী টাকার মালিক হইয়া অপরিমিত ও অন্যায় ভোগবিলাসে যাবজ্জীবন উন্মত্তের মত মজিয়া আছে।

এই গুরুতর অত্যাচারের প্রধান কারণই হইল ব্যবসায়ে স্বেচ্ছাচারিতা, এই অত্যাচার হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য জনহিতপ্রাণ নিঃস্বার্থ ও সদাশয় ঋষিগণ বিশ্বের কল্যাণকল্পে বেদ অনুসারে আইন করিয়া দিয়াছিলেন যে প্রত্যেক জাতি স্বজাতীয় ব্যবসায়ই করিবে, কেহ কাহারও ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, যদি করে তবে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এবং তাহার মধ্যেও কেহ কেহ ভাগ্যবশতঃ প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিলেও বড় বড় কল কারখানা করিতে পাইবে না, যদি করে তবে গোহত্যার তুল্য পাপে লিপ্ত হইবে। * কারণ তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপে সমাজ উৎসন্ন যাইতে থাকিবে, অতএব প্রত্যেক ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র করিয়া নিজের জাতিগত ব্যবসায় করিবে, এই জন্যই ভারতে কখনো বড় বড় কল কারখানা হইতে পায় নাই। এবং নিজের জাতিগত ব্যবসায় কখনও নিন্দনীয় হইবে না, এইজন্য মহাভারতে ধর্ম্ম-ব্যাধকেও প্রশংসা করা হইয়াছে। † এই প্রকারে প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ ব্যবসায়দ্বারা স্বাধীনভাবে অর্থার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ইহাতে সমাজ অত্যন্ত কল্যাণময় হইবে সকলেই প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। সুতরাং জগতে অন্ন বস্ত্রের সুব্যবস্থা করিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই একমাত্র উপযুক্ত, এই জন্যই জাতি ভেদ অনুসারে কর্ম্ম ভেদের ব্যবস্থা চিরদিন ভারতে চলিয়া আসিতেছে। আর যদিও কোন স্থলে এক জাতীয় ব্যক্তি অন্য জাতির কাজ করিয়া হয়ত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তথাপি ঐরূপ চলিতে থাকিলে তাহার দ্বারা মোটের উপর সমষ্টির অনিষ্ট হইবেই, সুতরাং ব্যষ্টির উন্নতি হইতে সমষ্টির অনিষ্ট হওয়ায় তাহা কখনই সমর্থনীয় হইতে পারে না, সেইজন্য চিরদিনই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতি প্রাক্তন মহাপুরুষগণ বা অবতারগণ রীতিমত বিরোধিতাই করিয়া আসিয়াছেন, যেখানেই কেহ বর্ণাশ্রমের প্রতিকূল আচরণ করিয়াছে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা দৃঢ়-হস্তে তাহার প্রতিকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, বরং অধর্ম্মের প্রতিকার করায় অত্যন্ত প্রসন্নই হইয়াছেন, তাই রামায়ণে দেখিতে পাই ভগবান্ রামচন্দ্রের হস্তে তপস্বী শম্বুকের নিধন, এবং

---

* "সর্ব্বাকরেষ্বধিকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।...স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্।" মনু।

† "সহজং কিল যদ্ বিনিন্দিতং নহি তৎ কর্ম্ম বিবর্জনীয়ম্। পশুমারণকর্ম্মদারুণো হনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ।" কালিদাস

কলির প্রারম্ভে ভগবান্ বলরামের হস্তে পুরাণবক্তা রোমহর্ষণের প্রাণবিয়োগের কথা ভাগবতে দেখিতে পাই।* রামায়ণে আছে ভগবান্ দাশরথি দণ্ডকারণ্যে যাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্যকারী তপস্বী শম্বুককে নিধন করেন; এবং রাজোচিত কর্ম্ম করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করায় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এবং সেজন্য দেবতাগণও তাঁহাকে অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন; যদিও ইহাতে ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যাঘাত করা হইল বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহার দ্বারা উন্নতি না হইয়া অমঙ্গলই হইয়া থাকে, অতএব শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করায় রামচন্দ্রের কার্য্য সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বন্ধুর অনুরোধে স্থানীয় কোন রঙ্গমঞ্চে "সীতা" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম শম্বুকবধের জন্য রাম অত্যন্ত গ্লানি বোধ করিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন, তিনি যে একটা খুব অন্যায় কাজ করিলেন ইহাই অভিনয়ে দেখান হইল অথচ রামায়ণে ঠিক ইহার বিপরীত আছে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ধর্ম্মসংক্রান্ত অভিনয়গুলিও শাস্ত্রবিরুদ্ধ মিথ্যা প্রচার করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে!! অতএব দেখাযায় বেদোক্ত সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মই বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, বেদ বলিতেছেন "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত গ্রীষ্মে রাজন্যঃ শরদি বৈশ্যঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বসন্তকালে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে, এবং বৈশ্য শরৎকালে অগ্ন্যাধান করিবেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বেদও জাতিভেদ অনুসারে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিও বেদের অনুসরণ করিয়া জাতিভেদ ধরিয়াই ব্রাহ্মণাদির জন্য নানাবিধ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ভগবানও শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণাদি জাতির জন্য বিভিন্ন বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। † অতএব বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক জাতি নিজের জাতি অনুসারে ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম করিবেন, ইহার বিপরীত আচরণ করিলে অন্যায় করা হইবে, এবং যাঁহারা এই নীতি মানিয়া চলিতেছেন তাঁহারাই হিন্দু সেইজন্য এখানে ভগবান্ ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে তাঁহার জাতীয় কার্য্য-যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন, এবং তাঁহার পক্ষে যুদ্ধই সর্ব্বোত্তম কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ৩১

* "রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত। অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্।
অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রান্ চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ। এতদর্থোহি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ
বধ্যামে ধর্ম্মধ্বজিনস্তেহি পাতকিনোঽধিকাঃ॥ এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

† "বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্। বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বরিষ্ঠানি স্বকর্ম্মসু"॥ মনু
"বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ। বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেৎ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া"
শ্রীমদ্ভাগবত।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—হে পার্থ সুখিনঃ 'সৌভাগ্যবন্তঃ ক্ষত্রিয়া' যদৃচ্ছয়া 'অযত্নেনৈ'ব' উপপন্নম্ 'উপস্থিতম্' অপাবৃতম্ 'উন্মুক্তং' স্বর্গদ্বারং 'স্বর্গপ্রাপ্তেরুপায়ভূতম্' ঈদৃশম্ যুদ্ধং লভন্তে 'প্রাপ্নুবন্তি'। ৩২

অনুবাদঃ—হে অর্জুন বিনা প্রযত্নেই উপস্থিত ও উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারের মত অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তির নিরঙ্কুশ উপায় এমন যুদ্ধকে সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়গণ পাইয়া থাকেন। ৩২

শঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ তদ্যুদ্ধং কর্ত্তব্যম্? ইত্যুচ্যতে যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া চাপ্রার্থিতমাগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্ঘাটিতং, এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ, হে পার্থ কিং ন সুখিনস্তে? ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পসে ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশম্ যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে, যতোঽনিবারণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতিযদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথঃ—কিঞ্চ জেতৃভ্যঃ সকাশাদপি ন্যায়যুদ্ধে মৃতানামধিকং সুখমতো ভীষ্মাদীন্ হত্বা তান প্রত্যুত স্বতোঽপ্যধিকসুখিনঃ কুর্ব্বিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। স্বর্গসাধনং কর্ম্মযোগমকৃত্বাপীত্যর্থঃ। অপাবৃতম অপগতাবরণম্ ॥ ৩২ ॥

মিতভাষ্যম্:—কিঞ্চ অযত্নতঃ সমাগতেঽস্মিন্নভ্যুদয়ে কুতোঽপ্রবৃত্তিস্তবেত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি, যদৃচ্ছয়া বিনৈব প্রযত্নং স্বয়মেব উপস্থিতম্ অপাবৃতম্ অনবরুদ্ধং স্বর্গদ্বারং মরণে স্বর্গপ্রাপ্তেরুপায়ভূতম্ ঈদৃশং বীরপ্রবরৈর্ভীষ্মাদিভিঃ সজ্ঘটিতং যুদ্ধং সুখিনঃ ভাগ্যবন্ত এব ক্ষত্রিয়া লভন্তে জয়ে যশো রাজ্যংচ মরণেচ স্বর্গ ইত্যুভয়ত্র সুখাবহং যুদ্ধং ভাগ্যবতামেব লভ্যমিত্যবশ্যং কার্য্যমিতিভাবঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইনি পরিহৃতম্। ৩২

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ যাঁহাদের ভাগ্যে অত্যন্ত সুখভোগ আছে সেই সকল ক্ষত্রিয়ই এইরূপ একটি মহা সুযোগ পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ যজ্ঞাদিতে তৎক্ষণাৎ স্বর্গ লাভ হয়না, কালে দেহত্যাগ হইলে তবে স্বর্গ হয়, আর যুদ্ধে মৃত্যু হইলে অতিশীঘ্রই স্বর্গবাস হয়, আর জানিবে ইহাতে নরহত্যা-জনিত কোন পাপও হইবেনা, তাহা যদি হইত তা'হলে কখনই স্বর্গবাস হইত না, কারণ পাপ করিয়া কেহ কখনও স্বর্গে যায় না, তাই শাস্ত্র বলিতেছেন যে সকল ক্ষত্রি

পরাঙ্মুখ না হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন, তাঁহারা উত্তম স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।* অতএব অর্জ্জুন পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব" ইঁহার দ্বারা ভগবান্ তাহার উত্তর দিলেন। আজ সে ক্ষত্রিয়গণ কোথায় যাঁহাদের বাহুবলে পৃথিবী কম্পিত হইত, যাঁহাদের যুদ্ধ দেখিবার জন্য দেবগণও অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত হইতেন যখন বিরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সহিত কুরুসেনাপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অর্জ্জুনও ভীষ্ম-দ্রোণকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ক্ষত্রিয়গণ ক্ষাত্রশক্তি ত্যাগ করায় ভারতবর্ষ চিরপরাধীন হইয়া গিয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ কাপুরুষের মত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করায় নীচবংশজাত নন্দগণ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়া সমগ্র ক্ষত্রিয়বংশকে ধ্বংস করিয়া দেয়, সেই অবধি ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়া গিয়াছে† নন্দবংশের দুর্বৃত্ততায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ চানক্য নানাকৌশলে নন্দবংশকে ধ্বংস করেন, এবং চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইবার অযোগ্য হইলেও তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল বলিয়া তাহাকেই সম্রাট করেন, এবং শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করিয়া ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দেন, যে সৈন্যের ভয়ে ভীত হইয়া যুরোপবিজয়ী প্রসিদ্ধ গ্রীসনৃপতি আলেকজান্দ্রা প্রাণভয়ে ভারত হইতে পালয়ন করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট্ অশোকও মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ নরপতি ছিলেন, তাঁহাকে সকলে চণ্ডাশোক বলিত, কিন্তু তিনি বৌদ্ধগণের কুহকে পড়িয়া যুদ্ধ শব্দার্থ ত্যাগ করিয়া ভণ্ড অহিংস সাজিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় সামন্ত নৃপতিগণও বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল হইয়া হীন অহিংসাব্রত গ্রহণ পুর্ব্বক এক একটি প্রকাণ্ড ভণ্ড সাজিয়া স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইজন্য ভণ্ড বলিতেছি যে কায়মনবাক্যে অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে প্রকৃতপক্ষে ঋষিভাব লাভ করিতে পারিলেই তবে যথার্থ অহিংস হইতে পারা যায়, অন্যথা মুখে অহিংসার বড় বড় মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া আর অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ ও ভোগলালসায় পরিপূর্ণ থাকিলে তাহাকে প্রবঞ্চক ভণ্ড ছাড়া আর কি বলিব, যখন এই ভণ্ডামী আসিয়া লোককে অধিকার করিয়া বসে তখনই তাহার অত্যন্ত অমঙ্গলের সূচনা হয়। শুনিয়াছি চীন জাপান প্রভৃতি দেশবাসিগণ বৌদ্ধ, কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় সুসভ্য জাপান স্বধর্ম্মী ও প্রতিবাসী চীনের উপর যেরূপ অহিংসার মহিমা প্রয়োগ করিতেছে তাহাতে বেচারা চীনত কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া ত্রাহি ত্রাহি

---

*"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তোমহীক্ষিতঃ। যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ" ॥ মনু

† "মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোবলী। মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ" ॥ শ্রীমদ্ভগবত

ডাক ছাড়িতেছে। ভারতেও এই ভণ্ডামী অহিংসার ফলে ইহাই হইয়াছিল যে বীরপ্রসূ ভারত নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে জানিতে পারিয়া কিছু দিন পরে ভারতের বহিঃশত্রুগণ দলবদ্ধ হইয়া ভারত আক্রমণ করিল, এবং ভারতের সমৃদ্ধ নগরগুলি ইচ্ছামত লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় গুজরাটের সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া হীরা মণি চুণী পান্না প্রভৃতি রাশি রাশি রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল, মহামূল্য রত্ন এত লইয়া গিয়াছিল যে ছালাপূর্ণ করিয়া বাইশটি ষাঁড়ের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া সেগুলিকে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এইরূপে ভারতের উত্তপ্ত হৃৎপিণ্ডখানাকে বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া দস্যুগণ স্বচ্ছন্দে লইয়া গেল আর অহিংসা-ব্রতধারী ভণ্ড কাপুরুষের মূর্ত্তি ভূস্বামিগণ প্রবঞ্চক শৃগালের মত অন্তঃপুরে মহিষীর অঞ্চল-তলে লুক্কায়িত থাকিয়া ব্যর্থ অহিংসার মন্ত্র আওড়াইতে লাগিল। সেই অবধিই ভারতের গৌরবরবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল, ঘোর অন্ধতমস আসিয়া ভারতকে আবরণ করিয়া ফেলিল, দেশবাসীও তখন হইতে নানাবিধ দুর্গতি-ভোগে অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ করিল। অতএব দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাতেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যদি ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত তা'হলে দুর্বৃত্ত নন্দ বংশ কখনই তাহাদিগকে শেষ করিতে পারিতনা, আর ক্ষাত্রশক্তি বজায় থাকিলে ভারতবর্ষের এই গুরুতর দুর্দ্দশাও কখন হইত না। আর যাহাও ছিল তাহাও নীচ-বংশ জাত অশোকের কাপুরুষতা বশতঃ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য ভগবান ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে স্বজাতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল করিবার জন্য এত উৎসাহিত করিতেছেন। ৩২

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ চেৎ 'যদি' ত্বং ধর্ম্ম্যং 'ন্যায্যম্' ইমং সংগ্রামং 'যুদ্ধং' ন করিষ্যসি ততঃ 'তদা' স্বধর্ম্মং ক্ষত্রিয়জাতেঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্ম' চ 'এবং' কীর্ত্তিং 'প্রশংসাং' হিত্বা 'ত্যক্ত্বা' পাপম্ অবাপ্স্যসি 'প্রাপ্স্যসি'। ৩৩

অনুবাদঃ—আর যদি তুমি ধর্ম্মসঙ্গত এই যুদ্ধ না কর তা'হলে স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও বিশ্ববিখ্যাত প্রশংসা পরিত্যাগ করিয়া পাপী হইবে। ৩৩

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—এবং কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপি অথেতি, অথ ত্বমিমং ধর্ম্মাদনপেতং বিহিতসংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

শ্রীধরঃ—বিপক্ষে দোষমাহ অথ চেদিতি ॥ ৩৩ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—স্বধর্ম্মানুষ্ঠানস্য শ্রেয়স্করত্বমুক্ত্বা ব্যতিরেকে দোষমাহ অথচেদিতি, অথেতি পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্ ইমং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ যুদ্ধাকরণাৎ স্বধর্ম্মং ক্ষত্রিয়জাতেঃ কর্ত্তব্যং স্বর্গসাধনং কীর্ত্তিং চ পিনকিপ্রীণন-নিবাতকবচবধ-বিরাটজন্যবিজয়জন্যং যশোরাশিং চ হিত্বা পাপম্ 'আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপী'তিশাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধাচরণজন্যং পাপং প্রাপ্স্যসি। ৩৩

পুষ্পাঞ্জলিঃ—যুদ্ধ করিলে ক্ষত্রিয়ের কি উপকার হয় পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছেন, এখন যুদ্ধ না করিলে কি দোষ হয় তাহাই বলিতেছেন, অর্থাৎ যেমন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করিলে সংসারমুক্ত হইয়া নিরাপদ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, * এবং না করিলে অধঃপাতে যান, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ও সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইলে সূর্য্যলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন † এবং যুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধ না করিলে পাপে লিপ্ত হন। অতএব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই দেখাইতেছেন। আর এখানে যুদ্ধের একটি বিশেষণ দিয়াছেন 'ধর্ম্ম্য' অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত, এই ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ করিলে নরহত্যাজনিত কোন পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না, অর্থাৎ ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ বলপূর্ব্বক পররাজ্য হরণের জন্য যুদ্ধ করিবেন না, যাহাতে গুরুতর নরহত্যা রূপ যুদ্ধ না হয় তাহার জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন, সাম দান ও ভেদ নীতির দ্বারাই শত্রুকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন

* "সন্ধ্যামুপাসতে যে চ নিয়তং শংসিতব্রতাঃ। বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ স্মৃতি
† দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড্‌ যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখো হতঃ ॥

কোন উপায়েই শত্রুকে জয় করিতে না পারিলে অবশেষে অগত্যা যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইবেন, * সেই জন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির সমগ্র ভারতবর্ষ দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া দিয়া পাঁচজন ভ্রাতার জন্য মাত্র পাঁচ খানি গ্রাম লইয়াও সন্ধি করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু পাপাত্মা দুর্য্যোধন দুর্বৃত্ত কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় পড়িয়া বলিয়াছিল "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" "সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা তু মেদিনী। তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব"। এইজন্যই পাণ্ডবগণের যুদ্ধ ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছিল, আর দুর্য্যোধনের যুদ্ধ অধর্ম্মযুক্ত হইয়াছিল। আর যুদ্ধক্ষেত্রে ভীত কাতর ক্লান্ত পরাঙ্মুখ বা অস্ত্রহীন ইত্যাদি বিপন্ন শত্রুকে হত্যা করিতে নাই, † তাই দেখিতে পাই বিরাটের যুদ্ধে যখন কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে একসঙ্গে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার জন্য চক্রান্ত করিলেন তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সম্মোহন অস্ত্রে সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন, তিনি তখন ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে হত্যা করিতেও পারিতেন, কিন্তু যুদ্ধনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র স্মরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ অর্জ্জুন সেরূপ নিষ্ঠুর কাজ করেন নাই। মহাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনের এই মহত্ব নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারই নাম ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ। এই জন্যই অর্জ্জুনের ধার্ম্মিকতায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ ত্রিপুরারি ভক্ত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধলীলা করিয়া ভক্তের অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ক্ষত্রিয়জাতি স্বধর্ম্মের সেবা করিয়া গেলে তাহার দ্বারাই ইহলোকে মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ করিয়া ধন্য হইবেন। ইহাই হইল আর্য্যধর্ম্ম, অর্থাৎ যিনি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণপণে সেই জাতির উপযুক্ত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গেলে তাহার দ্বারাই উৎকৃষ্ট ফল পাইবেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়োচিত, বৈশ্য বৈশ্যোচিত ও শূদ্র শূদ্রোচিত কাজ করিয়াই ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থ হইবেন ইহাই বেদোক্ত সনাতন-নীতি বা সনাতন-ধর্ম্ম। অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্মের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্যই ভগবান্ এই সকল উপদেশ রাশি বর্ষণ করিতেছেন। হায়! এই আর্য্যজাতি নিজের পবিত্র ধর্ম্মস্তম্ভকে যদি প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে পারিত তা'হলে তাহাকে কখনই

---

* "সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্। বিজেতুং প্রযতেতারীন ন যুদ্ধেন কদাচন ॥
ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে। তথা যুধ্যেত সংপত্তৌ বিজয়েত রিপূন্ যথা" ॥
মহাভারত

† "ন কূটৈ রাযুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্। ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ ॥
নচ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্। ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্ ॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্। নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।
নচাধিব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্। ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ মনু

পরাধীনতা-রূপ চরম দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না, বৌদ্ধগণের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই তাহার এই দুর্গতি ভোগের মূল কারণ, কিন্তু এখন যাহা দেখিতেছি তাহাতে পরিণামে আরও গুরুতর দুর্গতি এই হিন্দুগণের কপালে লিখিত আছে বলিয়াই অনুমিত হইতেছে, কারণ যে বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন, সেই ধর্ম্মকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্যই সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবলতর চেষ্টা চলিতেছে, এখন দেখিতেছি স্ত্রী পুরুষ ও ব্রাহ্মণাদি জাতি নিজ নিজ ধর্ম্মকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া পরের ধর্ম্মকেই প্রাণপণ শ্রদ্ধা করিতেছে, স্ত্রীলোক সাধ্যমত পুরুষের কার্য্য করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আবার পুরুষগণও স্ত্রীলোক সাজিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল, ব্রাহ্মণ নিজের ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া শূদ্রের ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সেবা করিতেছে, আবার শূদ্রও নিজের ধর্ম্মকে হীন মনে করিয়া ব্রাহ্মণের আসন অধিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এবং ধর্ম্ম ও জাতির মূলনীতি ধ্বংস করিবার জন্য নানাবিধ নাটক উপন্যাস ও গল্পের গ্রন্থ লেখা হইতেছে। আরও মৃত্যুর কারণ এই যে যাহারা ধর্ম্মনাশের জন্য এইরূপ চেষ্টা করিতেছে তাহারাই সমাজে অত্যন্ত মর্য্যাদা ও পূজা পাইতেছে, আর যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইতেছেন। "সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃদ্ধে কলৌ" এই বাক্যই অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে; দেখিয়া মনে হয় 'সধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ভগবানের এই মহামন্ত্রকে ইচ্ছা করিয়া অবজ্ঞা করিবার জন্যই যেন ভারত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে; মৃত্যুকালীন বুদ্ধিভ্রংশ হইলে রোগী যেমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ভারতও এখন সেইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত, এসময়ে চক্রধারী শ্রীহরি আসিয়া তাঁহার প্রিয় ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না করিলে আর অন্য কোন উপায় দেখিতেছিনা। ৩৩

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি র্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—চ 'এবং' ভূতানি 'দেবমনুষ্যাদয়ঃ প্রাণিনঃ' তে 'তব' অব্যয়াং 'চিরকাল ব্যাপিনীম্' অকীর্ত্তিং 'নিন্দাম্' অপি কথয়িষ্যন্তি 'বদিষ্যন্তি' চ 'এবং' সম্ভাবিতস্য 'বিশ্ববিখ্যাতস্য' তব অকীর্ত্তিঃ 'নিন্দা' মরণাৎ অতিরিচ্যতে 'অধিকা ভবতি'। ৩৪

অনুবাদঃ—দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তি তোমার এমন নিন্দা করিবে যে যাহা চিরদিন জগতে থাকিবে, তোমার মত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির পক্ষে তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক কষ্টকর হইবে। ৩৪

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ, অকীর্ত্তিমিতি, অকীর্ত্তিঞ্চাপি যুদ্ধে ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যয়াং দীর্ঘকালাং ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভি গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তের্ব্বরং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অকীর্ত্তিমিতি। অব্যয়াং শাশ্বতীং, সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য, অকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি ॥৩৪ ॥

বিশ্বনাথঃ—বিপক্ষে দোষমাহ অথেতি, চতুর্ভিঃ, অকীর্ত্তিমিতি অব্যয়ামনশ্বরাং, সম্ভাবিতস্য অতিপ্রতিষ্ঠিতস্য ॥ ৩৪ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—ন কেবলং লোকাদৃষ্টং দুরদৃষ্টং তে পরলোকানিষ্টদং ভাবি, কিন্তু ততোঽপ্যধিকদুঃখদা ঐহিক্যেব দুর্নির্ব্বারা লোকনিন্দা চিরকালব্যাপিনী ত্বাং নিতরাং ব্যথয়িষ্যতীত্যাহ অকীর্ত্তিমিতি, ভূতানি দেবাসুরমনুষ্যাদীনি তে তব প্রখ্যাতকীর্ত্তেঃ অব্যয়াং চিরকালব্যাপিনীম্ অকীর্ত্তিং নিন্দাং নার্জুনো ধার্ম্মিকো বীরো বা কিন্তু পাপী ভীরুশ্চেত্যেবংরূপাং কথয়িষ্যন্তি, কিং তেন? তত্রাহ সম্ভাবিতস্য সর্ব্বলোকপূজিতস্য জনস্য অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ মৃত্যোরপ্যধিকদুঃখদা ভবতীতি তবাপি তথাভূতস্য নাকীর্ত্তিকরং কার্য্যং কার্য্যমিতি ভাবঃ। ৩৪

পুষ্পাঞ্জলিঃ—আরও সকলেই তোমাকে চিরদিন নিন্দা করিবে, তোমার মত অতি প্রশংসিত ব্যক্তির পক্ষে নিন্দাভাজন হওয়া মৃত্যু অপেক্ষাও দারুণ কষ্টকর হইবে। অর্থাৎ পাপ হইলে সেজন্য পরলোকে দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, প্রত্যক্ষভাবে এই জীবনেই দুঃখ পাইতে হয় না, কিন্তু তোমার মত স্বনামধন্য ব্যক্তির নিন্দা হইলে তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে এজন্মেই ভোগ করিতে হইবে এবং তাহা এত তীব্র হইবে যে বিষাক্ত বাণের মত তোমার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়া দিবে, তখন তাহা অপেক্ষা তোমার মৃত্যু হওয়াও ভাল বলিয়া মনে হইবে। অতএব যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয় তাহাও তোমার পক্ষে উত্তম জানিবে। ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—মহারথাঃ 'ভীষ্মাদয়ঃ' ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ 'যুদ্ধাৎ' উপরতং 'নিবৃত্তং' মংস্যন্তে 'জ্ঞাস্যন্তি' চ 'এবং' 'প্রাক্' ত্বং যেষাং 'ভীষ্মাদীনাং' বহুমতঃ 'বহুধা প্রশংসিতঃ' অভূঃ, তথাভূত্বা ইদানীং লাঘবং 'লঘুতাং' যাস্যসি 'প্রাপ্স্যসি'। ৩৫

অনুবাদঃ—ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ মনে করিবেন তুমি কর্ণ প্রভৃতির ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ, পূর্ব্বে তুমি যাঁহাদের নিকট অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছ সেইরূপ হইয়া এখন লঘু হইয়া যাইবে। ৩৫

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যো রণাৎ যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ন কৃপয়েতি ত্বাং মহারথাঃ দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ, কে মংস্যন্তে? ইত্যাহ, যেষাঞ্চ ত্বং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতো বহুভির্গুণৈর্যুক্ত ইত্যেবং বহুমতো ভূত্বা পুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবম্॥ ৩৫

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়াৎ সংগ্রামান্নিবৃত্তং ত্বাং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি॥ ৩৫

বিশ্বনাথঃ—ভয়াদিতি। যেষাং ত্বং বহুমতঃ অস্মচ্ছত্রুরর্জ্জুনস্তু মহাশূর ইতি বহু-সম্মানবিষয়োভূত্বা সম্প্রতি যুদ্ধাদুপরমে সতি লাঘবং যাস্যসি। তে দুর্য্যোধনাদয়ঃ মহারথাস্ত্বাং ভয়াদেব রণাদুপরতং মংস্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ। ক্ষত্রিয়াণাং হি ভয়ং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুর্বন্ধু-স্নেহাদিকোনোপপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ ৩৫

মিতভাষ্যম্ঃ—বদন্তু নাম মূঢ়া অকীর্ত্তিং ননু কৃপাবন্তঃ সন্তো ভীষ্মাদয়ো মহারথাঃ, তেহি মিত্রদ্রোহপাপাৎ কৃপাতিরেকাৎ বংশধ্বংসদোষদৃষ্টেশ্চ যুদ্ধাৎ নিবৃত্তং মামবগচ্ছ-মংস্যন্তে ইত্যলং মূঢ়ানাং নিন্দাভীত্যেতি চেৎ তত্রাহ ভয়াদিতি, মহারথা ভীষ্মাদয়ঃ কর্ণাদি-ভয়াৎ রণাদুপরতং নিবৃত্তং ত্বাং মংস্যন্তে, শৌর্য্যবীর্য্যাতিরেকাৎ বীরবর্য্যত্বেন ত্বং যেষাং বহুমতঃ বহুপ্রশংসিত আসীঃ তেষাং তথা ভূত্বা ইদানীং লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি। ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততোদুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—তব অহিতাঃ 'শত্রবঃ' তব সামর্থ্যং 'যুদ্ধদক্ষতাং' নিন্দন্তঃ, বহূন্ অবাচ্যবাদান্ 'দুর্ব্বাক্যানি' বদিষ্যন্তি, ততো 'দুর্ব্বাক্যশ্রবণজন্যাৎ দুঃখাৎ' দুঃখতরং 'নিরতিশয়দুঃখং' কিং স্যাৎ? ৩৬

অনুবাদঃ—তোমার শত্রুগণ তোমার যুদ্ধ করিবার শক্তিকে নিন্দা করিয়া বহু দুর্ব্বাক্য বলিবে, তাহা শুনিয়া তোমার যে দুঃখ হইবে তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? ৩৬

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ অবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যবাদান্ চ বহূননেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তস্তব ত্বদীয়ং সামর্থ্যং নিবাতকবচাদিযুদ্ধনিমিত্তং, তস্মাৎ ততোনিন্দাপ্রাপ্তেদুঃখাৎ দুঃখতরং নু কিং ততঃ কষ্টতরং দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৩৬

শ্রীধরঃ—কিঞ্চাবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দাংস্তবাহিতাস্ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি॥ ৩৬

বিশ্বনাথঃ—অবাচ্যেতি। অবাচ্যবাদান্ ক্লীব ইত্যাদি কটূক্তীঃ॥ ৩৬

মিতভাষ্যম্ঃ—বদিষ্যন্তি চ দুর্ব্বচাংসি সুদুঃসহানি রিপবঃ কর্ণদুর্য্যোধনাদ্যা ইত্যাহ অবাচ্যেতি, তব অহিতাঃ শত্রবঃ তব সামর্থ্যং ত্রিলোকপরাজয়ক্ষমত্বরূপং নিন্দন্তঃ বহূন্ বহুবিধান্ অবাচ্যবাদান্ উচ্চারণানর্হান্ ভীরুরয়ং কাপুরুষোঽস্মাকং যুদ্ধসন্নাহপ্রবাহদর্শনাৎ ভয়াৎ পলায়তে ইত্যাদিমর্ম্মভেদিশব্দান্ বদিষ্যন্তি, ততো দুর্ব্বচঃশ্রবণজন্যাৎ তীব্রদুঃখাৎ দুঃখতরং নিরতিশয়দুঃখং নু অন্যৎ কিং স্যাৎ? ন কিমপীত্যর্থঃ। ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭॥

অন্বয় ঃ—বা 'যদি' শত্রুভির্হতঃ স্যাস্তদা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, বা 'অথবা' জিত্বা 'শত্রূন্ বিজিত্য' মহীং 'পৃথিবীং' ভোক্ষ্যসে, 'উপভোক্ষ্যসে, তস্মাৎ হে কৌন্তেয় 'অর্জ্জুন' কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ যুদ্ধায় 'যুদ্ধং কর্তুম্' উত্তিষ্ঠ 'উত্থিতোভব'। ৩৭

অনুবাদ ঃ—যদি তুমি নিহত হও তাহলে স্বর্গে গমন করিবে, আর যদি শত্রুদিগকে জয় করিতে পার তাহলে জয় করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে, সেইজন্য হে অর্জ্জুন তুমি স্থির করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াও। ৩৭

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ কিং, হতোবেতি, হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং হতঃ সন্ স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা কর্ণাদীন্ শূরান্ ভোক্ষ্যসে মহীম্, উভয়থাপি তব লাভ এবেত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবং তস্মাদুত্তিষ্ঠ, কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ, জেষ্যামি শত্রূন্ মরিষ্যামিবেতি নিশ্চয়ং কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ৩৭

শ্রীধর ঃ—যচ্চোক্তং "নচৈতদ্বিদ্মঃ" ইত তত্রাহ হতোবেতি। পক্ষদ্বয়েঽপিচ তব লাভ এবেত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ ঃ—ননু যুদ্ধে মম বিজয় এব ভাবীত্যপি নাস্তি নিশ্চয়ঃ ততশ্চ কথং যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যত আহ হত ইতি॥ ৩৭

মিতভাষ্যম্ ঃ—যুদ্ধে জয়ো মৃত্যুর্বেতি সন্দেহে কথং তত্র প্রবৃত্তিরুদিয়াৎ ইত্যত আহ হতোবেতি, সম্মুখযুদ্ধে শত্রুভির্হতশ্চেৎ তব ক্ষত্রিয়স্য স্বর্গপ্রাপ্তিঃ বিজয়িনশ্চ রাজ্যপ্রাপ্তি রিত্যন্যতরস্মাদেব ইষ্টপ্রাপ্তে মরণং জয়ং বা নিশ্চিত্য যুদ্ধার্থমুত্তিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। এতেন "নচৈতদ্বিদ্ম" ইতি পরিহৃতম্। ৩৭

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—"আর কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত্রুগণ তোমার অসাধারণ শক্তির নিন্দা করিয়া অসংখ্য দুর্বাক্য বলিবে, শত্রুর মুখে তীব্র দুর্বাক্য শ্রবণের মত দারুণ কষ্টকর আর কি হইতে পারে? আর যদি যুদ্ধে নিহত হও তাহা হইলেও পরলোকে স্বর্গে বাস করিবে, আর যদি জয়লাভ করিতে পার তবে শত্রু জয় করিয়া নিষ্কণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পাইবে, অর্থাৎ জয় পরাজয় যাহাই হউগ তোমার মহালাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই, সুতরাং হে অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া প্রস্তুত হও। অর্জ্জুন যে বলিয়াছিলেন "জয় পরাজয়ের মধ্যে কোনটি ভাল বুঝিতে পারিতেছিনা", ইহার দ্বারা তাহারই উত্তর দেওয়া হইল। ৩৬।৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—সুখদুঃখে সমে 'রাগদ্বেষশূন্যে' কৃত্বা লাভালাভৌ জয়পরাজয়ৌ চ রাগদ্বেষ-শূন্যৌ কৃত্বা ততঃ 'তদনন্তরং' যুদ্ধায় 'যুদ্ধং কর্ত্তুং' যুজ্যস্ব 'উদ্যুক্তোভব ; এবং কৃতে 'ত্বং' পাপং ন অবাপ্স্যসি 'প্রাপ্স্যসি'। ৩৮

অনুবাদঃ—সুখ ও দুঃখ লাভ ও ক্ষতি এবং জয় ও পরাজয়কে সমান করিয়া অর্থাৎ এইগুলিতে অনুরাগ ও বিদ্বেষ না করিয়া তাহার পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, এইরূপ করিয়া যুদ্ধ করিলে তোমার পাপ হইবেনা। ৩৮

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্য উপদেশমিমং শৃণু সুখদুঃখে ইতি, সমে কৃত্বা সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা রাগদ্বেষাবপ্যকৃত্বেত্যেতৎ, তথাচ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব নৈবং যুদ্ধং কর্ব্বন্ পাপফলমবাপ্স্যসি, ইত্যেষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ॥ ৩৮

শ্রীধরঃ—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যং, যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব, সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৮

বিশ্বনাথঃ—তস্মাৎ তব সর্ব্বথা যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তদপি যদীদং পাপকারণং আশঙ্কসে তর্হি মত্তঃ পাপানুৎপত্তিপ্রকারং শিক্ষিত্বা যুধ্যস্ব ইত্যাহ সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তদ্ধেতু লাভালাভৌ রাজ্যলাভরাজ্যচ্যুতী ইত্যপি তদ্ধেতু জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা বিবেকেন তুল্যৌ বিভাব্য ইত্যর্থঃ।. ততশ্চৈবম্ভুতসাম্যলক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ। যদ্বক্ষ্যতে "লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি॥ ৩৮

মিতভাষ্যম্ঃ—ননু জয়ে রাজ্যলাভেঽপি গুরুবিপ্রাদিবধোদ্ভবং পাপমবশ্যম্ভাবীতি চেৎ তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি, তয়োঃ সমত্বে কারণং চ রাগদ্বেষাভাবঃ, লাভালাভৌ চ তদ্ধেতু, তয়োশ্চ জয়পরাজয়ৌ, এতেষু রাগদ্বেষাভাবং কৃত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত্তুং যুজ্যস্ব উদ্যুক্তো ভব, এবং সাম্যেন যুদ্ধকরণে পাপং ন প্রাপ্স্যসি। রাগদ্বেষাবেব হি পাপবীজং তত্ত্যাগেন গুরুবিপ্রাদিবধেনাপি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ন কিঞ্চিৎ পাতকমিতি ভাবঃ। এতেন 'পাপমেবাশ্রয়েদস্মানি'তি পরিহৃতম্। ৩৮

পুষ্পাঞ্জলিঃ—যদি বল রাজ্যলাভ হইবে ইহাত বুঝিলাম, কিন্তু গুরুজনকে হত্যা করিয়া যে মহাপাপে লিপ্ত হইব তাহা হইতে মুক্ত হইব কি করিয়া? সেইজন্য বলিতেছেন সুখ ও

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সাংখ্যে 'সাংখ্যশাস্ত্রে' উক্তা বুদ্ধিঃ 'আত্মবিষয়জ্ঞানং' তে 'তুভ্যম্' অভিহিতা 'কথিতা' তু 'ইতঃপরং' যোগে 'নিষ্কামকর্ম্মযোগে' ইমাং 'কথ্যমানাং' বুদ্ধিং শৃণু। হে পার্থ! যয়া 'কর্ম্মযোগবিষয়িণ্যা' বুদ্ধ্যা 'ব্যবসায়াত্মিকয়া' যুক্তঃ ত্বং কর্ম্মবন্ধং 'কর্ম্মরূপং বন্ধনং' প্রহাস্যসি 'ত্যক্ষ্যসি'। ৩৯

অনুবাদ:—সাংখ্যশাস্ত্রে যে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তোমাকে বলা হইল, এইবার কর্ম্মযোগে যেরূপ বুদ্ধি করিতে হয় তাহার কথা শ্রবণ কর, হে অর্জ্জুন যে বুদ্ধি (ব্যবসায় বুদ্ধি) যুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধনকে ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ কর্ম্মরূপ সংসার-বন্ধনের রজ্জু হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯

শঙ্করভাষ্যম্:—শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকোন্যায়ঃ "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈরুক্তো নতু তাৎপর্য্যেণ, পরমার্থদর্শনন্ত্বিহ প্রকৃতং তচ্চোক্তমুপসংহ্রিয়তে এষা তেঽভিহিতেতি, শাস্ত্রবিভাগপ্রদর্শনায় ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিভাগে উপরিষ্টাৎ "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ম্ শাস্ত্রং সুখং প্রবর্ত্তিষ্যতি, শ্রোতারশ্চ

দুঃখকে সমান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, এইরূপ করিয়া যুদ্ধ করিলে আর পাপ হইবে না, যদি বল যুদ্ধে লাভ বা ক্ষতি হইলে সুখ বা দুঃখত হইবেই কি করিয়া সমান করিব, সেইজন্য বলিলেন লাভ ও ক্ষতিকেও সমান করিয়া ফেল, যদি বল জয় বা পরাজয় হইলে লাভ বা ক্ষতিত হইবেই কি করিয়া তাহাকে সমান করিব? সেইজন্য বলিলেন জয় ও পরাজয়কেও সমান কয়িয়া ফেল তাহা হইলেই আর কোন অনিষ্টই হইবে না। অর্থাৎ এ সকলের মূল কারণ হইল রাগ ও বিদ্বেষ, যে বস্তুতে অনুরাগ থাকে তাহা পাইলে সুখ হয়, এবং যে বস্তুতে বিদ্বেষ থাকে তাহা হইতে দুঃখ হয়, অতএব তুমি রাগ-দ্বেষশূন্য হইয়া কেবল জন্মগত অধিকার বশতঃ কর্ত্তব্যবোধে যুদ্ধ করিতে থাক তাহ'লে আর তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে না, তবে নিষ্কাম হইয়া স্বধর্ম্মের সেবা করিয়া গেলে সুখ আসিয়া পড়িবেই, যেমন কোন সজ্জন ব্যক্তি নিঃস্বার্থে দরিদ্রসেবাদি পবিত্র কার্য্য করিয়া গেলে তজ্জন্য তাঁহার প্রশংসা ও মর্য্যাদা হইয়া যাইই, সেইরূপ নিষ্কাম হইয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মের সেবা করিলে তিনি পরিণামে সুখী হনই, ইহা ধর্ম্মেরই স্বভাব। * এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে রাগদ্বেষশূন্য হইবার জন্যই ভগবান উপদেশ দিলেন। ৩৮

---

* "তদ্‌যথা আম্রে ফালার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনুৎপদ্যেতে, এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা- অনুৎপদ্যন্তে" আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র।

উক্তা বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহিষ্যন্তি ইত্যত আহ এষা তে ইতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতা সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে বুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাক্ষাৎ শোকমোহাদিসংসারহেতুদোষ-নিবৃত্তিকারণং, যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহরণপূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চ ইমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু তাঞ্চ বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং, বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হে পার্থ কর্ম্মবন্ধং কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো বন্ধঃ কর্ম্মবন্ধঃ তং প্রহাস্যসীশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯

শ্রীধরঃ—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরংস্তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি এষেতি, সম্যক খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং তস্মিন করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা এবমভিহিতায়ামপি তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সংস্তৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯

বিশ্বনাথঃ—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরতি এষেতি, সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সাংখ্যং সম্যকজ্ঞানং তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা কথিতা। অধুনা যোগে ভক্তিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং করণীয়াং শৃণু। যথা ভক্তিবিষয়িণ্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ কর্ম্মবন্ধং সংসারম্ ॥ ৩৯

মিতভাষ্যম্ঃ—ভীষ্মাদিমরণজন্যশোকাৎ পাপভয়াচ্চ যুদ্ধান্নিবৃত্তিরর্জ্জুনস্য, অতো 'নত্বেবাহং জাতু নাসন্' ইত্যাদি'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়মি'ত্যন্তপদ্যৈঃ সাংখ্যতন্ত্রসিদ্ধনিত্যাত্ম-প্রতিপাদনেন শোকং নিবার্য্য ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বেন পরমশ্রেয়স্ত্বং রাগাদিরাহিত্যেন কৃতস্য চ পাপাহেতুত্বং চোক্ত্বাঽর্জ্জুনং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়ামাস ভগবান্ 'ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্বে'তীতি সমাপ্তং প্রকৃতম্, ইদানীম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতানাং কর্ম্মণাং ধ্যানবৎ আত্মসাক্ষাৎকারদ্বারা মোক্ষহেতুত্বমিতি বিশেষেণ প্রতিপাদয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থমারভতে এষেতি। "ইহ তু দৃষ্টাদৃষ্টসর্ব্বফলপরিত্যাগেন সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তব্যতেতি বিশেষ" ইতি যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মানীতি পদ্যে মধুসূদনশ্চ। নচাত্র জ্ঞাননিষ্ঠোপায়ত্বেন কর্ম্মযোগাভিধানং ভগবতঃ "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তে"তি স্বাতন্ত্র্যেণ নিষ্ঠাদ্বয়স্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ, কর্ম্মকলাপাৎ শুদ্ধে চ সত্ত্বে বিনৈব সন্ন্যাসং জায়তে আত্মদর্শনং পুংসাম্, জনকধর্ম্মব্যাধব্যাসশ্বেতকেতুপকোশল-যাজ্ঞবল্ক্যাদীনাং তথা দর্শনাৎ, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ,

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
তত্রাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি' ॥

ইতি শান্তিপর্ব্বণশ্চ। "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে নচ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতেশ্চ। "তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তথাঽমুত্র পুণ্যচিতো

লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি চ সকামকর্ম্মপরং, নিষ্কামকর্ম্মণা পুণ্যলোকাদিকামপ্রাপ্তেরসম্ভবাৎ "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" ইত্যপি তথা, পশ্চাৎ "রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে" "নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা" ইতি রাগপদশ্রুতের্নাকপদশ্রুতে"র্গতাগতং কামকামা লভন্তে" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্।

কপিলপ্রণীতং শাস্ত্রং সাংখ্যমিত্যুক্তম্; তস্মিন্নুক্তা বুদ্ধিঃ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং তে তুভ্যম্ অভিহিতা, সাংখ্যোক্তাত্মস্বরূপপ্রতিপাদনং তে কৃতমিত্যর্থঃ। তুশব্দো বিষয়ান্তরে, 'ত্বন্তথাদি ন পূর্ব্বভাগিত্যনুশাসনাৎ, যোগে নিষ্কামকর্ম্মযোগে ইমাং কথ্যমানাং বুদ্ধিং ব্যবসায়াত্মকং বিজ্ঞানং শৃণু যত্নেনাবধারয়, কর্ম্মগতের্গহনত্বাৎ। হে পার্থ! যয়া বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া যুক্তঃ সন্ কর্ম্মরূপং বন্ধং পুণ্যপাপাভিধানং প্রহাস্যসি ত্যক্ষ্যসি, যস্যৈব কর্ম্মণঃ কামকৃতস্য সুখদুঃখপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ বন্ধনত্বং তস্যৈব বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতত্বে ভোগাভাবাৎ অবন্ধনত্বমিত্যর্থঃ। "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তে"তি বক্ষ্যমাণাৎ। অথবা নিষ্কামকর্ম্মভিঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতৈঃ সঞ্চিতযাবৎকর্ম্মক্ষয় এব কর্ম্মবন্ধত্যাগঃ ততশ্চাত্মদর্শনাৎ মুক্তো ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। 'ত্রায়তে মহতো ভয়াদি'তি বক্ষ্যমাণাৎ। নিষ্কামকর্ম্মণাং তাবৎ ত্রৈবিধ্যং দৃশ্যতে শাস্ত্রে, কর্ম্মনির্হারার্থং ক্রিয়মাণমেকম্, অপরং ভগবতি সমর্পিতম্, অন্যচ্চ কর্ত্তব্যবুদ্ধ্যা যথাবিধ্যনুষ্ঠিতম্ ইতি। তদুক্তং ভাগবতে—

"কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মৈ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ"॥ ইতি

তত্রাদ্যং বক্ষ্যতি "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে" দ্বিতীয়ং "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যে"তি; তৃতীয়ং চ "অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞ" ইতি। তথাচ নেয়ং স্তুতিঃ কিন্তু স্বরূপোক্তিরেবেতি জ্ঞেয়ম্। বেদান্তনয়েতু জ্ঞানসমুচ্চিতেনৈব কর্ম্মণা মুক্তিরিতি দর্শিতং সূত্রভাষ্যে। ৩৯

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ ভগবান্ পূর্ব্বে সাংখ্য-শাস্ত্র অনুসারে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া দেখাইয়াছেন যে আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই কোন প্রকারেই কেহ আত্মাকে হত্যা করিতে পারে না, সুতরাং ভীষ্মাদির আত্মার জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে, এক্ষণে কিপ্রকারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবেনা বরং কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হইবে তাহারই উপদেশ দিতেছেন। পরেও বলিবেন জনকাদি রাজর্ষিগণ কেবল কর্ম্মদ্বারাই মোক্ষলাভ করিয়াছেন ইত্যাদি, অর্থাৎ "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" এই পর্য্যন্ত দ্বারাই অর্জ্জুনের ভ্রম নিবারণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করা হইল, আর পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব বুঝিতে হইবে কর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় তাহার যে অসাধারণ মহিমা আছে তাহাই জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য দয়াময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কর্ম্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে আরম্ভ করিতেছেন, কারণ

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয় ঃ—ইহ 'নিষ্কামকর্ম্মযোগে' অভিক্রমনাশঃ 'আরম্ভস্য নাশঃ বৈফল্যং' নাস্তি, প্রত্যবায়ঃ 'অঙ্গবৈকল্যজনিতং পাপং' ন বিদ্যতে, 'ভবতি' অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি কৃতং মহতোভয়াৎ 'জন্মমৃত্যুরূপাৎ' ত্রায়তে। ৪০

অনুবাদ ঃ—এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে আরম্ভের বিনাশ অর্থাৎ ব্যর্থতা হয় না, এবং কোন অঙ্গের ত্রুটি হইলে প্রত্যবায় হয় না, এই ধর্ম্মের অতি অল্পও করা হইলে তাহা জন্মমৃত্যুরূপ মহাভয় হইতে রক্ষা করে। ৪০

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চান্যৎ নেহাভীতি। নেহ মোক্ষমার্গে কর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশোঽভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভস্য নাশোনাস্তি যথা কৃষ্যাদের্যোগবিষয়ে প্রারম্ভস্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নাপি চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো বিদ্যতে, কিন্তু ভবতি স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্ম্মস্যানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াৎ জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ ॥ ৪০

শ্রীধর ঃ—নন্বু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণম্? তত্রাহ নেহেতি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থকর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি নতু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ। ৪০

বিশ্বনাথ ঃ—অত্রযোগোদ্বিবিধঃ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরূপঃ শ্রীভগবদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মরূপশ্চ। তত্র "কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ" ইত্যতঃ প্রাক্ ভক্তিযোগ এব নিরূপ্যতে "নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন" ইত্যুক্তেঃ, ভক্তেরেব ত্রিগুণাতীতত্বাৎ তয়ৈব পুরুষো নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতীত্যেকাদশস্কন্ধে প্রসিদ্ধেঃ। জ্ঞানকর্ম্মণোস্তু সাত্ত্বিকরাজসত্বাভ্যাং নিস্ত্রৈগুণ্যানুপপত্তেঃ, ভগবদর্পিতলক্ষণা ভক্তিস্তু কর্ম্মণোবৈকল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি, নতু স্বস্যা ভক্তিব্যপদেশঃ প্রাধান্যাভাবাদেব। যদি চ ভগবদর্পিতং ভক্তিরেবেতিমতং তদা কর্ম্ম কিং স্যাৎ হং

জগতে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অল্প লোককেই সন্ন্যাসী হইতে দেখাযায়, অতএব সমস্ত লোকই প্রায় কর্ম্মের অধিকারী অতএব যাহাতে সেই সমস্ত লোক কর্ম্ম করিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এখন হইতে কর্ম্মযোগের বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন, যে বিজ্ঞানের প্রভাবে সংসার বন্ধনের হেতু হইতেও লোক সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। অতএব অত্যন্ত প্রয়োজন বোধেই পরবর্ত্তীগ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন জানিবেন। ৩৯

ভগবদর্পিতং কর্ম্ম, তদেব কর্ম্মইতি চেন্ন, "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্। ইতি নারদোক্ত্যা তস্য বৈয়র্থ্যপ্রতিপাদনাৎ। তস্মাদত্র ভগবচ্চরণমাধুর্য্যপ্রাপ্তিসাধনীভূতা কেবলশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণৈব ভক্তি র্নিরূপ্যতে। তথা নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽপি নিরূপয়িতব্যঃ। উভাবপ্যেতৌ বুদ্ধিযোগশব্দবাচ্যৌ জ্ঞেয়ৌ। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ইতি, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" ইতি চোক্তেঃ। অথ নির্গুণশ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তিয়োগস্য মাহাত্ম্যমাহ নেহেতি। ভক্তিযোগে অভিক্রমে আরম্ভমাত্রে কৃতেঽপ্যস্য ভক্তি-যোগস্য নাশোনাস্তি। ততঃ প্রত্যবায়শ্চ ন স্যাৎ। যথা কর্ম্মযোগে আরম্ভং কৃত্বা কর্ম্মানমু-ষ্ঠিতবতঃ কর্ম্মনাশপ্রত্যবায়ৌ স্যাতাং ইতি ভাবঃ। নমু তর্হি তস্য ভক্ত্যনুষ্ঠাতুকামস্য সমুচ্চিতভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিফলন্তু নৈব স্যাৎ তত্রাহ স্বল্পমিতি। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভসময়ে যা কিঞ্চিন্মাত্রা ভক্তিরভূৎ সাপীত্যর্থঃ। মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়ত এব। "মন্নামসকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাদি"ত্যশ্রবণাৎ, অজামিলাদৌ তথা দর্শনাচ্চ। "ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যক্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥" ইতি ভগবতো বাক্যেন সহ অস্য বাক্যস্যৈকার্থ্যমেব দৃশ্যতে কিন্তু তত্র নির্গুণত্বাৎ ন হি গুণাতীতং বস্তু কদাচিৎ ধ্বস্তং ভবতীতি হেতুরুপন্যস্তঃ। স চেহাপি দ্রষ্টব্যঃ। ন চ নিষ্কামকর্ম্মণোঽপি ভগবদর্পণমহিম্না নির্গুণত্বমেবেতি বাচ্যম্। "মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ" ইতি বাক্যেন তস্য সাত্ত্বিকত্বোক্তেঃ। ৪০

মিতভাষ্যম্ :—শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য শ্রদ্ধাতিরেকার্থমাদৌ নিষ্কামকর্ম্মযোগস্য মাহাত্ম্য-মাহ নেহেতি, ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশঃ অভিক্রম্ আরম্ভস্তস্য নাশঃ "সাঙ্গাদ্ধি বৈদিককর্ম্মণঃ ফলাবশ্যম্ভাবনিয়ম" ইত্যুক্তেঃ সকামকর্ম্মবৎ অঙ্গহান্যা বৈকল্যং নাস্তি, প্রত্যবায়ঃ মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যকৃতং পাপং চ—

"মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ"॥

ইতি শিক্ষাদ্যভিহিতং ন বিদ্যতে, অস্য ধর্ম্মস্য বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতস্য নিষ্কামকর্ম্মণঃ স্বল্পমপ্যাচরিতং স্বাভাব্যাৎ মহতোভয়াৎ জন্মমৃত্যুরূপাৎ ত্রায়তে আত্মদর্শনদ্বারা মোক্ষং প্রাপয্য পুনর্জন্মনো দুঃখাকরাৎ লোকং রক্ষতীত্যর্থঃ। "ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতেঃ। ৪০

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে না পারিলে কিম্বা অঙ্গের বৈগুণ্য হইলে তাহা ব্যর্থ হয়, এবং তজ্জন্য প্রত্যবায়ও হয়, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে না পারিলে কিম্বা অঙ্গ বৈগুণ্য হইলে কখনই ব্যর্থ হইবেনা বা কোন প্রত্যবায়ও হইবে না তাহার কারণ যেখানেই

স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে, সেই স্থানেই সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য কোন সহানুভূতি বা আন্তরিকতা থাকে না; যেমন কোন ব্যক্তি অর্থ লইয়া কাহারও কোন কাজ করিয়া দিলে সে কাজে সাধুত্ব পবিত্রতা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা থাকে না সেখানে কেবল স্বার্থের খাতিরে বাধ্য হইয়া কাজ করা হয়, সুতরাং কাজের মহত্ত্বের দিকে লক্ষ্য থাকে না, যেটুকু করা হয় সে টুকু কেবল স্বার্থের খাতিরে, সুতরাং সেখানে আন্তরিকতাও নাই কোন ধর্ম্মও নাই, সেইজন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন "ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা" অর্থাৎ স্বার্থের স্থলে কোন বন্ধুত্বও নাই ধর্ম্মও নাই। যেমন কোন ব্যবসায়ীর গৃহে কোন ক্রেতা আসিলে তাহাকে প্রচুর আদর আপ্যায়িত করা হয়, কিন্তু সে মৌখিক আদরে কোন আন্তরিকতা বা পবিত্রতা থাকে না, কারণ সেখানে মধুর কথার দ্বারা ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যই হইল তাহাকে কিছু দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু অর্থ অর্জ্জন করা, সেইরূপ স্বার্থের জন্য ভগবানের উপাসনা করিলে তাহাতে ভগবদ্‌ভক্তি কিছুই থাকে না, যাহা কিছু করা হয় সমস্তই ফলতঃ নিজের জন্যই, সুতরাং তাহা ব্যবসায়ীর মতই হইল, এইজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন "ন স ভৃত্যঃ স বৈ বনিক্" অর্থাৎ সে ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত নহে সে একজন ব্যবসায়ী মাত্র, এইজন্যই সকাম কর্ম্মে কোন দোষ বা ত্রুটী হইলে কর্ম্মের ক্ষতি হয়। আর নিষ্কাম কর্ম্মে উদারতা পবিত্রতা নিষ্কপটতা ও যথার্থ আন্তরিকতা থাকে, সুতরাং সেরূপ কর্ম্ম যতটুকুই করা হয় ততটুকুই বিশুদ্ধ ও আন্তরিক, সুতরাং সে কর্ম্ম যত সামান্যই হউক না কেন সাধকের মনের গুণে ভগবান্ তাহাতেই অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভাগবতে একটি উপাখ্যান আছে—সুদামা নামে অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ ভগবানের বন্ধু ছিলেন, তিনি ভগবানের জন্য কয়েক মুষ্টি চিড়া ভিক্ষা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, ভগবান্ তাহাই এক মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"নন্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে!
তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ ॥"

হে সখে তুমি যে এই খাদ্য আনিয়াছ ইহা ভক্ষণ করিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে আমি অখিল-ব্রহ্মাণ্ডময় হইলেও এই চিড়াগুলি আমাকে অত্যন্ত তৃপ্তি দান করিতেছে। এই সামান্য বস্তুতে যে ভগবানের এত তৃপ্তি হইল ইহার কারণ সুদামার নির্ম্মল ভক্তি ও আন্তরিকতা, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" ॥ অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের অন্তরের ভাবটি মাত্র গ্রহণ করেন, দ্রব্যের দিকে তাঁর লক্ষ্য থাকেনা, একথা কিছু পরে তিনিই বলিবেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ ॥"

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন!
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ—হে কুরুনন্দন! ইহ 'নিষ্কামকর্ম্মযোগে' ব্যবসায়াত্মিকা 'নিশ্চয়রূপা ভগবদারাধনলক্ষণং নিষ্কামং কর্ম্মৈব ময়া কার্য্যমিত্যেবংরূপা' বুদ্ধিঃ একা 'একবিধা' অব্যবসায়িনাং 'নানাদেবতাশ্রিতানাং সকামানাং', বুদ্ধয়ঃ অনন্তাঃ 'অসংখ্যাতাঃ' চ 'এবং' বহুশাখাঃ 'অবান্তরভেদভিন্নাঃ'। ৪১

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে নিশ্চয়-রূপ বুদ্ধি এক প্রকারই হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম যত প্রকারই হোগ না কেন সমস্তই ভগবানেরই আরাধনা, এই প্রকার কার্য্যই আমি করিব এইরূপ যে বুদ্ধি উহা এক প্রকারই হইয়া থাকে, এবং যাহারা অব্যবসায়ী অর্থাৎ বিবিধ কামনার বশীভূত হইয়া নানাবিধ দেবতার আশ্রয় করে তাহাদের বুদ্ধি অসংখ্য ও অবান্তর বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। ৪১

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা ব্যবসায়েতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা সম্যক প্রমাণজনিতত্বাদিহ শ্রেয়োমার্গে হে কুরুনন্দন যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ো যাসাং শাখাভেদ-প্রচারবশাদনন্তোঽপরোঽনুপরতঃ সংসারোঽপি নিত্যপ্রততো বিস্তীর্ণো ভবতি প্রমাণজনিত-বিবেকবুদ্ধিনিমিত্তবশাচ্চোপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোঽপ্যুপরমতে তা বুদ্ধয়োবহুশাখা বহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখা বহুভেদা ইত্যেতৎ প্রতিশাখাভেদেনহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ, কেষামব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ। ৪১

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধন-লক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি, অব্যবসায়িনাস্তু ঈশ্বরারাধনবহির্মুখানাং কামিনাং কামনানামানন্ত্যা-দনন্তাস্তত্রাপি কর্ম্মফলত্বাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেপি ন নশ্যতি যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি

যিনি পত্র পুষ্প ফল ও জল আমাকে ভক্তি সহকারে দান করেন, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই সকল দ্রব্য আমি সাদরে গ্রহণ করি। অর্থাৎ পত্র পুষ্প প্রভৃতি অতি সামান্য বস্তু হইলেও ভক্তের নির্ম্মল ভক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন, অতএব দেখা যাইতেছে নিঃস্বার্থে ও অকপটে যে কাজ করা হয় তাহা অতি অল্প হইলেও ভগবান্ তাহাতে অতিশয় প্রীতি লাভ করেন, এবং তাহার ফলে সাধককে চিরদিনের জন্য জন্ম মৃত্যুর ভয় হইতে মুক্ত করিয়া দেন। ৪০

তদ্বিধীয়তে। ন চ বৈগুণ্যমপীশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ নতু তথা কাম্যং কর্ম্ম অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ॥ ৪১

বিশ্বনাথঃ—কিঞ্চ সর্ব্বাভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিধায়িন্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচর্য্যাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধনসাধ্যদশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু দুঃখং বাস্তু সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতবভক্তাবেব সম্ভবেৎ। যদুক্তং "ততো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি ততোঽন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ বহ্বিতি। বহব্যঃ শাখা যাসাং তাঃ। তথাহি কর্ম্মযোগে কামানামানন্ত্যাদ্বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ, তৎসাধনানাং কর্ম্মণামানন্ত্যাৎ তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ। তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিষ্কামকর্ম্মণি বুদ্ধিস্ততস্তস্মিন্ শুদ্ধে সতি কর্ম্মসংন্যাসে বুদ্ধিঃ, ততোজ্ঞানে বুদ্ধিঃ জ্ঞানবৈকল্যাভাবার্থং ভক্তৌ বুদ্ধিঃ, জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানসংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়ো হনন্তাঃ। কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তত্তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ॥ ৪১

মিতভাষ্যম্:—অত্র হেতুমাহ ব্যবসায়েতি, হে কুরুনন্দন ইহ প্রকৃতে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা ব্যবসায়ো হ্যধ্যবসায়ো নিশ্চয় ইতি যাবৎ তদাত্মিকা বুদ্ধিঃ মোক্ষার্থং ভগবদারাধনরূপং নিষ্কামং কর্ম্মৈব ময়া কার্য্যং নান্যদিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা একনিষ্ঠা, ভগবদেকোদ্দেশ্যকত্বাৎ ইন্দ্রাদীনাং বিভিন্নত্বেঽপি ভগবত এব বিভূতিত্বাৎ তস্যৈব সর্ব্বযজ্ঞভোক্তৃত্বাৎ সর্ব্বফলদাতৃত্বাৎ দ্রব্যাণাং মন্ত্রাণামপি তদভিন্নত্বাচ্চ, "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচে"তি বক্ষ্যমাণাৎ, "যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবত স্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো" ইতি ভাগবতাৎ, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহু"রিতি, "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" "রাতের্দাতুঃ পরায়ণম্" ইতি শ্রুতিভ্যঃ। "ফলমত উপপত্তে রি"তিন্যায়াৎ।

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥"

ইতি শ্লোক্তেশ্চেতি সর্ব্বথা ভগবদেকবিষয়ত্বাৎ বুদ্ধেরেকত্বং বোধ্যম্। যে পুনরব্যবসায়িনঃ তত্তৎক্ষুল্লসুখার্থং নানাদেবতানাং তত্তৎকর্ম্মসু প্রবৃত্তিমন্তঃ তেষাং বুদ্ধয়ঃ পুত্রবিত্তপশ্বাদ্যর্থং তত্তদ্দৈব্যে স্তত্তদ্দেবতানাং তত্তৎকর্ম্মাণি কার্য্যাণীত্যেবংপ্রকারা অনন্তা অব্যবসায়াত্মিকাঃ তত্তৎকামনাদিভেদেন অসংখ্যাতাঃ একস্যৈবচ কর্ম্মণো বিশেষকামনয়া বিশেষদ্রব্যাদিনাঽনুষ্ঠেয়ত্বাৎ বহুশাখাশ্চ যথা ইন্দ্রিয়কামস্বে হ্যগ্নিহোত্রস্য দধিকরণত্বমিতি।

যথা বা গোদোহনাপ্ প্রণয়নং পশুকামস্য। এবঞ্চ মোক্ষে পরমানন্দময়ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বানন্দানাং লাভাৎ ব্যবসায়বুদ্ধিরেব গরীয়সীতি ভাবঃ। অত্র যোগঃ কর্ম্মযোগ এব ন সমাধিযোগোঽপি তত্র কর্ম্মক্ষয়ার্থং বুদ্ধেরনপেক্ষণাৎ। নবা জ্ঞানোপায়ত্বেন কর্ম্মণোঽভিধানং কিন্তু স্বতন্ত্রত্বেবেতি জ্ঞেয়ম্। ৪১

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—মোক্ষলাভের জন্য যাবজ্জীবন ভগবদুপাসনারূপ নিকাম কর্ম্ম করিয়া যাইব এই ব্যবসায় বুদ্ধি অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি এক প্রকারই হয়, অর্থাৎ যাঁহারা স্বধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করেন তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন যে ভগবান্ আমাকে যে জাতিতে পাঠাইয়াছেন আমি নিঃস্বার্থে সেই জাতির উপযুক্ত কাজ করিয়া বা নিষ্কাম যজ্ঞাদি করিয়া তাহার দ্বারাই ভগবানের আরাধনা করিয়া যাইব, ইহাতে কোন লাভ বা ক্ষতির বিচার করিব না, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে কাজ করেন বলিয়া তাঁহার বুদ্ধিকে স্থির অর্থাৎ অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ বলা হয়, আর যাঁহারা নানাবিধ কামনার ব্যাকুল হন তাঁহারা সেই সকল কামনার বশবর্ত্তী হইয়া বহু দেবতার উপাসনা করিতে বাধ্য হন, এবং যখন যে দেবতার সাধনা করেন তাঁহাকে সেই সাধনা অনুসারে চলিতে হয়, অর্থাৎ নানাদেবতার উপাসনার আচার ও অনুষ্ঠান প্রণালী নানাপ্রকার বলিয়া কখনও সাত্ত্বিক ভাবে সাধনা করিতে হয়, এবং নিজেকেও সেই ভাবেই থাকিতে হয়, এবং কখনো রাজসিক বা তামসিক ভাবে সাধনা করিতে হয় এবং নিজেকেও তদনুরূপ আচারযুক্ত হইতে হয়। এইরূপে এক একটি উপাসনার অনুষ্ঠান পদ্ধতি নানাপ্রকার হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধিও বহুপ্রকার হয়, অর্থাৎ কখনও সাত্ত্বিক উপাসনা করিয়া বুদ্ধি অত্যন্ত কোমল ও শান্ত হয়, আবার কখনও হিংসাযুক্ত উপাসনা করায় বুদ্ধি অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠে, তখন সাত্ত্বিক উপাসনায় বুদ্ধির যে কোমলতা হইয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়া যায়, আবার কখনও তামসিক উপাসনা করিয়া চিত্ত অত্যন্ত মলিন হইয়া পড়ে, এইরূপ কখনও পবিত্র বস্তুর দ্বারা উপাসনা করিতে হয় কখনও বা অপবিত্র বস্তু দ্বারাও উপাসনা করিতে হয়, এই ভাবে নানাপ্রকার অবান্তর কার্য্যে সাধকের বুদ্ধিও বহুবিধ শাখা প্রশাখাযুক্ত হইয়া উঠে। এবং নানাবিধ দেবতায় নিবদ্ধ থাকায় বুদ্ধি মোটেই একনিষ্ঠ হইতে পায় না। অতএব নানাবিধ ভোগাকাজ্ক্ষায় ব্যাকুল সকাম সাধক যাবজ্জীবন বিভিন্ন উপাসনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অত্যন্ত উদ্বেগ ভোগ করিতে থাকেন, জীবনে কখনই শান্তিলাভ করেন না, এবং আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই লাভ করেন না। কিন্তু যিনি বিবেচনা করেন যে ভগবান আমাকে যে জাতিতে পাঠাইয়াছেন, আমি সেই জাতির উপযুক্ত কার্য্য করিবারই যোগ্য, কারণ তিনি সেইরূপ বুঝিয়াই আমাকে সেই জাতিতে পাঠাইয়াছেন, সুতরাং আমি যাবজ্জীবন শ্রদ্ধাসহকারে স্বজাতীয় নিষ্কাম কর্ম্মেরই সেবা করিয়া বা নিষ্কাম যজ্ঞাদি করিয়া ভগবানকে প্রীত করিব, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠ হন বলিয়া

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২॥

অন্বয়ঃ—হে পার্থ অবিপশ্চিতঃ 'বেদতাৎপর্য্যানভিজ্ঞাঃ' বেদবাদরতাঃ 'বেদস্য প্রশংসাবাক্যেষু সত্যত্বভ্রান্ত্যা' অনুরক্তাঃ স্বর্গভোগাৎ অন্যৎ 'মোক্ষফলং নাস্তি ইতি বাদিনঃ 'কথয়ন্ত। ইমাং যাং পুষ্পিতাং 'পুষ্পিতবিষলতাবৎ আপাতরম্যাং' বাচং 'নন্দনবন-বিহারোর্ব্বশীসম্ভোগাদিবোধকং বাক্যং' প্রবদন্তি 'কথয়ন্তি'। ৪২

অনুবাদঃ—হে অর্জ্জুন! যাঁহারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যজ্ঞের প্রশংসা বাক্যকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গভোগ ভিন্ন মোক্ষ বলিতে কিছুই নাই এই কথা বলিয়া এই যে পুষ্পোজ্জ্বল বিষলতার মত আপাততঃ শ্রুতিমধুর বাক্য অর্থাৎ এই যজ্ঞ করিলে স্বর্গে যাইয়া সুজাত পারিজাত পুষ্পজাতের মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ সুগন্ধে অন্ধ হইয়া পরম রমণীয়-নন্দন-কাননে উর্ব্বশী-রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রমদোত্তমার সুরসোত্তম-সঙ্গে অনঙ্গরঙ্গে অপাঙ্গভঙ্গে প্রেমতরঙ্গে অমন্দ আনন্দ-মন্দাকিনীর উৎসঙ্গে চিরকাল অবগান করিতে পারিব ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। ৪২

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং যামিমামিতি, যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিত ইব বৃক্ষঃ শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি, কে? অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসো ঽবিবেকিন ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতা ইতি, বেদবাদরতা বহ্বর্থবাদফল-সাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ, হে পার্থ নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽস্তি ইত্যেবং বাদিনো বদনশীলাঃ। ৪২

শ্রীধরঃ—ননু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ যামিমামিতি, যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততোরমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং তেষাং তয়া বাচাঽপহৃতচেতসাং

তাঁহার সেই বুদ্ধিকে ব্যবসায় বুদ্ধি বলা হয়, এবং ভগবানও ঐ ব্যক্তিকে সৎপুত্রের মত স্নেহ করিয়া পরম শান্তিদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করেন। এই হেতু নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মের সেবা করিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে যে সাংখ্য-বুদ্ধি বলা হইয়াছে এবং পরে যে যোগ-বুদ্ধি বলা হইবে তাহাই এখানে ব্যবসায়-বুদ্ধি, ইহা কিন্তু ঠিক নহে, কারণ "এষা তে ঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগে ত্বিমাং শৃণু" পূর্ব্বোক্ত এই শ্লোকেই ভগবান্ সাংখ্যের কথা শেষ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং প্রকৃত কর্ম্মযোগকে ছাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যকে বা পরবর্ত্তী যোগকে টানিয়া আনিলে ভুল করা হইবে। ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ তত্রহেতু র্বেদবাদরতা ইতি, বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএব অতঃপরম্ অন্যৎ ঈশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বদনশীলাঃ। ৪২

বিশ্বনাথঃ—তস্মাৎ অব্যবসায়িনঃ সকামকর্ম্মিণস্তু অতিমন্দা ইত্যাহ যামিমামিতি, পুষ্পিতাং বাচং পুষ্পিতাং বিষলতামিব আপাততো রমণীয়াং প্রবদন্তি প্রকর্ষেণ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা ইয়মেব বেদবাগিতি যে বদন্তি তেষাং তথা বাচা অপহৃতচেতসাংচ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ন বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ তেষু অস্যা অসম্ভবাৎ সা তেষু নোপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ। কিমিতি তে তথা বদন্তি? যতো ঽবিপশ্চিতো মূর্খাঃ, তত্র হেতুঃ বেদেষু যে অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" "অপাম সোমমমৃতা" ইত্যাদ্যাঃ, অন্যৎ ঈশ্বরতত্ত্বং নাস্তীতি প্রজল্পিনঃ। ৪২

মিতভাষ্যম্ঃ—তেষাং ব্যবসায়বুদ্ধ্যভাবে হেতুমাহ যামিমামিতি, অবিপশ্চিতঃ বেদতাৎপর্য্যানভিজ্ঞাঃ পুষ্পিতাং পুষ্পোপশোভিতলতাবৎ অতিরমণীয়াং যামিমাং কর্ম্মকাণ্ড-প্রসিদ্ধাং বাচং সুরেন্দ্রলোকপ্রাপ্তিনন্দনবনবিহারোর্ব্বশীসম্ভোগাদিবোধিনীং প্রবদন্তি সমুদ্‌ঘোষ-য়ন্তি তয়া বাচা ঽপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তেষামজ্ঞত্বং দর্শয়তি বেদবাদরতা ইতি, বেদেষু যে বাদা অর্থবাদা "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্য-যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেষ্বেব রতা নিতরামনুরক্তা অন্যৎ পারমেশ্বরং তত্ত্বং মোক্ষো বা ফলমনশ্বরং নাস্তীতি প্রবদনশীলাঃ। ৪২

পুষ্পাঞ্জলিঃ—যদি বলেন যাঁহারা নানাবিধ সুখের কামনায় বিবিধ সকাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহাদের সে সকল কর্ম্মওত বেদেই উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহাও ত শাস্ত্রসঙ্গত অতএব অন্যায় হইবে কেন? এইজন্য বলিতেছেন—যাঁহারা এই পুষ্পিত অর্থাৎ সুকুমার পুষ্পের মত আপাত-রমণীয় সুমধুর ফলশ্রুতি-রূপ বেদ-বাক্য সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, তাঁহারা শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝেন না, তাঁহারা বেদের অর্থবাদ অর্থাৎ ফলশ্রুতিরূপ প্রশংসা বাক্যেই মুগ্ধ হইয়া বলিয়া থাকেন ইহা ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্য উত্তম বস্তু—পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা মোক্ষ নাই। ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

অন্বয় :—কামাত্মানঃ 'কামনাকুলচিত্তাঃ' স্বর্গপরাঃ 'স্বর্গভোগৈকনিষ্ঠাঃ' জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং 'জন্মানি কর্ম্মাণি তৎফলানিচ প্রযচ্ছন্তীং' ভোগৈশ্বর্য্যগতিং 'উর্ব্বশীপ্রভৃতিসম্ভোগো ভোগঃ ঐশ্বর্য্যম্ অণিমাদিঃ তয়োঃ প্রাপ্তিং' প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং 'বহুবিধকর্ম্মপ্রতিপাদিকাং' 'বাচং প্রবদন্তি। ৩৩

অনুবাদ :—যাঁহাদের হৃদয় নানাবিধ কামনায় পরিপূর্ণ, এবং স্বর্গভোগ করিবার জন্য যাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহশীল তাঁহারা যে বাক্য অনুসারে যজ্ঞাদি করিয়ালোক ব্রাহ্মণাদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করে ও তদুপযুক্ত কর্ম্ম করে ও তদুপযুক্ত ফল পায়, এবং স্বর্গে উর্ব্বশী প্রভৃতিকে সম্ভোগ ও অণিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য পাইবার জন্য যাহাতে বহুবিধ কর্ম্মের আলোচনা করা হইয়াছে এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পুষ্পিত বাক্য বলিয়া থাকেন। ৪৩

শঙ্করভাষ্যম্ :—তে চ কামাত্মেতি, কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ কামরূপা ইত্যর্থঃ স্বর্গেতি, স্বর্গপরাঃ স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং তৎপ্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা তাং বাচং প্রবদন্তীত্যনুষজ্যতে। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহুলা যস্যাং বাচি তাং স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থা যয়া বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যন্তে ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি, ভোগশ্চ ঐশ্বর্য্যং চ তে ভোগৈশ্বর্য্যে তয়োর্গতিঃ তাং প্রতি সাধনভূতাস্তে ক্রিয়াবিশেষাস্তদ্বহুলাং তাং বাচং প্রবদন্তো মূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্ত্তন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৪৩

শ্রীধর :—অতএব কামাত্মান ইতি, কামাকুলিতচিত্তা অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে, জন্ম তত্র কর্ম্মাণিচ তৎফলানিচ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ। ৪৩

বিশ্বনাথ :—তে কীদৃশীং বাচং প্রবদন্তি? কামাত্মেতি, জন্মকর্ম্মফলপ্রদামিতি ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষাস্তান্ বহু যথা স্যাৎ তথা লাতি দদাতি প্রতিপাদয়তীতি তাম্। ৪৩

মিতভাষ্যম্ :—কামাত্মান ইতি, পুত্রপশ্বাদিভিঃ কামৈর্ব্যাকুলা আত্মানশ্চিত্তানি যেষাং তে, স্বর্গো মহেন্দ্রাদিলোক এব পরঃ পরমপ্রয়োজনং যেষাং তে, জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং জন্মানি তত্তচ্ছরীরসম্বন্ধাঃ তেষু কর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিহিতানি তৎফলানি চ পুত্রপশুস্বর্গাদীনি প্রদদাতি পৌনঃপুন্যেনাবর্ত্তয়তীতি তাং, তথা ভোগৈশ্বর্য্যগতিং ভোগঃ সুখসাক্ষাৎকারো উর্ব্বশীরম্ভাদিবিহারজন্যঃ, ঐশ্বর্য্যং লোকেষু প্রভুত্বং তয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি উপায়া যে

ক্রিয়াবিশেষা জ্যোতিষ্টোমদর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যাদয়স্তে বহুলা প্রচুরা যস্যাং তাং বাচং প্রবদন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ৪৩

পুষ্পাঞ্জলি :—তাঁহারা নানাবিধ কামনাময় হইয়া স্বর্গীয় ভোগ বিলাসকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া পূর্ব্বোক্ত সকাম কর্ম্মের কথা বলিয়া থাকেন, যাহাতে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যই লাভ করিবার জন্য বহুতর কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে, এবং সেই সকাম কর্ম্মের ফলে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, ও জন্মবশতঃ নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং সেজন্য বিবিধ ফলও ভোগ করিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ যাঁহারা ভোগলম্পট তাঁহারা নিজের মনের মত এমন কতকগুলি বেদবাক্য প্রমাণ দিয়া থাকেন যেগুলিতে, স্বর্গীয় নানাবিধ ভোগ বিলাসের কথাই আছে, এবং সেইসকল বাক্যের বলে নানাবিধ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বুঝেননা যে ঐ বাক্যগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, সকলে নানাবিধ সকাম কর্ম্ম করিয়া চিরকাল জন্ম মৃত্যুর দুরন্ত দুর্গতি ভোগ করিতে থাকুক, পরন্তু যাহারা একবারেই ধর্ম্ম্য কর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল নহে কেবল ঐহিক ভোগ বিলাসেই মত্ত থাকে তাহাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাপর হইয়াই বেদ তাহাদিগকে পরমার্থের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ঐসকল মনোরম কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা অত্যন্ত ভোগলম্পট তাহাদিগকে প্রথমেই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিলে তাহারা কোন মতেই তাহাতে শ্রদ্ধাশীল হইবে না, এই হেতু যাহাতে তাহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় সেইজন্য ঐসকল সুমধুর ভোগ-বিলাসের কথা বলিয়া তাহাদের মনকে বেদোক্ত কর্ম্মে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরূপে তাহারা সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল পাইলে সমগ্র বেদ বাক্যেই দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে, এবং কিয়ৎপরিমাণে পবিত্রও হইবে। তখন ভগবান্ বেদই দয়া করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া দিবেন, এবং তাহার দ্বারা তাহাদের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া দিয়া ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আনিয়া দিবেন, গভীর ভক্তির ফলে এই ব্যক্তির প্রতি ভগবৎকৃপা হইবে অর্থাৎ ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার যাবতীয় দুর্ব্বাসনা নষ্ট করিয়া দিবেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই বলিতেছেন —"হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্"। অর্থাৎ সজ্জনপ্রিয় ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে থাকিয়া হৃদয়ে যত অশুভবৃত্তি থাকে সেই সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, তখন সাধকের চিত্ত বিষয়-বাসনামুক্ত হইয়া ঈশ্বরবাসনায় বাসিত হয়, তাহার ফলে চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বে পরিণত হইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠে, তখন সেই চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সাধক কৃতার্থ হইয়া যান তাঁহার মানবজীবন ধন্য হয়। * তাহলে দেখুন যিনি অত্যন্ত ভোগবিলাসে নিমগ্ন ছিলেন তিনি ভোগের আশায় প্রথমে সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত

* "এবং প্রসন্নমনসোভগবদ্‌ভক্তিযোগতঃ। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥" শ্রীমদ্ভাগবত

হইয়া ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। এতএব অতি করুণাময় ভগবান্ বিষয়মুগ্ধ জীবের পরম-কল্যাণ করিবার জন্যই ভোগের লোভ দেখাইয়া প্রথমে তাহাকে সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, হে মুগ্ধ জীব তোমরা শান্তির আশায় কেবল নানাবিধ তুচ্ছ বিষয়ের দিকেই ধাবিত হইতেছ অথচ জগতে এমন বস্তু কিছুই নাই যাহা পাইয়া পরম শান্তি লাভ করিবে, অতএব যদি প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা কর তাহ'লে বিষয়গুলিকে বিষের মত মনে করিয়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর,

"শান্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান বিষবৎ ত্যজ"

কিন্তু তোমাদের স্বভাব তোমরা শান্তির কেন্দ্রকে ছাড়িয়া অশান্তির কেন্দ্র হইতেই শান্তি পাইবার জন্য নিরন্তর ব্যর্থশ্রম করিবে, আর আমারও স্বভাব প্রমত্ত জীবগণকে যে কোন কৌশলে আকর্ষণ করিয়া আমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দরূপ মহাসুধা প্রাণ ভরিয়া পান করাইব।

"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"।

প্রথমে এইজন্যই ভগবান্ মানুষকে বিষয় ভোগের লোভ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা নহে, যেমন কোন বালকের কঠিন পীড়া হইলে সে অতিশয় কটু তিক্ত ও দুর্গন্ধময় ঔষধ কোন মতেই পান করিতে চায় না, অথচ ঐ ঔষধ পান না করিলে তাহার মহাশত্রু রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য কোন উপায়ও নাই, তখন স্নেহময় পিতা মাতা বলেন বাবা যদি কোনপ্রকারে ঔষধটি খাইয়া ফেল তাহলে এই সুমিষ্ট লাড়ুটি তোমাকে দিব, তখন বালক লাড়ুর লোভে কোনপ্রকারে ঔষধটি খাইয়া ফেলে ও প্রাণান্তকর রোগ হইতে মুক্ত হয়, এখানে যেমন বালককে লাড়ু খাওয়ান পিতামাতার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু লাড়ুর লোভে ঔষধ খাইলে বালকের মহাশত্রু রোগ নষ্ট হইবে এবং বালকও সুস্থ হইবে ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এইরূপ স্বাভাবিক স্নেহময় জগৎপিতাও পুত্র জীবগণকে দারুণ ভবরোগে গুরুতর দুর্গতিগ্রস্ত দেখিয়া বিষয় ভোগের লোভ দেখাইয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, ৭ উদ্দেশ্য—যদি কোনপ্রকারে ইহার হৃদয়ে একটু দাঁড়াইবার মত স্থান করিতে পারি তবে ক্রমে শয়ন করিবার স্থানও আমিই করিয়া লইব, তখন পরম মঙ্গলময় ও নিরতিশয় আনন্দময় আমার পবিত্র সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া সাধক পরম শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। এইরূপে গুরুতর ভবরোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই বিষয়-ভোগের লোভ দেখাইয়া

৭ "পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্। পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব হি"। "বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

অন্বয়ঃ—ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং 'ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োঃ প্রসক্তানাম্ অনুরক্তানাম্' তয়া 'পুষ্পিতয়া বাচা' অপহৃতচেতসাম্ 'আকৃষ্টচিত্তানাং' সমাধৌ 'সমাধিনিমিত্তং' ব্যবসায়াত্মিকা 'ঐকাগ্র্যরূপা' বুদ্ধিঃ 'মনঃ' ন বিধীয়তে 'ন সম্পদ্যতে'। ৪৪

অনুবাদঃ—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া সেই পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা মুগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সমাধির জন্য চিত্তের একাগ্রতা হয় না। ৪৪

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—তেষাঞ্চ ভোগেতি, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ভোগঃ কর্ত্তব্য ঐশ্বর্য্যঞ্চেতি ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেকপ্রবণবতাং তদাত্মভূতানাং তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচা অপহৃত-চেতসাম্ আচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাং ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা যা বুদ্ধিঃ সমাধৌ সমাধীয়তে অস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ব্বম্ ইতি সমাধিঃ অন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে ন স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ। ৪৪

শ্রীধরঃ—ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যেতি, ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাম্ অভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতম্ আকৃষ্টং চেতো যেষাং, সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি র্ন বিধীয়তে কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ সা নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। ৪৪

বিশ্বনাথঃ—ভোগেতি, ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতম্ আকৃষ্টং চেতো যেষাং তে তথা, তেষাং সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকোন্মুখত্বং তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি র্ন বিধীয়তে কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ নোৎপদ্যতে ইতি স্বামিচরণাঃ। ৪৪

মতভাষ্যম্ঃ—কামাত্মনাং পরমপুমর্থহানিমাহ ভোগেতি, ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োঃ প্রসক্তানাং নিতরাম্ অনুরক্তানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতচেতসাম্ আচ্ছিন্নচিত্তানাং নষ্টপ্রজ্ঞানামিতি যাবৎ, সমাধৌ ইতি নিমিত্তসপ্তমী, পরমাত্মদর্শনং সমাধিঃ, তথাচ বিষ্ণুপুরাণং—

"তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে"॥ ইতি

স্বভাবসিদ্ধ করুণাময় ভগবান্ আপাতত সকাম কর্ম্মে লোককে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন, স্বর্গীয় ভোগবিলাসে মুগ্ধ করিয়া রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে জানিবেন। ৪৩

জীবপরমাত্মনোরৈক্যরূপো বা যোগিযাজ্ঞবল্ক্যোক্তো, যথা—

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ" ॥ ইতি

তন্নিমিত্তং ব্যবসায়াত্মিকা ঐকাগ্র্যরূপা বুদ্ধিরন্তঃকরণং ন বিধীয়তে ন সম্পদ্যতে, ভোগাদিপ্রসক্তস্য।শুদ্ধচেতসস্তদনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। সমাধ্যাখ্যমাত্মদর্শনং হি মোক্ষহেতুরিতি সর্ব্বসম্মতং, কর্ম্মিণাং চ নিষ্কামকর্ম্মভিঃ সত্ত্বে সম্যগ্‌ বিশুদ্ধে বিনাপি যোগোপায়ং জনকাদিবৎ ভগবৎকৃপয়া মহৎপ্রসঙ্গাৎ শ্রবণাদেবোৎপদ্যতে জ্ঞানম্, "আচার্য্যস্তে গতিং বক্তা" "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসী"তি শ্রুতিভ্যাম্, "আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তী"তি স্মৃতেশ্চ। এবঞ্চ সমাধ্যভাবাৎ পরমেণ পুমর্থেন বঞ্চিতাস্তে কেবলং গত্যাগতী ভজন্তে ইতি ভাবঃ। ৪৪

পুষ্পাঞ্জলিঃ-যাহারা স্বর্গীয় সুখ ও ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত আসক্ত হয় তাহারা বেদের লোভনীয় বাক্যগুলি দেখিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, এবং সেইজন্য বিবিধ সকাম কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত চিত্ত-শুদ্ধি না হয় ততদিন ঐরূপই থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় সমাধির জন্য চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারেনা। অতএব হে সুধীগণ ভোগবিলাসের হেতু সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহাতে ঈশ্বরে মনঃস্থির করিতে পারেন তাহার জন্য নিষ্কাম কর্ম্মে সচেষ্ট হউন। ৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

অন্বয়ঃ—বেদা 'ঋগাদয়ঃ' ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ 'গুণত্রয়বৎপুরুষবিষয়াঃ হে অর্জ্জুন ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো 'গুণাতীতো' ভব নির্দ্বন্দ্বো 'রাগদ্বেষাদিহীনো' নিত্যসত্ত্বস্থো সর্ব্বদা সত্ত্বগুণ-প্রতিষ্ঠো' নির্যোগক্ষেমঃ 'অপ্রাপ্তপ্রাপ্তির্যোগঃ প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ তদ্রহিতঃ' আত্মবান্ 'পরমাত্মনিষ্ঠোভব'। ৪৫

অনুবাদঃ—ঋগ্বেদ প্রভৃতি সমস্ত বেদই ত্রিগুণ ব্যক্তির পক্ষে বলা হইয়াছে, হে অর্জ্জুন তুমি গুণাতীত হও, শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হও, সর্ব্বদা সত্ত্ব-গুণযুক্ত হও, যোগক্ষেমের জন্য কোন চেষ্টা করিও না অর্থাৎ অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ ও তাহা রক্ষা করার জন্য যত্নবান্ হইও না, এবং পরমাত্মনিষ্ঠ হও। ৪৫

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যে এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাস্তেষাং কামাত্মনাং যৎ ফলং তদাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারোবিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈ গুণ্যবিষয়াস্ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন নিষ্কামোভবেত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখহেতূ সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ ততো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বোভব, ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণা-শ্রিতোভব, তথা নির্যোগক্ষেমোঽনুপাত্তস্যোপার্জ্জনং যোগ উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগ-ক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তি দুষ্করা ইত্যতো নির্যোগক্ষেমো ভবাত্মবানপ্রমত্তশ্চ ভব, এষ তবোপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ। ৪৫

শ্রীধরঃ—ননু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধন-তয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে তত্রাহ ত্রৈগুণ্যাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধ-প্রতিপাদকা বেদাঃ, ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামোভব। তত্রোপায়মাহ নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ নিত্য-সত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ, তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ, ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতি-ক্রমঃ সম্ভবতীতি। ৪৫

বিশ্বনাথঃ—ত্বন্তু চতুর্ব্বর্গসাধনেভ্যো বিরজ্য কেবলং ভক্তিযোগমেবাশ্রয়স্বেত্যাহ ত্রৈগুণ্যেতি, ত্রৈগুণ্যাস্ত্রিগুণাত্মকাঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাঃ প্রকাশ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তে ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ (স্বার্থেষ্যঞ্) এতচ্চ ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েনোক্তম্। কিন্তু "ভক্তি-রেবৈনং নয়তী"তি "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ; পঞ্চ-রাত্রাদিস্মৃতয়শ্চ গীতোপনিষগোপালতাপন্যাদ্যুপনিষদশ্চ নির্গুণাং ভক্তিমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ত্যেব

বেদোক্তত্বাভাবে ভক্তের প্রামাণ্যমেব স্যাৎ। ততশ্চ বেদোক্তা যে ত্রিগুণময়া জ্ঞানকর্ম্মবিষয়াঃ তেভ্য এব নির্গতোভব তান ন কুরু। যে তু বেদোক্তা ভক্তি-বিষয়াঃ তাংস্তু সর্ব্বথৈবানুতিষ্ঠ। তদনুষ্ঠানে "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে" ইতি দোষো দুর্ব্বার এব। তেন সগুণানাং গুণাতীতানামপি বেদানং বিষয়া স্ত্রৈগুণ্যানি নৈস্ত্রৈগুণ্যাশ্চ। তত্র ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যোভব। নির্গুণয়া মদ্‌ভক্ত্যৈব ত্রিগুণাত্মকেভ্যঃ তেভ্যো নিক্রান্তো ভব, অতএব নির্দ্বন্দ্বঃ গুণময়মানা-পমানাদিরহিতঃ। অতএব নিত্যৈঃ সত্ত্বৈঃ প্রাণিভির্মদ্‌ভক্তৈরেব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ। নিত্যং সত্ত্বগুণস্থো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং বিরোধঃ স্যাৎ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ। মদ্ভক্তিরসাস্বাদবশাদেব তয়োরননু-সন্ধানাৎ। "যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং" ইতি ভক্তবৎসলেন ময়ৈব তদ্ভারবহণাৎ। আত্মবান মদ্দত্তবুদ্ধিযুক্তঃ। অত্র নিস্ত্রৈগুণ্যত্রৈগুণ্যয়োর্বিবেচনং ; যদুক্তমেকাদশে, "মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ। রজসং ফলসঙ্কল্পং চ হিংসাপ্রায়াদি তামসম্।" নিষ্ফলং বেতি নৈমিত্তিকং, নিজকর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈ কল্পিতন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতং। সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধোরাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণে মদপাশ্রয়ঃ। সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা। পথ্যং পূতমনায়স্ত-মাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং। রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্ত্তিদাশুচি। চকারান্মন্নিবেদন্তু নির্গুণমি"তি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যানম্। "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদাপাশ্রয়ম।" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ত্রৈগুণ্যবস্তুন্যপি প্রদর্শ্য নির্গুণস্য স্বভক্তস্য সম্যঙ্ নিস্ত্রৈগুণ্যতাসিদ্ধ্যর্থং নির্গুণয়ৈব ভক্ত্যা স্বস্মিন কথঞ্চিৎ স্থিতস্য ত্রৈগুণস্য নির্জয়োঽপ্যুক্ত স্তদনন্তরমেব যথা, "দ্রব্যং দেশস্তথাকালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকম্। শ্রদ্ধাবস্থা কৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এ"বহি। সর্ব্বেগুণময়াভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ। দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ। এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।" ইতি। তস্মাদ্ভক্ত্যৈব নির্গুণয়া ত্রৈগুণ্যজয়োনান্যথা। অত্রাপ্যগ্রে "কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে" ইতি প্রশ্নে বক্ষ্যতে—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ইতি, স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা চ "চকারোঽত্রাবধারণার্থঃ, মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে" ইত্যেষা। ৪৫

মিতভাষ্যম্ঃ—নন্বর্থবাদানাং স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ তত্রাঽপ্রামাণ্যেঽপি "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিবিধিবাক্যানাং স্বার্থে প্রামাণ্যবত্ত্বাৎ কথং স্বর্গাদিকামানামবিপশ্চিত্ত্বম্? এবঞ্চ কিমিতি সকামকর্ম্মত্যাগেন নিষ্কামে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি, ইত্যতআহ ত্রৈগুণ্যবিষয়া

ইতি, ত্রয়োগুণাঃ সন্তি যেষাং তে ত্রিগুণাঃ পঞ্চগুব্রিতিবৎ সমাসঃ, ত্রিগুণা এব ত্রৈগুণ্যাঃ তে বিষয়া অধিকারিণো যেষাং তে ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদা ঋগাদয়ঃ, তথাহি প্রাকৃতাস্তাবল্লোকাঃ সত্ত্বাদিগুণত্রয়বন্ত এব সর্ব্বে,

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥"

ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, বেদাশ্চাত্র ভবন্তঃ কৃপালবস্তানি তানি সগুণানি কর্ম্মাদীনি বিদধতঃ তত্র তত্র তান্ প্রবর্ত্তয়ন্তি, প্রবর্ত্ত্যমানাশ্চ সাত্ত্বিকা যথাযথং সাত্ত্বিকান্যেব কুর্ব্বাণাঃ প্রযতন্তে মোক্ষায়ৈব, রাজসাস্তামসাশ্চ রাজসানি তামসানি চ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তঃ তত্তৎকামানাপ্নুবন্তো ভবন্তি সাত্ত্বিকেষু শ্রদ্ধাবন্তঃ ক্রমেণ, কর্ম্মাকুর্ব্বাণাশ্চ রাজ্ঞা দণ্ডেন কর্ম্মসু শাস্ত্রীয়েষু প্রবর্ত্তয়িতব্যাঃ, সামাজিকৈশ্চ তে ভবন্তি দণ্ড্যা, ইতি ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বং বেদানাম্। তত্র সকামাস্তাবৎ কাম্যেষু জ্যোতিষ্টোমাদিষু শ্রদ্ধাবন্তঃ কুর্ব্বন্তি তান্যেব কর্ম্মাণি, ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যোভব, ত্রয়াণাং গুণানাং সমাহারস্ত্রিগুণী, ত্রিগুণ্যেব ত্রৈগুণ্যং নাস্তি তদ্যস্যেতি নিস্ত্রৈগুণ্যঃ তথাভূতো ভবেত্যর্থঃ। কথং চ প্রাপ্যতে নিস্ত্রৈগুণ্যং তদাহ নির্দ্বন্দ্ব ইতি, পরস্পরবিরুদ্ধবস্তুদ্বয়ং দ্বন্দ্বং শীতোষ্ণমানাপমানাদিঃ, তৎসহিষ্ণু র্ভবেত্যর্থঃ, কথংচ দুঃসহমপি তৎ সহতে তদাহ নিত্যসত্ত্বস্থ ইতি, দ্বন্দ্বজন্যং দুঃখং ভয়ংচ তামসং, তৎসহিষ্ণুত্বংচ সাত্ত্বিকং "শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা" ইতি ভাগবতাৎ, তদর্থং নিস্ত্রৈগুণ্যং যাবৎ সর্ব্বদা সত্ত্বপ্রতিষ্ঠোভব, সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা চ ভবতি সাত্ত্বিকানাং বস্তূনাং সেবনাৎ

"সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
ধর্ম্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ॥"

ইতি ভাগবতাৎ, সাত্ত্বিকত্বংচ নিষ্কামাণামেব কর্ম্মণাম,

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥"

ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, তথা চ নিষ্কামং কর্ম্মৈব সম্যগাচরেত্যর্থঃ। এবমপি যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চিত্তবিক্ষেপাৎ আত্মনিষ্ঠা ব্যাহন্যতে তস্মাভূৎ ইতি যোগক্ষেমাবপি ত্যজেত্যাহ নির্যোগক্ষেম ইতি, অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তির্যোগঃ প্রাপ্তস্য চ সংরক্ষণং ক্ষেমঃ তদ্বিধুরোভবেত্যর্থঃ। দেহযাত্রার্থং তৎসম্পাদনং তু ময়ৈব কৃপালুনা বৎসলেন করিষ্যতে ইতি হৃদয়ং "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, তত আত্মবান্ পরমাত্মনিষ্ঠো ভব। নির্গুণে পরমাত্মনি পরিনিষ্ঠিতস্যাত্মদর্শনাৎ ভবতি গুণাতীতত্বং,

"গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতী"তি

বক্ষ্যমাণাৎ, দৃষ্টাত্মন এব চ গুণমুক্তিঃ সর্ব্বসম্মতা, তদা চ বৈদিকানাং কর্ম্মণাং পরিত্যাগ স্বতএব জায়তে, তথাচ বক্ষ্যতি

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে"
"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেবচ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥"

ইতি, সর্ব্বান্ আরম্ভান্ কর্ম্মাণি পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স তথেত্যর্থঃ। তদেবং নিষ্কামকর্ম্মভি নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ আত্মদর্শনাৎ গুণাতীতো ভূত্বা বেদপ্রতিপাদ্যং কর্ম্মজাতং জহ্যাদিতি সকামকর্ম্মত্যাজনার্থং প্রৌঢ়িবাদো ভগবতঃ। উক্তং চ ভাগবতে ভগবতা—

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥" ইতি ৪৫

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যাঁহারা সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া নিরন্তর ভোগে ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত থাকেন তাঁহাদের সমাধির নিমিত্ত চিত্ত স্থির হয় না, অতএব সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করাই উচিত, কিন্তু এখানে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাহাই যদি হয় তবে বেদে বহুবিধ সকাম কর্ম্মের বিধান আছে কেন? পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ ইত্যাদি সমস্তইত সকাম কর্ম্ম, এ সকল যজ্ঞের যে সমস্ত ফলের কথা আছে সে গুলিকেত অর্থবাদ বলিয়া উড়াইয়া দেয়া চলে না, সেইজন্য বলিতেছেন বেদে যে সকল সকাম কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে সেগুলি সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদের জন্য, কারণ প্রাণিমাত্রই সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, একথা পরে ভগবানই বলিবেন, সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ গুণ অনুসারেই কার্য্য করিবেন, অতএব যাঁহার হৃদয় স্ত্রী পুত্র ও অর্থাদির কামনায় আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে সুতরাং সন্ন্যাসের উপযুক্ত নহে তিনি যদি ত্যাগের ভান করিয়া সন্ন্যাসী সাজেন তাহলে তাঁহাকে মিথ্যাচার বা ভণ্ড বলা হয় তাঁহার উন্নতিত হইবেই না বরং অধঃপাতই হইবে, একথাও শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানই বলিয়াছেন। * অতএব ঐ ব্যক্তি গুণবান পুত্র মহীয়সী পত্নী ও পবিত্র অর্থ লাভের জন্য শাস্ত্রোক্ত বিবিধ সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন, ধর্ম্মের প্রভাবে ভগবৎকৃপায় যে পুত্রাদি লাভ হইবে, তাহাতে সংসার হইবে পরম শান্তিময়, যাবজ্জীবন মহাসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, সে সংসারে স্বামী স্ত্রী পিতা পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত কখনও কোন বিবাদ বিসংবাদ অশান্তি হইবে না।

* যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে।
শ্রীমদ্ভাগবত

কোন রোগ শোক তাপও ভোগ করিতে হইবে না, এবং অর্থজন্য ঔদ্ধত্য বা কুপ্রবৃত্তিও আসিবে না, তাহার দ্বারা যজ্ঞাদি নানাবিধ সৎকর্ম্ম ও জনহিতকর কার্য্যই হইবে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সুস্থদেহে পুত্র পৌত্রাদির সহিত স্বচ্ছন্দে ঐহিক নানাপ্রকার সুখ-ভোগ করিয়া যাইবেন, এবং পরলোকেও পরম শান্তি পাইয়া ধন্য হইবেন, ইহাই হইল প্রকৃত হিন্দুর গৃহস্থ-জীবন, ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত মহাভারতে দেখিতে পাই, দুর্য্যোধন অসদুপায়ে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত নানাবিধ অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শেষে সবংশে ধ্বংস হইলেন, আর মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সেই রাজ্যই লাভ করিয়া পূর্ণ আয়ু পর্য্যন্ত পরম শান্তিতে আত্মীয়গণের সহিত রাজ্য-ভোগ করিয়া পরিণামে উত্তম-গতি লাভ করিলেন। অতএব শান্তিময় জীবন পাইতে হইলে শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার ফলে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার সংসারকে মধুময় করিয়া দিবেন। এইজন্য ভগবতীর মাহাত্ম্যে দেখিতে পাই "পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে" "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।" ইত্যাদি, অর্থাৎ পুত্র দাও, ধন দাও, সমস্ত অভিলষিত বস্তুই আমাকে দাও, এবং মনের মত সুন্দরী পত্নী দাও। ভগবানও বলিবেন—"লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্"। অর্থাৎ সেই সাধনা বশতঃ আমারই প্রদত্ত অভিলষিত বস্তু সকল পাইয়া থাকেন। দেখা যায় সংসারে সকাম লোকই অধিক, অতএব যাহাতে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের দ্বারা অভিলষিত বস্তু পাইয়া লোকে সুখী হইতে পারেন, সেইজন্য ভগবান দয়া করিয়া বেদে নানাবিধ সকাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, শ্রদ্ধা সহকারে ঐ সকল কর্ম্ম করিতে হইলে যে সুনিয়মে ও সদাচারে থাকিতে হয় তাহার দ্বারা ক্রমে চিত্তও কতকটা পবিত্র হইয়া আসে, * তখন নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয়। এইজন্য বেদ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই নানাবিধ সকাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্বদা ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া থাকিবার জন্য সকাম কর্ম্ম করিতে বলা বেদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যই বেদ ঐ সকল কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন জানিবেন। এখানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন হে অর্জ্জুন তুমি কিন্তু গুণাতীত হও, অর্থাৎ তোমার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্গুণ হওয়াই উচিত, গুণাতীত হইলে তোমার সমস্ত কার্য্যই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায় তাহাই বলিতেছেন—তুমি দ্বন্দ্বাতীত হও অর্থাৎ সাধনার দ্বারা উপযুক্ত হইয়া শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা পিপাসা ইত্যাদিকে জয় কর, কি করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হওয়া

---

* কাম্যেঽপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সা। বিড়্বরাহাদিদেহেন নহৈন্দ্রং ভুজ্যতে পদম্॥ বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক।

যায় তাহার উপায় বলিলেন নিত্যসত্ত্বস্থ হও, অর্থাৎ রজোগুণ বশতঃ নানাবিধ ভোগস্পৃহা ও কর্ম্মাসক্তি প্রভৃতি হয়, এবং তমোগুণ বশতঃ ক্রোধ লোভ হিংসা দুঃখ দৈন্য ইত্যাদি হয়, কিন্তু সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর ভোগস্পৃহা কর্ম্মাসক্তি দুঃখ দৈন্য ক্রোধ লোভ ইত্যাদি হইবেনা, কারণ সত্ত্বগুণের স্বভাব সে লোককে সহিষ্ণু ত্যাগী শান্ত দান্ত ও আত্মনিষ্ঠ করে, এই সত্ত্বনিষ্ঠ হইতে হইলে সাত্ত্বিক কর্ম্মের সেবা করিতে হইবে, সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিতে করিতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া রজোগুণ ও তমোগুণকে নষ্ট করে, ভাগবতে "সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বম্" ১১।১৩।২ ইত্যাদি শ্লোকে ইহা বলা হইয়াছে, তখন সাধক সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন, এবং নিষ্কাম কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা হয়, ইহা পরে "অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো" এই শ্লোকে ভগবানই বলিবেন, অতএব যে নিষ্কাম কর্ম্মের আলোচনা চলিতেছে সেই নিষ্কাম কর্ম্মই হইল আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মূল। আর সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হইলেও যদি যোগক্ষেম অর্থাৎ জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের চেষ্টায় ও সংগৃহীত দ্রব্যের রক্ষার চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকিতে হয় তা'হলে আত্মনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হয়না, এই জন্য বলিতেছেন যোগক্ষেমশূন্য হও, যদি বলেন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেষ্টা না করিলে দেহরক্ষা কি করিয়া হইবে? তা'হলে বলিব সাধক ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত-চিত্তে তাঁহার উপাসনায় ঐকান্তিক আত্মনিয়োগ করিলে সাধকের আত্মরক্ষার জন্য গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতির চিন্তা চিন্তামণি স্বয়ংই করিবেন, একথা তিনিই বলিয়াছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ যাঁহারা একাগ্রচিত্তে আমাকে সর্ব্বদা উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার আমিই বহন করি।

"স হি বিশ্বম্ভরো দেবঃ কিমু ভক্তানুপেক্ষতে"

বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকেই যিনি প্রতিপালন করেন, তিনি ভক্তকে প্রতিপালন না করিয়া কি থাকিতে পারেন? তাহার পর বলিতেছেন তুমি আত্মবান্ হও, অর্থাৎ সর্ব্বদা পরমাত্মনিষ্ঠ হও, পরমাত্মনিষ্ঠ হইলে আত্মদর্শন করিয়া সাধক গুণাতীত হইয়া থাকেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং গুণাতীত হইলে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই আপনিই বন্ধ হইয়া যায়, পরে ভগবানই ইহা বলিবেন "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে" অতএব যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন তাঁহার পক্ষে আর শাস্ত্রোক্ত কোন কর্ম্মেরই আবশ্যক হয় না, এইরূপ হইলে তুমি গুণাতীত হইয়া বেদোক্ত সমস্ত বিধিনিষেধ হইতে মুক্ত হইবেন। যিনি সন্ন্যাসী হন তিনিও বেদোক্ত কতকগুলি বিধিনিষেধের অধীনে থাকিয়া

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

অন্বয় ঃ—সর্ব্বতঃ 'সর্ব্বস্মিন্' উদপানে 'জলাশয়ে কূপাদৌ' যাবান্ অর্থঃ 'স্নানপানাদি-প্রয়োজনং সম্পদ্যতে' সংপ্লুতোদকে 'প্রভূতজলাশয়ে একস্মিন্নেব গঙ্গাদৌ' তাবান্ সর্ব্বঃ 'অর্থঃ প্রয়োজনং' যথা সম্পদ্যতে, তথা সর্ব্বেষু বেদেষু 'ঋগাদিষু' যাবান্ অর্থঃ 'তত্তৎসাধনজন্য-তত্তৎসুখরূপঃ' প্রাপ্যতে বিজানতঃ 'আত্মদর্শিনঃ' ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য' তাবান্ অর্থঃ পূর্ব্বোক্তসর্ব্বসুখরূপঃ প্রাপ্যতে। ৪৬

অনুবাদ ঃ—কূপবাপী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত জলাশয়ে স্নান পান প্রভৃতি যতগুলি প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয়, বৃহৎ জলাশয় একটিতেই সেই সমস্ত প্রয়োজনই যেমন সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সমগ্র বেদশাস্ত্রে যত প্রয়োজন অর্থাৎ সেই সকল সাধনার ফল-সুখ পাওয়া যায়, যিনি আত্মদর্শন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন তাঁহার সেই সমস্ত সুখই হইয়া থাকে। ৪৬

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যুক্তান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষ্যন্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়েত্যনুষ্ঠীয়ন্তে? ইত্যুচ্যতে শৃণু যাবানিতি। যথা লোকে কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্ উদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেঽপি যোঽর্থঃ তাবানেব সংপদ্যতে তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ, এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে, সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থঃ যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সংন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতঃ সংপদ্যতে তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। যথা "কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" ইতি শ্রুতেঃ। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং" ইতি চ বক্ষ্যতি, তস্মাৎ প্রাক্ জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্। ৪৬

শ্রীধর ঃ—নন্বু বেদোক্তনানাফলত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি তস্মিন স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্

বাধ্য হন, কিন্তু আত্মদর্শন করিয়া গুণাতীত হইলে বেদের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।* কারণ তাঁহার আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। ৪৫

---

* "যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"॥ "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥" গীতা

স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। ৪৬

বিশ্বনাথ ঃ—হন্ত কিং বক্তব্যং নিষ্কামস্য নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যং যস্যৈবারম্ভণমাত্রেঽপি নাশপ্রত্যবায়ৌ ন স্তঃ। স্বল্পমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ইত্যেকাদশেঽপ্যুদ্ধবায়াপি বক্ষ্যতে। "নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যগ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ" ইতি। কিন্তু সকামো ভক্তিযোগোঽপি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরিতিশব্দেনোচ্যতে ইতি দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যাবানিতি। উদপানে ইতি জাত্যা একবচনং উদপানেষু কূপেষু যাবানর্থ ইতি। কশ্চিৎ কূপঃ শৌচকর্ম্মার্থকঃ, কশ্চিৎ দন্তধাবনার্থকঃ, কশ্চিদ্বস্ত্রধাবনার্থকঃ, কশ্চিৎ কেশনির্মার্জ্জনার্থকঃ কশ্চিৎ স্নানার্থকঃ, কশ্চিৎ পানার্থক ইত্যেবং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষূদপানেষু যাবানর্থঃ যাবন্তি প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। সংপ্লুতোদকে মহাজলাশয়ে সরোবরেঽপি তাবানেবেত্যর্থঃ। তস্মিন্নেকস্মিন্নেব শৌচাদিকর্ম্মসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ তত্তৎকূপেষু বিরসজলেন সরোবরেষু সুরসজলেনৈবেত্যপি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তদ্দেবতারাধনেন যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্ত একস্য ভগবত আরাধনেন বিজানতো বিজ্ঞস্য ব্রাহ্মণস্যেতি, ব্রহ্ম বেদ বেত্তীতি ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ বেদজ্ঞস্যাপি বেদতাৎপর্য্যং ভক্তিং বিশেষতো জানতঃ। যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে, "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণস্পতিং"। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্। দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্বা, "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং" ইতি। মেঘাদ্যমিশ্রস্য সৌরকিরণস্য তীব্রত্বমিব ভক্তিযোগস্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বং তীব্রত্বং জ্ঞেয়ং। অত্র বহুভ্যো দেবেভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি বহুবুদ্ধিত্বমেব। একস্মাদ্ভগবত এব সর্ব্বকামসিদ্ধিরিত্যংশেনৈকবুদ্ধিত্বাদেকবুদ্ধিত্বমেব বিষয়সাদ্গুণ্যাজজ্ঞেয়ং। ৪৬

মিতভাষ্যম্ ঃ—ননু গুণাত্যয়েন বেদোক্তসর্ব্বকর্ম্মত্যাগে তত্তৎফলৈর্বঞ্চিতত্বাৎ পুমর্থো হীয়েত তত্রাহ যাবানিতি, সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মিন উদপানে কূপপল্বলাদিক্ষুদ্রজলাশয়ে যাবান্ অর্থঃ একৈকপ্রয়োজনং স্নানপানাদিঃ সিধ্যতি স্বল্পোদকে একৈকস্মিন্ সর্ব্বার্থাসিদ্ধেঃ, তাবান্ অর্থঃ নিখিলং প্রয়োজনং সংপ্লুতোদকে মহতি জলাশয়ে একস্মিন্নেব নদ্যাদৌ যথা সিধ্যতি, তথা সর্ব্বেষু বেদেষু যাবান্ অর্থঃ তত্তৎসাধনজন্যনানাবিধসুখরূপঃ প্রাপ্যতে তাবান্ নিখিলোঽর্থঃ বিজানতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং কুর্ব্বতঃ ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব, অমিতব্রহ্মসুখকণমাত্রত্বাৎ বিষয়সুখানাম্ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি" শ্রুতেরিত্যনন্তানন্দব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা গুণাতীতো ভব ইত্যর্থঃ। ৪৬

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

অন্বয়ঃ—তে 'তব' কর্ম্মণি 'কর্ম্মকরণে এব' অধিকারঃ 'প্রভুত্বমস্তি' ফলেষু 'অধিকারঃ' কদাচন 'কদাপি' মা 'নাস্তি' ত্বং কর্ম্মফলহেতুঃ 'কর্ম্মফলপ্রাপ্তেঃ কারণ' মাভূঃ 'ন ভব' অকর্ম্মণি 'কর্ম্মাকরণে' তে 'তব' সঙ্গঃ 'নিষ্ঠা' মা অস্তু 'ন ভবতু'। ৪৭

অনুবাদঃ—তোমার কর্ম্ম করিবারই সামর্থ্য আছে, ফল লাভ করিবার সামর্থ্য নাই, তুমি কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবার হেতু হইও না, তোমার কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তি যেন না হয়। ৪৭

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—তবচ কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারো ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং তেন তব তত্র চ কর্ম্ম কুর্ব্বতো মা ফলেঽধিকারোঽস্তু কর্ম্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়ামিত্যর্থঃ। যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ তদা কর্ম্মফলপ্রাপ্তের্হেতুঃ স্যাঃ, এবং মা কর্ম্মফলপ্রাপ্তে র্হেতুর্ভূঃ যদা হি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মনো হেতুর্ভবেৎ, যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণ্যকরণে প্রীতির্মাভূৎ। ৪৭

শ্রীধরঃ—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেত কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকার-স্তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামোমাস্তু। নন্‌ কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে

পুষ্পাঞ্জলিঃ—যদি বল বেদে বিবিধ কর্ম্মের অসংখ্য ফল নির্দ্দিষ্ট আছে সেগুলি উপেক্ষা করিয়া কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিলে সেই সকল সুখ হইতে ত বঞ্চিত হইব তাহাত উচিত নহে, এই জন্য বলিতেছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির যে অসীম আনন্দ হয় তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ প্রভৃতিতে হয় না কারণ আত্মদর্শন হইলে সাধকের হৃদয়ে যে অপরিমিত আনন্দের উপলব্ধি হয় তাহার তুলনায় বিষয়ানন্দ নিতান্তই নগণ্য, আর বেদান্ত-মতে ব্রহ্মানন্দের কণামাত্রই জাগতিক বস্তুসমূহে থাকে সুতরাং ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলেই সমগ্র বিষয়ানন্দ তাহাতেই পাওয়া যায়, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির আর কোন সুখের প্রয়োজন হয় না *। পুরাণেও দেখা যায় রাজর্ষি ভরত প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়াও অসীম ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের আশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলেন, তাই ভাগবত বলিয়াছেন—

"গ্রামাদ্ বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ। ৪৬

* "যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে" "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। শ্রুতি,

কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথা ভূতো মাভূঃ কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাদ্ ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু। ৪৭

বিশ্বনাথ:—একমেবার্জ্জুনং স্বপ্রিয়সখং লক্ষীকৃত্য জ্ঞানভক্তিকর্ম্মযোগানাচিখ্যাসু র্ভগবান্ জ্ঞানভক্তিযোগৌ প্রোচ্য তয়োরর্জ্জুনস্যানধিকারং বিমৃশ্য নিষ্কামকর্ম্মযোগমাহ কর্ম্মণীতি। মা ফলেষ্বিতি ফলাকাঙ্ক্ষিণোঽপি অত্যন্তাশুদ্ধচিত্তা ভবন্তি। ত্বন্তু প্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞাত্বৈবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু কর্ম্মণি কৃতে ফলমবশ্যং ভবিষ্যত্যেবেতি তত্রাহ। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ ফলকামনয়া হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ফলস্য হেতুরুৎ-পাদকো ভবতি, ত্বন্তু তাদৃশো মাভূরিত্যাশীর্ময়া দীয়ত ইত্যর্থঃ। অকর্ম্মণি স্বধর্ম্মাকরণে বিকর্ম্মণি পাপে বা সঙ্গস্তব মাস্তু কিন্তু ত্বেব এবাস্ত্বিতি পুনরপ্যাশীর্দীয়ত ইতি। অত্রাগ্রি-মাধ্যায়ে "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে" ইত্যর্জ্জুনোক্তিদর্শনাদত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বোক্তবাক্যানাং অবতারিকাভির্নতীব সঙ্গতির্বিবিৎসিতা ইতি জ্ঞেয়ং। কিন্তু তদাজ্ঞায়াং সারথ্যাদৌ যথাহং তিষ্ঠামি তথা ত্বমপি মদাজ্ঞায়াং তিষ্ঠেতি কৃষ্ণার্জ্জুনয়োর্মনোঽনুলাপো-ঽয়মত্র দ্রষ্টব্যঃ। ৪৭

মিতভাষ্যম্:—ননু সাম্প্রতং ত্রিগুণস্য মম বৈদিকেষু কর্ম্মস্বধিকারবত্ত্বাৎ কৃতে জ্যোতিষ্টোমাদৌ স্বর্গাদিঃ ফলং স্যাদেবেতি চেৎ তত্রাহ কর্ম্মণ্যেবেতি, কর্ম্মনুষ্ঠানএব তেঽধিকারঃ প্রভুত্বমস্তি ন ফলেষু, তেষাম্ ঈশ্বরায়ত্তত্বাৎ "একো বহূনাং যোবিদধাতি কামানি"তিশ্রুতেঃ, কদাচনেতি কদাপীত্যর্থঃ। ননু কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলাবশ্যম্ভাবনিয়মঃ কৃতে ভোজনে তৃপ্তিবৎ তত্রাহ মা কর্ম্মেতি, সতি হি ফলহেতৌ তৎপ্রাপ্তি স্তংতু কর্ম্মফলহেতুর্মাভূঃ, ফলাভিসন্ধিমানেব হি ভবতি ফলপ্রাপ্তৌ নিমিত্তং ত্বং তু নিরভি সন্ধির্ভবেতি ভাবঃ। ননু ফলাভাবে কিমন্তর্গড়ুনা কষ্টেন কর্ম্মণা? তত্রাহ তে অকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে সঙ্গো রাগো মাভূৎ নিষ্কামকর্ম্মণাং মোক্ষহেতুত্বাৎ, "ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" "পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্" ইত্যুক্তেরিতি ভাবঃ। নৈতাবতার্জ্জুনস্য শুদ্ধচিত্তত্বাৎ কর্ম্মণ্যেবাধিকারো ন জ্ঞানে ইতি ভ্রমিতব্যং, নহ্যশুদ্ধচিত্তস্য ভগবৎসখ্যসৌভাগ্যভাক্ত্বং পিনাকিপ্রীণনং বা যুজ্যতে, 'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানমি'তি জ্ঞানাধিকারস্য বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ। তথাত্বেচ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ন জ্ঞানেচ কদাচনেত্যেবাবক্ষ্যৎ, সুপক্কতঃ পচন এবাধিকারো ন ভোজনে ইতি বৎ, এবং হি শৈলী বক্তৄণাং যদ্বিধেয়ং ভণিত্বা নিষেধ্যং প্রতিষেধতীতি যথাত্রৈব মা ফলেষ্বিতীতি জ্ঞেয়ম্। ৪৭

পুষ্পাঞ্জলি:—এপর্য্যন্ত গ্রন্থে দেখান হইল যে নানাবিধ কাম্য কর্ম্মে ব্যাকুল হওয়া উচিত নহে পরন্তু নিষ্কাম কর্ম্মেই দৃঢ়নিষ্ঠ হওয়া উচিত, কারণ উপক্রমে তাহার কথাই

বলা হইয়াছে, এবং উপক্রমেরই পরাক্রম অধিক। যদি বল কোন ফলই যদি না হয় তবে সেরূপ কর্ম্ম করিব কেন? এই জন্য বলিতেছেন তোমার কর্ম্ম করিতেই অধিকার আছে ফলে অধিকার নাই, যদি বল কর্ম্ম করিলেইত ফল হইয়াই যাইবে তাহলে ফলে অধিকার থাকিবেনা কেন? এইজন্য বলিলেন কর্ম্মফলের হেতু হইওনা, অর্থাৎ কর্ম্ম করিলেই যে ফল হয় তাহা নহে, কন্তু ফলের কামনা থাকিলে তবে ফল হয়, তুমি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর, যদি বল তাহলে কর্ম্ম না করাইত ভাল, কারণ তাহলে আর কোন বিপদেরই সম্ভাবনা থাকে না, এইজন্য বলিতেছেন, তোমার কর্ম্ম না করাতে প্রবৃত্তি না হউক, অর্থাৎ যিনি অশুদ্ধচিত্ত তিনি নিষ্কাম কর্ম্মও যদি না করেন তাহলে তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই থাকে না, কারণ চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে জ্ঞান লাভ হয় না, এবং চিত্ত শুদ্ধির উপায়ই হইল নিষ্কাম কর্ম্ম, সেই নিষ্কাম কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধচিত্তে কি করিয়া জ্ঞান হইবে? অতএব নিষ্কাম হইয়া তপস্যা যজ্ঞ দান ও স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কারণ এগুলি মানুষকে পবিত্র করে। * এখানে তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে এই কথা বলায় ইহা মনে করা উচিত নহে যে অর্জ্জুনের জ্ঞানে অধিকার ছিলনা, কিন্তু সকাম কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন, এবং তাহা হইলে এই কথাই বলিতেন যে তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে কিন্তু জ্ঞানে অধিকার নাই, বক্তাদিগের এইরূপই নিয়ম যে, তাঁহারা বিধেয় বস্তুর উপদেশ করিয়া নিষেধ্য বস্তুর প্রতিবাদ করেন, যেমন বলা হয় পাচকের সুখাদ্য দ্রব্য পাক করিবারই অধিকার আছে, কিন্তু ইচ্ছামত ভোজন করিবার অধিকার নাই ইত্যাদি। এই জন্য পরে বলিবেন "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" ইত্যাদি। অর্থাৎ গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিয়া ও সেবা করিয়া সেই সকলের দ্বারা জ্ঞান লাভ কর। ৪৭

---

* যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ গীতা

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

অন্বয়ঃ—হে ধনঞ্জয়! 'ত্বং' যোগস্থঃ 'সমত্বযোগযুক্তঃ সন্' সঙ্গং 'কর্ত্তৃত্বাভিমানং' ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ 'ফলস্য লাভালাভয়োঃ' সমঃ 'হর্ষবিষাদশূন্যো' ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু, সমত্বং 'হর্ষবিষাদরাহিত্যং' যোগ উচ্যতে 'কথ্যতে'।

অনুবাদঃ—হে অর্জ্জুন! তুমি সমত্বরূপ যোগযুক্ত হইয়া কর্ত্তৃত্ব অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফল হউগ বা না হউগ উভয়েই সমান হইয়া অর্থাৎ আনন্দিত বা দুঃখিত না হইয়া কর্ম্ম কর, এইরূপ সমান হওয়াকেই যোগ বলা হয়। ৪৮

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যদি কর্ম্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম কথং তর্হি কর্ত্তব্যমিতুচ্যতে যোগস্থ ইতি। যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিস্তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে। ৪৮

শ্রীধরঃ—কিং তর্হি যোগস্থ ইতি, যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিঃ চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ। ৪৮

বিশ্বনাথঃ—নিষ্কামকর্ম্মণঃ প্রকারং শিক্ষয়তি যোগস্থ ইতি। তেন জয়াজয়য়োস্তুল্যবুদ্ধিঃ সন্ সংগ্রামমেব স্বধর্ম্মং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। অয়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগ এব জ্ঞানযোগত্বেন পরিণমতীতি। জ্ঞানযোগোঽপ্যেবং পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থার্থতাৎপর্য্যতাজ্জ্ঞেয়ঃ॥ ৪৮

মিতভাষ্যম্ঃ—মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূরিত্যুক্তম্, অনেন তদুপায়ং দর্শয়তি যোগস্থ ইতি, যোগ এতৎপদ্যোক্তং সমত্বং তত্র স্থিতঃ সন্ সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিমানং ত্যক্ত্বা তৎফলস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ লাভালাভয়োঃ সমো নির্ব্বিকারঃ হর্ষবিষাদশূন্য ইতি যাবৎ তথা ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু, "যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায়"তিরীত্যা কেবলং বিধিশ্রদ্ধয়া সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সম্যক্ আচরেত্যর্থঃ। যোগপদস্য চিত্তবৃত্তিনিরোধে প্রসিদ্ধেঃ অত্রত্যং যোগপদং ব্যাচষ্টে সমত্বমিতি, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারত্বমেব যোগ উচ্যতে কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈরিতি শেষঃ। এতদুক্তং ভবতি কর্ত্তৃত্বাভিমানবান্ ফলাভিসন্ধিমাংশ্চ ভবতি কর্ম্মফলহেতুঃ তত্ত্যাগেন কেবলং বিধিশ্রদ্ধয়া ভগবদারাধনরূপং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ফলৈর্ন বধ্যতে ইতি। যথা বৃত্তিনিরোধরূপা চিত্তস্য সাম্যাবস্থা যোগ উচ্যতে যোগৈস্তথা চিত্তস্য হর্ষবিষাদাভাবাৎ সমত্বং যোগ ইত্যুক্তমিতি বোধ্যম্। ৪৮

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—অর্থাৎ ফল হউক বা না হউক সেজন্য সুখী বা দুঃখী না হইয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য এই বোধে কর্ম্ম কর, আমি কার্য্য করিতেছি ইহার দ্বারা আমার উপকার হইবে এইরূপ আসক্তি থাকিলেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সুতরাং ঐরূপ আসক্তি-শূন্য হইয়া কাজ করিলে আর সুখ দুঃখ কিছুই হইবেনা, মনের অবস্থা সমানই থাকিবে, এই সমান অবস্থাকেই এখানে যোগ বলা হয় জানিবে। যেমন কোন ব্যক্তি একটি সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে, বাড়ীটি যদি নির্বিঘ্নে সুন্দর রূপে গঠিত হয় তাহ'লে মিস্ত্রীগণের তাহাতে কোন আনন্দই হয় না, এবং যদি কোন কারণে বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহ'লে তাঁহাদের দুঃখও হয় না, তাহার কারণ তাহারা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিলেও সর্ব্বদাই মনে রাখে এ বাড়ীটি আমার নহে অপরের বাড়ী, এবং তাঁহার ইচ্ছা মতই আমরা বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছি মাত্র, এইরূপে তাহাদের আসক্তি না থাকায় স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াও সুখ দুঃখ কিছুই হয় না, আর যিনি বাড়ীর মালিক তিনি হয়ত বিদেশে থাকেন বাড়ী চোখেও দেখেন নাই কিন্তু সর্ব্বদাই মনে করেন আমার একখানি সুন্দর বাড়ী হইতেছে তাহা হইতে আমি লাভবান হইব, অথবা পরিবার বর্গের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিব ইত্যাদি, সুতরাং সেই বাড়ীটি নির্বিঘ্নে প্রস্তুত হইয়াছে শুনিলেই তাঁহার আনন্দ হয়, আবার যদি শুনিতে পান যে দৈববশতঃ বাড়ীটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা থাকেনা, তিনি বাড়ীটি স্বহস্তে প্রস্তুত না করিলেও বা চোখে না দেখিলেও ঐ সুখ দুঃখের কারণই হইল তাঁহার আসক্তি। আর মিস্ত্রীগণের কিছুই হইল না তাহারা ঠিক থাকিল, তাহার কারণ তাহাদের অনাসক্তি, এই ঠিক থাকাকেই এখানে যোগ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ মনের নির্বিকার অবস্থাকেই যোগ বলা হয়, সুখ দুঃখও মনের বিকার; এই সুখ দুঃখ-শূন্য হওয়াই এখানে যোগ, এইরূপ যোগ-যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন। ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় !
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ—হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধিযোগাৎ 'পূর্ব্বোক্তবুদ্ধিপূর্ব্বকৃতাৎ কর্ম্মযোগাৎ' 'সকামং' কর্ম্ম দূরেণ অবরম্ 'অত্যন্তমপকৃষ্টম্ অতঃ বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ 'বুদ্ধিযোগমাশ্রয়স্ব' যে ফলহেতবঃ 'ফলাভিলাষিণঃ তে' কৃপণাঃ 'দীনাঃ'। ৪৯

অনুবাদঃ—হে অর্জ্জুন বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিপূর্ব্বককৃত কর্ম্মযোগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতএব ঐ বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় কর, যাহারা সকাম কর্ম্ম করিয়া ফলের হেতু হয় তাহারা কৃপণ অর্থাৎ হতভাগ্য। ৪৯

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মোক্তং এতস্মাৎ কর্ম্মণঃ দূরেণেতি। দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ অত্যন্তমেবহ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণো জন্মমরণাদিহেতুত্বাৎ, হে ধনঞ্জয় যত এবং ততঃ যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব পরমার্থজ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ। যতেঽহবরং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ৪৯

শ্রীধরঃ—কাম্যন্ত কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকাশাদন্তৎ স্বর্গাদিসাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণাবরমত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবঃ সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ, "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯

মিতভাষ্যম্ঃ—ননু সকামাৎ কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তেঃ ফলস্যচ ইষ্টত্বাৎ কথং তত্ত্যাগেন নিস্ফলং নিষ্কামমেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তত্রাহ দূরেণেতি, বুদ্ধিযোগাৎ পূর্ব্বোক্তব্যবসায়বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ ন সমত্ববুদ্ধিযোগাৎ ভগবতা সমত্বস্য বুদ্ধিযোগত্বানভিধানাৎ, 'যোগে ত্বিমাং শৃণু বুদ্ধ্যাযুক্তো যয়ে'তি কর্ম্মযোগবুদ্ধেরভিধানাৎ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরিত্যুক্তেশ্চ তাদৃশবুদ্ধিপূর্ব্বকৃতকর্ম্মযোগস্যৈবাত্র বুদ্ধিযোগপদেন বিবক্ষিতত্বাৎ, সকামং কর্ম্ম দূরেণাবরং নিতরাং নিকৃষ্টং, নিষ্কামকর্ম্মণাং মহাফলমোক্ষদাতৃত্বাৎ, সকামকর্ম্মণাং চ পুত্রবিত্তাদিক্ষুদ্রফলার্পণেন বন্ধহেতুত্বাদিতি ভাবঃ। নিষ্কামকর্ম্মণাং মোক্ষদাতৃত্বং "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হী"ত্যত্র বক্ষ্যতি। অতঃ বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ ব্যবসায়বুদ্ধিম্ আশ্রয়স্ব তস্যাএব প্রকরণাৎ অপ্রকরণাচ্চ সাংখ্যবুদ্ধেঃ। অত্র পূর্ব্বাপরয়োঃ সকামকর্ম্মণো নিন্দনাৎ বুদ্ধিযুক্তকর্ম্মণঃ

শ্রেষ্ঠত্বকীর্ত্তনাচ্চ বুদ্ধাবিতি বুদ্ধিপদং নিরক্তব্যবসায়বুদ্ধিপরমেব বোধ্যম্। বুদ্ধাবিতি দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী সুপাং সুবিত্যনুশাসনাৎ। যে পুনঃ ফলহেতবঃ ফলপ্রাপ্তয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তঃ তে কৃপণাঃ দীনাঃ, তথাচ শ্রুতিঃ "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা ঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ" ইতি, যথা কৃপণা মহতা কষ্টেন ধনমর্জ্জয়ন্তঃ তৎপ্রাপ্তিসুখমেব ক্ষুদ্রমশ্নুবতে ন তৎসাধ্যং যানবাহনবসনাশনাদিসুখং মহৎ ফলং, তথা মহতা কষ্টেন কর্ম্মকুর্ব্বন্তঃ পুত্রবিত্তাদিতত্তৎক্ষুদ্রসুখমেব লভন্তে ন পরমং মোক্ষানন্দম্ ইতি। ৪৯

পুষ্পাঞ্জলিঃ—পূর্ব্বে যে অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বর-সেবারূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার কথা বলা হইল, ব্যবসায়বুদ্ধিপূর্ব্বক ঐরূপ যে কর্ম্মযোগ করা হয় তাহাকেই এখানে বুদ্ধিযোগ বলা হইয়াছে, এই নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম অনেকদূর নিম্নস্তরের বস্তু, অতএব ঐরূপ ব্যবসায় বুদ্ধিকে অবলম্বন কর. যাঁহারা মনে করেন কর্ম্ম করিয়া যদি ফলই না পাই তবে আর কি জন্য কর্ম্ম করিব, এই মনে করিয়া ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হন, ভগবান তাঁহাদিগকে কৃপণ বলিলেন, অর্থাৎ কৃপণ যেমন বহুকষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে না, অর্থাৎ ধনের ফলই হইল পূজা পার্ব্বণ যাগ দান ও জনহিতকর বিবিধ সদনুষ্ঠান করা, এই সকল উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া এবং আত্মীয়গণকেও কষ্ট দিয়া যাহারা কেবল যক্ষের মত অর্থ রক্ষা করিয়াই তৃপ্তিবোধ করে, এমন কি নিজেও ভোগ করে না তাহদিগকে লোকে কৃপণ বলে, এই কৃপণগণ অতি হতভাগ্য। সেইরূপ যাহারা বহুকষ্টে যজ্ঞাদি সৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থে মুগ্ধ হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহারা কর্ম্মের উপযুক্ত ফল যে—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া পরম শান্তিময় নিত্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র বিষয়-ভোগের মোহে মুগ্ধ হইয়া আসল ফল হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং তাহারা কৃপণের মত হতভাগ্য, বেদ এই কথাই বুঝাইয়া দিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ মোক্ষপ্রাপ্তির উৎকৃষ্ট উপায় এই মানব দেহ পাইয়া যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়াই জগৎ হইতে বিদায় লয়, তবে সে ব্যক্তি কৃপণ অর্থাৎ হতভাগ্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"যঃ প্রাপ্য মানুষং দেহং মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ।"

অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিবার দ্বারের মত এই মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়া যিনি পশুপক্ষীর মত স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি লইয়াই সংসারে মগ্ন হইয়া থাকেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আরূঢ়চ্যুত বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ তিনি অনেক দুর উচ্চে আরোহণ করিয়া আবার পড়িয়া গেলেন। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া মানব জীবন সার্থক কর ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিযুক্তঃ 'বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতকর্ম্মযোগযুক্তো জনঃ' ইহ 'জন্মনি' উভে সুকৃতদুষ্কৃতে 'পুণ্যপাপে' জহাতি 'ত্যজতি' তস্মাদ্ধেতোঃ যোগায় 'নিষ্কামকর্ম্মণে' যুজ্যস্ব 'যতস্ব', কর্ম্মসু মধ্যে যোগঃ 'নিষ্কামংকর্ম্ম' কৌশলং 'শুভম্'। ৫০

অনুবাদঃ—যিনি পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্মযোগ করেন তিনি এই জন্মেই পুণ্য ও পাপ এই দুইটিকেই ত্যাগ করেন, সেইহেতু তুমি যোগ অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্ম করিবার জন্য যত্ন কর, কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মই শুভ। ৫০

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ জহাতি পরিত্যজতি ইহাস্মিন্ লোকে উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যোগোহি কর্ম্মসু কৌশলং কুশলভাবস্তদ্ধি কৌশলং যদ্বন্ধনস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবাৎ নিবর্ত্তন্তে তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্। ৫০

শ্রীধরঃ—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং, তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন ত্যজতি তস্মাৎ তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদকচাতুর্য্যং স এব যোগঃ। ৫০

বিশ্বনাথঃ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি, যোগায় উক্তলক্ষণায়, যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যতঃ কর্ম্মসু সকামনিষ্কামেষু মধ্যে যোগ এব উদাসীনত্বেন কর্ম্মকরণমেব কৌশলং নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ। ৫০

মিতভাষ্যম্ঃ—ব্যবসায়বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতকর্ম্মযোগস্য ফলমাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি, ব্যবসায়বুদ্ধিকৃতকর্ম্মযোগযুক্তো জনঃ, ন সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ইত্যুক্তম্, ইহৈব জন্মনি সুকৃতদুষ্কৃতে সুখদুঃখপ্রাপকে বন্ধহেতুভূতে দ্বিবিধে অপি কর্ম্মণী পুণ্যপাপাত্মকে জহাতি ত্যজতি ব্যবসায়বুদ্ধিকৃতকর্ম্মণামখিলকর্ম্মক্ষয়করত্বাৎ, তদুক্তং ভাগবতে—

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্ বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈ"রিতি
তথা—এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে"॥ ইতি
বক্ষ্যতি চোপরিষ্টাৎ "যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" ইতি

তস্মাৎ বিনাপি জ্ঞানং নিরুক্তকর্ম্মণামেব সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়করত্বাৎ যোগায় নিষ্কামকর্ম্মযোগায়

যুজ্যস্ব যতস্ব, কর্ম্মসু মধ্যে যোগঃ নিষ্কামকর্ম্মৈব কৌশলং কুশলমেব কৌশলং শুভং নিরতিশয়শুভমোক্ষহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। ৫০

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি পুণ্য ও পাপ দুইটিকেই ত্যাগ করে, সেই হেতু যোগের জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার জন্য যত্নবান্ হও, কর্ম্মের মধ্যে যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মই হইল শুভ অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় মোক্ষের হেতু। অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য এইরূপ ব্যবসায়-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যিনি কর্ম্ম করেন, নিজের কোন স্বার্থের জন্য কর্ম্ম করেন না তিনি সেই কর্ম্মের প্রভাবে সমস্ত পাপ পুণ্য হইতেই মুক্ত হন। অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য এই দুইটিই হইল জীবের দৃঢ় বন্ধন, এইজন্যই বাধ্য হইয়া নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং তজ্জন্য অশেষ দুর্গতি-ভোগও করিতে হয়, অথচ জীব এই দুইটি হইতে কোনরূপে মুক্তও হইতে পারেনা, কারণ একবার মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে বহু পাপ-পুণ্য করিয়া ফেলে, অন্য কোন প্রাণীতে জন্মিলে কিন্তু তাহা হয় না, কারণ মানুষ-দেহই কর্ম্মদেহ অন্য দেহগুলি ভোগদেহমাত্র, অর্থাৎ মনুষ্যদেহে যে সকল কর্ম্ম করা যায় তাহা শুভই হউক আর অশুভ হউক সে গুলিকে ভোগ করিবার জন্যই দেবতা হইয়া বা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা এমনকি পর্ব্বত হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। অতএব সেইগুলি হইল কেবল ভোগদেহ, কর্ম্মদেহ নহে, সেই জন্য পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী কোন পাপকার্য্য করিলে দুর্গতি-ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু মানুষদেহ কর্ম্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই, সেইজন্য মানুষ শাস্ত্রবিরুদ্ধ একটি পদক্ষেপ করিলে বা দৃষ্টি করিলেও তাহার পাপ হয়; এবং এক জীবনের কৃত পাপ বহু জন্ম ধরিয়া তাহাকে ভোগ করিতে হয়। ইহা অবশ্যই জানিবেন যে ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রাণী আছে ঐ সমস্ত প্রাণীই মনুষ্যজীবনের কৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, এই মানুষ দেহই হইল অতি সাজ্যাতিক দেহ। এই জীবনের কৃত কর্ম্মের ফলে মানুষ ভগবান্ও হইতে পারে, আবার পশু পক্ষী তৃণ লতা পর্ব্বত প্রভৃতিও হইতে পারে। একবার পর্ব্বত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে কত হাজার হাজার বৎসর সেই দেহে থাকিতে হইবে ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এইরূপ পুণ্যকেও বন্ধন বলা হইয়াছে, যদি বলেন পুণ্য হইতে ত সুখ হয়, তাহাকে বন্ধন বলা হইল কেন? তাহার কারণ লোহার শৃঙ্খলে বন্ধন করিলে যেমন কষ্ট হয় সোনার শৃঙ্খলে বন্ধন করিলেও সেইরূপ কষ্টই হইয়া থাকে, কষ্টের কোন ইতর বিশেষ হয় না, পুত্রশোক বা রোগ ইত্যাদি হইলে রাজারও যেমন কষ্ট হয়, অতি দরিদ্রেরও সেইরূপ কষ্টই হইয়া থাকে, ইহাতে রাজা প্রজা কোন তারতম্য নাই। এমন কি শাস্ত্রে দেখিতে পাই দেবগণও মধ্যে মধ্যে অসুরের অত্যাচারে দারুণ কষ্ট লাঞ্ছনা ও গুরুতর অপমান ভোগ করিয়া থাকেন, সুতরাং সেখানেও নিস্তার নাই। অর্থাৎ পুণ্যবশতঃ উৎকৃষ্ট দেহপ্রাপ্ত

হইলেও পূর্ব্বকর্ম্মবশতঃ দুঃখ হইয়াই থাকে। পাঠক! এখন বুঝিলেন ত পুণ্যকে কেন বন্ধন বলা হইয়াছে। তাই বেদ বলিয়াছেন—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" অর্থাৎ শরীর-যুক্ত হইয়া থাকিলে তাহার সুখ দুঃখের বিচ্ছেদ হয় না। অর্থাৎ শরীর হইলে সুখ দুঃখ হইবেই, এই জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—

"ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি"।

অর্থাৎ জীব কোন সৌভাগ্যবশতঃ যদি একবারি হরিপাদপদ্মের সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয় লইতে পারে তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া সুস্থচিত্তে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরম শান্তি লাভ করে, তাহার নিকট হইতে মৃত্যু দূর হইয়া যায় অর্থাৎ কখনও কোন ভয়ের সম্ভাবনাও থাকেনা। এইজন্য এই ভীষণ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে জীবগণকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য করুণাময় জগদ্‌গুরু স্বয়ং তাহার উপায় বলিয়া দিতেছেন—"তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব" পাঠক! যদি কর্ম্মবন্ধনরূপ মহাশত্রু হইতে নিজেকে বাঁচাইতে চান তবে আপনার পরম বন্ধুর অমৃতময় এই মহামন্ত্রটিকে নিরন্তর হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখুন, নিশ্চয় কৃতার্থ হইবেন কোন সন্দেহ নাই।

কোন অনাদি যুগ হইতে পাপ ও পুণ্যের স্রোত চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, ইহাকে শেষ করিবার একটি উপায় হইল যোগ, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ অর্থাৎ কর্ম্মের কোন ফল হউক বা না হউক সেজন্য সুখী বা দুঃখী না হইয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্ম করিয়া গেলে আর উহা হইতে কোন বন্ধন হইবে না। আমাদের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভগবান্ দয়া করিয়া বিশ্ববাসীকে এই উপদেশ দিলেন।

ইহা শুনিতে বেশ ভাল লাগিল বটে, কিন্তু ইহাকে কাজে লাগান বড়ই দুষ্কর। ভগবান্ রামচন্দ্র জগৎকে এই কর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই অবশ্য-কর্ত্তব্য রাজকার্য্য-প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিজের সুকোমল হৃৎপিণ্ডখানিকে স্বহস্তে উৎপাটন করিয়া প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে আহুতি দান করিয়াছিলেন,—প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা সীতাকে চিরতরে নির্ব্বাসিতা করিয়াছিলেন। দানবীর কর্ণ অতিথি-সেবার জন্য স্বহস্তে পুত্রের শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তাই বলি "তুলো দেখ্‌তে নরম ধুন্‌তে লবে জান"। কিন্তু আমাদিগকে ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে নিরাশ হইলে চলিবে না এইরূপ নির্ব্বিকার হইয়া কেবল ঈশ্বর আরাধনারূপ কর্ম্ম করিয়া গেলে কর্ম্মের কোন দোষই থাকে না—কর্ম্ম বিশুদ্ধ হয়, অতএব যে কর্ম্ম চিরকালই অমঙ্গলময় হইয়া আসিয়াছে সেও আজ ভগবানের উপদেশে বিশুদ্ধ হইয়া মহামঙ্গলময় হইবে, যে কর্ম্ম ছিল চিরশত্রু, সেও আজ ভগবৎকৃপায় হইবে মহাবন্ধু, যেমন অসংস্কৃত পারদ অতি অল্পও দেহে প্রবিষ্ট হইলে লোকের মহাশত্রু হইয়া উঠে, কিন্তু সেই পারদকেই চিকিৎসকগণ যখন

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিযুক্তাঃ 'পূর্ব্বোক্তবুদ্ধ্যা নিষ্কামকর্ম্মযোগযুক্তাঃ' কর্ম্মজং 'কর্ম্মজন্যং' ফলং 'স্বর্গাদিকং' ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ 'আত্মদর্শনবন্তঃ সন্তঃ' জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ 'জন্মরূপবন্ধেন মুক্তাঃ' হি নিশ্চয়ং অনাময়ং 'জরামরণাদিসর্ব্বোপদ্রবশূন্যং' পদং 'স্থানং' বৈকুণ্ঠং' গচ্ছন্তি। ৫১

অনুবাদ:—যাঁহারা ব্যবসায়বুদ্ধিপূর্ব্বক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ করেন তাঁহারা কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ফল ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শী হইয়া, জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয় জরামৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত উপদ্রব-শূন্য স্থানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ৫১

শঙ্করভাষ্যম্:—যস্মাৎ কর্ম্মজমিতি, কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কর্ম্মজং ফলং কর্ম্মভ্যো জাতং, বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তো হি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনোভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ জীবন্ত এব জন্মবন্ধাদ্ বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমং বিষ্ণোর্ভোগাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ। অথবা "বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" ইত্যারভ্য পরমার্থদর্শনলক্ষণৈব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়া কর্ম্মযোগজা সত্ত্বশুদ্ধি দর্শিতা সাক্ষাৎ সুকৃতদুষ্কৃতপ্রহাণাদিহেতুত্বশ্রবণাৎ। ৫১

শ্রীধর:—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি। ৫১

নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা সংস্কার করিয়া লন, তখন তাহা মকরধ্বজে পরিণত হইয়া দেহের হিতকর মহাবন্ধুরূপে মুমূর্ষু রোগীকেও মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া দেয়। সেইরূপ এখানেও ভবরোগের সুচিকিৎসক শ্রীভগবান্ কর্ম্মকে সংস্কার করিয়া লইয়া মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অমৃতের সন্ধান পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। * তখন বিশুদ্ধ কর্ম্ম অতি মলিন চিত্তকেও সুনির্ম্মল করিয়া দিয়া সেই চিত্তরূপ দর্পণের সাহায্যে দেখাইয়া দিবে নিত্য নূতন চিরসুন্দর ভুবনমোহন ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপখানিকে, তখন সাধক চির আকাঙ্খিত আনন্দকন্দকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবেন। সজ্জন পাঠকবর্গ! আপনারাও ভগবানের উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিয়া তাহা হইতে অমৃতের আস্বাদন পাইয়া ধন্য হউন॥ ৫০

---

* আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্। এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ। ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
শ্রীমদ্ ভাগবত।

মিতভাষ্যম্—ন কেবলং নিখিলপুণ্যপাপক্ষয় এব ব্যবসায়বুদ্ধিকৃতনিষ্কামকর্ম্মণাঃ ফলং কিন্তু মোক্ষোঽপীত্যাহ কর্ম্মজমিতি, বুদ্ধিযুক্তাঃ ব্যবসায়বুদ্ধিকৃতনিষ্কামকর্ম্মযুক্তাঃ কর্ম্মজং ফলং স্বর্গাদিকং ত্যক্ত্বা ভগবদারাধনরূপং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তঃ ধ্যানবৎ কর্ম্মণৈব পূর্ব্বোক্তপাপকর্ম্মক্ষয়াৎ শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ বিনৈব সন্ন্যাসং তত্ত্বমস্যাদ্যভ্যাসং চ জনকাদিং প্রতি বাস্তবক্ষ্যাদিবৎ মহতাং কৃপয়া "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইত্যক্তেঃ ভগবৎকৃপয়া বা লব্ধাত্মসাক্ষাৎকারা ভূত্বা জন্মরূপবন্ধেন বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং জন্মমরণাদিসর্ব্বোপদ্রবশূন্যং পদং স্থানং ব্রহ্মলোকাখ্যং মম ধাম গচ্ছন্তি, "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে" ইতি শ্রুতিভ্যাম্,

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে"
"যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"
"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্" ॥

ইতি বক্ষ্যমাণেভ্যশ্চ। অত্র সাংখ্যপ্রাপ্যমেব স্থানং কর্ম্মিপ্রাপ্যত্বেন স্পষ্টমুক্তম্। ধ্যানাদিবৎ কর্ম্মণোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ জ্ঞানহেতুত্বং ভগবতাঽপি বক্ষ্যতে—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেনচাপরে" ॥ ইতি,

বক্ষ্যতিচ নিত্যাগ্নিহোত্রিণং ভূরিশ্রবসং প্রতি ভগবান্—

"যে লোকা মম বিমলাঃ সকৃদ্ বিভাতা ব্রহ্মাদ্যৈঃ সুরবৃষভৈরপীষ্যমাণাঃ।
তান্ লোকান্ ব্রজ সততাগ্নিহোত্রযাজিন্ মত্তুল্যো ভব গরুড়োত্তমাঙ্গযানঃ" ॥ ইতি

অত্র ব্রহ্মলোকঃ পরব্রহ্মধামৈব ন সত্যলোকো হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিতঃ, ন হি স্বধামৈব স্বেনেষ্যমাণং ভবতি, সকৃদ্বিভাতশ্চ পরব্রহ্মলোকএব "সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোক" ইতি শ্রুতেঃ, গরুড়যানেনচ পরমেশ্বরলোকগতিরেবোচ্যতে, সততাগ্নিহোত্রযাজিন্নিতি চ হেতুগর্ভবিশেষণং, তেন নিষ্কামকর্ম্মণা মুক্তস্য পরমেশ্বরলোকগতিঃ প্রাপ্যতে। শ্রুতিশ্চ যাবজ্জীবকর্ম্মাচরণং বিধত্তে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা" ইতি, অনাময়ং পদং চ তদ্ধামৈব ন সত্যলোকঃ সত্যলোকাদপি পতনদর্শনাৎ "আব্রহ্মভবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনেতি" বক্ষ্যমাণাৎ। পরব্রহ্মলোকস্য চ অনাময়ত্বং দর্শিতং শ্রুতৌ "ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে ঽপহতপাপ্মাহ্যেষ ব্রহ্মলোক" ইতি অপহতপাপ্মত্বং চ পরব্রহ্মণএব, এষ আত্মা ঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোক" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ব্রহ্মলোকগতস্যাবৃত্তিপ্রতিষেধো

"ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি। উপকোসলস্য প্রাপ্তাত্মবিদ্যস্য আচার্য্যাদ্ ব্রহ্মলোকগত্যুপদেশশ্রুতেশ্চ "আচার্য্যস্তে গতিং বক্তে"তি। শাস্ত্রেচাস্মিন্ সর্ব্বত্র পরমেশ্বরধামগতিরেবোচ্যতে ইত্যুক্তম্। অত্রচ পদ্যে মুক্তানাং নিরাময়ব্রহ্মলোকগতির্নিষ্কাম-কর্ম্মণঃ ফলং কথ্যতে। মনুরপ্যাহ

"নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বং তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ ইতি,

পাঞ্চভৌতিকং জগদতিক্রামতি পরব্রহ্মলোকং যাতীতি যাবৎ। শ্রুতিশ্চ প্রজাপতিলোকাদ্ ভেদেন ব্রহ্মলোকমাহ—"স এনং দেবযানং পন্থানমাসাদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতীত্যুপক্রম্য স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকমিতি" "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে" ইতি স্মৃতিশ্চাধিকারিকাণাং মন্বাদীনামেব প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভেণ সাকং পরমপদপ্রাপ্তিমাহ ন দেবযানপথেন গন্তৃণাং মুক্তানাম্, সূত্রংচ পারমর্ষং "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণামি"তি বিবৃতং সূত্রভাষ্যে। "নাস্যে- দের্বৈস্তপসা কর্ম্মণা বেতি" শ্রুতিশ্চ সকামকর্ম্মপরেত্যুক্তং প্রাগেবেতি। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি চ সমাধৌ ব্রহ্মপ্রাপ্তিপরং পশ্চাৎ "অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণ" ইতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মলোকগত্যভিধানাৎ, ভাগবতে চ বিদুরোদ্ধবসংবাদে ভগবৎ-স্মরণাদুদ্ধবস্য সমাধৌ ভগবল্লোকপ্রাপ্তিমুক্ত্বা ব্যুত্থানে দেহানুসন্ধানং বর্ণিতম্, "শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগত" ইতি। স্বয়ম্ভুবশ্চ স্বলোকস্থস্যৈব সমাধৌ ভগবল্লোকদর্শনমুক্তম্। এবমেব শ্রুতাবুক্তং "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতো-ঽসী"তি। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি শ্রুতিশ্চ জীবাত্মন্যেব সংসজ্য তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়াণি ন তত উৎক্রামন্তীত্যভিধত্তে ন দেহাদুৎ-ক্রান্তিং তেষাং প্রতিষেধতি, তদুক্তং সূত্রকৃতা "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টোহ্যে-কেষামিতি"। ৫১

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ শাস্ত্রে যে কর্ম্মের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ত্যাগ করিয়া যিনি কেবল ভগবদারাধনারূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যান তিনি সেই কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া ভগবৎকৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। অর্থাৎ পাপ অধিক থাকিলে মন অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হয়, এবং উচ্ছৃঙ্খল্ মন অশিক্ষিত অশ্বের মত মানুষকে অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত করিয়া তোলে, যেমন অশিক্ষিত অশ্বে আরোহণ করিলে আরোহীর পদে পদে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা হয়, এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে, সেইরূপ মানুষ উচ্ছৃঙ্খল মন লইয়া কর্ম্ম করিলে সেই মন ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতে থাকে, এবং জীব সেই সকল কর্ম্মবশতঃ বহু দুর্গতি

ভোগ করিতে বাধ্য হয়। * কিন্তু যদি শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসারে সতর্ক থাকিয়া সাধনার দ্বারা ঐ মনকে বশীভূত করিতে পারা যায় তাহলে সেই সুসংযত মনের দ্বারা নিরন্তর ভগবদুপাসনায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানব নিজের জীবনকে সার্থক করিতে সক্ষম হয়, যেমন দুরন্ত অশ্বকে সুশিক্ষিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে তাহা হইতে আর কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না, বরং বিশেষ উপকারই পাওয়া যায়, সেইরূপ জানিবেন। ✠ সেইজন্য করুণাময় ভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া মনীষী হইতে অর্থাৎ আত্মদর্শী হইতে জীবগণকে উপদেশ দিলেন। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইঁহাকে জীবন্মুক্ত বলেন অর্থাৎ তিনি জীবিত অবস্থাতেই সমস্ত বাসনা হইতে মুক্ত হন সুতরাং দেহাত্মবোধও থাকে না, অতএব কোন দুঃখও হয় না, এইজন্য তাঁহারা ইঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকেন। † কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে জীবন্মুক্তি বলিয়া কোন কথা নাই, কারণ বেদান্তে বলা হইয়াছে জীব সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইবার পর আরব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয় হইলে হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া সুষুম্না পথে মস্তকে গিয়া থাকেন, সেখান হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জগতের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মে এক হইয়া যান। চিরকালের জন্য দেহ-বন্ধন হইতে আত্মার যে নিষ্ক্রমণ তাহাই মুক্তি। সুতরাং জীবিত অবস্থায় মুক্তি হইতেই পারে না। এইজন্য শ্রুতিতে বা বেদান্ত দর্শনে জীবন্মুক্তি শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যগণ বা যোগাচার্য্যগণ জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া গীতা শাস্ত্রে সাংখ্যযোগ-প্রকরণে জীবন্মুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন "স এবং বিদ্বান্ অস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধমুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ।" অর্থাৎ বামদেব মুনি এইরূপে আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া এই দেহ নাশ হওয়ার পর দেহ হইতে নির্গত হইয়া স্বর্গে সমস্ত কাম্য-বস্তু পাইয়া অমৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। এবং পরে আছে "অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্য" অর্থাৎ এই জগত হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া, অন্যশ্রুতিতে আছে "তস্মৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম" অর্থাৎ সেই জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, আরও শ্রুতি বলিতেছেন "শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" অর্থাৎ হৃদয়ের

---

* যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ। ইতি শ্রুতি।

† "যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।" শ্রুতি

† নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্। নির্ম্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্ব্বৈস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥' মহাভারত

একশত একটি নাড়ী আছে তাহাদের মধ্যে একটি (সুষুম্না) মস্তকে গিয়াছে, সেই নাড়ী দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যান। অন্য শ্রুতিতে আছে "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" অর্থাৎ যিনি সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও তাঁহার ততদিনই বিলম্ব হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইতে বিলম্ব হয়, যতদিন তিনি দেহ হইতে মুক্ত না হন, কারণ পরে বলা হইয়াছে 'অথ সম্পৎস্যে' তাহার পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহার দ্বারা বুঝাগেল যে জীবন্মুক্তি শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। অপর শ্রুতি বলিতেছেন "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিসংপদ্যতে" অর্থাৎ জীব এই শরীর হইতে নির্গত হইয়া পরম জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের নিকটে যাইয়া স্বরূপে পরিণত হন। বেদ ইহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন যে, যেমন একটি প্রশস্ত পথ একগ্রাম হইতে অপর গ্রামে গিয়া থাকে সেইরূপ সূর্য্যলোক হইতে সূর্য্যরশ্মিগুলি পৃথিবীতেও আসিয়াছে আবার ঊর্দ্ধলোকেও গিয়াছে। মহাত্মা সাধক মৃত্যুকালে প্রণব উচ্চারণ করিয়া যখনই সূর্য্যলোকে মনোনিবেশ করেন তখনই শরীর হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সূর্য্য-লোকে গমন করেন ইহাই জ্ঞানিগণের পথ, আর যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন না তাঁহাদের এ পথ অবরুদ্ধ থাকে। সেখান হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন। চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। সেখানে এক অপ্রাকৃত পুরুষ আছেন, তিনি মুক্ত পুরুষগণকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যান। অর্থাৎ ভগবানই অপ্রাকৃত রূপ ধরিয়া বিদ্যুৎলোকে থাকেন তিনি আদর করিয়া ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাকেই দেবযান-পথ বা ব্রহ্ম-পথ বলে। যাঁহারা এই পথে গমন করেন তাহারা আর মনুষ্যলোকে আসেন না অর্থাৎ তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করেন না। ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

"তদ্যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং চৈবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং চ" "অথ যত্রৈতস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরের রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে সওমিতি বাহোদ্বামীয়তে স যাবৎ ক্ষিপেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি এতদ্বৈ লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্। "আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" "অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তোময়ৈব। তেন ধীরা অপিযন্তি স্বর্গং লোকমিত ঊর্দ্ধং বিমুক্তাঃ।"

এইরূপ আরও অনেক শ্রুতি আছে, পাঠক মহাশয় অকপট-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন সকল শ্রুতিই সরলভাবে বলিতেছেন সিদ্ধ পুরুষের সূক্ষ্ম আত্মা দেহ হইতে মুক্ত

হইয়া সূর্য্যরশ্মিদ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন এবং তিনি আর এজগতে আসেন না। আর তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অন্য দেহে গমন করে না, এই জীবাত্মাতেই সংলগ্ন হইয়া থাকে, এই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ব্রহ্মলোকের নিকটে গিয়া ইন্দ্রিয়গণ জীব হইতে বিছিন্ন হইয়া নিজ নিজ কারণে চলিয়া যায়। * গীতার এই শ্লোকেও ভগবান বলিলেন জীবগণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিরাপদ্ স্থানে গমন করেন, পরেও বলিবেন "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" "নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ" অর্থাৎ যেখানে যাইলে আর ফিরিতে হয় না তাহাই আমার পরম ধাম, তাহার পর আমাকে সম্যকরূপে অবগত হইয়া দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তুমি এই জগতের উর্দ্ধে আমাতেই বাস করিবে। আরও বলিবেন যিনি প্রণব উচ্চারণ করিয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করেন তিনি পরম গতি লাভ করেন। অতএব ভগবানও বলিতেছেন সাধক দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বেদও ইহাই বলিয়াছেন "বিশতে ব্রহ্মধাম"। অতএব সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে জীবের উর্দ্ধগতি হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও লীলা সম্বরণের পর স্বর্গলোক হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন ইহা মহাভারতে আছে। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্র-মিতভাষ্যে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি। অতএব কেহ কেহ যে বলেন "ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেহাদি জগৎ পর্য্যন্ত সমস্তই লয় হইয়া যায় এবং দেহরূপ উপাধি লয় হওয়ায় ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লয় হয় সেইরূপ এই স্থানেই জীব ব্রহ্মে লীন হইয়া যান।" ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, বেদান্ত গীতা ও ব্রহ্মসূত্রে এরূপ কোন কথাই নাই। কেবল বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐরূপ কথা দেখিতে পাই † বৌদ্ধগণ বলেন তাঁহাদের সম্মত জ্ঞান হইলে মায়া হইতে উৎপন্ন এই জগৎরূপ উপদ্রব সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায় তখন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রবাহ চলিতে থাকে, ইহাই তাঁহাদের মোক্ষ। অতএব এরূপ মুক্তিকে বৌদ্ধ-মুক্তি বলা যাইতে পারে, কিন্তু বেদান্তের মুক্তি বলা কখনই উচিত নহে।

বিবেচনাঃ—এখানে ভগবান্ দয়া করিয়া সংক্ষেপে নিষ্কাম কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, এবং নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইলে আত্মদর্শন করিয়া যে মুক্তিলাভ করা

---

* "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু" শ্রুতি

† প্রাগুক্তভাবনাপ্রচয়বলাৎ নিখিলবাসনোচ্ছেদে বিগলিতবিবিধবিষয়াকারোপপ্লববিশুদ্ধ-বিজ্ঞানোদয়োমহোদয়ঃ" বিজ্ঞানবাদ প্রকরণে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।
বাহ্যাধ্যাত্মিকহেতুপনিবন্ধপ্রত্যয়োপনিবন্ধনিরোধং তদনন্তরং বিমলজ্ঞানোদয়ো বা মুক্তিঃ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

যায় ইহাও বলিলেন, ধ্যানের দ্বারা বা যোগের দ্বারা যেমন আত্মদর্শন করা যায় সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাও আত্মদর্শন হইয়া থাকে, কিছুপরে ভগবান্ই বলিবেন—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে"॥

অর্থাৎ কেহ কেহ—সন্ন্যাসী বৈদান্তিকগণ ধ্যানের দ্বারা মন দিয়া হৃদয়ে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, অন্য সাধকগণ অর্থাৎ যোগিগণ সাংখ্য-যোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, এবং আর এক সম্প্রদায় অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এই শ্লোকের দ্বারা ধ্যান ও যোগের মত কর্ম্মকেও স্বতন্ত্রভাবে আত্মদর্শনের হেতু বলিয়া স্পষ্ট করিয়া বলা হইল দেখিবেন। অতএব সন্ন্যাস ও বেদান্ত বিচার প্রভৃতির কোন অপেক্ষা না করিয়াই কর্ম্মযোগী আত্মদর্শন করিয়া থাকেন ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের অনন্যসাধারণ মহিমা, পরে ভগবান্ই বলিবেন—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ"

অর্থাৎ জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ কেবল কর্ম্মদ্বারাই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই প্রকরণে সন্ন্যাস প্রভৃতির কোন উল্লেখই করা হয় নাই জানিবেন।

কিন্তু কর্ম্মমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন বিশ্বজিৎ প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা যে স্বর্গ হয়, সে স্বর্গ ইন্দ্রাদিলোক নহে কিন্তু অক্ষয়সুখস্বরূপ, এবিষয়ে তাঁহারা একটি প্রামাণিক বাক্য উল্লেখ করিয়া থাকেন,—

"যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্"॥

অর্থাৎ যাহা দুঃখের সহিত কিছুমাত্র সম্পর্কিত নহে, এবং ভবিষ্যতে যাহা নষ্ট হয়না, এবং ইচ্ছামাত্রেই যাহা হইয়া থাকে সেই সুখই স্বর্গপদের অর্থ। এইরূপ অলৌকিক সুখ কিন্তু জগতে সম্ভব নহে, কারণ জাগতিক সুখ মাত্রই প্রতিমুহূর্ত্তেই দুঃখ-মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, দেবলোকেও দেবতাগণ নানাবিধ উপদ্রব ভোগ করিয়া থাকেন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। পনিনামক অসুরগণ দেবতাদের গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল "পনিনেব গাবঃ" ইহা ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তাদৃশ সুখভোগের জন্য এমন একটি স্থান স্বীকার করিতেই হইবে যেখানে ঐরূপ বিশুদ্ধ সুখের উপলব্ধি হইতে পারে, মীমাংসক আচার্য্যগণ ঐরূপ স্থানের কল্পনা করিয়াও তাহাতে মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে না পারিয়া উহাকে অভ্যুপেতবাদ বলিয়াছেন, *

* "যদ্যপি কেবলসুখশ্রবণার্থাপত্ত্যা তাদৃশো দেশঃ স্যাৎ তথাপি অস্মৎপক্ষস্যাবিরোধঃ" শাবরভাষ্য
"যা প্রীতির্নিরতিশয়াঽনুভবিতব্যা সাচোষ্ণশীতাদিদ্বন্দ্বরহিতে দেশে শক্যাঽনুভবিতুম্, অস্মিংশ্চ দেশে মুহূর্ত্তশতভাগোঽপি ন দ্বন্দ্বেন মুচ্যতে তস্মাৎ নিরতিশয়প্রীত্যনুভবায় কল্প্যো বিশিষ্টদেশঃ" কুমারিল

বেদান্তে কিন্তু ঐ স্থানকেই স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে, ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই—"ন জরা ন মৃত্যু র্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতোনিবর্ত্তন্তে ঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ" অর্থাৎ এখানে জরা নাই মৃত্যু নাই শোক নাই পুণ্য নাই, পাপ নাই, এখান হইতে সমস্ত পাপই দুরীভূত হইয়াছে, ইহা নিষ্পাপ ব্রহ্মলোক। কঠোপনিষদে আছে,—

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা ঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে" ॥

অর্থাৎ স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, সেখানে তুমি (মৃত্যু) নাই, সেখানে কেহ জরাবশতঃ ভয় পায়না, ক্ষুধা ও পিপাসা এই দুইটিকে অতিক্রম করিয়া শোকাতীত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করেন। উপনিষদে দেখিতে পাই যিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন তিনিই শোকমুক্ত হন্ "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান, তিনি শোকমুক্ত হন ও পাপমুক্ত হন। আরও বলিয়াছেন "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে" অর্থাৎ যাঁহারা স্বর্গলোকে বাস করেন তাঁহারা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া যান। এই স্বর্গ লোক কখনো ইন্দ্রাদি লোক হইতে পারে না, কারণ দেবলোক বাসী ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ব্রহ্ম হন না, তাঁহাদের পতন হয়, ভগবান্ই বলিবেন "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ পুণ্য ক্ষয় হইলে তাঁহারা মনুষ্যলোকে গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে যে স্বর্গলোকে ভয়, মৃত্যু, জরা, ক্ষুধা, পিপাসা ও শোক হইতে মুক্তি হওয়ার কথা বলা হইল ঐ প্রত্যেকটি একমাত্র পরব্রহ্মলোকেই সম্ভব, কারণ ঐ সমস্তগুণ একমাত্র পরব্রহ্মেই আছে, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, * অতএব যাঁহারা মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহারাই ঐ সমস্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হন, অতএব যাঁহারা অকপটে উপনিষদের অর্থ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা কঠোপনিষদে বর্ণিত স্বর্গলোককে নিশ্চয় পরব্রহ্মলোক বলিবেন। এবং কেনোপরিষদে পরমেশ্বরধামকেই অনন্ত স্বর্গলোক বলা হইয়াছে, ইন্দ্রাদি লোক হইলে তাহাকে অনন্ত বলা হইত না কারণ ইন্দ্রাদি লোকের বিনাশ হয়। ঐতরেয় উপনিষদেও উহাকে স্বর্গলোক বলা হইয়াছে। † এবং ইচ্ছামাত্রেই যে সুখ প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহাও ব্রহ্মলোকেই

---

* "য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"। ছান্দোগ্য "অভয়ং বৈ ব্রহ্ম" বৃহদারণ্যক।

† "যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গেলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি" কেনোপনিষৎ।

"স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধম্ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গলোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃত সমভবৎ" ঐতরেয় উপনিষৎ।

হইয়া থাকে, কারণ উপনিষদে বলা হইয়াছে "য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্তি" অর্থাৎ এই জগতে আত্মদর্শন করিয়া যাঁহারা গমন করেন, এই কথা বলিয়া বলিতেছেন—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে" ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি যদি পিতৃপুরুষদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই পিতৃপুরুষগণ উপস্থিত হন, পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি আনন্দিত হন। আত্মদর্শী ব্যক্তিই অভিলষিত সমস্ত বস্তু পাইয়া থাকেন ইহাও ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে,—

স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি।

অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন। অতএব পূর্ব্বোক্ত স্বর্গরূপ নিরতিশয় সুখের স্থান উপনিষদুক্ত ব্রহ্মলোকই জানিবেন, এই ব্রহ্মলোক বলিতে হিরণ্য গর্ভের সত্য লোক নহে, ইহা মিতভাস্যে বলা হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসক আচার্য্যগণ ইহা বুঝিয়া এবং তাহা বলিয়াও কেবল জাতি যাইবার ভয়ে দৃঢ়ভাবে বলিতে সাহস করেন নাই। ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—যদা 'যস্মিন্ কালে' তে "তব' বুদ্ধিঃ 'অন্তকরণং' মোহকলিলং 'মোহরূপং গহনং' ব্যতিতরিষ্যতি 'বিশেষেণ অতিক্রমিষ্যতি' তদা 'তস্মিন কালে' ত্বং শ্রোতব্যস্য চ 'এবং' শ্রুতস্য 'অর্থস্য' নির্ব্বেদং 'বৈরাগ্যং' গন্তাসি 'প্রাপ্স্যসি'। ৫২

অনুবাদঃ—যখন তোমার মন মোহরূপ দুর্গম স্থানকে অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্মফলের কথা শ্রবণ করিবে ও শ্রবণ করিয়াছ সেই সমস্ত কর্ম্মফলে বিরক্ত হইবে। ৫২

শঙ্করভাষ্যং:—যোগানুষ্ঠানজনিতসত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্স্যত ইত্যুচ্যতে যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যং যেনাত্মানাত্মবিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে তৎ তে তব বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি অতিশুদ্ধভাবমাপৎস্যতইত্যর্থঃ। তদা তস্মিনকালে গন্তাসি প্রাপ্স্যসি নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ, তদা শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৫২

শ্রীধরঃ—কদাহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনং, "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ, ততশ্চায়মর্থঃ, এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং করিষ্যসীত্যর্থঃ। ৫২

বিশ্বনাথঃ—এবং পরমেশ্বরার্পিতনিষ্কামকর্ম্মাভ্যাসাৎ তব যোগো ভবিষ্যতীত্যাহ যদেতি। তব বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতো হৃতিশয়েন তরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রোতব্যেষর্থেষু শ্রুতস্য শ্রুতেঽপ্যর্থে নির্ব্বেদং প্রাপ্স্যসি। অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনয়োর্নষ্টত্বাৎ কিং মে শাস্ত্রোপদেশবাক্যশ্রবণেন? সাম্প্রতং মে সাধনেষ্বেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ সর্ব্বথোচিত ইতি মংস্যসে ইতি ভাবঃ॥ ৫২

মিতভাষ্যম্:—কর্ম্মফলত্যাগেন ব্যবসায়বুদ্ধ্যা কর্ম্ম কুর্ব্বতো মনীষিত্বমুক্তং, তচ্ছ্রুত্বা কদা মমৈহিকামুষ্মিককর্ম্মফলে হনর্থকরে রাজ্যস্বর্গাদৌ নির্ব্বেদো ভবিষ্যতীত্যর্জ্জুনস্য সোৎসাহপ্রশ্নমাকলয্যাহ যদা তে ইতি, যদা তে তব বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলম্ ঐহিকামুষ্মিকভোগ্যজাতেষু দুঃখবহুলেষু ক্ষয়িষ্ণুষ্বপি পরমার্থধীরত্র মোহপদার্থঃ সএব কলিলং গহনম্ দুর্গমং স্থানমিতি যাবৎ, নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাচরণাৎ সত্ত্বশুদ্ধৌ তেষাং দুঃখবহুলত্বক্ষয়িষ্ণুত্বাদিপর্য্যালোচনয়া ব্যতিতরিষ্যতি বিশেষেণ অতিক্রমিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ শাস্ত্রপ্রাপ্তস্য কর্ম্মফলজাতস্য স্বর্গাদেঃ নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ। ৫২

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ স্বর্গ ও পুত্র বিত্ত প্রভৃতিতে পরমার্থ জ্ঞানই এখানে মোহ, এই মোহ বশতই লোক নানাবিধ সকাম কর্ম্ম করিয়া বন্ধনগ্রস্ত হয়, যখন নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া লোক শুদ্ধসত্ত্ব হয় তখন স্বর্গাদি ফলের দোষ আলোচনা করিয়া সেই সকল ফলে বীতরাগ হইয়া পড়ে, এবং ব্যবসায় বুদ্ধি পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবৎ কৃপায় আত্মদর্শন করিয়া মোক্ষলাভ করে। অথবা দেহাত্ম-বুদ্ধিই সকল অনর্থের মূল, সেইজন্য ইহাকে অত্যন্ত ভ্রম বলা হয়, অর্থাৎ দেহই আমি এই ধারণা বশতঃ লোক দেহের সুখকর নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এমন কি তীব্র প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ন্যায় অন্যায় বিচারও হারাইয়া ফেলে, তখন বিবেকহীন হইয়া বহু অন্যায় কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে দ্বিধা বোধ করে না, এবং তজ্জন্য নানাবিধ পাপে পূর্ণ হইয়া যায়, আর পাপের ফলে বহু দুর্গতি ভোগ করিতে থাকে, এবং দুর্গতি ভোগের জন্য নানাপ্রাণীতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে কোন্ অনাদি কাল হইতে কর্ম্মস্রোত চলিতেছে কেহই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। তা'হলেই দেখা গেল এই দেহাত্মবোধই সকল অনর্থের মূল। এইজন্য ভগবান ইহাকে অতি দুর্গম স্থান বলিলেন। আর এই ভ্রম নষ্ট করিবার জন্যই শাস্ত্রে নানাবিধ সাধনার কথা বলা হইয়াছে, যখন তীব্র সাধনার ফলে সাধক এই ভ্রমকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন তখনই কৃতার্থ হইবেন, অর্থাৎ ভ্রম নষ্ট করিতে হইলে সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে, সত্যের উপলব্ধি ব্যতীত ভ্রম নষ্ট হয় না, অতএব যতদিন সত্য আত্মার দর্শন না মিলিবে ততদিন দেহকেই আত্মা (আমি) বলিয়া ভ্রম হইতে থাকিবে, আত্মদর্শন হইলে তখন দেহ ও আত্মা পৃথক বস্তু ইহা দেখিতে পাইবেন, এবং মহাসুখের উপলব্ধি করিয়া পরম শান্তি লাভ করিবেন। তখন শাস্ত্রোক্ত কোন বিধি নিষেধের অপেক্ষা থাকিবে না, কারণ আত্মদর্শী ব্যক্তি আর শারীরিক ভোগ বিলাসের জন্য অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না সর্ব্বদাই পরমানন্দে মজিয়া থাকিয়া মহাশান্তির অধিকারী হইবেন, জীবন ধন্য হইবে। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাত্মবোধ নষ্ট না হইবে ততক্ষণই জীব দৈহিক ভোগ বিলাসে মুগ্ধ হইয়া সংসারে ডুবিয়া থাকিবে। আর যখন কোন সজ্জনের কৃপায় সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিবেকবুদ্ধি লাভ করিবে তখন তাহার অত্যন্ত অনুতাপ আসিবে, এবং দেহের ভোগে বিরক্ত হইবে, এমন কি শাস্ত্রে শোনা যায় যে স্বর্গীয় ভোগের কথা তাহাতেও বিরক্ত হইয়া উঠিবে এবং আত্মদর্শনের উপায় ভগবৎ-সাধনাতেই মনোনিবেশ করিবে। ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রুতিবিপ্রতিপন্না 'নানাফলশ্রবণৈর্বিক্ষিপ্তা' তে 'তব' বুদ্ধিঃ 'অন্তঃকরণং' যদা 'যস্মিন্ কালে' নিশ্চলা 'স্থিরা' সতী সমাধৌ 'পরমাত্মদর্শনে' অচলা 'একাগ্রা সতী' স্থাস্যতি তদা যোগং 'জীবপরমাত্মনোরৈক্যম্' অবাপ্স্যসি 'প্রাপ্স্যসি'। ৫৩

অনুবাদঃ—কর্ম্মফলের নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্ষিপ্ত তোমার মন যখন স্থির হইয়া সমাধিতে একাগ্র হইয়া থাকিবে তখন তুমি জীব ও পরমাত্মার একত্বরূপ যোগকে প্রাপ্ত হইবে। ৫৩

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—মোহকালিল্যাত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকত্মপ্রজ্ঞঃ কদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগমবাপ্স্যামীতি চেৎ তচ্ছৃণু শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তশাস্ত্রশ্চেত্যর্থঃ, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন কালে স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জ্জিতা সতী সমাধৌ সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা তস্মিন্নাত্মনীত্যেতদচলা তত্রাপি বিকম্পবর্জ্জিতৈতদ্বুদ্ধিরন্তঃকরণং, তদা তস্মিন্ কালে যোগমবাপ্স্যসি বিবেকপ্রজ্ঞাং সমাধিং প্রাপ্স্যসি। ৫৩

শ্রীধরঃ—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি, সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএবাচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী তদা যোগং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি। ৫৩

বিশ্বনাথঃ—ততশ্চ শ্রুতিষু নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণেষু বিপ্রতিপন্না অসম্মতা বিরক্তেতি যাবৎ। তত্র হেতুঃ নিশ্চলা তেষু চলিতুং বিমুখীভূতেত্যর্থঃ। কিন্তু সমাধৌ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে উক্তে বক্ষ্যমাণলক্ষণে অচলা স্থৈর্য্যবতী তদা যোগমপরোক্ষানুভবং প্রাপ্য জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ। ৫৩

মিতভাষ্যম্ঃ—কদাচ মে মোক্ষান্তরঙ্গোপায়ো যোগো ভবিতেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ শ্রুতীতি, শ্রুতিভিঃ লৌকিকালৌকিকবিবিধফলশ্রবণৈ বিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা তে বুদ্ধিঃ অন্তঃকরণং যদা যস্মিন্ কালে নিশ্চলা বিক্ষেপশূন্যা সতী সমাধৌ পূর্ব্বোক্তে পরমাত্মদর্শনে অচলা একাগ্রা সতী স্থাস্যতি তদা যোগং জীবপরমাত্মনোরৈক্যরূপং অবাপ্স্যসি প্রাপ্স্যসি, তথাচ দক্ষঃ—

"বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে" ইতি

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—"সরিৎপতৌ নিবিষ্টাম্বু যথাঽভিন্নত্বমাপ্নুয়াৎ।
তথাত্মাঽভিন্ন এব স্যাৎ সমাধিং সমবাপ্য চ ইতি
সংযোগোযোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোরি"তি চ। ৫৩

পুষ্পাঞ্জলিঃ—দেখা যায় অনেকে লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া সুখের জন্য নানাবিধ লৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, আবার কেহ কেহ শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, এইরূপ নানাকামনা বশতঃ প্রায়ই লোক নানাবিধ কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, এবং ততদিন চিত্ত নানাকার্য্যে অতিশয় চঞ্চল থাকে। আর যখন শাস্ত্র ও গুরুর কৃপায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত পবিত্র হইতে থাকিবে অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্ক ত্যাগ করিবে তখন ক্রমে বিষয়-পিপাসা হ্রাস পাইতে থাকিবে যতই চিত্তের পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইবে ততই বিষয়ানুরাগও অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং দেহাত্মবোধও নষ্ট হইবে, ক্রমে এমন ভাব আসিবে যে ঐহিক পারলৌকিক সকল বিষয়েই তাঁহার বৈরাগ্য আসিয়া পড়িবে ইহাকেই যোগশাস্ত্রে বশীকার-নামক বৈরাগ্য বলা হইয়াছে। * তখন কোন কামনা না থাকায় কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হইবে না সুতরাং চিত্ত সুস্থির হইবে এবং সাত্ত্বিক বৃত্তির প্রবাহ চলিবে, এই সাত্ত্বিক ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য যম নিয়ম প্রাণায়ামাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে হইবে, কেননা সৌভাগ্য বশতঃ যে সাত্ত্বিক-ভাবরূপ মহা সম্পদের অধিকার পাওয়া গিয়াছে তাহাকে যথাসাধ্য রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে, তাহাকে রক্ষা করিবার উপায়ই হইল যম-নিয়মাদি; ইহাকে মহর্ষি পতঞ্জলি অভ্যাস বলিয়াছেন। †

আর দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর তপস্যা ও শ্রদ্ধার সহিত এই অভ্যাসের সেবা করিয়া গেলে তাহা সুদৃঢ় হইবে, সুতরাং বাধা বিঘ্ন দ্বারা চিত্তের সাত্ত্বিক প্রবাহ কখনই পরাভূত হইবে না। ‡ এইরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তের বিষয়াকার বৃত্তি বন্ধ হইলে সমাধি হইবে, এবং সমাধিতে আত্মদর্শন করিয়া পরমানন্দের আস্বাদ লাভ করিলে বুদ্ধি আর কিছু মাত্র চঞ্চল হইবে না, স্থির হইয়া সেই রূপ আস্বাদন করিতে থাকিবে। ভ্রমর যেমন মধু লাভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা ফুলে ছুটাছুটি করিয়া কোথাও তৃপ্ত না হইয়া প্রস্ফুটিত অরবিন্দে প্রচুর মধু পাইয়া স্থির হইয়া মধুপান করে তখন তাহার আর গুণ গুণ শব্দ পর্য্যন্ত থাকে না, প্রচুর মধু পাইয়া আত্মহারা হইয়া যায়, সেইরূপ চিত্ত-ভৃঙ্গও

---

* দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"। যোগদর্শন

† তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"। যোগদর্শন॥

‡ "সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ"। যোগদর্শন।

এতকাল যে মধুর সন্ধানে নানা বিষয়ে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিয়া কোথাও তাহা না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সেই চির আকাঙ্ক্ষিত আশ্চর্য্যময় মধুর সন্ধান পাইয়া অতি পিপাসিত ব্যক্তি সুশীতল জল পাইলে যেমন প্রাণ ভরিয়া পান করে, সেইরূপ প্রাণ ভরিয়া সেই আশ্চর্য্যময় ব্রহ্ম-রসের আস্বাদন করিতে করিতে বিভোর হইয়া যায়। এই কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"। অর্থাৎ যথার্থ রসময়ই তিনি, সাধক সেই পরম রস পান করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া যান, তখন তাঁহার দেহকে পর্য্যন্ত মনে থাকে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন

"আনন্দসংপ্লবে মগ্নো নাপশ্যমুভয়ং মুনে" ভগবানও বলিবেন—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিংস্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে
তং বিদ্যাৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসজ্ঞিতম্"

অর্থাৎ যাহা পাইলে অন্য কোন বস্তুকেই এমন কি ত্রিভুবনের আধিপত্য পাইলে তাহাকেও ইহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হইবে না, অধিক কি তাহার এক কণা বলিয়াও মনে হইবে না, যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে সাধককে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, যাহার প্রভাবে চিরদিনের জন্য সমস্ত দুঃখেরই অবসান হইয়া যায় তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। যখন সাধকের এইরূপ অবস্থা আসিবে তখনই প্রকৃত যোগ হইবে, অর্থাৎ জীবও পরমাত্মার ঐক্য হইবে এই কথাই এখানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন। ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্। ৫৪

অন্বয়ঃ—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞস্য 'আত্মনি স্থিরবুদ্ধেঃ' সমাধিস্থস্য 'সমাধিনিষ্ঠস্য' ভাষা 'লক্ষণং' কা? স্থিতধীঃ 'স্থিতপ্রজ্ঞঃ কিং প্রভাষেত 'কথয়েৎ' কিং 'কথম্' আসীত 'আসনং কুর্য্যাৎ' কিং 'স্থানং' ব্রজেত 'গচ্ছেৎ'। ৫৪

অনুবাদঃ—হে কেশব যাঁহার বুদ্ধি আত্মাতে স্থির হইয়া গিয়াছে সেই সমাধিনিষ্ঠ মহাত্মার লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ মহাত্মা কি বলেন? কিরূপ আসন করেন? ও কোথায় গমন করেন। ৫৪

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জ্জুন উবাচ লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণবুভুৎসয়া স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাঽহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞস্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা কিং ভাষণং বচনং কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে, সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য কেশব স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ভাষণং ব্রজনং বা তস্য কিং কথমিত্যর্থঃ। ৫৪

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা, ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ, স কিংলক্ষণেন স্থিত-প্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ৫৪

বিশ্বনাথঃ—সমাধাবচলাবুদ্ধিরিতি শ্রুত্বা তত্ত্বতোযোগিনোলক্ষণং পৃচ্ছতি স্থিত প্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতা স্থিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্যেতি, ভাষা কা ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ। কীদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধৌ স্থাস্যতীত্যর্থঃ, এবঞ্চ স্থিতপ্রজ্ঞ ইতি সমাধিস্থ ইতি জীবন্মুক্তস্য সংজ্ঞাদ্বয়ং। কিং প্রভাষেতেতি সুখদুঃখয়োঃ মানাপমানয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োর্ব্বা সমুপস্থিতয়োঃ কিং প্রভাষতে? স্পষ্টং স্বগতং বা কিং বদেদিত্যর্থঃ। কিমাসীত তদিন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলনাভাবঃ কীদৃশঃ। ব্রজেত কিং তেষু চলনং বা কীদৃশমিতি। ৫৪

মিতভাষাম্ঃ—সমাধাবচলাবুদ্ধিরিতি শ্রুত্বা সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তস্যৈব চ ব্যুত্থিতস্য লক্ষণং পৃচ্ছতি স্থিতেতি, স্থিতা স্থিরীভূতা প্রজ্ঞা বুদ্ধিরাত্মবিষয়িণী যস্য এবম্বিধস্য সমাধিনিষ্ঠস্য যোগিনাং নয়ে জীবন্মুক্তস্যেতি যাবৎ, ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণং কিং? স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ ব্যুত্থানে কিং প্রভাষেত প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তৌ কিং ব্রূয়াৎ? কিং কথম্ আসীত উপবিশেৎ? কিং স্থানং গ্রামং বনং গিরিং বা গচ্ছেৎ? ৫৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

অন্বয় ঃ—হে পার্থ! 'যস্মিন কালে' আত্মনি 'চিদ্রূপে' এব আত্মনা 'স্বয়মেব' তুষ্টঃ 'প্রীতঃ সন্' মনোগতান্ 'মনসি স্থিতান্' সর্ব্বান্ কামান্ 'অভিলাষান্' প্রজহাতি 'প্রকর্ষেণ ত্যজতি,' তদা তস্মিন্ কালে 'স যোগী' স্থিতপ্রজ্ঞঃ 'জীবন্মুক্ত' উচ্যতে 'কথ্যতে'। ৫৫

অনুবাদ ঃ—হে অর্জ্জুন! যখন যোগী আত্মাতেই স্বয়ংই সন্তুষ্ট হইয়া মনোগত সমস্ত অভিলাষই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত বলা হয়। ৫৫

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছতি, যো হ্যাদিত এব সংন্যস্য কর্ম্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যশ্চ কর্ম্মযোগেন তয়োঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি, প্রজহাতীত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনঞ্চোপদিশ্যতে, সর্ব্বত্রৈবহ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি কথিতান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ, যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি ভবন্তি তানি শ্রীভগবানুবাচ, প্রজহাতীতি। প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন কালে সর্ব্বান সমস্তান কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হৃদি-প্রবিষ্টান্ সর্ব্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীরধারণানিমিত্তশেষে চ সত্যুন্মত্তপ্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেত্যত উচ্যতে আত্মনি এব প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভনিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেনান্যস্মাদলং প্রত্যয়বান্ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজাপ্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে, ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সন্ন্যাসী আত্মারামঃ আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫

শ্রীধর ঃ—অত্রচ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি; তত্র প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম। মনসি স্থিতান কামান যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাং স্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে। ৫৫

বিশ্বনাথ ঃ—চতুর্ণাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরমাহ প্রজহাতীতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। সর্ব্বানিতি কস্মিন্নপ্যর্থে যস্য কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি নাভিলাষ ইত্যর্থঃ। মনোগতানিতি কামানামনাত্মধর্ম্মত্বেন পরিত্যাগযোগ্যতা দর্শিতা। যদি তে আত্মধর্ম্মাঃ স্যুস্তদা তাংস্ত্যক্তুমশক্যোরন্

বহ্নেরৌষ্ণ্যবদিতি ভাবঃ। অত্র হেতুঃ আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি প্রাপ্তো য আত্মা আনন্দরূপস্তেন তুষ্টঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোভবত্যত্র মৃতো ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি। ৫৫

মিতভাষ্যম্ঃ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণানি ক্রমেণাহ প্রজহাতীতি, যদা যস্মিন্‌কালে আত্মন্যেব চিদেকরসে নতু রূপাদৌ বিষয়ে আত্মনা স্বয়মেব নতু চিত্তবৃত্তিদ্বারা তুষ্টঃ পরমার্থলাভাৎ পরমপ্রীতঃ সন্ মনোগতান্ মনসি স্থিতান্ সর্ব্বানেব কামান্ বিষয়াভিলাষান্ প্রজহাতি প্রকর্ষেণ ত্যজতি, পুনরুৎপত্ত্যভাবঃ প্রকর্ষঃ, তদা স মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"॥ ইতি ৫৫

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ সমাধিতে আত্মদর্শন করিতে করিতে সাধকের বুদ্ধি তাঁহাতে স্থির হইয়া যায়, তখন তিনি তাঁহার গভীর সম্পর্ক লাভ করিয়া এতই আনন্দ অনুভব করেন যে তাঁহার মনে আর অন্য কোন কামনাই জাগেনা,। সেইজন্য সংসারী ব্যক্তি যেমন রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি বিষয়ের ভোগ করিয়া সুখী হন, ইনি সেরূপ কোন বিষয়েরই সম্পর্কে সুখী হন না, কেবল আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতেই মজিয়া যান, সুতরাং পরম রসের আস্বাদন পাইয়া তাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধি তাঁহাতেই স্থায়িভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়, তাঁহা হইতে আর বিচ্যুত হইতে চায় না, এই মহাপুরুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—দুঃখেষু 'দুঃখহেতুষু সৎস্বপি' অনুদ্বিগ্নমনাঃ 'অক্ষুভিতচিত্তঃ' সুখেষু 'সুখহেতুষু সৎস্বপি' বিগতস্পৃহঃ 'তৃষ্ণাশূন্যঃ' বীতরাগভয়ক্রোধঃ 'অনুরাগভয়ক্রোধরহিতঃ' মুনিঃ 'যোগী' স্থিতধীঃ 'স্থিতপ্রজ্ঞঃ' উচ্যতে 'কথ্যতে'। ৫৬

অনুবাদঃ—দুঃখপ্রাপ্তির কারণ হইলেও যাঁহার মন ব্যাকুল হয়না, সুখপ্রাপ্তির হেতু হইলেও তাহাতে যাঁহার স্পৃহা হয়না, হেতু তাঁহার কোন বস্তুতেই অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ থাকে না, এইরূপ মুনিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৬

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি, দুঃখেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং দুঃখপ্রাপ্তৌ মনোযস্য সোঽয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য নাগ্নেরিবেন্ধনাদ্যাধানে সুখান্যনুবর্দ্ধন্তে স বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ বিগতা রাগভয়ক্রোধাযস্মাৎসঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞোমুনিঃ সংন্যাসী তদোচ্যতে। ৫৬

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি, দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং চেতোযস্য সঃ, সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুর্বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ তত্র রাগঃ প্রীতিঃ, স মুনিঃ স্থিতধীরুচ্যতে ॥ ৫৬

বিশ্বনাথঃ—কিং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ দুঃখেষ্বিতিদ্বাভ্যাম্। দুঃখেষু ক্ষুৎপিপাসা-জ্বরশিরোরোগাদিষ্বাধ্যাত্মিকেষু সর্পব্যাঘ্রাদ্যুত্থিতেষ্বাধিভৌতিকেষু অতিবাতবৃষ্ট্যাদ্যুত্থিতেষ্বাধি দৈবিকেষু উপস্থিতেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং, কেনচিৎ পৃষ্টঃ সন্ স্পষ্টঞ্চ ব্রুবন্ ন দুঃখে উদ্বিজতে ইত্যর্থঃ। তস্যতাদৃশমুখবিক্রিয়াভাব এবানুদ্বেগলিঙ্গং সুধিয়া গম্যম্। কৃত্রিমানুদ্বেগলিঙ্গবাংস্তু কপটী সুধিয়া পরিচিতোভ্রষ্ট এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। তত্তল্লিঙ্গমেব স্পষ্টীকৃত্য দর্শয়তি। বীতো বিগতো রাগোঽনুরাগঃ সুখেষু, বীতং ভয়ং স্বভোক্তৃভ্যো ব্যাঘ্রাদিভ্যঃ, বীতঃ ক্রোধঃ সহন্তৃষু বন্ধুজনেষু চ যস্য সঃ। যথৈবাদিভরতস্য দেব্যাঃ পার্শ্বং প্রাপিতস্য স্বচ্ছেদচিকীর্ষোর্বৃষলরাজাৎ ন ভয়ং নাপি তত্র ক্রোধোঽভূৎ ইতি। ৫৬

মিতভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি, দুঃখপ্রাপ্তিহেতুষু শস্ত্রঘাতাদিষু প্রারব্ধপাপবশাৎ প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্নম্ অব্যাকুলং মনো যস্য সঃ, সুখেষু সুখপ্রাপ্তিহেতুষু সুভোজ্যপানীয়াদিষু প্রারব্ধপুণ্যবশাৎ প্রাপ্তেষ্বপি বিগতা স্পৃহা পুনঃ প্রাপ্তীচ্ছা যস্য সঃ, যতো বীতরাগভয়ক্রোধঃ, রাগঃ বিষয়েষু আসক্তিঃ ভয়ং ক্রোধশ্চ তে বীতা অপগতা যস্মাৎ স তথা, এবম্ভূতো মুনির্যোগী স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে যোগিভিরিতি শেষঃ। ৫৬

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ সংসারী জীবের তিন প্রকার দুঃখ হয়, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে, শিলা বৃষ্টি বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্পাদি দৈববশতঃ যে দুঃখ হয় তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে, এবং সিংহ ব্যাঘ্র ও মনুষ্যাদি প্রাণী হইতে যে দুঃখ হয় তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। কিন্তু যিনি আত্মদর্শন করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন তিনি আর সংসারী জীবের মত দেহকে আমি বলিয়া মনে করেন না, তিনি প্রকৃত আমির অর্থাৎ আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন, সুতরাং দেহের ও মনের সহিত কোন বস্তুর সম্পর্ক হইলেও তিনি সেজন্য সুখী বা দুঃখী হন না, যেমন পক্ষীর পিঞ্জরে আঘাত করিলে তাহাতে পক্ষীর কোন কষ্ট হয় না, কারণ সে পিঞ্জরে থাকিলেও পিঞ্জর হইতে পৃথক, সেইরূপ আত্মা দেহে থাকিলেও দেহ হইতে পৃথক্, ইহা তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সর্ব্বদা অনুভব করেন, এই জন্য সুখ দুঃখের কোন কারণ হইলেও তিনি সেজন্য সুখী বা দুঃখী হন না। ইহা পরেও ভগবান্ বলিবেন—"কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে" অর্থাৎ সুখ-কর বিষয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক হইলেও বিষয় সকল তাঁহাকে কোনরূপ বিকৃত করিতে পারে না।

অতএব এই শ্লোকে সুখ ও দুঃখ শব্দের অর্থ সুখকর ও দুঃখকর বিষয় বলিতে হইবে। এই জন্য দুঃখকর বস্তুর সহিত সম্পর্ক হইলেও এই মহাত্মার মন উদ্বিগ্ন হয় না, এবং সুখকর বস্তুর সহিত সম্পর্ক হইলেও সেই বস্তু পুনর্ব্বার পাইবার জন্য তাঁহার স্পৃহাও হয় না, এসকলেরই কারণ হইল দেহাত্মবোধরূপ ভ্রম, এই যোগি-পুরুষের সে ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ দেহ ও আত্মা পৃথক্ ইহা তিনি অনুভব করেন, সুতরাং তাঁহার মানসিক উদ্বেগ ও সুখকর বিষয়ে স্পৃহা হইতে পারেনা। কারণ তাঁহার বিষয়ানুরাগ ভয় ও ক্রোধ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে, ইহারও কারণ ঐ ভ্রমনাশ। এইরূপ মুনিকে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা পরমাত্মধ্যানে যুক্ত থাকেন তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। এই শ্লোক দুইটির দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের আভ্যন্তরিক লক্ষণ বলা হইল, ইহার দ্বারা তিনিই বুঝিবেন যে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন কিনা? অপরের ইহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। ৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অন্বয় :—যো 'যোগী' সর্ব্বত্র 'পুত্রমিত্রাদিষু' অনভিস্নেহঃ 'স্নেহশূন্যঃ', তত্তৎশুভাশুভম্ 'অনুকূলং প্রতিকূলং বা' প্রাপ্য ন অভিনন্দতি 'প্রশংসতি' ন দ্বেষ্টি 'নিন্দতি' তস্য যোগিনঃ প্রজ্ঞা 'বুদ্ধিঃ' প্রতিষ্ঠিতা 'আত্মনি স্থিরা ভবতি'। ৫৭

অনুবাদ :—যিনি পুত্র মিত্র প্রভৃতি প্রিয় ব্যক্তিগণে স্নেহযুক্ত হন না, এবং যিনি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রীতিকর বস্তু-সুখাদ্য অন্ন বা বস্ত্রাদি পাইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করেন না, এবং কাহারো নিকট হইতে অপ্রীতিকর--অপমানাদি পাইয়াও তাহাকে নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি আত্মাতে স্থিরতা লাভ করিয়াছে। ৫৭

শঙ্করভাষ্যম্ :—কিঞ্চ যঃ সর্ব্বত্রেতি, যো মুনিঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষপ্যনভিস্নেহঃ স্নেহবিবর্জ্জিতঃ তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যত্যশুভঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ইত্যর্থঃ, তস্যৈবং হর্ষবিষাদবর্জ্জিতস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। ৫৭

শ্রীধর :—কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ য ইতি, যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ, অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ। ৫৭

বিশ্বনাথ :—যঃ সর্ব্বত্রেতি, অনভিস্নেহঃ সোপাধিস্নেহশূন্যঃ দয়ালুত্বান্নিরুপাধিরীষন্মাত্রস্নেহস্তু তিষ্ঠেদেব। তত্তৎ প্রসিদ্ধং সম্মানভোজনাদিভ্যঃ স্বপরিচরণং শুভং প্রাপ্য অশুভমনাদরণং মুষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্য ক্রমেণ নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, ত্বং ধার্ম্মিকঃ পরমহংসসেবী সুখীভবেতি ন ব্রূতে, ন দ্বেষ্টি ত্বং পাপাত্মা নরকে পতেতি নাভিশপতি। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা সমাধিং প্রতি স্থিতা স স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। ৫৭

মিতভাষ্যম্ :—কিং প্রভাষেতেতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ য ইতি, যো যোগী সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদৌ অনভিস্নেহঃ ন প্রেমবান্; তত্তৎ শুভং প্রিয়ং স্তুতিনত্যাদিকং প্রাপ্য নাভিনন্দতি তৎকারকং ন প্রশংসতি, অশুভং তিরস্কারাদিকং প্রাপ্য তৎকারকংচ ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি নির্ব্বিকার এবাবতিষ্ঠতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। ৫৭

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ যাঁহার আত্মদর্শন হইয়াছে তিনি অপরিমিত আনন্দ অনুভব করিয়া আর কোন বস্তুতেই স্নেহযুক্ত অর্থাৎ অনুরক্ত হন না, কারণ আত্মাকে অনুভব

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

অন্বয়ঃ—চ 'এবং' কূর্ম্মঃ 'কচ্ছপঃ' অঙ্গানি 'মুখপদাদীনি' ইব অয়ং 'যোগী' যদা 'যস্মিন্‌কালে ইন্দ্রিয়াণি 'শ্রোত্রাদীনি' ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ 'শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ' সংহরতে 'সঙ্কোচয়তি 'তদা' তস্য 'যোগিনঃ' প্রজ্ঞা 'বুদ্ধিঃ' প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। ৫৮

অনুবাদঃ—কচ্ছপ যেমন নিজের হস্তপদাদি অঙ্গগুলিকে ইচ্ছামত নিজের দেহে সঙ্কোচ করিয়া লয় সেইরূপ এই যোগী পুরুষ যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে ইচ্ছামত সঙ্কোচ করিয়া লন্ তখন তাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৮

শঙ্করভাষ্যম্—কিঞ্চ যদা সংহরতে ইতি, যদা সংহরতে সম্যক্ উপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যতিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ যথা কূর্ম্মো ভয়াৎ স্বান্যঙ্গান্যুপসংহরতি সর্ব্বতঃ, এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তার্থং বাক্যম্। ৫৮

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদেতি, যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি। তদ্বৎ। ৫৮

বিশ্বনাথঃ—কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্য ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি সংহরতে, স্বাধীনানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলনং নিষিধ্যান্তরের নিশ্চলতয়া স্থাপনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানি মুখনেত্রাদীনি যথা স্বান্তরের স্বেচ্ছয়া স্থাপয়তি। ৫৮

মিতভাষ্যম্—কিমাসীতেত্যস্যোত্তরং বক্তুমারভতে যদেতি, অয়ং যোগী যদা যস্মিন্ কালে ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিবিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পরমানন্দাস্বাদব্যাঘাতব্যপনোদনার্থং সংহরতে স্বচ্ছন্দং সঙ্কোচয়তি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, অত্র দৃষ্টান্তমাহ কূর্ম্ম ইতি, কূর্ম্মো যথা করপাদাদীন্যঙ্গানি স্বচ্ছন্দং স্বদেহে সঙ্কোচয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। ৫৮

করিয়া আর কোন বস্তুই এমন কি নিজের দেহ বা পুত্র মিত্রাদিও প্রীতিকর বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং কোন বস্তু বা ব্যক্তিতেই তাঁহার স্নেহ অর্থাৎ অনুরাগ থাকে না। আর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উপকার পাইলেও সেজন্য তাহাকে প্রশংসা করেন না। এবং কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অপকার পাইলেও তাহাকে নিন্দা করেন না, এইরূপ যিনি প্রশংসা ও নিন্দা কিছুই করেন না সর্ব্বদা নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন জানিবেন। ৫৭

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ—নিরাহারস্য 'যত্নেন বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বত উপবাসপরস্য বা' দেহিনঃ 'জীবস্য' বিষয়াঃ 'শব্দাদয়ো ভোগ্যা' রসবর্জম্ 'অভিলাষং বর্জ্জয়িত্বা' নিবর্ত্তন্তে, অভিলাষো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। অস্য 'যোগিনস্তু' পরং 'পরমাত্মানং' দৃষ্ট্বা রসঃ 'অভিলাষোঽপি' নিবর্ত্ততে 'নশ্যতি'। ৫৯

অনুবাদঃ--যিনি যত্নপূর্ব্বক বিষয় গ্রহণ করা বন্ধ করেন অথবা উপবাস করিতে থাকেন, তাঁহার শব্দাদি বিষয় সকলের ব্যবহার বন্ধ হয় বটে, কিন্তু বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয়না, কিন্তু যোগী পুরুষের পমাত্মাকে দর্শন করিয়া বিষয়াভিলাষও নষ্ট হইয়া যায়। ৫৯

শঙ্করভাষ্যম্:—তত্র বিষয়াননাহরত আতুরস্যাপি ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহ্রিয়ন্তে, নতু তদ্বিষয়ো রাগঃ, স কথং সংহ্রিয়তে ইত্যুচ্যতে বিষয়া ইতি। যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীন্দ্রিয়াণ্যথবা বিষয়া এব নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মানবিষয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি নিবর্ত্তন্তে, দেহিনো দেহবতঃ রসবর্জ্জং রসো রাগো বিষয়েষু যঃ তং বর্জ্জয়িত্বা রসশব্দো রাগো প্রসিদ্ধঃ "স্বচ্ছন্দতঃ স্বরসেন প্রবৃত্তো

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তি বিষয়ানন্দ অনুভব করিবার জন্য রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণ করে, আর এই যোগী ব্যক্তি পরমার্থ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া পরমানন্দে এমনই প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন যে পাছে সেই আনন্দ আস্বাদনের কোন ব্যাঘাত ঘটে সেইজন্য স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া লন, যিনি এইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কোচ করিয়া লন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন জানিবেন। আর ভক্তসাধক অপরিমিত আনন্দঘন ভগবদ্‌বিগ্রহখানি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া প্রেমে গদগদ হইয়া পিপাসিত ব্যক্তি যেমন আগ্রহভরে সুশীতল জল পান করে সেইরূপ ভগবদ্ রূপের অনন্ত মাধুর্য্য যেন চক্ষুদিয়া চুষিয়া লইতে থাকেন, মুখ দিয়া যেন তাঁহাকে চুম্বন করিতে থাকেন, হাত দিয়া যেন প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতে থাকেন, জিহ্বা দিয়া যেন লেহন করিতে থাকেন, নাসিকা দিয়া যেন আঘ্রাণ করিতে থাকেন। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভগবদ্রূপের আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। * ৫৮

---

* "দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভক শ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্ ॥"
"পিবন্ত ইব চক্ষূর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ" ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

রসিকো রসজ্ঞঃ" ইত্যাদি দর্শনাৎ, সোঽপি রসোরঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বোপলভ্যাঽহমেব তদিতি বর্ত্তমানস্য নিবর্ত্ততে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাসতি সম্যগ্ দর্শনে রসস্য উচ্ছেদঃ তস্মাৎ সম্যগ্ দর্শনাত্মিকায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। ৫৯

শ্রীধরঃ—নন্থ নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ প্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনো হজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জং অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। রসোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ, কিন্তু রসাপেক্ষাতু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমাপনম্। ৫৯

বিশ্বনাথঃ—নন্থ মূঢ়স্যাপ্যুপবাসতো রোগাদিবশাদ্বা ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বচলনং সম্ভবেৎ তত্রাহ বিষয়া ইতি। রসবর্জ্জং রসোরাগঃ অভিলাষস্তং বর্জ্জয়িত্বা অভিলাষস্তু বিষয়েষু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যতু পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা বিষয়েষভিলাষো নিবর্ত্তত ইতি ন লক্ষণব্যভিচার, আত্মসাক্ষাৎকারসমর্থস্য তু সাধকত্বমেব ন সিদ্ধত্বমিতি ভাবঃ। ৫৯

মিতভাষ্যম্ঃ—নন্থ অজ্ঞস্যাপি রোগিণ উপবাসপরস্যচ বিষয়েষু ইন্দ্রিয়ব্যাপারাভাবাৎ ন বিষয়েষু ইন্দ্রিয়ব্যাপারাভাবেণ স্থিতপ্রজ্ঞতা ভবতি তত্রাহ বিষয়াইতি, নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াহরণমকুর্ব্বত উপবাসপরস্য রোগিণশ্চ বিষয়া রসবর্জং রাগং বিহায় বিনিবর্ত্তন্তে রসো রাগঃ, তথাচ মেদিনী "রসো রাগে বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ পারদে দ্রবে" ইতি, রোগ্যাদে র্বিষয়নিবৃত্তাবপি ন রাগনিবৃত্তিঃ অস্য যোগিনস্তু পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা সাক্ষাৎকৃত্য রসঃ রাগোঽপি নিবর্ত্ততে, তথাচ সরাগবিষয়নিবৃত্তি র্যোগিনো বিশেষঃ। ৫৯

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ যাঁহারা উপবাস করিয়া তপস্যা করেন তাঁহাদের বিষয়-ভোগ ত্যাগ হয় বটে কিন্তু ভোগের স্পৃহা ত্যাগ হয়না, কিন্তু যোগিপুরুষের ভোগ-স্পৃহা পর্য্যন্ত ত্যাগ হইয়া যায়, ইহার দ্বারা যাঁহারা উপবাস করেন তাঁহাদের অপেক্ষা যোগিপুরুষের পার্থক্য দেখান হইল। অথবা যিনি যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া বিষয়-ভোগ ত্যাগ করেন তাঁহার ভোগ ত্যাগ হইল বটে কিন্তু ভোগের স্পৃহা নষ্ট হয় না, অন্তরে ভোগের স্পৃহা বর্ত্তমান থাকে। আর যিনি আত্মদর্শন করেন তাঁহার ঐ স্পৃহা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, অতএব সাধন অবস্থায় যত্ন করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখেন তাঁহা হইতে আত্মদর্শী মহাপুরুষের পার্থক্য দেখান হইল। ৫৯

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

অন্বয় :—হে কৌন্তেয় 'অর্জ্জুন' প্রমাথীনি 'বুদ্ধিবিক্ষোভকরাণি' ইন্দ্রিয়াণি 'শ্রোত্রাদীনি' যততঃ 'মোক্ষার্থং যত্নবতো' বিপশ্চিতঃ 'বিবেকিনোঽপি' পুরুষস্য মনঃ প্রসভং 'বলাৎ' হরন্তি 'স্বস্ববিষয়েষু যোজয়ন্তি'। ৬০

অনুবাদ :—হে অর্জ্জুন মোক্ষের জন্য যত্নশীল বিবেকী ব্যক্তিরও মনকে বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক হরণ করে। ৬০

শঙ্করভাষ্যম্ :—সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতা আদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি, যস্মাৎ তদনবস্থাপনে দোষমাহ যতত ইতি, যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপি হি যস্মাৎ অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ মেধাবিনোঽপি ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্তি আকুলীকুর্ব্বন্তি, আকুলীকৃত্য চ হরন্তি প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকজ্ঞানযুক্তং মনো যত স্তস্মাৎ। ৬০

শ্রীধর :—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ যততোঽপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাৎ হরন্তি, যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকানীত্যর্থঃ। ৬০

বিশ্বনাথ :—সাধকাবস্থায়ান্তু যত্ন এব মহান্ নতু ইন্দ্রিয়াণি পরাবর্ত্তয়িতুং সর্ব্বথা শক্তিরিত্যাহ যতত ইতি, প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি অতিক্ষোভকরাণীত্যর্থঃ। ৬০

মিতভাষ্যম্ :—ইন্দ্রিয়বশীকারো যোগিনামপ্যাবশ্যকোঽন্যথা দোষমাহ যতত ইতি, যততঃ মোক্ষার্থং প্রযত্নশীলস্য বিপশ্চিতো জ্ঞানিনোঽপি পুরুষস্য মনঃ পরমাত্মপ্রবণং চিত্তম্ ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি প্রসভং বলাৎ হরন্তি, রাগদ্বেষাদিহীনস্য শুদ্ধস্য মনস ইন্দ্রিয়বরস্য কথমতৈঃ পরাভবস্তত্রাহ প্রমাথীনীতি, প্রকর্ষেণ মথ্নন্তি বলাৎ পরমাত্মপ্রাবণ্যাৎ মনঃ প্রচ্যাব্য ঘোরেষু বিষয়েষু সংযোজ্য নিতরামাকুলীকুর্ব্বন্তীতি প্রমাথিত্বম্। দৃশ্যতে চ লোকে রাজানং স্বতন্ত্রমপি দস্যবো বলাৎ পরাভবন্তীতি। ৬০

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ যিনি মোক্ষলাভের জন্য যত্ন করিতেছেন এইরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তির মনকেও প্রবল ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তোলে, পুরাণ ইতিহাসে দেখা যায় কোন কোন ঋষিও প্রলোভনে পড়িয়া তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, এইজন্য ভগবান ভক্ত অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত প্রমাথী অর্থাৎ মানুষকে ভোগের দিকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিয়া দেয় যে সে ব্যক্তি

অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহার হিতাহিত বিবেচনা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, আর বিবেক নষ্ট হইলে ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে থাকে, এমন কি মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন ও লজ্জা ঘৃণা সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়া উন্মত্তের মত উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বিলাসে নিরন্তর মগ্ন হইয়া যায় তাহার মন পশুর মত হইয়া পড়ে ঐ পশু প্রকৃতি মন হইতে মানবের সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং পুনঃপুনঃ বহু দুর্গতিময় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণকে প্রমাথী বলিলেন, অর্থাৎ মানুষকে একবারে উন্মত্ত করিয়া তোলে। দেখা যায় এক একটি প্রাণী কেবল এক একটি ইন্দ্রিয়েরই অধীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যেমন হরিণগণ মধুর শব্দ শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসে, এইজন্য ব্যাধগণ হরিণ শীকার করিতে গিয়া বনের অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া বংশী-ধ্বনি করিতে থাকে, সেই শব্দে মুগ্ধ হইয়া হরিণগণ দূর হইতে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অনায়াসে তাহাদিগকে নিধন করে। অতএব ইহারা একমাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের অধীন হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং হস্তী স্পর্শেন্দ্রিয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়, এজন্য একটি হস্তিনীর প্রতি অনেকগুলি হস্তী অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকে যতক্ষণ এক একটির মৃত্যু না হয় ততক্ষণ নিবৃত্ত হয় না, অতএব অত্যন্ত কামুকতাই ইহাদের মৃত্যুর কারণ। আর পতঙ্গ রূপের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করে। আর ভ্রমর পুষ্পের গন্ধে অন্ধ হইয়া অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ বনে গিয়া পড়ে, এবং কণ্টকে তাহার দেহ ও পক্ষগুলি ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় সেজন্য তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর মৎস্য গভীর জলাশয়ের মধ্যে থাকিয়াও রসনা ইন্দ্রিয়ের লোভে পড়িয়া নিহত হয়। সেইজন্য যাঁহারা মাছ ধরিতে যান তাঁহারা নানাবিধ সুস্বাদু চার প্রস্তুত করিয়া থাকেন, এবং অগাধ জলের মৎস্যও চারের লোভে পড়িয়া মৃত্যুকে বরণ করে, এই সকল প্রাণী এক একটি বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ই যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়াই মনকে ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে, লোকে বলে দোটানায় পড়িলে প্রাণান্ত হয়, আর এই মানুষ নিরন্তর পাঁচ টানায় পড়িয়া কিরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে থাকে একবার ভাবিয়া দেখুনত? তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন "বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি"। বহু সপত্নী যেমন একজন গৃহস্থকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তোলে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মাকে নিতান্ত উৎপীড়িত করিয়া থাকে। সেইজন্য প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥"

ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইল। এইজন্য ভগবান্ কৃপা করিয়া শিক্ষা দিলেন যে ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত প্রবল, তাহারা হঠাৎ মনকে বাধ্য করিয়া ফেলে, অতএব পাঁচটি প্রবল শত্রুর মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা অতিশয় সতর্ক হইতে হইবে যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে কোন বিপদে ফেলিতে না পারে, এই জন্য যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা মনকে স্থির রাখিবার জন্য সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া থাকেন, কেহ গভীর অরণ্যে বাস করেন, কেহ নির্জ্জন গিরি গুহায়, কেহ বা নির্জ্জন নদী পুলিনে থাকিয়া সাধনা করেন, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কখনও জনসমাজে আসেন না।

আর ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবার জন্য আহার-সংযমও অত্যন্ত প্রয়োজন, অন্যথা কখনই মনকে স্থির রাখিতে পারা যাইবে না, * যেমন অতিশয় ভদ্রলোককেও মদ্য পান করাইয়া দিলে সে ব্যক্তি মত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে সেইরূপ মৎস্য মাংস ডিম্ব রসোন পলাণ্ডু প্রভৃতি অপবিত্র উত্তেজক দ্রব্য আহার করিলে মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তখন শান্ত থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও থাকিতে পারিবে না, কারণ খাদ্য বস্তুর সূক্ষ্ম অংশ হইতেই মন পুষ্টি লাভ করে সুতরাং যে প্রকৃতির খাদ্য আহার করা হইবে মনও সেই প্রকৃতিরই হইবে, এই জন্য বেদে মনকে অন্নময় বলা হইয়াছে। এবং মনই হইল ভগবদুপাসনার প্রধান যন্ত্র সেই মনই যদি বিরুদ্ধ হয় তা হ'লে উপাসনার কোন কথাই থাকে না। অতএব যাহারা বলে আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই তাহারা কত বড় মূর্খ একবার ভাবিয়া দেখুন। † এইজন্য সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান্ই সাত্ত্বিকাদি আহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য ব্রাহ্মণাদি ভদ্রজাতিগুলি কখনই ঐ সকল অপবিত্র বস্তু আহার করেন না। এবং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণও নানা প্রকারে সমাজে আহারাদির সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা নিজের কল্যাণকল্পে সেই অমৃতময় উপদেশগুলি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালন করেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন সুস্থদেহে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া ভগবদুপাসনার দ্বারা ধন্য হন। এখানেও ভগবান্ যোগীদিগের কল্যাণের জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করিতে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন, তিনি বলিতেছেন যোগী ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করিয়া যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া উপযুক্ত আসন করিয়া উপবিষ্ট থাকিবেন, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া দিলেন—'মৎপরঃ' অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ আর চঞ্চল হইবে না, তাহার কারণ

* "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" শ্রুতি।

† "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতিং যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ" বেদ।

অতিশয় শান্তিময় ভগবৎতত্ত্বের চিন্তা করিলে মন তন্ময় হইয়া থাকিবে সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ আর বিচলিত হইবে না। আর যাঁহারা সমাধির উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করেন নাই তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য নিরন্তর ভগবদ্বিষয়ের আলোচনা করা, অর্থাৎ তাঁহার মহিম সূচক লীলাগ্রন্থ পাঠ তাঁহার লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন ও পূজা ইত্যাদি, পরে 'মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণাঃ' এই শ্লোকে এই কথাই ভগবান্ বলিবেন। অতএব যে কোন প্রকারে ভগবদ্বিষয়ে সর্ব্বদা মনকে সম্পর্কিত রাখিতে হইবে, যাহাতে মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হইবার অবসর না পায়, ইহাই হইল ইন্দ্রিয় নিগ্রহের একটি উৎকৃষ্ট উপায়॥ তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত কৃপা করিয়া আদেশ করিতেছেন "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন হৃদি কৃষ্ণং নিবেশয়েৎ" অর্থাৎ যে কোন উপায়ে কৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইবে এবং যতক্ষণ মন শান্ত হইয়া ভগবানে একাগ্র না হইবে ততক্ষণ কেবল শুষ্ক সাধনার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। *

অতএব নানাবিধ উপায়ে যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। আর ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলেই জগৎকে জয় করা হয়, কারণ ইন্দ্রিয়গণের জন্যই জগতের সহিত শত্রুতা হয় অতএব এই গৃহশত্রুগণকে জয় করিতে পারিলেই আর জগতে কেহই শত্রু থাকিবে না। † তাহার মধ্যে আবার মনই হইল সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা ইহাকে জয় করাই অত্যন্ত কঠিন, কারণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া থাকিলে বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে কথঞ্চিৎ সংযত করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু মন অতর্কিত ভাবে নানাবিধ চিন্তাস্রোত আনিয়া ফেলে, ইহাকে দমন করাই অত্যন্ত কঠিন হয়, একথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্‌ই বলিয়াছেন। "দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ" "স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং" অর্থাৎ স্বভাবকে জয় করাই হইল প্রকৃত বীরত্ব, এই মনকে জয় করিবার জন্যই শাস্ত্রে বহুবিধ উপায় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অসৎসঙ্গ ও অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিয়া ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা করা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়, ‡ এইজন্য এই শ্লোকে ভগবান্ 'মৎপর' এই শব্দটি বলিয়াছেন। এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলে আর

---

* নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ" শ্রুতি।

† "দস্যূন্ পুরা ষন্ ন বিজিত্য লুম্পতো বদন্তি চৈকে স্বজিতা দিশোদশ।
জিতাত্মনোজ্ঞস্য সমস্য দেহিনঃ সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে॥" শ্রীমদ্‌ভাগবত

‡ "ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।
ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহোহি মাম্॥" ঐ

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাণি তানি 'ইন্দ্রিয়াণি' সংযম্য 'অধীনীকৃত্য' যুক্তঃ 'সমাহিতচিত্তঃ' মৎপরঃ 'মদেকনিষ্ঠঃ' সন্ আসীত 'উপবিশেৎ' যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে বর্ত্তন্তে তস্য প্রজ্ঞা 'আত্মবুদ্ধিঃ' প্রতিষ্ঠিতা 'স্থিরা ভবতি'। ৬১

অনুবাদঃ—সেইজন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া সমাহিতচিত্তে আমাতে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া উপবিষ্ট থাকিবে। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। ৬১

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—তানীতি তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ন্যাসী মৎপরোঽহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরোযস্য স মৎপরঃ নান্যোঽহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ। এবমাসীনস্য যতের্ব্বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তে অভ্যাসবশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত, যস্য বশে বশবর্ত্তীনীন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি ॥ ৬১॥

বিশ্বনাথঃ—তানীতি। মৎপরো মদ্ভক্ত ইতি মদ্ভক্তিং বিনা নৈবেন্দ্রিয়জয় ইত্যগ্রিমগ্রন্থেঽপি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্। যদুক্তমুদ্ধবেন, "প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষযুঞ্জেতাযোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ। অথাত আনন্দদুঘংপদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্" ইতি। বশে হীতি স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়াণি বশীভূতানি ভবন্তীতি সাধকাদ্বিশেষ উক্তঃ ॥ ৬১

মিতভাষ্যম্ঃ—তস্মাৎ সর্ব্বাণি তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য বশীকৃত্য যুক্তঃ যোগী মৎপরঃ মদেকপরায়ণঃ ময্যেকান্তভক্তিমান্ সন্নিতি যাবৎ আসীত কিমপ্যকুর্ব্বন্ উপবিশেৎ, তদ্ভক্তিং বিনা সর্ব্বপ্রযত্নানামেব বৈফল্যাৎ তদুক্তং ভাগবতে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্" ॥ ইতি
ইন্দ্রিয়সংযমস্য ফলমাহ বশেহীতি। এতেন কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমুক্তম্। ৬১

তাঁহার কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না, সম্মুখে কোন বিরুদ্ধ বস্তু আসিলেও তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না ইহাকেই প্রকৃত ধীর বলা হয়, মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন —"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" অর্থাৎ মনোবিকার হইবার কারণ থাকিতেও যাঁহাদের মন বিকৃত হয় না তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ধ্যান করিতে করিতে অচিরেই পরমাত্মদর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। ৬০।৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২

অন্বয়ঃ—বিষয়ান্ 'শব্দাদীন্' ধ্যায়তঃ 'চিন্তয়তঃ' জনস্য তেষু 'বিষয়েষু' সঙ্গ 'আসক্তিঃ' উপজায়তে 'উৎপদ্যতে' সঙ্গাৎ কামঃ 'ইচ্ছা' সংজায়তে, কামাৎ 'ব্যাহতাৎ' ক্রোধঃ অভিজায়তে। ৬২

অনুবাদঃ—যিনি ভোগের বিষয় সকল চিন্তা করেন তাঁহার সেই সকল বিষয়ে আসক্তি অর্থাৎ অনুরাগ হয়, অনুরাগ বশতঃ কাম অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছা হয়, এবং কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ কোন কারণে সেই কাম বাধা-প্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে অত্যন্ত মোহ হয়, মোহ বশতঃ স্মৃতিভ্রম হয়, অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুর নিকট হইতে যে সকল উপদেশ পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলির আর স্মরণ থাকে না, এবং সেইজন্য বুদ্ধি নষ্ট হয় অর্থাৎ হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়, আর বুদ্ধি নাশ হইলে সেই ব্যক্তি মৃতের মতই হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার জীবনের কোন মূল্যই থাকে না সে ইচ্ছামত অন্যায় কার্য্য করিয়া অধঃপাতে যায়। ৬২।৬৩

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—অথেদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্ব্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে ধ্যায়ত ইতি। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তো বিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ প্রীতিঃ তেষু বিষয়েষূপজায়তে উৎপদ্যতে সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামঃ তৃষ্ণা তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। ৬২

শ্রীধরঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তি র্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামোভবতি কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি। ৬২

বিশ্বনাথঃ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য মনোবশীকার এব বাহ্যেন্দ্রিয়বশীকারকারণং সর্ব্বথা মনোবশীকারাভাবে তু যৎ স্যাৎ তৎ শৃণ্বিত্যাহ ধ্যায়ত ইতি। সঙ্গ আসক্তিঃ আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামোঽভিলাষঃ, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, তস্মাচ্চ শাস্ত্রোপদিষ্টস্যার্থস্য স্মতের্নাশঃ, তস্মাচ্চ বুদ্ধেঃ সদ্ব্যবসায়স্য নাশঃ, ততঃ প্রণশ্যতি সংসারকূপে পততি। ৬২। ৬৩.

মিতভাষ্যম্ঃ—ন কেবলং বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম এব কার্য্যঃ কিন্তু মনঃসংযমোঽপি অন্যথা দোষমাহ, ধ্যায়ত ইতি, বিষয়ান্ রূপাদীন্ ধ্যায়ত শ্চিন্তয়তঃ পুংসঃ তেষু বিষয়েষু সঙ্গঃ চিত্তরঞ্জনাত্মকো ঽনুরাগবিশেষো জায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ তেষু স্পৃহা সংজায়তে কামাচ্চ কুতশ্চিৎ ব্যাহতাৎ ক্রোধ শ্চিত্তস্য উগ্রত্বলক্ষণাবৃত্তিঃ অভিজায়তে। ৬২

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিলেন ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সর্ব্বদা ভগবৎপরায়ণ হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ কেবল বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া রাখিলে চলিবে না, নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় মনকে সংলগ্ন রাখিতে হইবে, কেননা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া নির্জ্জনে বাস করিলেও মন যদি নানাবিধ ভোগ বিলাসের চিন্তা করিতে থাকে' তা'হলে সে নির্জ্জন-বাসও মহাবিপদের হেতু হইয়া পড়িবে, এই শ্লোকে ভগবান ইহাই দেখাইতেছেন, বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে লোকের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে তাহার পর তাহা পাইবার জন্য অত্যন্ত লালসা জন্মে, এত অধিক লালসা হয় যে, তখন যদি তাহাতে কোন বাধা পড়ে তা'হলে মনের মত বস্তু না পাওয়ায় অত্যন্ত ক্রোধ আসিয়া পড়ে, আর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া যায় অর্থাৎ পশুর মত তামসিক ভাবে মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এবং মোহ আসিয়া পড়িলে শাস্ত্র ও গুরুজনের নিকট হইতে যে সকল সুশিক্ষা লাভ করা হইয়াছিল তখন আর সে সকল কথা মনে পড়ে না, সুতরাং হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া যায়, এবং যাহার হিতাহিত বিবেচনা বুদ্ধি না থাকে তাহার পক্ষে কোন অন্যায় কার্য্য করিতেই আর বাধা হয় না, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিয়া বসে, যে ব্যক্তি এইরূপ যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে তাহার জীবনও মৃত্যু-তুল্যই হয়, অর্থাৎ তাহার জীবিত থাকিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, কারণ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্যই হইল নানাবিধ সাধনা করিতে করিতে ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করা, কিন্তু ঐ ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় তাহার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ সে ইহলোক পরলোক কিছুই মানে না এবং বহু অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ে ও বিবিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, উপনিষদে ধর্ম্মরাজ যম এই কথাই বলিয়াছেন—"অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে" অর্থাৎ মুগ্ধ লোক ইহলোক নাই পরলোকও নাই ইহা মনে করিয়া থাকে সেইজন্য পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) বশতাপন্ন হয়। ভগবানও পরে বলিলেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ" ॥

অর্থাৎ কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকে যাইবার পথ, এবং ইহা হইতেই জীবের পুনঃপুনঃ অধোগতি হয়, অর্থাৎ পশু পক্ষী প্রভৃতি নীচ প্রাণীতে জন্ম হয় অতএব দেখা যাইতেছে কাম ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষের আত্মনাশ—অত্যন্ত অধঃপাত হয়, অর্থাৎ নীচ প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীব মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, এবং সেখানে আর এই দুর্গতির প্রতিকার করিবারও কোন সম্ভাবনা থাকে না, ইহা শাস্ত্রকারই বলিতেছেন—

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩॥

অন্বয়ঃ—ক্রোধাৎ সম্মোহঃ 'পশুবৎ তামসমাবরণং ভবতি' সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ 'গুরুশাস্ত্রোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিনাশঃ' স্মৃতিভ্রংশাৎ 'স্মৃতিনাশাৎ' বুদ্ধিনাশঃ 'কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিশ্চয়াত্মিকায়াশ্চিত্তবৃত্তে বিনাশঃ' বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি 'অধঃপততি'। ৬৩

(অনুবাদ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)।

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—ক্রোধাৎ ইতি। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাঽবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমো ভবতীতি সংবধ্যতে, ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি। সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমো ভ্রংশঃ স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তৌ অনুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতিভ্রংশাত্ বুদ্ধের্নাশঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতা অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি তাবদেব হি পুরুষো যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকযোগ্যং, তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবত্যতঃ তস্যান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থাযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। ৬৩

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ক্রোধাৎ ইতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতেব্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া নাশঃ বৃক্ষাদিদ্বিবাভিভবঃ, ততঃ প্রণশ্যতি মৃত্যুতুল্যোভবতি ॥ ৬৩

মিতভাষ্যম্ঃ—ক্রোধাৎ সংমোহঃ পশুবৎ তামসমাবরণং ভবতি চিত্তস্য, সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ গুরুশাস্ত্রোপদিষ্টার্থস্মৃতে র্ভ্রংশঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধেঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিশ্চয়াত্মিকায়াশ্চিত্তবৃত্তে বিনাশঃ, ততশ্চ প্রণশ্যতি যথেষ্টাচরণাৎ অধঃপততীত্যর্থঃ। ৬৩

"ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং স্থানং স রুজঃ কিং করিষ্যতি" ॥

অর্থাৎ মানব-দেহই হইল ভবরোগের চিকিৎসা করিবার একমাত্র ক্ষেত্র, যে এই দেহে সেই রোগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করে সে এমন স্থানে যাইয়া পড়িবে যে সেখানে ঔষধ পর্য্যন্ত মিলিবে না, অর্থাৎ পশু পক্ষীতে জন্ম গ্রহণ করিলে সেখানে কেবল দুঃখ-ভোগই করিতে হইবে, তাহার প্রতীকারের অর্থাৎ ভগবৎ-সাধনার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। অতএব কেবল বহিরিন্দ্রিয়-সংযম করিলেই হইবে না, যাহাতে মনে কোন বিষয় চিন্তা না আসিতে পারে সেজন্য সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় চিত্তকে সংলগ্ন রাখিতে হইবে ইহাই অভিপ্রায়। ৬২,৬৩

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয় :—তু 'কিন্তু' বিধেয়াত্মা 'বশীকৃতচিত্তঃ' আত্মবশ্যৈঃ 'স্বাধীনৈঃ' রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ 'রাগদ্বেষশূন্যৈঃ' ইন্দ্রিয়ৈঃ 'চক্ষুরাদিভিঃ' বিষয়ান 'রূপাদীন্' চরন্ 'ভুঞ্জানঃ' প্রসাদং 'প্রসন্নতাম্, অধিগচ্ছতি 'প্রাপ্নোতি'। ৬৪

অনুবাদ :—আর যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ মনকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন তিনি নিজের অধীন ও রাগদ্বেষশূন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সকল ব্যবহার করিয়া শান্তি অনুভব করেন। ৬৪

শঙ্করভাষ্যং :—সর্ব্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্, অথেদানীং মোক্ষকারণমিদমুচ্যতে রাগদ্বেষেতি। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী, তত্র যো মুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানবর্জনীয়াং শ্চরন উপলভমানঃ আত্মবশ্যৈরাত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা ইচ্ছাতো বিধেয়আত্মাঽন্তকরণং যস্য সোঽয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্। ৬৪

শ্রীধর :—নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষোদুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞস্য কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মামনো যস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ :—মানসবিষয়গ্রহণাভাবে সতি স্ববশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈ বিষয়গ্রহণেঽপি ন দোষ ইতি বদন্ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রজেত কিং ইত্যেস্যোত্তরমাহ রাগেতি, বিধেয়োবচনে. স্থিত আত্মা মনোযস্য সঃ। "বিধেয়ো বিনয়গ্রাহী বচনে স্থিত আশ্রয়ঃ। বশ্যঃ প্রণেয়ো নিভৃতবিনীতপ্রশ্রিতাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ। প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যেতাদৃশস্যাধিকারিণো বিষয়গ্রহণমপি ন দোষ ইতি কিং বক্তব্যং প্রত্যুত গুণ এবেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগস্বীকারাবেব আসনব্রজনে, তে উভেয়পি তস্যভদ্রে ইতি ভাবঃ। ৬৪

মিতভাষ্যম্ :—বশীকৃতচিত্তস্ত অপরিহার্য্যান্ বিষয়ান্ ভুঞ্জানোঽপি লভতে চিত্তপ্রসত্তিমিত্যাহ রাগেতি, রাগদ্বেষাবেবহি ইন্দ্রিয়াণি বিরুদ্ধে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়ন্তৌ পুরুষমধঃপাতয়তোঽতো বিধেয়াত্মা বিধেয়ো বশ্য আত্মা মনো যস্য স তথা নিগৃহীতচিত্ত ইতি যাবৎ, তথাবিধঃ পুমান্ তুশব্দঃ পূর্ব্বস্মাদ্ব্যাবৃত্তিদ্যোতকঃ আত্মবশ্যৈঃ স্বস্যাধীনীভূতৈঃ রাগদ্বেষহীনৈ-

রিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অপরিহার্য্যান্ ভুঞ্জানঃ প্রসাদং চিত্তস্য প্রসন্নতাং প্রাপ্নোতি। ৬৪

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ সরল ভাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পবিত্র বিষয়গুলি ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না, দেখা যায় অনুরাগ বা বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহারই হয় ক্ষতিকর, কোন ব্যক্তির প্রতি সরল ভাবে দৃষ্টি করিলে কেহ বিরক্ত হয় না, কিন্তু কঠোর ভাবে ক্রূরনেত্রে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিলে সে ব্যক্তি অপমান বোধ করে ও তাহার ফল হয় অত্যন্ত অশান্তিময়, সেইরূপ কেবল দেহরক্ষার জন্য পরিমিত ও পবিত্র আহার করিলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু অনুরক্ত-হৃদয়ে লালসাযুক্ত হইয়া আহার করিলেই বিষয়ের সহিত মনের বন্ধন হইয়া যায়. এবং সেজন্য ফল-ভোগও করিতে হয়, যেমন কোন একটি উৎকৃষ্ট বস্তু যতক্ষণ নিজের থাকে ততক্ষণ তাহার অতি সামান্যও ক্ষতি হইলে মনে কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু সেই বস্তুটিই বিক্রয় করিয়া দিলে তখন তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতি হইলেও কিছু-মাত্র দুঃখ হয় না, অতএব দুঃখের কারণই হইল অনুরাগ। এইজন্য যাঁহারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে নিজের অধীনে রাখিয়া অনাসক্ত হইয়া তাহাদের দ্বারা কেবল প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করেন তাঁহারা তাহাতে কোন অশান্তি না পাইয়া চিত্তের সুস্থতাই অনুভব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অশিক্ষিত অশ্ব লইয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্বদাই বিপদের সম্ভাবনা থাকে, আর সেই অশ্বকেই সুশিক্ষিত করিয়া তাহার দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে পারিলে উপকার পাইয়া সুখী হওয়া যায়। ইহাও সেইরূপ জানিবেন। ৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

অন্বয় :—চিত্তস্য প্রসাদে সতি অস্য 'যোগিনঃ' সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ 'বিনাশঃ' উপজায়তে প্রসন্নচেতসঃ 'নির্ম্মলচিত্তস্য' বুদ্ধিঃ 'অন্তঃকরণম্' আশু 'শীঘ্রং' পর্য্যবতিষ্ঠতে 'পরমাত্মনি স্থিরা ভবতি'। ৬৫

অনুবাদ :—চিত্তের প্রসন্নতা হইলে সাধকের সকল দুঃখেরই অবসান হয়। কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই পরমাত্মাতে স্থির হইয়া যায়। আর যিনি অযুক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন নাই তাঁহার আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেও কোন জ্ঞানই হয় না, এবং অযুক্ত ব্যক্তির ভাবনা অর্থাৎ স্থায়িভাবে পরমাত্মান ধ্যানও হয় না, এবং যিনি ভাবনা না করেন তাঁহার শান্তিও হয় না, আর শান্তি না হইলে সুখ হইবে কোথা হইতে? ৬৫।৬৬

শঙ্করভাষ্যম্ :—প্রসাদে সতি কিং স্যা দিতুচ্যতে প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাম্ আধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্ব্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে, কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বচ্ছান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে আকাশমিব পরি সমন্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ, এবং প্রসন্নচেতসো হ্যবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতস্তস্মাৎ রাগদ্বেষবিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষ্ববর্জ্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ॥ ৬৫

শ্রীধর :—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ প্রসাদ ইতি, প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসোবুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। ৬৫

বিশ্বনাথ :—বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে সর্ব্বতোভাবেন স্বাভীষ্টং প্রতি স্থিরীভবতীতি বিষয়গ্রহণাভাবেঽপি সমুচিতবিষয়গ্রহণং তস্য সুখমিতি ভাবঃ। প্রসন্নচেতস ইতি চিত্তপ্রসাদো ভক্ত্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তয়া বিনা তু ন চিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথমস্কন্ধে এব প্রপঞ্চিতম্। কৃতবেদান্তশাস্ত্রস্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টয়া ভক্ত্যৈব চিত্তপ্রসাদদৃষ্টেঃ। ৬৫

মিতভাষ্যম্ :—চিত্তপ্রসত্তেঃ ফলমাহ প্রসাদে ইতি, চিত্তস্য প্রসাদে নির্ম্মলত্বে সতি অস্য যোগিনঃ সর্ব্বদুঃখানাম্ আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধানাং হানি র্বিনাশো জায়তে, প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিরন্তঃকরণং আশু শীঘ্রং পর্য্যবতিষ্ঠতে, পরমাত্মনি নিশ্চলা ভবতীত্যর্থঃ। হি নিশ্চয়ে। ৬৫

পুষ্পাঞ্জলি :—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ইন্দ্রিয়গণের অধীন থাকে ততক্ষণ নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাকুল থাকায় চিত্ত কিছুমাত্র সুস্থতা লাভ করিতে পারে না, যখন ইন্দ্রিয়গণ নিজের বাধ্য হয়, তখন আর ব্যাকুলতা না থাকায় চিত্ত সুস্থ হয়, এবং সাধক প্রসন্নচিত্তে স্থির হইয়া পরমাত্ম-ধ্যান করিতে সমর্থ হন, তখন শান্তিময় আত্ম-

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

অন্বয়ঃ—অযুক্তস্য অবশীকৃতচিত্তস্য বুদ্ধিঃ 'শ্রবণমননজং জ্ঞানং' নাস্তি 'ন জায়তে' চ 'এবং' অযুক্তস্য ভাবনা 'ধ্যানং' 'ন জায়তে' অভাবয়তঃ 'ধ্যানমকুর্ব্বতঃ' শান্তিঃ 'চিত্তস্য উপরতিঃ' 'ন ভবতি' অশান্তস্য 'অনুপরতচিত্তস্য' 'আত্মদর্শনভাবাৎ' সুখং কুতঃ? ৬৬

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে নাস্তীতি, নাস্তি নবিদ্যতে ন ভবতীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য ন চাযুক্তস্যেতি ন চাস্য অযুক্তস্য ভাবনা, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ তথা চ নাস্ত্যভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিবিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমো ন বিদ্যতে অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তি র্যা তৎসুখং ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা, দুঃখমেব হি সা, ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপি উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। ৬৬

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব, নোৎপদ্যতে কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্ত্তা ইত্যত্রাহ ন চেতি। নচাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সচাযুক্তস্য যতের্নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ। ৬৬

বিশ্বনাথঃ—উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন দ্রঢ়য়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতমনসো বুদ্ধিরাত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা নাস্তি, অযুক্তস্য তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতস্য ভাবনা পরমেশ্বরধ্যানঞ্চ। অভাবয়তঃ অকৃতধ্যানস্য শান্তির্ব্বিষয়োপরমো নাস্তি। অশান্তস্য সুখম্ আত্মানন্দো ন। ৬৬

মিতভাষ্যম্ঃ—উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেন দর্শয়তি নাস্তীতি, অযুক্তস্য অবশীকৃত-চিত্তস্য বুদ্ধিঃ আত্মবিষয়া নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজন্যাপি নাস্তি ন জায়তে, অযুক্তস্য ভাবনা আত্মধ্যানং ন ভবতি, বিক্ষেপাৎ চিত্তস্য পরমাত্মপ্রাবণ্যাভাবাৎ, অভাবয়ত আত্মধ্যানবিধুরস্য শান্তিঃ চিত্তস্যোপরতি র্নাস্তি, অশান্তস্য অনুপরতচিত্তস্য চ পরমাত্মসাক্ষাৎকারজন্যং সুখং কুতঃ? অথবা শান্তিস্তৃষ্ণাক্ষয়ঃ, অশান্তস্য অক্ষীণতৃষ্ণস্য সুখং কুতঃ? তৃষ্ণাক্ষয়জন্যত্বাদেব মহাসুখস্য, তদুক্তম্—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥" ইতি। ৬৬

স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া সাধক সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। অতএব পরমাত্মধ্যানই হইল দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণকে বাধ্য করিতে না পারা যায় ততক্ষণ মন চঞ্চল থাকায় স্থির হইয়া ধ্যানই হয় না, এবং একাগ্র চিত্তে ধ্যান করিতে না পারিলে আত্মদর্শনও হয় না, এবং সেই শান্তিময় তত্ত্বের দর্শন না পাইলে আর সুখের আশা কোথায়? ৬৫।৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনো হনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭

অন্বয়ঃ—হি 'যত' মনঃ চরতাং 'স্বস্ববিষয়েষু প্রবৃত্তিশীলানাম্' ইন্দ্রিয়াণাং 'মধ্যে' যৎ 'একমেব ইন্দ্রিয়ম্' অনুবিধীয়তে 'অনুসরতি' তৎ 'ইন্দ্রিয়ম্' অস্য 'যোগিনঃ' প্রজ্ঞাম্ 'আত্মজ্ঞানং' হরতি, অম্ভসি 'জলে' বায়ুঃ নাবং 'নৌকামিব'। ৬৭

অনুবাদঃ—ইন্দ্রিয়গণ স্বাধীন ভাবে নানা বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়টির সহিত মন সম্পর্কিত হয় সেই একটি ইন্দ্রিয়ই সাধকের প্রজ্ঞা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বুদ্ধিকে হরণ করিয়া লয়, অর্থাৎ যে বুদ্ধি পরমাত্মাতে সম্পর্কিত ছিল তাহাকে সেখান হইতে অতর্কিত ভাবে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে সংলগ্ন করিয়া দেয়, বায়ু যেমন জলে নৌকাকে বিপথে লইয়া গিয়া ফেলে সেইরূপ। ৬৭

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—অযুক্তস্য কস্মাদ্বুদ্ধির্নাস্তীত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং যস্মাৎ চরতাং স্ববিষয়ে প্রবর্ত্তমানানাং যন্মনো হনুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ত্ততে তদিন্দ্রিয়ং বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনো হস্য যতের্হরতি প্রজ্ঞামাত্মানাত্মবিবেকজাং নাশয়তি, কথং? বায়ুর্নাবমিবাম্ভস্যুদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্যোন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্ত্তয়ত্যেবমাত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়াং কল্পনাং করোতি। ৬৭

শ্রীধরঃ—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" ইত্যত্র হেতুমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি, ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোহনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিমু বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি। ৬৭

বিশ্বনাথঃ—অযুক্তস্য বুদ্ধির্নাস্তীত্যুপপাদয়তি নাস্তীতি। ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েষু চরতাং মধ্যে যন্মন একমিন্দ্রিয়ং অনুবিধীয়তে পুংসা সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুবর্ত্তীক্রিয়তে, তদেব মনঃ অস্য প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি। যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং প্রতিকুলোবায়ুঃ। ৬৭

মিতভাষ্যম্ঃ—অযুক্তস্য বুদ্ধ্যভাবে হেতুমাহ ইন্দ্রিয়ায়াণামিতি, হি যতঃ চরতাং স্বস্ববিষয়েষু স্বচ্ছন্দং সম্বন্ধং কুর্বতাং দুষ্টানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যৎ একমেব ইন্দ্রিয়ম্ মনঃ অনুবিধীয়তে অনুসরতি তৎ মনোহনুসৃতম্ একমেব ইন্দ্রিয়ম্ অস্য মুমুক্ষোঃ প্রজ্ঞাং পরমাত্মবিষয়াং শাস্ত্রোপদেশজাং নিশ্চয়াত্মিকাং চিত্তবৃত্তিং হরতি নশ্যতি অম্ভসি স্থিতাং নাবং বায়ুরিবেতি দৃষ্টান্তঃ, যথা বায়ু র্নাবং স্বস্থানাৎ প্রচ্যাব্য উৎপথগাং করোতি তথৈবেন্দ্রিয়ং পরমাত্মনঃ প্রচ্যাব্য চিত্তবৃত্তিং বিষয়প্রবণাং করোতীত্যর্থঃ, কিমু বক্তব্যং বহূনি হরন্তীতি। ৬৭

পুষ্পাঞ্জলি :—সাধক যদি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারেন তা'হলে ইন্দ্রিয়গণ স্বাধীনভাবে নানা বিষয়ে বিচরণ করিতে থাকে, আর তাহাদের মধ্যে যদি একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের সহিতও মন আসিয়া যোগ দেয় তা'হলে সেই একটি ইন্দ্রিয়ই প্রজ্ঞাকে কাড়িয়া লয়, অর্থাৎ সাধক বহু যত্ন করিয়া যে আধ্যাত্মিক বুদ্ধিটি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাকে অজ্ঞাতসারে অমৃতময় ব্রহ্মরস হইতে বঞ্চিত করিয়া তুচ্ছ বিষয়রসে মজাইয়া দেয়, নৌকার নাবিক যদি সতর্ক না থাকে তা'হলে বায়ু যেমন তাহার নৌকাকে সুপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া বিপজ্জনক স্থানে লইয়া গিয়া ফেলে, সেইরূপ সাধককেও ঘোর বিষয়াসক্ত করিয়া দিয়া গুরুতর বিপদের সম্মুখীন করিয়া দেয়, সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে হয়ত বহু বৎসর বা বহুজন্মই কাটিয়া যাইবে, পুরাণ ইতিহাসে সৌভরি বিশ্বামিত্র প্রভৃতি শক্তিশালী ব্যক্তিগণেরও পতনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তবেই দেখুন যদি একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ও অবাধ্য থাকে তাহা হইতেই গুরুতর সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হয়, আর যদি অনেকগুলি ইন্দ্রিয়ই অবাধ্য থাকে তা'হলে তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন ত? এইজন্য করুণাময় ভগবান সাধককে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবার জন্য এত আগ্রহসহকারে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছেন। ৬৭

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

অন্বয়ঃ—তস্মাদ্ধেতোঃ হে মহাবাহো! যস্য সর্ব্বশঃ 'সর্ব্বাণি' ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ 'বিষয়েভ্যঃ' নিগৃহীতানি 'বশীকৃতানি' তস্য প্রজ্ঞা আত্মজ্ঞানং' প্রতিষ্ঠিতা 'স্থিরীভূতা'। ৬৮

অনুবাদঃ—সেইজন্য হে মহাবাহু! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ নানাবিধ উপায়ে সুশাসিত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি আহার-সংযম নির্জ্জনবাস সর্ব্বদা শাস্ত্র-চিন্তা ভগবদ্ উপাসনা ও সংসারের অনিত্যতা আলোচনা ইত্যাদি করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬৮

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—"যততো হি" ইত্যুপন্যস্তস্যার্থস্যানেকপোপপত্তিমুক্ত্বা তঞ্চার্থমুপপাদ্যোপসংহরতি তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাম্ প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাৎ তস্মাৎ যস্য যতেঃ হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি, সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি। ৬৮

বিশ্বনাথঃ—তস্মাৎইতি। যস্য নিগৃহীতমনসঃ, হে মহাবাহো ইতি যথা শত্রূন্ নিগৃহ্নাসি তথা মনোঽপি নিগৃহাণেতি ভাবঃ। ৬৮

মিতভাষ্যম্ঃ—প্রকৃতমুপসংহরতি তস্মাদিতি, যস্মাৎ অসংযতেন্দ্রিয়স্য প্রজ্ঞাহানি স্তস্মাদিত্যর্থঃ, যস্য সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ স্বস্ববিষয়েভ্যো নিগৃহীতানি বশীকৃতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি, ইদং চ সাধনত্বোপসংহারে, স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণত্বোপসংহারেচ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা বোধ্যা ইত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি বহিঃশত্রুদমনক্ষমস্য তবান্তঃশত্রুদমনক্ষমত্বমস্তীতি সূচিতম্। ৬৮

পুষ্পাঞ্জলিঃ—ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্‌রূপে বাধ্য করিতে পারিলে তবে প্রজ্ঞা—ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়—সুস্থির হয়। এবং যাঁহার ঐ বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে যিনি পরমাত্মধ্যান করিতে সমর্থ হন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ভগবান এখানে অর্জ্জুনকে এইজন্য মহাবাহু বলিয়া উৎসাহিত করিলেন যে তুমি যেমন বাহুবলে বহিঃশত্রুকে দমন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তেমনই আন্তর-শক্তির প্রভাবে গৃহশত্রু ইন্দ্রিয়গণকেও দমন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, অতএব তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার উপযুক্ত পাত্র। ৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতানাং 'নিখিলপ্রাণিনাং' যা 'বিদ্যাবস্থা' নিশা 'রাত্রিবৎ ব্যবহারশূন্যা', তস্যাং 'বিদ্যাবস্থায়াং' সংযমী 'যোগী' জাগর্ত্তি 'বুধ্যতে' ভূতানি 'প্রাণিনঃ' যস্যাং 'লৌকিকাবস্থায়াং' জাগ্রতি 'বুধ্যন্তে' পশ্যত 'আত্মদর্শনং কুর্ব্বতো' মুনে 'র্যোগিনঃ' সা 'অবস্থা' নিশা 'রাত্রিবৎ ব্যবহারশূন্যা ভবতি'। ৬৯

অনুবাদঃ—যে প্রজ্ঞাবস্থাটি সমগ্র প্রাণীর নিশা—প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রির মত হইয়া থাকে সেই প্রজ্ঞাবস্থাতে সংযমী—জিতেন্দ্রিয় স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষি সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন—সমাহিত হইয়া চৈতন্যময় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, আর সমগ্র প্রাণী যে অবস্থাতে—জাগতিক নানাবিধ ব্যাপারে জাগরূক থাকে সে অবস্থাটি তত্ত্বদর্শী ঋষির পক্ষে গভীর নিশার মতই হয়, অর্থাৎ যিনি সমাধি অবস্থায় থাকিয়া নিরন্তর ব্রহ্মতত্ত্বদর্শন করিতে থাকেন তাঁহার পক্ষে তখন বাহ্য জগতের ভান না হওয়ায় সে দিকটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রির মতই হইয়া থাকে। ৬৯

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততেঽবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিত্যেতমর্থং স্ফুটীকুর্ব্বন্নাহ যা নিশেতি। যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ নিশা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বভূতানাং, কিং তৎপরমার্থতত্ত্বম্ স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ো যথা নক্তঞ্চরাণামহরেব সদন্যেষাং নিশা ভবতি। তদ্বন্নক্তঞ্চরস্থানীয়ানাং অজ্ঞানিনাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বাগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাং, তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়াম্ অজ্ঞাননিদ্রায়াং প্রবুদ্ধোজাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান্ জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ। যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যতে, যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদৃশঃ সা নিশা অবিদ্যারূপত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতোমুনেরতঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে ন বিদ্যাবস্থায়াং, বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে সবিতরি শার্ব্বরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারকফলভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে, নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বোপপত্তিঃ প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি হি কর্ম্মণি কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে নাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং নিশেবেতি, যস্য তু পুনর্নিশেবাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং ভেদজাতমিতি জ্ঞানং তস্যাত্মজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারো ন প্রবৃত্তৌ, তথাচ দর্শয়িষ্যতি তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানইত্যাদিনা জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারং, তত্রাপি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরনুপপত্তিরিতিচেৎ ন স্বাত্মবিষয়ত্বাদাত্মবিজ্ঞানস্য ন হ্যাত্মন আত্মনি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাপেক্ষতা আত্মত্বাদেব তদন্তত্বাচ্চ সর্ব্বপ্রমাণানাং

প্রমাণত্বস্য, ন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি, প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনো নিবর্ত্তয়ত্যন্ত্যং প্রমাণং, নিবর্ত্তয়দেব চাপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে, লোকেচ বস্ত্বধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্য, তস্মাৎ নাত্মবিদঃ কর্ম্মণ্যধিকার ইতি সিদ্ধম্। ৬৯

শ্রীধর :—ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইহ দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহিতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়োজাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তংভবতি, যথা—দিবান্ধানামুলুকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং নতু দিবসে, এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্নতু বিষয়েষু, অতোনাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণম্। ৬৯

বিশ্বনাথ :—স্থিতপ্রজ্ঞস্যতু স্বতঃ সিদ্ধএব সর্ব্বেন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাহ যেতি। বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা ভবতি আত্মপ্রবণা বিষয়প্রবণাচ। তত্র যা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বভূতানাং নিশা। নিশায়াং কিং কিং স্যাদিতি তস্যাং স্বপন্তোজনাঃ যথা ন জানন্তি তথৈবাত্মপ্রবণবুদ্ধৌ প্রাপ্যমানং বস্তু সর্ব্বভূতানি ন জানন্তি। কিন্তু তস্যাং সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞো জাগর্ত্তি নতু স্বপিত্যতঃ আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠমানন্দং সাক্ষাদনুভবতি। যস্যাং বিষয়প্রবণায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি তন্নিষ্ঠবিষয়সুখশোকমোহাদিকং সাক্ষাদনুভবন্তি নতু তত্র স্বপন্তি, সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা তন্নিষ্ঠং কিমপি নানুভবতীত্যর্থঃ। কিন্তু পশ্যতঃ সাংসারিকাণাং সুখদুঃখপ্রদান্ বিষয়ান্ তত্রৌদাসীন্যেনাবলোকয়তঃ স্বভোগ্যান বিষয়ানপি যথোচিতং নির্লেপমাদদানস্যেত্যর্থঃ। ৬৯

মিতভাষ্যম্ :—জ্ঞানিনোঽলৌকিকাবস্থাবর্ণনমুখেন পরমোৎকর্ষমাহ যা নিশেতি; সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্ অজ্ঞানান্ধানাং যা বিদ্যাবস্থা নিশা অন্ধতমসাবৃতনিশাবৎ ব্যবহারাভাববতী, তস্যাং বিদ্যাবস্থায়াং সংযমী নিগৃহীতসর্ব্বেন্দ্রিয়ো যোগী জাগর্ত্তি প্রদীপ্তচিত্তো ভবতি, যস্যাং লৌকিকাবস্থায়াং সর্ব্বে প্রাণিনো জাগ্রতি ব্যবহারবন্তোভবন্তি, সাঽবস্থা পশ্যত আত্মসাক্ষাৎকারবতো মুনের্যোগিনঃ নিশা নিশাবৎ ব্যবহারাভাববতী ভবতি, শ্রুতিশ্চাহ "সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সবাগবাগিব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" ইতি, ঈদৃশালৌকিকাবস্থো যোগী ধন্যো ভবতি ইতি ভাবঃ। ৬৯

পুষ্পাঞ্জলি :—তত্ত্বদর্শী ঋষির আধ্যাত্মিক অবস্থাটি অত্যন্ত আলোকিত থাকে, এবং জাগতিক অবস্থাটি অত্যন্ত অন্ধকারময় হইয়া থাকে। তাহার কারণ তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠ থাকে বলিয়া প্রজ্ঞা অবস্থাটি অত্যন্ত উজ্জলই হইয়া থাকে, এবং বহির্জগতের সহিত কোন সংস্রব না থাকায় জগতের কোন জ্ঞানই হইতে পায় না।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—আপূর্য্যমাণং 'স্বতএব পূর্য্যমাণ'ম্ অচলপ্রতিষ্ঠং 'সর্ব্বদা স্থিরস্বরূপং' সমুদ্রং নদ্যাদীনাম্ আপঃ 'জলানি' যদ্বৎ 'যথা' প্রবিশন্তি, তদ্বৎ 'তথা' সর্ব্বে কামাঃ 'বিষয়াঃ' যং 'স্থিতপ্রজ্ঞং' প্রবিশন্তি স 'স্থিতপ্রজ্ঞঃ' শান্তিং 'তৃষ্ণাক্ষয়ম্' আপ্নোতি কামকামী 'বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষী' শান্তিং ন 'আপ্নোতি'। ৭০

অনুবাদঃ—অপরিমিত জলরাশিতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ এবং নিজের সীমাকে অতিক্রম না করিয়া যথাস্থানে অবস্থিত সমুদ্রে যেমন নানা নদ নদীর জলরাশি আপনি আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ সমাধিস্থ হইয়া পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকায় যাঁহাতে ভোগের বস্তু সকল প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ স্বতই আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তিনিই শান্তি অনুভব করেন, কিন্তু যিনি ভোগের বিষয় আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি শান্তি পান না। ৭০

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—বিদুষস্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তির্নত্বসংন্যাসিনঃ কামকামিন ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যন্নাহ আপূর্য্যেতি। আপূর্য্যমাণমদ্ভিরচল-প্রতিষ্ঠং অচলতয়া প্রতিষ্ঠা অবস্থিতির্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ সর্ব্বতোগতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ, তদ্বৎ কামাবিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বত ইচ্ছাবিশেষা যং মুনিং সমুদ্রমিবাপোঽবিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে, ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি, স শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি নেতরঃ কামকামী, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ বিষয়াস্তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ৭০

শ্রীধরঃ—নহু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ আপূর্য্য-মাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়াঃ যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব

যেমন কোন ব্যক্তি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলে সম্মুখ দিয়া কোন লোক যাইলেও দেখিতে পান না ইহাও সেইরূপ জানিবেন। অতএব আত্মদর্শন হইলে যে জগৎ বাধিত হইয়া যাইবে অর্থাৎ লোপ হইয়া যাইবে, এরূপ কোন কথাই শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধগণই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। তবে দেহকে যে আমি বলিয়া মনে হইত সেই দেহাত্মবোধরূপ ভ্রমটি আত্মদর্শন হইলে নষ্ট হইয়া যায়, এই কথাই, শাস্ত্রে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখা যায় ব্যাস বশিষ্ঠ শুকদেব যাজ্ঞবল্ক্য ও রাজর্ষি জনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ব্রহ্মদর্শন করিলেও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও রাজকার্য্য প্রভৃতি নিয়মিত ভাবেই করিয়াছেন। এবিষয়ে ব্রহ্মসূত্র-মিতভাষ্যে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি দেখিবেন। ৬৯

প্রাবব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি নতু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ। ৭০

বিশ্বনাথঃ—বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাহিত্যমেব নির্লেপতেত্যাহ আপূর্য্যমাণমিতি। যথা বর্ষাসু ইতস্ততো নাদেয়া অপিঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি, কীদৃশং আ ঈষদপি অ পূর্য্যমাণম্ তাবতীভিরপ্যদ্ভিঃ পূরয়িতুং ন শক্যং অচলপ্রতিষ্ঠম্ অনতিক্রান্তমর্য্যাদং তদ্বদেব কামা বিষয়া যং প্রবিশন্তি ভোগ্যত্বেনায়ান্তি। যথা অপাং প্রবেশে অপ্রবেশে বা সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে এবমেবচ কামানাং ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরহিত এব স্যাৎ স স্থিতপ্রজ্ঞঃ। শান্তিঃ জ্ঞানম্। ৭০

মিতভাষ্যম্ঃ—আত্মলাভতুষ্টো বিষয়তৃষ্ণামুক্তো যুক্ত এব লোকে শান্তিসিক্তো ভবতীত্যাহ আপূর্য্যমাণমিতি, স্বতএব পূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং সর্ব্বদা স্বস্থান এব স্থিতং সমুদ্রং গঙ্গাদীনাম্ আপো যথা বিশন্তি তথা আত্মলাভেনৈব পরিপূর্ণম্ অতএবাতিগম্ভীরং যং যোগিনং সর্ব্বে কামা কাম্যন্তে ইতি কামা বিষয়াঃ প্রারব্ধাকৃষ্টা এব বিশন্তি নতু তেনাহ্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ, স স্থিতপ্রজ্ঞঃ শান্তিং তৃষ্ণাক্ষয়ং প্রাপ্নোতি ন তু কামকামী কামান্ কাময়তে ইতি কামকামী বিষয়লম্পট ইতি। ৭০

পুষ্পাঞ্জলিঃ—সাধক যখন সমাধিস্থ হইয়া অপরিমিত আনন্দকন্দ আস্বাদন করিতে থাকেন তখন আরব্ধ কর্ম্ম বশতঃ নানাবিধ সুখের বস্তু সকল আপনিই আসিয়া তাঁহাতে হয়, উপস্থিত তিনি কিন্তু সমুদ্রের মত অটল অচল হইয়া গম্ভীর ভাবেই উপবিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ ভোগের বিষয় সকল আসিয়া উপস্থিত হইলেও সেদিকে চিত্তের কিছুমাত্র আকর্ষণ হয় না, তাঁহার চিত্ত স্থির হইয়া সর্ব্বদা সেই পরমানন্দসিন্ধুতেই মজিয়া থাকে, চিরকাল এই তত্ত্বের আস্বাদন করিলেও ইহাতে কখনও অরুচি আসে না, অতএব ইহা এক প্রকার অদ্ভুত বস্তু, এবং সাধকের ক্ষুধাও এমন যে, অনন্তকাল ভোগ করিলেও সে ক্ষুধা কখনও নিবৃত্ত হয় না, সুতরাং ইহাও এক প্রকার অদ্ভুত বস্তু, এবং ভোগ্য বস্তুও অনন্ত, তাঁহার কখনও শেষ হয় না, অতএব চিরকাল ভোগ করিলেও তাহার বিন্দুমাত্র হ্রাস হইবে না, সুতরাং তাহাও অদ্ভুত, এবং ভোক্তাও অনন্ত তাঁহারও মৃত্যু নাই, সুতরাং তিনিও অদ্ভুত, এই প্রকারে ইহা একটি অদ্ভুত সমষ্টির বিশিষ্ট গোষ্ঠী, এইজন্য জাগতিক কোন বস্তুর সহিতই ইহার তুলনা হইতে পারে না, ইহাই ইহার মাত্র উপমা কেবল, ভগবানও বলিয়াছেন 'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্' ইত্যাদি, ভ্রমর যেমন রাশি রাশি ক্ষুদ্র পুষ্প উপেক্ষা করিয়া অমন্দ মকরন্দে পরিপূর্ণ সুগন্ধ অরবিন্দে প্রভূত মকরন্দ পাইয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া যায় সেইরূপ সাধকের মনও সমগ্র বিষয় উপেক্ষা করিয়া চির-বাঞ্ছিত এই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং আর কোন উপদ্রবের

সম্ভাবনা না থাকায় তিনি অটল অচল হইয়া আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া এই অমৃত-বারিধি পান করিতে থাকেন। তিনি ইহাতে এমনি মগ্ন হইয়া পড়েন যে, বিশ্ব প্রলয় হইয়া গেলেও তাহার কোন সন্ধান পান্ না। মদিরা-পানে মত্ত মাতাল যেমন পরিধানের বস্ত্রখানিরও সংবাদ রাখে না সেইরূপ ব্রহ্মরস-রূপ অপূর্ব্ব মদিরা পানে মত্ত জীব এমনই তন্ময় হইয়া যান যে নিজের দেহের পর্য্যন্ত কোন সংবাদ রাখেন না, অর্থাৎ তিনি জীবিত কি মৃত তাহারও খেয়াল থাকে না, শ্রীমদ্ভাগবত এই কথাই বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

"দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং বাসো যথা পরিহিতং মদিরামদান্ধঃ"।

ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বলা হইল। ভগবান্ও বলিয়াছেন—যাহা পাইলে কোন বস্তুকেই ইহা অপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে হয় না, এবং যে অবস্থায় থাকিলে কোন দুঃখই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না তাহাই প্রকৃত যোগ। এই মহাত্মা নির্ব্বিকল্প সমাধির চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, ইঁহার আর ব্যুত্থান হয় না। এই স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মরাম ব্যক্তিকেই গুণাতীত ও প্রেম-ভক্ত বলা হয়, * অর্থাৎ প্রাকৃত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক কোন ভাবই আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং এই প্রগাঢ় ব্রহ্মরসের আস্বাদনে সর্ব্বদা মজিয়া থাকাকেই প্রেমভক্তি বলা হয়। অমৃতময় রসভরে ভরপূর খাদ্যও অনন্ত, তাহার অপূর্ব্ব আস্বাদনও অনন্ত, সাধকের অলৌকিক পিপাসাও অনন্ত, অতএব যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিলেও সে অফুরন্ত পিপাসা কখনও মিটিবে না, এমন কি বিশ্বপ্রলয় হইয়া গেলেও ইহার আস্বাদন কখন্ও খর্ব্বিত হইবে না, "পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্" তাই মহামতি বিদ্যাপতি ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যাবৎ জনম হাম্ রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল"॥

ভাষার দ্বারা ইহাকে আর কি করিয়া ফুটাইব? পাঠক মহাশয়! যদি কখন্ও কোন সৌভাগ্য বশতঃ ইহার আস্বাদন করিবার অধিকারী হইতে পারেন তবে স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন। বেদান্ত ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হয় আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ার পর যথাকালে দেহপাত হইলে ইনি মুক্তিলাভ করিবেন। † ৭০

---

* "ব্যুত্তিষ্ঠতে স্বতস্ত্বাদ্যে দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ। অন্তে ব্যুত্তিষ্ঠতে নৈব সদা ভবতি তন্ময়ঃ"॥
"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে"। গীতা
"আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"॥
শ্রীমদ্ভাগবত

† "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"। - শ্রুতি

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

অন্বয় :—যো 'যোগী' সর্ব্বান্ কামান্ 'বিষয়ান্' বিহায় 'ত্যক্ত্বা' নিস্পৃহঃ 'অভিলাষহীনঃ' নির্ম্মমঃ 'মমত্বশূন্যঃ' নিরহঙ্কারঃ 'দেহাদিষু অহমিত্যভিমানশূন্যঃ' সন্ চরতি 'যত্র কুত্রচিৎ ভ্রমতি' স পূর্ব্বোক্তাং 'শান্তিম্' অধিগচ্ছতি 'লভতে'। ৭১

অনুবাদ :—যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া সকল বস্তুতেই স্পৃহাশূন্য হইয়া প্রারব্ধ-কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া যান, অথবা নির্লিপ্ত হইয়া যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকেন, এবং অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় যাঁহার কোন বস্তুতেই মমতা থাকে না; তিনিই শান্তি লাভ করেন। ৭১

শঙ্করভাষ্যম্ :—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। বিহায় পরিত্যজ্য কামান্ যঃ সন্ন্যাসী সর্ব্বানশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন চরতি জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ শরীর-জীবনমাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ সন্ নির্ম্মম ইতি মমত্ববর্জ্জিতঃ শরীর-জীবনযাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহেঽপি মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জ্জিতঃ নিরহঙ্কারো বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্ম-সম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্ব্বসংসারদুঃখোপরমত্ব-লক্ষণাং নির্ব্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ। ৭১

শ্রীধর :—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতঃ নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি। ৭১

বিশ্বনাথ :—কশ্চিত্তু কামেষ্বাবিশন্ নৈব তান্ উপভুঙ্ক্তে ইত্যাহ বিহায়েতি নিরহঙ্কারো নির্ম্মম ইতি দেহদৈহিকেষ্বহন্তামমতাশূন্যঃ। ৭১

মিতভাষ্যম্ :—যঃ পুমান্ পুরুষধৌরেয়ঃ সর্ব্বান্ কামান্ ঐহিকামুষ্মিকান্ পুত্রবিত্ত-স্বর্গাদীন্ বিহায় উপেক্ষ্য তচ্চিন্তামপ্যকৃত্বেতি যাবৎ, তত্রহেতুঃ নিস্পৃহঃ তেষু অভিলাষশূন্যঃ, তত্র হেতুঃ নির্ম্মমঃ মমৈতে প্রীতিকরা ইত্যেবং মমত্বহীনঃ, তত্র হেতুঃ নিরহঙ্কারঃ দেহাদিষু অহমিত্যভিমানবিধুরঃ, স এবম্ভূতঃ সন্ চরতি আগন্তুকানেব বিষয়ান্ স্পৃশতি কেবলং নতু তেষাং রসমাস্বাদয়তি ভ্রমতি, বা যত্র কুত্রচিৎ, স পূর্ব্বোক্তাং শান্তিং লভতে ইত্যর্থঃ। এতেন ব্রজেত কিমিত্যস্যোত্তরং প্রদত্তম্। ৭১

পুষ্পাঞ্জলি :—যাঁহার সমাধি অবস্থা হইতে কোন সময় ব্যুত্থান হয় তিনি বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিলেও কোন বস্তুতেই কামনাযুক্ত হন না, কারণ যিনি অনন্ত ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়াছেন তিনি আর তুচ্ছ বিষয় রসের ভিক্ষুক হইবেন কেন? সুতরাং

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়ঃ—হে পার্থ! এষা 'পূর্ব্বোক্তা স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা' ব্রাহ্মীস্থিতিঃ 'ব্রহ্মবিষয়িণী নিষ্ঠা কথ্যতে,' এনাং স্থিতিং প্রাপ্য 'কশ্চিদপি' ন বিমুহ্যতি 'দেহাত্মাভিমানং কুরুতে' অন্তকালেঽপি 'চরমেঽপি বয়সি' অস্যাং 'স্থিতৌ' স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং 'ব্রহ্মণি লয়ং' 'গচ্ছতি'। ৭২

অনুবাদঃ—হে পার্থ ইহাই হইল ব্রাহ্মী স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্ম তত্ত্বে চিত্তের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, ইহাকে লাভ করিতে পারিলে আর কেহ সংসারে মুগ্ধ হয় না। যদি কেহ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও এই অবস্থায় থাকিতে পারেন, তা'হলে তিনি ব্রহ্মে এক হইয়া যান—মোক্ষ লাভ করেন। ৭২

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তূয়তে এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ, হে পার্থ! নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি ন মোহং প্রাপ্নোতি, স্থিত্বাস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়ামন্তকালেঽপি অন্তে বয়স্যপি ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি, কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সন্ন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীতি। ৭২

শ্রীধরঃ—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা

সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া বিনা প্রয়োজনে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এবং ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াও তাঁহার কোন অহঙ্কার থাকে না ও সমস্ত জগৎকেই ভগবানের লীলা বলিয়া দেখিয়া কোন বস্তুতেই আর মমতা করেন না, অর্থাৎ আমার বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার সকল বস্তুই এমন কি নিজে পর্য্যন্ত তখন তাঁহার হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বাত্মদর্শী মহাপুরুষই যথার্থ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বশ্লোকে নির্ব্বিকল্প সমাধির চরম অবস্থা বলা হইয়াছে আর এই শ্লোকে তাহার পূর্ব্ব অবস্থা বলা হইল। অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রথম অবস্থায় কোন কোন সময়ে ব্যুত্থান হয়, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। ভগবান এত কথা বলিলেও ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যে জগৎ প্রলয় হইয়া যায় একথা কিন্তু কোথাও বলিলেন না। অতএব ইহা কেবল ব্যাখ্যা-কারগণের নিজের মতলব ভিন্ন কিছুই নহে জানিবেন। বৌদ্ধগণই বলিয়া থাকেন তত্ত্বজ্ঞান হইলে বিশ্ব প্রলয় হইয়া যায়, আর্য্য-শাস্ত্রে একথা কোথাও নাই। ৭১

এষা এবম্বিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি যতো হন্তকালে মৃত্যুসময়ে হপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং ব্রহ্মণিলয়র্হচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি। শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ। উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম। ৭২

বিশ্বনাথঃ—উপসংহরতি এষেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে মৃত্যুসময়েপি কিং পুনরাবাল্যম্। জ্ঞানং কর্ম্ম চ বিস্পষ্টমস্পষ্টং ভক্তিমুক্তবান্। অতএবায়মধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসূত্রমুচ্যতে। ৭২

মিতভাষ্যম্ঃ—ব্রহ্মনিষ্ঠায়াঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ পরমফলমাহ এষেতি, এষা সমনন্তরোক্তা বিদ্বৎসন্ন্যাসিনঃ স্থিতপ্রজ্ঞত্বলক্ষণাবস্থা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ব্রহ্মবিষয়িণী নিষ্ঠা কথ্যতে, হে পার্থ এনাং স্থিতিং প্রাপ্য যোগী ন বিমুহ্যতি দেহাদিষ্বাত্মাভিমানং ভজতে, অস্যাং নিষ্ঠায়াম্ অন্তকালে চরমেহপি বয়সি স্থিত্বা অবস্থায় ব্রহ্মনির্ব্বাণং দেহপাতাৎ পরং ব্রহ্মণি লয়ং প্রাপ্নোতি, মোক্ষং লভতে ইত্যর্থঃ। কিমুত প্রথমাবধি, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"॥
"বিষ্ণ্বাখ্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মণ্যবাপ নৃপতির্লয়ম্" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্য ইতি।

সাংখ্যপ্রোক্তং বোধয়ন্নাত্মতত্ত্বং মোক্ষোপায়ং কর্ম্মযোগং চ শংসন্।
মোহাম্ভোধেরুদ্ধরন্ ভক্তজিষ্ণুং স্থিতপ্রজ্ঞং দর্শয়ামাস বিষ্ণুঃ॥
ভ্রান্ত্বা শ্রান্তধিয়ো নিতান্তমরণে সংসারকান্তারকে,
সন্তোহনন্তসুখায় চান্তরতরধ্বান্তপ্রশান্ত্যৈ চিরম্।
ভক্তিং শক্তিমতীং বিমুক্তিসরণিং লব্ধ্বা মণিং বোধিনীং,
মগ্না লগ্নধিয়ো হরৌ গতভিয়ো বন্দ্যৌ সুখাব্ধৌ সতাম্॥ ৭২

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণদর্শনাচার্য্যকৃতৌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামিতভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ—জীবনে ক্ষণকালও যদি কাহারও এই সৌভাগ্য ঘটে তাহলেই তিনি কৃত-কৃতার্থ হইয়া যান। আর যদি কেহ জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই এই মহাসম্পদ্ অর্জ্জন করিতে পারেন তাহ'লে তিনি যে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? তবে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে শেষ জীবনেই ভগবদারাধনা করিয়া অনায়াসে কৃতার্থ হওয়া যাইবে, প্রথম জীবন হইতে আর কষ্ট করিব কেন? কারণ প্রথম জীবন হইতে যদি সাধনা করা না হয় তাহ'লে শেষ জীবনেও ভগবন্নিষ্ঠা আসিবে না; কারণ যাবজীবনের সংস্কারই হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, অতএব মৃত্যুকালেও

যাবজ্জীবনের অভ্যস্ত বিষয়গুলিই হৃদয়ে জাগিতে থাকিবে ভগবচ্চিন্তা আসিবে কেন? এই জন্য পরে অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ" অর্থাৎ মৃত্যুকালে মন প্রাণ স্বভাবতই অত্যন্ত ব্যাকুল হয় সে সময়ে স্থিরচিত্তে কি করিয়া লোকে তোমাকে ধ্যান করিতে পারিবে? ইহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ" অর্থাৎ মৃত্যুকালে আমার দর্শন পাইবার জন্য এখন হইতে সকল সময়েই যে কোন প্রকারে আমার চিন্তা করিতে থাক এবং তোমার স্বধর্ম্ম-যুদ্ধ কর। অতএব যাবজ্জীবন সজাতীয় ধর্ম্মের সেবা করিতে থাকিয়া ভগবৎসাধনায় রত থাকিতে পারিলে তাহার ফলে মৃত্যুকালে ভগবচ্চিন্তার অধিকারী হইতে পারিবেন, অন্যথা নহে। অতএব দেখা যায় যাহারা ঘোর সংসারী তাহারা মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলিতে থাকে, এমন কি অজ্ঞান অবস্থায়ও ব্যবসায় চাকুরী বা স্ত্রী পুত্রাদির কথাই বলিতে থাকে ভগবানের কোন নামও করে না, আর যাঁহারা যাবজ্জীবন ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা মৃত্যুকালে অনায়াসে ভগবদ্ধ্যান করিতে করিতে ও তাঁহার পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-লোক গমন করেন। একথাও ভগবানই বলিয়াছেন—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইল, অতএব প্রথম জীবন হইতেই সাধনা করিয়া যাইতে হইবে, যিনি সেই সাধনার ফলে মৃত্যুকালে ক্ষণকালও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন, তিনিও কৃতার্থ হইবেন, সে বস্তুর এমনই মহিমা যে ক্ষণকাল তাঁহার সহিত সম্পর্কের ফলেও চিরকালের সঞ্চিত পাপ-পুণ্যরাশি সমস্তই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ইহা ভগবানই বলিবেন, তখন পুণ্য-পাপরূপ বন্ধন না থাকায় সাধক মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন, আর যাঁহারা প্রথম জীবন হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। অতএব প্রথম জীবন হইতেই সাধনা করিতে হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" অর্থাৎ বালককাল হইতেই ভগবদারাধনা করিতে হইবে।

অর্জ্জুন দেহাত্মবাদী জীবের মত মুগ্ধ হইয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির মৃত্যু জন্য শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং পাপের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বিশ্বগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য ভগবান কৃপা করিয়া দেহ ভিন্ন যে নিত্য আত্মা আছে ইহা প্রথমে বলিয়া মোক্ষলাভের উপায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ

দিয়াছেন, নিষ্কাম. কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে ভগবৎকৃপায় আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া অথবা সাংখ্যযোগ অনুসারে আত্মদর্শন করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ বা গুণাতীত হইয়া মোক্ষলাভ করিবেন। এই অধ্যায়ে এইকথাই বলা হইয়াছে।

কিন্তু এই হতভাগ্য নরাধমের পক্ষে সাধনার দ্বারা কৃতার্থ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। অতএব মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে সকাতরে পার্থ-সখার চরণে ইহাই নিবেদন করিতে পারি যে—

"কি এ মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে, অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগত পুনপুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে" ॥ ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায় পুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শঙ্করভাষ্য ঃ— শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে দ্বে বুদ্ধী ভগবতা নির্দ্দিষ্টে সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগে বুদ্ধিরিতি চ, তত্র 'প্রজহাতি যদা কামান্' ইত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সন্ন্যাসকর্ত্তব্যতামুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠয়ৈব চ কৃতার্থতা উক্তা 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিরি'তি। অর্জুনায় চ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি' ইতি কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য, ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্, তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিরর্জ্জুন উবাচ, কথং ভক্তায় শ্রেয়োঽর্থিনে যৎ সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যেণাপি অনৈকান্তিকশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিফলে নিযুঞ্জ্যাৎ ? ইতি যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোঽর্জুনস্য। তদনুরূপশ্চ প্রশ্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদি। প্রশ্নাপাকরণবাক্যঞ্চ ভগবতোক্তং যথোক্তং বিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে।

কেচিত্তু অর্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি, যথাচাত্মনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতঃ তৎপ্রতিকূলঞ্চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি। কথং ? তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতোঽর্থ ইত্যুক্তম্, পুনর্বিশেষিতং চ যাবজ্জীবংশ্রুতিচোদিতানি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতি, ইহ তু আশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানামেব কর্ম্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ, তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমর্জ্জুনায় ব্রূয়াদ্‌ভগবান্, শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ ?

তত্রৈতৎ স্যাৎ গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে নতু আশ্রমান্তরাণামিত্যেতদপি পূর্ব্বোত্তরবিরুদ্ধমেব, কথং ? সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোঽর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায় ইহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ব্রূয়াৎ আশ্রমান্তরাণাম্ ? অথ মতং শ্রৌতকর্ম্মাপেক্ষয়া এতদ্‌বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাৎ শ্রৌতকর্ম্মরহিতাৎ গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে ইতি।

তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্ত্তং কর্ম্ম অবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যতে ইতি, এতদপি বিরুদ্ধম্; কথম্ ? গৃহস্থস্যৈব স্মার্ত্তকর্ম্মণা সমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে নত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যং বাক্যমবধারয়িতুম্। কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্ত্তানি কর্ম্মাণি ঊর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপীষ্যতাং স্মার্ত্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ। অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়ো মোক্ষায়, ঊর্দ্ধরেতসাং তু

স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি। তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাৎ শ্রৌতং স্মার্ত্তংচ বহুদুঃখকরং কর্ম্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ।

অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যকারণান্মোক্ষঃ স্যাৎ নাশ্রমান্তরাণাং শ্রৌতনিত্যকর্ম্মরহিতত্বাদিতি, তদপ্যসৎ, সর্ব্বোপনিষৎসু ইতিহাসপুরাণযোগশাস্ত্রেষুচ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসবিধানাৎ আশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়বিধানাচ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ।

সিদ্ধস্তর্হি সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণাং সমুচ্চয়ঃ ন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসবিধানাৎ, 'ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' 'তস্মাৎ সন্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ' 'ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ' ইতি, 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' ইতি চ। 'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদি'ত্যাদ্যাঃ। "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মংচ উভে সত্যানৃতে ত্যজ। উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ। সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ'। ইতি বৃহস্পতিঃ। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ ইতি শুকানুশাসনম্। ইহাপি 'সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যে'ত্যাদি, মোক্ষস্যচাকার্য্যত্বাৎ মুমুক্ষোঃ কর্ম্মানর্থক্যম্।

নিত্যানি প্রত্যবায়পরিহারার্থমনুষ্ঠেয়ানীতি চেৎ ন, অসন্ন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ, নহ্যগ্নিকার্য্যাদ্যকরণাৎ সন্ন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যঃ, যথা ব্রহ্মচারিণামসন্ন্যাসিনামপি কর্ম্মিণাম্। ন তাবন্নিত্যানাং কর্ম্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা, 'কথমসতঃ সজ্জায়েতে'ত্যসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবশ্রুতেঃ। যদি বিহিতাকরণপ্রত্যবায়াদসম্ভাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াৎ বেদস্তদানর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ বিহিতস্য করণাকরণযোর্দুঃখমাত্রফলত্বাৎ। তথাচ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যাৎ, নচৈতদিষ্টম্। তস্মাৎ ন সন্ন্যাসিনাং কর্ম্মাণি অতো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি" রিত্যর্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ।

যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম্মচ সমুচ্চয়েন ত্বয়াঽনুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ ততোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ, 'জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি'। অর্জ্জুনায় চেৎ বুদ্ধিকর্ম্মণী ত্বয়াঽনুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈব ইতি, 'তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব' ইতি প্রশ্নো ন কথঞ্চনোপপদ্যতে। ন চ অর্জ্জুনস্যৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তং যেন জ্যায়সী চেদিতি প্রশ্নঃ স্যাৎ।

যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকর্ম্মণোর্বিরোধাৎ যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং স্যাৎ ততোঽয়ং প্রশ্ন উপপন্নো "জ্যায়সী চেদিত্যাদিঃ। অবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়ামপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে। নচাজ্ঞাননিমিত্তং

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব! ১

অন্বয় :—হে জনার্দ্দন! কর্ম্মণঃ সকাশাৎ বুদ্ধিঃ 'জ্ঞানং' জ্যায়সী 'প্রশস্তা' ইতি চেৎ 'যদি' মতা তে 'তব' 'অভিপ্রেতা' তৎ 'তর্হি' হে কেশব! ঘোরে 'হিংসাদিময়ে' কর্ম্মণি কিং 'কিমর্থং' মাং নিয়োজয়সি 'প্রবর্ত্তয়সি'। ১

অনুবাদ :—অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া যদি তোমার মনে হয়, তবে হে কেশব যুদ্ধাদিপূর্ণ ঘোরতর কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছে কেন? ১

ভগবৎপ্রতিবচনং কল্প্যম্। অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচন-দর্শনাৎ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসু চ। জ্ঞানকর্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি চ একবিষয়ৈব প্রার্থনাঽনুপপন্না উভয়োঃ সমুচ্চয়সম্ভবে। 'কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বমি'তি চ জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভব-মর্জ্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি।

জ্যায়সী শ্রেয়সী চেৎ যদি কর্ম্মণঃ সকাশাৎ তে তব মতা অভিপ্রেতা বুদ্ধি জ্ঞানং হে জনার্দ্দন. যদি বুদ্ধিকর্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদা একং শ্রেয়ঃসাধনম্ ইতি কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিরিতি, কর্ম্মণোঽতিরিক্তকরণং বুদ্ধেরনুপপন্নম্ অর্জ্জুনেন কৃতং স্যাৎ। নহি তদেব তস্মাৎ ফলতোঽতিরিক্তং স্যাৎ তথা কর্ম্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতা উক্তা বুদ্ধিরশ্রেয়স্করং চ কর্ম্ম কুরু ইতি মাং প্রতিপাদয়তি তৎ কিং নু কারণমি তি ভগবত উপালম্ভমিব কুর্ব্বন্ তৎ কিং কস্মাৎ কর্ম্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং নিয়োজসি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে। অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সর্ব্বেষাং ভগবতা উক্তঃ অর্জ্জুনেন চ অবধারিত শ্চেৎ তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি ইত্যাদি কথং যুক্তং বচনম্? ১

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্' ইত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা, তদনন্তরম্ 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু' ইত্যাদিনা কর্ম্মচোক্তম্, নচ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্ক্রিয়ত্ব-নিয়তেন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাৎ "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" ইতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ 'জ্যায়সীচেদি'তি। কর্ম্মণঃ সকাশাৎ মোক্ষেঽন্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধি র্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং 'তস্মাদ্যুধ্যস্ব' ইতি 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ' ইতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি। ১

নিষ্কামমর্পিতং কর্ম্ম তৃতীয়ে তু প্রপঞ্চ্যতে।
কামক্রোধজিগীষায়াং বিবেকোঽপি প্রদর্শ্যতে॥

বিশ্বনাথঃ—পূর্ব্ববাক্যেষু জ্ঞানযোগাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চ নিস্ত্রৈগুণ্যপ্রাপকস্য গুণাতীত-ভক্তিযোগস্য উৎকর্ষমাকলয্য তত্রৈব স্বৌৎসুক্যমভিব্যঞ্জয়ন্ স্বধর্ম্মে সংগ্রামে প্রবর্ত্তকং ভগবন্তং সখ্যভাবেনোপালভতে জ্যায়সীতি, জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি র্ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতভক্তিরিত্যর্থঃ। ঘোরে যুদ্ধরূপে কর্ম্মণি কিং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি হে জনার্দ্দন! জনান্ স্বজনান্ স্বাজ্ঞা পীড়য়সীত্যর্থঃ। নচ তবাজ্ঞা কেনাপ্যন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে ইত্যাহ হে কেশব! কো ব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ তাবপি স্বয়ং বয়সে বশীকরোষি। ১

মিতভাষ্যম্ঃ—'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী' "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থে" ত্যাদ্যুক্তেঃ সমাধিস্থস্য যতের্জ্ঞাননিষ্ঠামলৌকিকীং শৃণ্বন্ কর্ম্মাপেক্ষয়া তস্যা এব শ্রৈষ্ঠ্যং মন্বানোঽর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি জ্যায়সী চেদিতি, হে জনার্দ্দন! কর্ম্মণঃ সকাশাৎ সাংখ্যবুদ্ধি র্জ্যায়সী প্রশস্ততরা তব অভিপ্রেতা চেৎ তর্হি ঘোরে হিংসাদিদোষবহুলে কর্ম্মণি যুদ্ধরূপে কিং কিমর্থং মাং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ে'ত্যাদিনেতি। ১

তাৎপর্য্য

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—পূর্ব্বে ভগবান্ সাংখ্যবুদ্ধি ও কর্ম্মবুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা সাংখ্যনিষ্ঠ তাঁহারা সন্ন্যাসের দ্বারাই কৃতার্থ হইবেন বলিয়াছেন, কিন্তু অর্জুনকে বলিয়াছেন কর্ম্মই করা উচিত, অথচ কর্ম্মদ্বারা মুক্তি হওয়ার কথা বলেন নাই, এই জন্য অর্জ্জুন ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে জ্ঞানের কথা বলিয়া নিষ্ঠুর যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ কেন? তাহার পর বিখ্যাত বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষের সম্মত জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়বাদ প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ১

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বে জ্ঞান ও কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, অথচ তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা। ১

বিশ্বনাথঃ—অর্জ্জুন পূর্ব্বে জ্ঞান ও কর্ম্ম অপেক্ষা নিগুর্ণ ভক্তিকেই উৎকৃষ্ট মনে করিলেন ও তাহাতেই নিজের আগ্রহ দেখাইলেন, অথচ ভগবান্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে বন্ধুভাবে তিরস্কার করিতেছেন। ১

পুষ্পাঞ্জলিঃ—ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন "স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" অর্থাৎ সাধক জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও ব্রহ্মনিষ্ঠায় থাকিতে পারিলে মোক্ষ লাভ করেন, ইহার দ্বারা জ্ঞানের মহিমা অত্যন্তই প্রকাশ করা হইয়াছে। এইজন্য অর্জ্জুন ভগবানের অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন যে কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগকেই ভগবান্ শ্রেষ্ঠ

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্। ২

অন্বয়ঃ—ব্যামিশ্রেণেব 'কর্ম্মজ্ঞানয়োর্মিশ্রিতেন' ইব বাক্যেন মে 'মম' বুদ্ধিং মোহয়সীব, 'মোহং প্রাপয়সি ইব' তৎ 'তস্মাৎ' 'তয়োর্মধ্যে' একং নিশ্চিত্য 'স্থিরীকৃত্য' বদ 'কথয়' যেন অহং শ্রেয়ঃ 'মোক্ষম্' আপ্নুয়াং 'প্রাপ্স্যামি'। ২

অনুবাদঃ—তুমি যেন মিশ্রিত বাক্যদ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিয়া দিতেছ, অতএব স্থির করিয়া একটি বিষয় বল যাহার দ্বারা আমি কল্যাণলাভ করিতে পারি। ২

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ ব্যামিশ্রেণেতি, ব্যামিশ্রেণ যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবান্ তথাপি মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি, তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীব মম বুদ্ধিব্যামোহাপনয়ায় হি প্রবৃত্তস্ত্বং তু কথং মোহয়সি অতো ব্রবীমি মোহয়সীব মে মমেতি। ত্বন্তু ভিন্নকর্ত্তৃকয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্যসে, তত্রৈবং সতি তৎ তয়োরেকং বুদ্ধিং কর্ম্ম বা ইদম্ অর্জ্জুনস্য যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি, যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বা হন্যতরেণ শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াং প্রাপ্নুয়াম্। যদি হি কর্ম্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাৎ তৎ কথং তয়োরেকং বদেতি একবিষয়ৈব অর্জ্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাৎ নহি ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞান-কর্ম্মণো র্বক্ষ্যামি নৈব দ্বয়মিতি, যেনোভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ। ২

শ্রীধরঃ—ননু "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি, ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিজ্জ্ঞানপ্রশংসা

বলিলেন, ইহা মনে করিয়া তিনি বলিলেন জ্ঞানযোগই যদি তোমার মতে ভাল হয় তবে নিষ্ঠুর ক্ষাত্র কর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিতেছ কেন? আবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" "ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি" "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা আর উত্তম কার্য্য কিছুই নাই, সেইহেতু তাহার পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও এইরূপ করিলে আর পাপ হইবে না। হে অর্জ্জুন! যুদ্ধের জন্য স্থির করিয়া উঠ। এই সকল বাক্যে যুদ্ধ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ উৎসাহিতও করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ বাক্য স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন তোমার কথাগুলি যেন মিশ্রিত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ এলোমেলো বলিয়া মনে হইতেছে, তুমি আমার অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও মনে হইতেছে তুমি যেন আমাকে মুগ্ধ করিতেছ, অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটিকে স্থির করিয়া বল, যাহার দ্বারা আমি পরম পুরুষার্থ—মোক্ষ লাভ করিতে পারি। ১-২

ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীতীব-শব্দেনোক্তম্ অত উভয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি, যদ্বা ইদমেব শ্রেয়ঃ-সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়োমোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ। ২

বিশ্বনাথঃ—ভো বয়স্য অর্জ্জুন! সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টৈব, কিন্তু সা যাদৃচ্ছিকমদৈকান্তিকমহাভক্তকৃপৈকলভ্যত্বাৎ পুরুষোত্তমসাধ্যা ন ভবতি, অতএব 'নিস্ত্রৈগুণ্যো-ভব' গুণাতীতয়া মদ্ভক্ত্যা ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যোভূয়া ইত্যাশীর্ব্বাদ এব দত্তঃ। সচ যদা ফলিষ্যতি তদা তাদৃশযাদৃচ্ছিকৈকান্তিকভক্তকৃপয়া প্রাপ্স্যামপি লপ্স্যসে। সাম্প্রতং তু 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইতি ময়োক্তমেবেতি চেৎ সত্যং তর্হি কর্ম্মৈব নিশ্চিত্য কথং ন ব্রূষে কিমিতি সন্দেহ-সিন্ধৌ মাং ক্ষিপসীত্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি, বিশেষত আ। সম্যক্তয়া মিশ্রণং নানাবিধার্থ-মেলনং যত্র তেন বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি। তথাহি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যুক্ত্বাপি "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। ইতি "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"। ইতি যোগশব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি ব্রবীষি, "যদা তে মোহকলিলম্" ইত্যনেন জ্ঞানং কেবলমপি ব্রবীষি। কিঞ্চাত্র ইবশব্দেন ত্বদ্বাক্যস্য বস্তুতো নাস্তি নানার্থমিশ্রিতত্বং নাপি কৃপালোস্তব মন্মোহনেচ্ছা, নাপি মম তত্ত্বদর্থানভিজ্ঞত্ব কিন্তু স্পষ্টীকৃত্যৈব তব কথনমুচিতমিতি ভাবঃ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—রাজসাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ সাত্ত্বিকং কর্ম্ম শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তচ্চ সাত্ত্বিকমেব, নির্গুণা ভক্তিশ্চ তস্মাদপি শ্রেষ্ঠৈব। তত্র সা যদি ময়ি ন সম্ভবেদিতি ব্রূষে তদা সাত্ত্বিকং জ্ঞানমেবৈকং মামুপদিশ, তত এব দুঃখময়াৎ সংসারবন্ধনাৎ মুক্তো ভবেয়মিতি। ২

মিতভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ সমনন্তরোক্তপদ্যৈরাপাততো জ্ঞানস্য জ্যায়স্ত্বভানেঽপি বিদুর-বাক্যবিমর্ষাৎ কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বপ্রতীতিরুদেতি 'ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' ইতি ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধস্যৈব প্রশস্ততরত্বোক্তেঃ 'অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যমি'তি তদকরণে প্রত্যবায়-কথনাচ্চ "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হী"ত্যুক্তেশ্চেতি সন্দেহান্দোলিতবুদ্ধিরর্জ্জুনো নিশ্চায়নার্থমনুরুণদ্ধি ব্যামিশ্রেণেতি, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন মম বুদ্ধিমন্তঃকরণং মোহয়সীব জ্ঞানং কর্ম্ম বা কর্ত্তব্যমিতি সন্দিগ্ধাং করোষীবেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যখিললোকহিতেচ্ছোঃ পরমগুরোঃ সর্ব্বজ্ঞস্য তব সংশায়কবাক্য-প্রয়োগোঽসম্ভব এব তথাপি মমৈব মুগ্ধস্য তথা প্রতীতিরিতীবেতি, তথা দয়ালোর্ম্মৎ-সখ্যুস্তব মন্মোহকত্বাসম্ভবেঽপি মমৈব ভ্রমাৎ প্রতীতিস্তাদৃশীতিপুনরিবপ্রয়োগঃ। তৎ তস্মাৎ একং জ্ঞানং কর্ম্ম বা কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্য স্থিরীকৃত্য বদ যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বা কৃতেন অহং শ্রেয়ো মোক্ষমবাপ্নুয়াম্ প্রাপ্তঃ স্যাম্ ইতি। ২

তাৎপর্য্য

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যদিও ভগবান্ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন তথাপি তাঁহার বাক্যকে মিশ্রিত বলিয়াই আমার মনে হইতেছে, আমার মোহ নিবারণ করিবার জন্যই তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ সুতরাং মুগ্ধ করিতে পার না অতএব যেন মুগ্ধ করিতেছ। ২

শ্রীধরঃ—কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছ, অতএব তোমার বাক্যে যেন সন্দেহ হইতেছে, তুমি যেন আমাকে মুগ্ধ করিতেছ, অথচ তুমি পরম দয়ালু তোমার পক্ষে আমাকে মুগ্ধ করাও সম্ভব নয়, আমারই ভ্রম বশতঃ ঐরূপ মনে হইতেছে, অতএব দুইটির মধ্যে যেটি ভাল তাহাই একটি স্থির করিয়া বল। ২

বিশ্বনাথঃ—ভগবান্ যদি বলেন গুণাতীত ভক্তি মহাপুরুষের কৃপাতেই পাওয়া যায়, মানুষের চেষ্টায় হয় না, তাহা যখন হইবে তখন ভক্তের কৃপাতেই হইবে এখন কর্ম্মই কর; তাহ'লে স্থির করিয়া কর্ম্ম করিতেই বলিতেছ না কেন? কর্ম্ম করিতে বলিয়া আবার জ্ঞান করিতে বলিতেছ, বাস্তবিক পক্ষে তোমার বাক্য মিশ্রিত নহে, এবং তুমি দয়ালু, তোমার পক্ষে আমাকে মুগ্ধ করিবার ইচ্ছাও নাই, কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, আমাকে স্পষ্ট করিয়াই বলা উচিত। অভিপ্রায় এই যে—রাজসিক কর্ম্ম অপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহাও সাত্ত্বিকই, কিন্তু নির্গুণ ভক্তি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহা যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয় বল তাহ'লে সাত্ত্বিক জ্ঞানই আমাকে বল তাহার দ্বারাই আমি সংসার হইতে মুক্ত হইব। ২

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ—হে অনঘ 'নিষ্পাপ' অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা 'দ্বিপ্রকারা' নিষ্ঠা 'সাধনপরতা' পুরা 'পূর্ব্বাধ্যায়ে' ময়া প্রোক্তা 'কথিতা' যথা 'সাংখ্যানাং 'কাপিলমতনিষ্ঠানাং' জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা, যোগিনাং 'কর্ম্মযোগিনাং' চ কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠা প্রোক্তা। ৩

অনুবাদঃ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—অনঘ অর্থাৎ হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! এই লোকের পক্ষে আমি পূর্ব্বে দুই প্রকার সাধনার কথা বলিয়াছি, কপিলপ্রবর্ত্তিত সাংখ্য-সম্প্রদায়ের সাধকদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগের দ্বারা নিষ্ঠা বলিয়াছি আর কর্ম্মীদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা বলিয়াছি। ৩

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবান্ উবাচ লোকেস্মিন্নিতি, লোকেঽস্মিন্ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিরনুষ্ঠেয়তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থসম্প্রদায়মাবিষ্কুর্ব্বতা প্রোক্তা ময়া সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ, হে অনঘ! অপাপ! তত্র কা সা দ্বিধা নিষ্ঠেত্যাহ জ্ঞানেতি, তত্র জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেব যোগস্তেন, সাংখ্যানামাত্মানাত্মবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসন্ন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা, কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগঃ কর্ম্মযোগস্তেন কর্ম্মযোগেন যোগিনাং কর্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তা ইত্যর্থঃ। যদি চৈকেন পুরুষেণ একস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম্মচ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষুচ উক্তং, কথমিহার্জ্জুনায় উপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকর্ত্তৃকে এব জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠে ব্রূয়াৎ যদি পুনরর্জ্জুনো জ্ঞানং কর্ম্মচ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি, অন্যেষাং তু ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত, তদা রাগদ্বেষবান্ অপ্রমাণভূতো ভগবান্ কল্পিতঃ স্যাৎ, তচ্চাযুক্তং, তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ। ৩

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎ তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাৎ তদেব মাং বদেতি তদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে নতু ময়া তথোক্তং, কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা গুণপ্রধানভূতয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারে যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি, সাঙ্খ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং

জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা 'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর' ইত্যাদিনা সাঙ্খ্যভূমিকামনারূঢ়ানান্তু অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূত-কর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু ইতি ॥ ৩

বিশ্বনাথঃ—অত্রোত্তরং যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষমেব মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগাবুক্তৌ স্যাতাং তদা "তদেকং বদ নিশ্চিত্য" ইতি তৎপ্রশ্নো ঘটতে; ময়া তু কর্ম্মনিষ্ঠা-জ্ঞাননিষ্ঠাবত্ত্বেন যৎ দ্বৈবিধ্যমুক্তং, তৎ খলু পূর্ব্বোত্তরদশাভেদাদেব নতু বস্তুতো মোক্ষং প্রত্যধিকারিদ্বিধামিত্যাহ লোকে ইতি দ্বাভ্যাম্, দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্ম্মর্য্যাদা ইত্যর্থঃ। পুরা প্রোক্তা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিতা। তামেবাহ সাঙ্খ্যানাং সাঙ্খ্যং জ্ঞানং তদ্বতাং অর্শআদ্যচ্, তেষাং শুদ্ধান্তঃকরণত্বেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়ানাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্য্যাদা স্থাপিতা। অত্র লোকে তে জ্ঞানিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। তথা শুদ্ধান্তঃকরণত্বাভাবেন জ্ঞানভূমিকামধিরোঢ়ুমসমর্থানাং যোগিনাং তদারোহণার্থমুপায়বতাং কর্ম্মযোগেন মদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মণা নিষ্ঠা মর্য্যাদা স্থাপিতা। তে খলু কর্ম্মিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। তেন কর্ম্মিণো জ্ঞানিন ইতি নামমাত্রেণৈব দ্বৈবিধ্যম্। বস্তুতস্তু কর্ম্মিণ এব কর্ম্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনো ভবন্তি, জ্ঞানিন এব ভক্ত্যা মুচ্যন্তে ইতি মদ্বাক্যসমুদায়ার্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৩

মিতভাষ্যম্—এবং পৃষ্টো ভগবান্ উত্তরমাহ লোকেঽস্মিন্নিতি, অস্মিন্ লোকে মুমুক্ষুজনে দ্বিবিধা প্রকারদ্বয়বতী নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতা পুরা পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে ময়া সর্ব্বশাস্ত্র-পরমাচার্য্যেণ প্রোক্তা দ্বিবিধসাধকানাং মুক্তয়ে বিস্পষ্টং বিভাগেন কথিতা, তাদৃশ-বিভাগোঽত্র প্রকর্ষঃ, 'এষা তে ঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি'রিতি সাংখ্যবুদ্ধিঃ, 'যোগেত্বিমাং শৃণু' ইতিচ কর্ম্মবুদ্ধিঃ, তু শব্দেন স্পষ্টত এব বুদ্ধিভেদোঽভিহিতো ন তু তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ দ্বয়োরেব প্রাধান্যাৎ, সাংখ্যৈঃ সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগাচ্চ,

> 'ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহু'রিতি বক্ষ্যমাণাৎ,
> "যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
> যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥"

ইতি ভগবতঃ প্রতিবচনাৎ,

> "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ"

ইত্যুক্তেশ্চ, জ্ঞানাদ্দচিত্তশুদ্ধিহেতুত্বেনাপি তেষাং কর্ম্মাকরণপ্রাপ্তেশ্চ। "সাংখ্যাস্তু

সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুরি”তি শ্রীধরোঽপি বক্ষ্যতি। নচৈকস্য বিরুদ্ধোভয়নিষ্ঠাঽভিহিতা যেন তব সংশয়ঃ স্যাৎ, এতদেব স্পষ্টীকরোতি জ্ঞানযোগেনেতি, সাংখ্যানাং কাপিলতন্ত্রসেবিনাং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতা প্রোক্তা,

'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'

ইত্যাদিনা, যোগিনাং কর্ম্মযোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠা প্রোক্তা,

'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ে'তি,

ন চ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণভেদেনাধিকারিভেদাদঙ্গাঙ্গিভাব উক্তঃ, অতএব কর্ম্মযোগপ্রকরণে সন্ন্যাসনামাপি নোক্তমিতি বোধ্যম্। তথাচ বিভিন্নসাধকানামেব বিভিন্নসাধনাভিধানাৎ ন ব্যামিশ্রবাক্যং মমেতি ভাবঃ।

অত্রচ নিষ্ঠেত্যেকবচনাৎ ন সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন প্রকারদ্বৈবিধ্যং মন্তব্যং, ন হি প্রত্যক্ষানুমানশব্দভেদাৎ ত্রিবিধং প্রমাণমিত্যুক্তৌ তেষাং সাধ্যসাধনভাবোঽবগম্যতে, তথা প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানীতিবৎ জ্ঞানকর্ম্মণী নিষ্ঠে ইত্যপি বক্তুং যুজ্যতে, ন চ ভগবতাঽভিহিতং শুদ্ধচিত্তানাং জ্ঞানমুক্তম্ অশুদ্ধচিত্তানাঞ্চ কর্ম্মেতি, অতঃ "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি' 'তস্মাদসক্তঃ সততম্' 'কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি'মিত্যাদৌ সন্ন্যাসাদ্যনুক্ত্বৈব মুক্তিহেতুত্বং কর্ম্মণ এব প্রোক্তম্। সাংখ্যশব্দশ্চ কাপিলতন্ত্রে যোগরূঢ় ইতি প্রাগেব দর্শিতম্। "একং সাংখ্যঞ্চ যোগং চে'তি চ একব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসাধনত্বাদেবৈকত্বং কল্পিতং ন বস্তুতঃ 'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে' ইতি দ্বয়োরেব স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসাধনত্বস্য পূর্ব্বমুক্তেঃ, নহি বাষ্পযানেনাপি কাশী গম্যতে ব্যোমযানেনাপীত্যেকত্বং তয়োজ্জ্ঞেয়মিত্যুক্তৌ বস্তুতস্তয়োরেকত্বপ্রতীতিরুদেতি। ৩

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—এই জগতে ব্রাহ্মণাদি তিনটি জাতির পক্ষে দুই প্রকার বেদোক্ত সাধনার কথা আমি সৃষ্টির প্রথমে বলিয়াছি, তাহা—আত্মানাত্ম-বিবেচনাযুক্ত সাংখ্যদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগের দ্বারা নিষ্ঠা, এবং কর্ম্মীদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের কথা কোনমতেই হইতে পারে না। ৩

শ্রীধর :—যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি স্বতন্ত্র নিষ্ঠার কথা আমি বলিতাম তাহ'লে দুইটির মধ্যে কোনটি ভাল তোমার এই প্রশ্ন সঙ্গত হইত, আমি তাহা বলি নাই, দুইটি নিষ্ঠার মধ্যে কর্ম্মটি অপ্রধান ও জ্ঞানটি প্রধান সুতরাং নিষ্ঠা একই, জগতে শুদ্ধচিত্ত ও অশুদ্ধচিত্ত দুই প্রকার অধিকারী আছে, তাহাদের জন্য দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি। তন্মধ্যে সাংখ্য অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা নিষ্ঠা, এবং যাহারা অশুদ্ধচিত্ত তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা, একই নিষ্ঠা দুই প্রকার মাত্র।

বিশ্বনাথঃ—যদি আমি কর্ম্ম ও জ্ঞানকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুইটি সাধনা বলিতাম তাহ'লে তোমার ঐ প্রশ্ন করা সঙ্গত হইত, আমি যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে দুই প্রকার সাধনার কথা বলিলাম তাহা সাধকের পূর্ব্বাপর অবস্থা ভেদেই বলিয়াছি জানিবে, এই শ্লোকে ভগবান এই কথা বলিতেছেন, যাঁহারা সাংখ্য অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগের দ্বারা নিষ্ঠা বলিয়াছি, আর যাহারা অশুদ্ধচিত্ত বলিয়া জ্ঞানের অনধিকারী তাহাদের পক্ষে জ্ঞানের উপায় কর্ম্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা বলিয়াছি, অতএব কর্ম্মী ও জ্ঞানী ইহা নামমাত্রেই ভেদ। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু কর্ম্মিগণই ভক্তির দ্বারা মুক্ত হন, ইহাই সমস্ত বাক্যের অর্থ। ৩

পুষ্পাঞ্জলিঃ—পূর্ব্বে যে আমি দুইপ্রকার সাধনার কথা বলিলাম তাহা একপ্রকার লোকের জন্য নহে, দুই প্রকার লোকের জন্যই বলিয়াছি, যাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত জ্ঞানের সাধনা করেন তাঁহাদের জন্য জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছি, এবং যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহাদের জন্য কর্ম্মযোগের কথা বলিয়াছি, কোন অধিকারীর কথা বলি নাই কারণ সাংখ্যাচার্য্যগণ সকলকেই জ্ঞানযোগ করিতে বলেন এবং কর্ম্মাচার্য্যগণ সকলকেই কর্ম্ম করিতে বলেন। মহাভারতে জনকও বলিয়াছেন—

"জ্ঞাননিষ্ঠাং বদন্ত্যেকে মোক্ষশাস্ত্রবিদোজনাঃ। কর্ম্মনিষ্ঠাং তথৈবান্যে যতয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ"॥

অর্থাৎ মোক্ষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একদল পণ্ডিত (সাংখ্যাচার্য্যগণ) কেবল জ্ঞানযোগের কথাই বলিয়া থাকেন, এবং সূক্ষ্মদর্শী অন্য আচার্য্যগণ (কর্ম্মাচার্য্য) কেবল কর্ম্মযোগের কথাই বলিয়া থাকেন। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সাধনা বলায় আমার কথা বিরুদ্ধ হয় নাই জানিবে। অতএব কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগকে যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি মনে করিয়াছ তাহা ঠিক নহে, কারণ আমি ত সেরূপ কিছু বলি নাই। ৩

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

অন্বয়:—কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ 'অকরণাৎ' পুরুষঃ নৈষ্কর্ম্ম্যং 'সন্ন্যাসং' ন অশ্নুতে ন 'প্রাপ্নোতি' চ 'এবং'সন্ন্যসনাৎ 'কর্ম্মত্যাগাদেব' সিদ্ধিং 'জ্ঞানং' ন সমধিগচ্ছতি ন 'লভতে'।

অনুবাদ:—শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম না করিলে মানুষ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিতে পারে না, আর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ আত্মদর্শন করিতে পারে তাহাও নহে। ৪

শঙ্করভাষ্যম্:—যদর্জ্জুনেনোক্তং কর্ম্মণোজ্যায়স্ত্বং বুদ্ধেঃ তচ্চ স্থিতম্ অনিরাকরণাৎ তস্যাশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সন্ন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং, ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ ভগবত এবমেবানুমতমিতি গম্যতে, মাঞ্চ বন্ধকারণে কর্ম্মণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষণ্ণমনসমর্জ্জুনং কর্ম্ম নারভে ইত্যেবং মন্বানমালক্ষ্যাহ ভগবান্—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। অথবা জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতি ইতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্ম্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেণ, জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যানপেক্ষেত্যেতমর্থং প্রদর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান্ ন কর্ম্মণেতি, ন কর্ম্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনামিহ জন্মনি জন্মান্তরে বা অনুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতূনাম্। "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ। তত্রাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥ ইত্যাদিস্মরণাদনারম্ভাদনুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ, পুরুষো নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুতে ইতি বচনাৎ তদ্বিপর্য্যয়াৎ তেষামারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমশ্নুতে ইতি গম্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুতে ইতি, উচ্যতে কর্ম্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যোপায়ত্বাৎ, নহ্যুপায়মন্তরেণোপেয়প্রাপ্তিরস্তি, কর্ম্মযোগোপায়ত্বঞ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্য আত্মলোকস্য বেদ্যস্য বেদনোপায়ত্বেন, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদিনা কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ইহাপি চ "সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।" "যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।" "যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।" ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি। ননু চ 'অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ' ইত্যাদৌ কর্ত্তব্যকর্ম্মসংন্যাসাদপি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি লোকে কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতরমতশ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যার্থিনঃ কিং কর্ম্মারম্ভেণ ইতি প্রাপ্তমতআহ ন চ সন্ন্যসনাদেব ইতি নাপি সন্ন্যসনাদেব কেবলাৎ কর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪

শ্রীধরঃ—অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নমু চ "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতিশ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথঃ—চিত্তশুদ্ধ্যভাবে জ্ঞানানুৎপত্তিমাহ ন কর্ম্মণেতি। শাস্ত্রীয়কর্ম্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চাশুদ্ধচিত্তঃ সন্ন্যসনাৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্মত্যাগাৎ ॥ ৪ ॥

মিতভাষ্যম্—অর্জ্জুনপ্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা ভগবান সাংখ্যানাং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসবাদং নিরস্যতি। সাংখ্যৈঃ কর্ম্মদ্বেষিভিশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমপি ন ক্রিয়তে কর্ম্ম সর্ব্বেষামেব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাভিধানাৎ, তত্র সন্ন্যাসার্থমপি তেষাং কর্ম্মানুষ্ঠানমাবশ্যকমিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি, কর্ম্মণাম্ আবশ্যকানাম্ অনারম্ভাৎ যথাবিধ্যননুষ্ঠানাৎ পুরুষো নৈষ্কর্ম্ম্যং সন্ন্যাসং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি, নাস্তি কর্ম্ম যস্য স নিষ্কর্ম্মা তস্য ভাবঃ নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মাভাবঃ সন্ন্যাস ইতি যাবৎ "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগত" ইত্যেকবাক্যত্বাৎ, ন জ্ঞানম্ অশুদ্ধচেতসো রজস্তমসোরনপক্ষয়াৎ রাজসেষু তামসেষু চ বিরুদ্ধেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ এব ন সম্ভবতীতি রজস্তমঃক্ষপণার্থং সৎকর্ম্মাচরণমাবশ্যকমিত্যর্থঃ। যথাহ শ্রীভাগবতম্—

> "নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
> বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥" ইতি
> "ধর্ম্মো রজস্তমোহন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
> আশু নশ্যতি তন্মূলোহ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে॥" ইতি চ

ন চ সন্ন্যাসনাদিতি, সন্ন্যাসমাত্রাদপি সিদ্ধিমাত্মজ্ঞানং ন সমধিগচ্ছতি ন লভতে কৃতেঽপি যজ্ঞাদিত্যাগে বিনা ধ্যানাদিকমাত্মজ্ঞানানুৎপত্তে ধ্যানাদীনামনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ন সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ, তেষামপি কৃতিসাধ্যত্বেন কর্ম্মত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশমেবাত্র কর্ম্মাভিপ্রেতং ভগবতঃ, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্" "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণ" ইতি বক্ষ্যমাণেভ্যঃ। তথাচ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসো ভবতামসম্ভব এবেতি ভাবঃ। ৪

তাৎপর্য্য

শঙ্করভাষ্যঃ—জ্ঞাননিষ্ঠার হেতু কর্ম্মনিষ্ঠা, সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র নহে, জ্ঞাননিষ্ঠা কিন্তু স্বতন্ত্র, ইহাই দেখাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন, কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ

জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে না, কারণ কর্ম্মই জ্ঞানের উপায়, 'যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন' এই শ্রুতিতে তাহাই বলিয়াছেন, যদি বল সন্ন্যাস বশতও ত জ্ঞান হয়, সেইজন্য বলিতেছেন জ্ঞানশূন্য কেবল সন্ন্যাস হইতে জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না। ৪

শ্রীধর :—এই হেতু চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা উচিত এই শ্লোকে এই কথা বলিতেছেন, কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানশূন্য সন্ন্যাস হইতে কেহ মোক্ষলাভ করে না। ৪

বিশ্বনাথ :—শাস্ত্রীয় কর্ম্ম না করিলে কেহ জ্ঞান লাভ করে না, আর অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সন্ন্যাস অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম-ত্যাগবশতঃ জ্ঞান লাভ করে না। ৪

পুষ্পাঞ্জলি :— সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে কর্ম্মের দ্বারা লোকের সংসার বন্ধন হয়, সুতরাং সকলেরই সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কেবল সাংখ্য-শাস্ত্র অনুসারে জ্ঞান অভ্যাস করাই উচিত, এই কথাই পরে ভগবান বলিবেন "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ" অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষকে যেমন অবশ্য ত্যাগ করিতে হয় সেইরূপই যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মগুলিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন—সর্ব্বকর্ম্ম-সংন্যাস করিতে হইলে প্রথমে লোকে তাহা কখনও পারিবে না, সেজন্য শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে প্রত্যহিক সন্ধ্যা উপাসনা, ইষ্টদেবতার পূজা, কুল-ধর্ম্ম, শ্রাদ্ধাদিকর্ম্ম, একাদশী জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি প্রভৃতি পবিত্র ব্রত শাস্ত্র অধ্যয়ন, পবিত্র ও পরিমিত আহার, সদাচার-প্রতিপালন, স্বচ্চরিত্রতা, সৎকার্য্যে দান, জনসেবা, সর্ব্বজীবে দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা সত্যবাদিতা, অহিংসা, সংযম, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও বিশেষতঃ সর্ব্বদা সজ্জনসঙ্গে থাকিয়া মনোহর ভগবৎপ্রসঙ্গ, এই প্রকার আত্মোন্নতিকর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যত্নসহকারে প্রতিপালন করিতে হইবে। অন্যথা অধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া বিস্তর দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। * এসকল কথা পরে ভগবানই বলিবেন। এইরূপে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত সাত্ত্বিক ভাবে জীবনকে গঠন করিয়া চলিলে ক্রমে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইতে থাকিবে, তাহার ফলে ক্রমশঃ বিষয়াসক্তি ও ভোগাকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাইবে, এবং অধ্যাত্মনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে নিরন্তর ভগবদারাধনার প্রবৃত্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ক্রমে এমন ভাব অবশ্যই আসিয়া পড়িবে যে সংসারের বা আত্মীয়গণের চিন্তা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তই ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতে হইবে, একদণ্ডও ভগবচ্চিন্তার ব্যাঘাত হইলে মহা অশান্তি অনুভব করিবেন এইরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠার ফলে বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য আপনিই আসিয়া পড়িবে,

* "নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়োমজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত

যেমন নদীর এক তীরে ভাঙ্গন হইলে অপর তীরে চড়া পড়ে, সেইরূপ মনের বৃত্তি ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, তখন প্রয়োজন হইলে সাধক সানন্দে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরন্তর ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন। শেষে "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ" এই শ্লোকে ভগবান্ই ইহা বলিবেন। যেমন যতদিন পর্য্যন্ত দেহে রোগ থাকে ততদিন সুচিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া কষ্টকর বা বিরক্তিকর হইলেও ঔষধাদি সেবন করিয়া সর্ব্বদা সাবধানে দেহকে রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ যতদিন মনে বিষয়বাসনারূপ রোগ থাকিবে, ততদিন শাস্ত্রকারগণের সুনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া মনের চিকিৎসা করিয়া যাইতে হইবে, যখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে মন হইতে বিষয়বাসনা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে তখন প্রয়োজন মনে করিলে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নিরুপদ্রবে সর্ব্বদা অধ্যাত্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন, যতদিন এইরূপ অধিকার না আসিবে ততদিন গৃহে থাকিয়াই পূর্ব্বোক্ত সৎকর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে হইবে। শাস্ত্রে দেখা যায় কোন কোন মহাত্মা—ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ শুদ্ধচিত্ত হইলেও সন্ন্যাসী না হইয়াও গৃহে থাকিয়াই জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়। পূর্ব্বে এই মতই প্রবল ছিল, পুরাণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় গীতাতেও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। অতএব সকলকেই যে সন্ন্যাসী হইতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। বেদান্ত শাস্ত্রে এই দুইপ্রকার পথই বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্র-মিতভাষ্যে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতে আছে রাজর্ষি জনকও জ্ঞান ও কর্ম্ম এই সমুচ্চয়ের সাধক ছিলেন, তাঁহার গুরু পঞ্চশিখ আচার্য্য তাঁহাকে সমুচ্চয়েরই উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা তিনিই বলিয়াছেন—

"বিহায়োভয়মপ্যেব জ্ঞানং কর্ম্ম চ কেবলম্। তৃতীয়েয়ং সমাখ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা ॥"

"মুক্তসঙ্গঃ স্থিতো রাজ্যে বিশিষ্টোঽন্যৈস্ত্রিদণ্ডিভিঃ ॥"

অর্থাৎ কেবল জ্ঞান ও কেবল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মহাত্মা পঞ্চশিখ আচার্য্য আমাকে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়রূপ এই তৃতীয় পথের উপদেশ দিয়াছেন। আসক্তিশূন্য হইয়া রাজ্যে অবস্থান করিতেছি সন্ন্যাসিগণ অপেক্ষা ইহাই আমার বৈশিষ্ট্য। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"অকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্।
কিঞ্চন্যে চেতরে চৈব জন্তুর্জ্ঞানেন মুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই যে মোক্ষ হয় তাহা নহে, এবং গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেই যে বন্ধন হয় তাহাও নহে, গৃহস্থই হউন বা সংন্যাসীই হউন, একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই লোক মুক্তি লাভ করে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই হইল একমাত্র মোক্ষসাধন, যিনিই জ্ঞানলাভ করিবেন তিনিই মুক্ত হইবেন, তিনি সন্ন্যাসী হউন বা অন্য আশ্রমী হউন তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যগণ কর্ম্মদ্বেষী ছিলেন তাঁহারা সকলকেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া সাংখ্য-শাস্ত্র অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন, একথা পরে ভগবানই বলিবেন—"ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ"। ইহার ফলে বহু অনধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করিবে, অথচ হৃদয় হইতে বিষয়বাসনা-ত্যাগ না হওয়ায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ নানাবিধ অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। শুনিতে পাই অনেক মঠের মহান্ত ও চেলাগণ প্রভূত সম্পদের মালিক হইয়া রাজাধিক ভোগবিলাসে মগ্ন থাকিয়া মোকর্দ্দমা ও অন্যান্য বহু গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে, আহারাদির কোন বিচারই রাখেনা, অথচ মস্তকমুণ্ডন কৌপীন-ধারণ ও বহির্বাস ঠিকই বজায় থাকে। সেইজন্য রাজর্ষি জনকও বলিয়াছেন—

"কাষায়ধারণং মৌণ্ড্যং ত্রিবিষ্টব্ধং কমণ্ডলুঃ। লিঙ্গান্যুৎপথভূতানি ন মোক্ষায়েতি মে মতিঃ।"

অর্থাৎ গৈরিক বস্ত্রপরিধান মস্তকমুণ্ডন ত্রিদণ্ডধারণ ও কমণ্ডলু এই সমস্ত চিহ্ন উচ্ছৃঙ্খল পথ, ইহা মোক্ষের হেতু নহে ইহাই আমার বিশ্বাস। বার্ত্তিককারও বলিয়াছেন—দেখিতে পাওয়া যায় সন্ন্যাসিগণও অদৃষ্টবশতঃ দুষ্টচিত্ত হওয়ায় প্রমাদযুক্ত বিষয়াসক্ত পরনিন্দুক ও কলহপ্রিয় হয়।*

অবশ্যম্ভাবী এই সকল কুফলের চিন্তা করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সাংখ্য-সম্মত বেদবিরুদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের প্রতিবাদ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদ এবং বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠব্যক্তির পক্ষেই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ প্রচার করিবার জন্য এখানে প্রবল শাস্ত্রযুদ্ধের অবতারণা করিতেছেন, সমগ্র গীতাশাস্ত্রে অবৈদিক সাংখ্যবাদের সহিত এই বিচার প্রবল ভাবেই চলিয়াছে। এইজন্য ভগবান্ পরে বলিবেন—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকেই সংন্যাস বলে, যজ্ঞ দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মগুলি কখনই ত্যাগ করা উচিত নহে, সে সকল কর্ম্ম অবশ্যই করিবে, যেহেতু ঐ কর্ম্মগুলি লোককে পবিত্র করে। অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে হইলে মনের বিশুদ্ধতা নিতান্তই প্রয়োজন, আর মনকে পবিত্র করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত পবিত্র কর্ম্ম ও পবিত্র আচার পালন করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, তাহাই যদি ত্যাগ করে তাহ'লে মন পবিত্র হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না, সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল মন প্রবল শত্রু হইয়া তাহাকে গুরুতর

* "প্রমাদিনোবহিশ্চিত্তাঃ, পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ"॥ বার্ত্তিককার

অধঃপাতে নিক্ষেপ করিবে।* কিন্তু আসক্তি ও ফল ত্যাগ করিয়া এই কর্ম্মগুলি করিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষাই হইল বন্ধনের হেতু সেইজন্ত এই দুইটিকে ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য ভগবান উপদেশ দিলেন। এবং বলিলেন ইহাই আমার স্থির করা উত্তম সিদ্ধান্ত জানিবে। ভগবানের ত কৃপার সীমা নাই কিন্তু কোন কোন ব্যাখ্যাকারের অপকৌশলেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা সরল ভদ্রলোকগণকে মুগ্ধ করিয়া নিজের মতলব গিলাইয়া দিবার জন্য নানাবিধ কুতর্কজালের সৃষ্টি করিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন। এখন যদি ভগবান্ এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কিছু ব্যবস্থা করেন, তবেই লোক কৃতার্থ হইবে, অন্যথা লোক কোন পথে কোথায় গিয়া পড়িবে কিছুই স্থির নাই। পূর্ব্বে "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি" এই শ্লোকে এবং পরে "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে, কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয়, কিন্তু 'যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব' এই শ্লোকে যে কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির হেতুমাত্র বলা হইল তাহার কারণ—সাংখ্যাচার্য্যগণ দোষের মত সমস্ত কর্ম্মই ত্যাগ করিয়া সকলকেই সন্ন্যাস করিতে বলেন, তাঁহাদের সেই সন্ন্যাস করিতে হইলেও অন্ততঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান আবশ্যক ইহা বুঝাইবার জন্যই এখানে কেবল চিত্তশুদ্ধির হেতু বলা হইয়াছে জানিবেন। 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' এই শ্লোকে ইহাই বুঝান হইয়াছে। ভগবান এখানে বলিলেন কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগের নামই সংন্যাস, নিত্য কর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দন ও ইষ্টদেবতার পূজা প্রভৃতির ত্যাগ করা চলিবেনা, এইজন্য বলিবেন—

"নিয়তস্যতু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে" "তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে"

অর্থাৎ নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ হয়না। কিন্তু সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুইটির মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ।

আর যিনি ভগবৎপরায়ণ হইয়া তাঁহাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতে পারেন তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ হইয়া যায়, অর্থাৎ বিনা যত্নে বিদ্বৎ-সন্ন্যাস হইয়াই যায়। ইঁহার জন্যই বলিবেন—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা কেবল ভগবানে অনুরক্ত থাকেন ভগবানেই তৃপ্তি বোধ করেন, এবং ভগবান্‌কে পাইয়াই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মই থাকে না। যথাস্থানে ইহার ব্যাখ্যা করা হইবে। আর ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ জনগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য ভূত-প্রেতের সাধনায় অতিতুচ্ছ কিছু কিছু সিদ্ধিলাভ করিয়া বা জনসেবার ভণ্ডামির দ্বারা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দল পাকাইবার জন্য শিষ্য-সংগ্রহ করিয়া বেড়ান ও

* নাচরেৎ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্ম্মৃত্যু মুপৈতি সঃ॥

অজ্ঞ শিষ্যগণের মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কৌশলে বহু অর্থ অর্জন করিয়া মঠ বা আশ্রম প্রভৃতি আড্ডা সৃষ্টি করা সন্ন্যাসীর কাজ নহে। বৌদ্ধগণই এইরূপ কু-প্রথা সৃষ্টি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে * শাস্ত্রে এরূপ কু-প্রথার কথা কোথাও নাই। মহাভারত বলিয়াছেন—

"অহেরিব গণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব" অর্থাৎ সংন্যাসীর পক্ষে একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া বাস করাকে সর্পমণ্ডলীর মত ভয় করিবেন, এবং আহার করিয়া তৃপ্তি বোধ করাকে নরকের মত ভয় করিবেন। আর যাঁহারা সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে অসময়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বসেন তাঁহারা সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া থাকেন, এবং অনেক জন্ম ধরিয়া তাঁহাদিকে সাধনা করিতে হয়। ইঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিবেন—

"ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"
"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে॥"

অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত নির্ব্বিশেষতত্ত্বে আসক্ত হয় তাঁহাদের কষ্ট হয় অত্যন্ত অধিক কারণ লোক অত্যন্ত দুঃখে অব্যক্ত তত্ত্ব প্রাপ্ত হন; বহু জন্মের পর জ্ঞানলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন।

ইহাদের অপেক্ষা যাঁহারা গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া শুদ্ধভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের সাধনা করেন, তাঁহারা অনায়াসেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান, সেইজন্য বলিবেন—

"যোগযুক্তো মুনি র্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি"।
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্"॥

অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম কর্ম্মযুক্ত হইয়া ভগবানের ধ্যান করিতে থাকেন তিনি শীঘ্রই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন, এবং যাঁহারা আমাতে একান্ত অনুরক্তচিত্ত হন সেই ভক্তগণকে আমি অচিরেই মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। ৪

---

* "সজ্ঘো রক্তাম্বরত্বং চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ"
সজ্ঘ অর্থাৎ মঠ প্রভৃতিতে দলবদ্ধ হইয়া থাকা।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ—হি 'যতঃ' কশ্চিদপি 'জনঃ' জাতু 'কদাচিৎ' ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ 'কর্ম্মাণি অকুর্ব্বাণঃ' ন তিষ্ঠতি, সর্ব্বঃ 'জনঃ' প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ 'রাগদ্বেষাদিভিঃ' অবশঃ 'অস্বাধীনঃ' সন্' কর্ম্ম কার্য্যতে 'কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে'। ৫॥

অনুবাদঃ—যে হেতু কোন ব্যক্তিই কখনও ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহার কারণ সকল লোকই স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষ প্রভৃতি গুণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরাধীন হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫॥

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মসংন্যাসমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং পুরুষোনাধিগচ্ছতি ইতি হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—ন হীতি।—ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কালং জাতু কদাচিৎ কশ্চিৎ তিষ্ঠতি অকর্ম্মকৃৎ সন্। কস্মাৎ! কার্য্যতে হি যস্মাৎ অবশ এব কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ। অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষো, যতো বক্ষ্যতি—"গুণৈর্যোন বিচাল্যতে" ইতি। সাঙ্খ্যানাং পৃথক্করণাৎ অজ্ঞানামেব হি কর্ম্মযোগঃ ন জ্ঞানিনাম্। জ্ঞানিনাং তু গুণৈরচাল্যমানানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপদ্যতে। তথাচ ব্যাখ্যাতং বেদাবিনাশিনমিত্যত্র॥ ৫॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেষনাসক্তিমাত্রং নতু স্বরূপেণাশক্যত্বাৎ ইত্যাহ ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্॥ ৫॥

বিশ্বনাথঃ—কিন্তু অশুদ্ধচিত্তঃ কৃতসন্ন্যাসঃ শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম পরিত্যজ্য ব্যবহারিকে কর্ম্মণি নিমজ্জতীত্যাহ ন হীতি। নহু সন্ন্যাস এব তস্য বৈদিকলৌকিককর্ম্মপ্রবৃত্তিবিরোধী তত্রাহ কার্য্যত ইতি। অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ॥ ৫॥

মিতভাষ্যম্ঃ—তথা কশ্চিদপি লোকঃ ক্ষণং স্বল্পকালমপি জাতু কদাচিদপি অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাকুর্ব্বন্নাস্তে, হি যতঃ সর্ব্বো লোকঃ অবশঃ পরাধীনঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবজাতৈঃ গুণৈ রাগদ্বেষাদিভিঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে। ইত্যবশেনাপি কর্ম্মকরণাৎ ন সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস ইত্যর্থঃ। ৫

তাৎপর্য্য

শঙ্করভাষ্যঃ—কেবল সন্ন্যাস হইতে কেন সিদ্ধিলাভ করে না তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু কেহই ক্ষণকালও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ সমস্ত প্রাণী অনিচ্ছাতেও প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকে। ৫

শ্রীধর ঃ—কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মে অনাসক্তিমাত্র, কর্ম্মত্যাগ নহে। এই কথাই বলিতেছেন, কোন অবস্থাতেই জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষ প্রভৃতি গুণের দ্বারা সমস্ত লোকই অনিচ্ছাতেও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। ৫

বিশ্বনাথ ঃ—অশুদ্ধচিত্ত লোক সন্ন্যাস করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লৌকিক কর্ম্মে মগ্ন হইয়া পড়ে, এই কথাই বলিতেছেন, যদি বল তাহার সন্ন্যাসই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের বিরোধী, সেইজন্য কার্য্যতে ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ৫

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—এবং সাংখ্যোক্ত সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস হইতেই পারে না কারণ কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, অতএব বাহ্যিক মস্তকমুণ্ডন ও গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি ত্যাগ করিলেও কিছু না কিছু কর্ম্ম করিতেই থাকে সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস হয় না, এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করায় অবৈধ কর্ম্ম করিয়া ফেলে, সেইজন্য সিদ্ধি লাভেরও কোন সম্ভাবনাই থাকে না, শ্রীমদ্ ভাগবত এই কথাই বলিয়াছেন—

"নাচরেদ্‌যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে অজ্ঞ হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সেই পাপে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। বেদও বলিয়াছেন—"মৃত্বা পুনর্মৃত্যুমাপদ্যতে অর্দ্যমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ" অর্থাৎ নিজকৃত কর্ম্মের ফলে যাতনা ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যাহার হৃদয় হইতে কর্ম্ম বাসনা ত্যাগ হয় নাই সে ব্যক্তি অসময়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নিজের গুরুতর অমঙ্গলই করিবে। ৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়ঃ—এবং যো 'জনঃ' কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি 'কর-চরণাদীনি' সংযম্য 'বলাৎ সংকুচ্য' 'আত্মধ্যানব্যাজেন' মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ 'রূপরসাদিবিষয়ান্' স্মরন্ আস্তে নির্ব্যাপারস্তিষ্ঠতি স বিমূঢ়াত্মা 'রাগদ্বেষাদিদূষিতচিত্তঃ' মিথ্যাচারঃ 'লোকবঞ্চক' উচ্যতে। ৬॥

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যস্তু অনাত্মজ্ঞশ্চোদিতং কর্ম্ম নারভতে ইতি তদসদেবেত্যাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য য আস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরন্নিন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণো মিথ্যাচারো মৃষাচারঃ স উচ্যতে। ৬

শ্রীধরঃ—অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তেঽবিশুদ্ধতয়া মনস আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

বিশ্বনাথঃ—নন্থ তাদৃশোঽপি সন্ন্যাসী কশ্চিদিন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতাক্ষো দৃশ্যতে তত্রাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্পাণ্যাদীনি নিগৃহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছলেন বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে স মিথ্যাচারো দাম্ভিকঃ॥ ৬॥

মিতভাষ্যম্ঃ—নন্থ কৃতে কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসো ভবত্যেবেতি তত্রাহ কর্ম্মেতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি করচরণাদীনি সংযম্য বলাৎ নিগৃহ্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ রূপরসাদীন্ স্মরন্ য আস্তে উপবিশতি স বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মাণি ন ক্রিয়ন্তে ইত্যহং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীতি বিশেষেণ মুগ্ধচিত্তঃ মিথ্যাচারঃ কপটাচার আত্মবঞ্চকো লোকবঞ্চকশ্চ কথ্যতে, ভাগবতেঽপি "দেবানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা" ইতি। কথঞ্চিদ্ বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহেঽপি দুর্জয়স্য মনসো নিগ্রহাক্ষমত্বেন মানসানাং কর্ম্মণাং করণাৎন স সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীত্যর্থঃ। ৬

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—যে অজ্ঞ লোক কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে বিষয় চিন্তা করিয়া বসিয়া থাকে, সেই মূর্খ লোককে পাপাচার বলা হয়। ৬

শ্রীধরঃ—অতএব অজ্ঞ অথচ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিকে নিন্দা করিতেছেন, যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া ভগবদ্ধ্যানের ছলে নানাবিধ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বসিয়া থাকে তাহাকে দাম্ভিক বলা হয়। ৬

বিশ্বনাথঃ—যদি বল সেরূপ কোন কোন সন্ন্যাসীও যে ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য না করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকে দেখা যায়, সেইজন্য বলিতেছেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে

সংযত করিয়া যে ব্যক্তি ধ্যানের ছলে মনে মনে বিষয় স্মরণ করিয়া বসিয়া থাকে, সে দাম্ভিক। ৬

পুষ্পাঞ্জলি :—আর যে ব্যক্তি হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্ব্বক সংযত করিয়া ভগবানকে ধ্যান করিবার ছলে মনে মনে ভোগের বস্তুগুলি চিন্তা করিতে করিতে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে সেই দুষ্টাত্মাকে মিথ্যাচার অর্থাৎ ভণ্ড বা প্রবঞ্চক বলা হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসের অধিকারী না হইয়াও সন্ন্যাসী সাজিয়া বসে,—শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হস্তপদাদি সংযত করিয়া সংন্যাসীর ভান করিয়া থাকে, তাহার হৃদয় হইতে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ত্যাগ না হওয়ায় নানাবিধ কর্ম্ম করিবার জন্য মনে সর্ব্বদাই প্রবল ইচ্ছা জাগিতে থাকে, যদিও সে বলপূর্ব্বক কর্ম্মস্রোতকে রুদ্ধ করিয়া রাখে বটে, তথাপি মন অত্যন্ত কর্ম্মপ্রবণ থাকায় মনে মনে সর্ব্বদা অভিলষিত বিষয়েরই চিন্তা করিতে থাকে, সুতরাং বাহ্য কর্ম্ম রুদ্ধ হইলেও মানসিক কর্ম্ম হইতে থাকায় তাহার সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস হয় না। এই প্রকৃতির লোককে ভগবান ভণ্ড বা প্রবঞ্চক বলিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা মনে পড়িল পাঠকের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিলাম, একটি যুবক মটর মেকানিকেলে কাজ করিত, কিন্তু ধর্ম্ম আচরণ করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল, সেজন্য সে একটি আধুনিক সুবিধাবাদী কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার গুরুভাইগণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিল যে তুমি ঠাকুর ঘরে বসিয়া কেবল ধ্যান করিতে থাক ইহাই তোমার উপযুক্ত সাধনা, সরলমতি যুবক তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেইরূপই করিতে লাগিল, কয়েকদিন কোনপ্রকারে কয়েকঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া একদিন লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং কয়েকদিন পরে আমাকে বলিল পণ্ডিত মহাশয় কি বিপদেই পড়িয়াছিলাম, আমাকে বলিল ধ্যান করিতে, আমি চক্ষু মুদিলেই দেখিতে পাই কেবল মটরের চাকা ঘুরিতেছে এরূপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারা যায়, সুতরাং আমি আর ধ্যান করিতে পারিব না, আমার কি করা উচিত তাহাই বলুন। ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে, ৭

অন্বয়ঃ—হে অর্জ্জুন! তু 'কিন্তু' যো 'জনঃ' মনসা 'বিবেকযুক্তচেতসা' জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য 'নিগৃহ্য' অসক্তঃ 'ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ সন্' কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ 'করচরণবাগাদিভিঃ' কর্ম্মযোগং 'চিত্তশুদ্ধ্যুপায়ভূতং কর্ম্ম' আরভতে 'অনুতিষ্ঠতি' স জনঃ 'পূর্ব্বোক্তাৎ মিথ্যাচারাৎ' বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠোভবতি। ৭

অনুবাদঃ—হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি বিবেকপূর্ণ মনের দ্বারা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করিয়া কর্ম্মফলের কোন অভিলাষ না করিয়া হস্ত পদ ও বাক্য প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রবঞ্চক বা ভণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যস্ত্বিতি, যস্তু পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতো ঽজ্ঞো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য আরভতে ঽর্জুন কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ, কিমারভতে ইত্যাহ কর্ম্মযোগমসক্তঃ সন্ ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ স বিশিষ্যতে ইতরস্মাৎ মিথ্যাচারাৎ। ৭

শ্রীধরঃ—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি, যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে ঽনুতিষ্ঠতি অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টোভবতি চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ। ৭

বিশ্বনাথঃ—এতদ্বিপরীতঃ শাস্ত্রীয়কর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিতি, কর্ম্মযোগঃ শাস্ত্রবিহিতম্, অসক্তোঽফলাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্যতে, "অসম্ভাবিতপ্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি পুরুষাদ্‌বিশিষ্টঃ" ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। ৭

মিতভাষ্যম্ঃ—নিষ্কামকর্ম্মযোগীতু ততঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিতি, তুশব্দোমিথ্যাচারাদ্ ব্যবচ্ছিনত্তি, যো বিবেকী ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা বিচারবতা নিয়ম্য ভোগার্থং তেষাং ব্যাপারমকৃত্বা ইত্যর্থঃ, অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিশূন্যঃ সন্ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ বাগাদিভিঃ কর্ম্মযোগং শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মজাতং কুরুতে স পুরুষো বিশিষ্যতে মিথ্যাচারাৎ শ্রেষ্ঠোভবতি, নিষ্কামকর্ম্মভিশ্চিত্তস্য সংশোধনেন তস্য জ্ঞানলাভাৎ বিষয়স্মর্ত্তুর্মিথ্যাচারাৎ জ্ঞানশূন্যাৎ শ্রেষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। ৭

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—যে অজ্ঞলোক মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ করেন, তিনি মিথ্যাচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭

শ্রীধরঃ—আর যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে মনের দ্বারা ঈশ্বরনিষ্ঠ করিয়া নিষ্কাম হইয়া

কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্ম্মরূপ উপায় করেন তিনি বিশিষ্ট হন, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন। ৭

বিশ্বনাথ ঃ—মিথ্যাচার অপেক্ষা যিনি শাস্ত্র-বিহিতকর্ম্ম করেন, সেই গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ, এখানে রামানুজ আচার্য্য বলিয়াছেন, ইহার প্রমাদ হইতে পারেনা বলিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষাও এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। ৭

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যান করা উত্তম সাধনা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যিনি নিরন্তর ধ্যান করিবার মত সামর্থ্য লাভ করেন নাই তাঁহার পক্ষে মনকে বিশুদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ মন বিশুদ্ধ হয় নাই বলিয়াই তিনি ধ্যান করিতে পারেন না, অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ প্রবল থাকায় মন চঞ্চল হয় ও কাতর হইয়া পড়ে, এইজন্য ধ্যান করা সম্ভব হয়না, এ বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রে আছে—

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তি।"

অর্থাৎ সত্ত্বগুণের স্বভাব লঘু (হালকা) ও প্রকাশ করা অর্থাৎ প্রদীপের মত সকল বস্তুকে প্রকাশ করা, এবং রজোগুণের স্বভাব অপরকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, ও নিজে সচল হওয়া, এবং তমোগুণের স্বভাব গুরুত্ব অর্থাৎ ভার হওয়া এবং আবরণ করা, এই তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সকলে মিলিত হইয়া প্রাণীর কাজ করে, যেমন প্রদীপের তৈল বর্ত্তি ও দীপশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সকলে মিলিত হইয়া প্রকাশ রূপ কার্য্য করে সেইরূপ জানিবেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতে কিছু বিস্তার করিয়া বুঝান আছে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য তাহা উপস্থিত করা হইল।

"শমোদমস্তিতীক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ॥"

অর্থাৎ শম 'মনঃসংযম' দম 'বহিরিন্দ্রিয়সংযম' তিতিক্ষা 'সহিষ্ণুতা' ঈক্ষা 'হিতাহিতবিবেচনা' তপস্যা 'ধর্ম্মের জন্য কষ্ট করা' সত্য, স্মৃতিশক্তি, তুষ্টি 'পবিত্রভাবে থাকিয়াই যে অর্থাদি পাওয়া যাইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া' ত্যাগ 'সৎকার্য্যে দান' অস্পৃহা 'ভোগে অনাসক্তি' শ্রদ্ধা 'শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস' হ্রী 'নিন্দিত কার্য্যে লজ্জা' দয়া সরলতা ও বিনয় প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য।

"কাম ঈহা মদ স্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্।
মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ॥"

অর্থাৎ কাম 'অভিলাষ' ঈহা 'সাংসারিক কার্য্যে চেষ্টা করা' মদ 'দর্প' তৃষ্ণা 'যে কোন বস্তু পুনঃ পুনঃ পাইবার আকাঙ্ক্ষা' স্তম্ভ 'গর্ব্ব' আশীঃ 'দেবতা প্রভৃতির নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থনা' ভিদা 'ভগবান হইতে জগতের ভেদবুদ্ধি' সুখ 'বিষয়ভোগ' মদোৎসাহ

'দর্পবশতঃ নানা কার্য্যে আগ্রহ' যশঃপ্রীতি 'প্রশংসার লালসা' হাস্য 'লোককে উপহাস করা' বীর্য্য 'নিজের ক্ষমতা' 'বাহাদুরী দেখান' বলোদ্যম 'শারীরিক বল বশতঃ নানাকার্য্যে উদ্যম করা, (সদুদ্দেশ্যে নহে) এইগুলি হইল রজো-গুণের কার্য্য।

"ক্রোধোলোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।
শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ॥"

ক্রোধ লোভ অনৃত 'মিথ্যা' হিংসাকরা, ভিক্ষা দম্ভ 'ধর্ম্মের ভান করা' ক্লম 'অল্পে পরিশ্রম বোধ করা' কলি 'কলহ করা' শোক, মোহ 'ভ্রম' বিষাদ 'দুঃখ' আর্ত্তি 'দীনতা' নিদ্রা, অর্থাদির আশা, ভয় অনুদ্যম 'আলস্য'। এই গুলি হইল তমোগুণের কার্য্য। সাধকের পক্ষে এই গুলি বিবেচনা করিয়া যাহাতে রাজসিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হইয়া সাত্ত্বিকভাবের উন্নতি হয় তাহার জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

কি উপায় অবলম্বন করিলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় তাহাও ভগবান দয়া করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলিয়া দিয়াছেন—

"সত্ত্বাদ্ধর্ম্মোভবেদ্বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্‌ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে॥
ধর্ম্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলোহ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে॥"

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে ভগবদ্‌ভক্তিরূপ ধর্ম্ম হইবে। এবং সাত্ত্বিক বস্তুর ব্যবহার করিলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইবে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে ধর্ম্ম হইয়া থাকে অর্থাৎ লোক পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং ভগবদ্ভক্তিরূপ অনুত্তম ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর উত্তম ধর্ম্ম হইতে পারে না সেই ধর্ম্ম হইতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহা রজোগুণ ও তমোগুণকে ধ্বংস করিয়া দিবে, এবং সেই দুইটি ধ্বংস হইলে শীঘ্রই অধর্ম্ম নষ্ট হয়, সেই দুইটিই হইল অধর্ম্মের মূল কারণ, সুতরাং কারণ নষ্ট হইলে আর কার্য্য হইতে পায় না। কোন্ কোন্ বস্তু হইতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় তাহাও ভগবান বলিয়া দিয়াছেন—

"আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥"

অর্থাৎ সাত্ত্বিক শাস্ত্র—গীতা শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি। সাত্ত্বিক জল—গঙ্গাদি তীর্থের জল, সাত্ত্বিক লোক—যাঁহারা শাস্ত্র ও ভগবানে বিশ্বাসী এবং ভোগী ও বিলাসী নহেন, সাত্ত্বিক স্থান—নির্জ্জন দেবগৃহ তীর্থ প্রভৃতি, সাত্ত্বিক সময়—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত পূর্ব্বাহ্ন কাল, সাত্ত্বিক কর্ম্ম—সন্ধ্যা উপাসনা ইষ্ট দেবতার পূজা প্রভৃতি, সাত্ত্বিক জন্ম—সাত্ত্বিক দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া, সাত্ত্বিক ধ্যান—ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি চিন্তাকরা, সাত্ত্বিক মন্ত্র—ইষ্ট দেবতার পবিত্র মন্ত্র। সাত্ত্বিক সংস্কার—যাহাতে চিত্ত পবিত্র হয় সেইরূপ সৎকর্ম্ম। এই দশটি হইতে সত্ত্বগুণ

বৃদ্ধি হয়, এইজন্য সজ্জনগণ যত্নপূর্ব্বক এই দশটি বস্তু ব্যবহার করেন। আর ইহার বিপরীত ব্যবহার করিলে অর্থাৎ সাত্ত্বিক শাস্ত্রের সেবা না করিয়া আধুনিক নাটক ও গল্প প্রভৃতির অপবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে তমোগুণ বৃদ্ধি হইয়া অধঃপাতে যাইবে ইত্যাদি। অতএব যতক্ষণ রজোগুণ প্রবল থাকিবে ততক্ষণ মন চঞ্চল থাকিবে, স্থির হইয়া ভগবচ্চিন্তা আসিবে না, নানাদিকে মন ধাবিত হইবে। যেমন কোন দিন অসুস্থতা থাকিলে দেহ ভার বোধ হয় কোন কাজই করা যায় না, করিতে প্রবৃত্তিও হয় না সেইরূপ তমোগুণ প্রবল থাকিলে মন ভার বোধ হইবে অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যান করিতে বা পূজাদি করিতে মোটেই প্রবৃত্তি আসিবে না, সর্ব্বদা আলস্যে পূর্ণ থাকিবে, তাহার পর কাম ক্রোধ লোভ বিষয়ানুরাগ ইত্যাদিত আছেই, অতএব রজোগুণ তমোগুণ সাধকের মহাশত্রু, এই দুইটি শত্রুকে জয় করিতে না পারিলে কখনই তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন না, কিছু পরে ভগবানও সংক্ষেপে বলিবেন "বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্"। অর্থাৎ রজোগুণজাত কামকে সাধন পথের মহাশত্রু বলিয়া জানিবে। সেইজন্য বলিয়াছেন "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্"॥ অর্থাৎ কামরূপ দুর্দ্দান্ত শত্রুকে ধ্বংস কর। এইজন্য যাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণকে দমন করা যায় এই শ্লোকে তাহারই উপায় বলিয়া দিলেন জানিবেন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি দ্বারা কেবল শাস্ত্রবিহিত নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে হইবে। এবং ঐ কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে হইবে, কারণ আসক্তিই বন্ধনের হেতু, অতএব যাহাতে বন্ধন না হয় সেইরূপে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিলেন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলকে সংযত না করিলে অন্যায় দর্শন শ্রবণ ও আস্বাদন প্রভৃতির দ্বারা মন অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে, সেইজন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে যত্নপূর্ব্বক সংযত রাখিতে হইবে, এবং নিষ্কাম হইয়া নানাবিধ সৎকর্ম্ম করিতে হইবে, ঐ সৎকর্ম্মের দ্বারা যাবতীয় সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন বিশুদ্ধমনে ভগবানকে ধ্যান করিতে সক্ষম হইবেন। এখানে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবান কর্ম্ম করিতেই উপদেশ দিলেন দেখিয়া কেহ যেন বিস্মিত হইবেন না, যেমন ধরুন কোন ব্যক্তি অন্যায় আহার করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলে চিকিৎসক আসিয়া অন্য আহার বন্ধ করিয়া দিয়া ঔষধ সেবন করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহাও ত এক প্রকার আহার করানই হইল, কিন্তু সে আহার আহার হইলেও যেমন ক্ষতিকর না হইয়া গুরুতর ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে পরম শান্তি দান করে, সেইরূপ ভবরোগের চিকিৎসক ভগবানও লোককে অশুভ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া তাহার দ্বারা গুরুতর ভবরোগ হইতে ভক্তকে মুক্ত করিয়া চিরদিনের জন্য শান্তির অধিকারী করিয়া দেন। এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা"

বেদ বলিয়াছেন—"দত্ত দমত দয়ধ্বম "অর্থাৎ সৎপাত্রে দান কর, ইন্দ্রিয়গণকে দমন

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ—হে অর্জ্জুন ত্বং নিয়তং কর্ম্ম 'সন্ধ্যোপাসনাদিনিত্যকর্ম্মাণি' কুরু, হি 'যতঃ' অকর্ম্মণঃ 'কর্ম্মাকরণাৎ' কর্ম্ম 'কর্ম্মকরণং' জ্যায়ঃ 'প্রশস্ততরং' অকর্ম্মণঃ 'সর্ব্বকর্ম্ম'হীনস্য তে 'তব' শরীরযাত্রা 'দেহপালনমপি' ন প্রসিধ্যেৎ 'ন ভবেৎ'। ৮

অনুবাদঃ—অতএব হে অর্জ্জুন তুমি সন্ধ্যাউপাসনা প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ, আর সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার দেহকে রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না। ৮

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যতএবম্ অতো নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায়চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম, তৎ কুরু ত্বং, হে অর্জ্জুন! যতঃ কর্ম্মজ্যায়োঽধিকতরং ফলতোহি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ অকরণাৎ অনারম্ভাৎ, কথং? শরীরযাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধং ন গচ্ছেৎ অকর্ম্মণঃ অকরণাৎ, অতো দৃষ্টঃ কর্ম্মাকর্ম্মণোরর্থবিশেষো লোকে। ৮

শ্রীধরঃ—নিয়তমিতি, যস্মাদেবং তস্মাৎ নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু, হি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ। ৮

বিশ্বনাথঃ—নিয়তমিতি, তস্মাৎ ত্বং নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি অকর্ম্মণঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্, সন্ন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মণস্তব শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ। ৮

মিতভাষ্যম্ঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বং নিয়তং শ্রুতিস্মৃতিবিহিতং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম কুরু, যতঃ পূর্ব্বোক্তহেতোঃ অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ নিষ্কামং কর্ম্ম জ্যায়ঃ প্রশস্ততরং, তথা অকর্ম্মণঃ লৌকিকালৌকিকযাবৎকর্ম্মরহিতস্য তব শরীরযাত্রা দেহস্থিতিরপি ন প্রসিধ্যেৎ ন ভবেৎ তস্মাৎ কর্ম্মৈব কুরু ইত্যর্থঃ। ৮

কর ও জীবগণকে দয়া কর। এখানে অবৈধ আহার অবৈধ দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলিকে বন্ধ করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা নানাবিধ সৎকর্ম্ম করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু যাহারা মিথ্যাচার বা ভণ্ড, তাহারা ঠিক ইহার বিপরীত কাজ করে, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া অবৈধ আহার অবৈধ দর্শন ও অবৈধ চিন্তা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলিই করিয়া থাকে, অতএব ভগবানের বিরুদ্ধ কাজ করায় তাহারা অধঃপতিত হয়, এবং সজ্জনগণ তাঁহার অভিপ্রেত কাজ করায় কৃতার্থ হন। এইজন্য বলিলেন 'স বিশিষ্যতে' অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ। ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ৭

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—অতএব তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহরক্ষাও সম্ভব হইবেনা, অতএব কর্ম্ম করা ও না করার ফল জগতেও দেখা যায়। ৮

শ্রীধর :—সেইজন্য তুমি সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মগুলি কর। যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার দেহ রক্ষাও হইবে না। ৮

বিশ্বনাথ :—সেইজন্য সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম কর, কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার দেহরক্ষাও হইবে না। ৮

পুষ্পাঞ্জলি :—যে হেতু নিষ্কাম কর্ম্মযোগীই শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন তুমি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি আচরণ কর, ইহার দ্বারা যে ব্যক্তির বা যে জাতির পক্ষে যে কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহাই করিতে বলিলেন, কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মকে নিয়ত কর্ম্ম বলে না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে যে যে কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহাই কর্ত্তব্য এবং তাহার দ্বারাই প্রকৃত কল্যাণ হইবে, ইহাই বলা হইল। অতএব সুবিধামত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে নিশ্চয় অমঙ্গল হইবে জানিবেন। আর সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলে দেহকে রক্ষা করার উপযোগী আহারাদিও ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে তোমার দেহ পালন করাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে, অতএব সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হইতেই পারে না, এখানে এই কথা বলিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন, যদিও অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তা'হলেও এখানে অর্জ্জুনকে 'পূর্ব্ব পক্ষে' অর্থাৎ সাংখ্যপক্ষে দাঁড় করাইয়া স্বয়ং 'সিদ্ধান্তপক্ষে' থাকিয়া এই কথা বলিলেন জানিবেন। ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

অন্বয় :—যজ্ঞার্থাৎ 'যজ্ঞনির্ব্বাহকাৎ' বিষ্ণুপ্রীতিকরাদ্ বা' কর্ম্মণোঽন্যত্র 'অন্যস্মিন সকামে কর্ম্মণি কৃতে' অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ 'কর্ম্মণা বধ্যতে' হে কৌন্তেয়! তদর্থং 'যজ্ঞার্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং বা' মুক্তসঙ্গঃ 'আসক্তিশূন্যঃ সন্' কর্ম্ম সমাচার 'সম্যক্ কুরু'। ৯

অনুবাদ :—যাহার দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয় সেই কর্ম্ম অর্থাৎ হবি ও অগ্নির সংস্কার প্রভৃতি কর্ম্ম ভিন্ন অথবা বিষ্ণুপ্রীতিকর কর্ম্ম ভিন্ন সকাম কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মের দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হয়, অতএব হে অর্জ্জুন তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া যজ্ঞের জন্য অথবা বিষ্ণুপ্রীতির জন্য উত্তমরূপে কর্ম্ম কর। ৯

শঙ্করভাষ্যম্ :—যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি, তদপ্যসৎ, কথম্? যজ্ঞার্থাদিতি, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরি"তি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্ যজ্ঞার্থং কর্ম্ম তস্মাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র অন্যেন কর্ম্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্ম বন্ধনং যস্য সোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনো লোকঃ নতু যজ্ঞার্থাৎ, অতস্তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচার নির্ব্বর্ত্তয় ॥ ৯

শ্রীধর :—সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বাৎ ন কার্য্যমিত্যাহুঃ তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ যজ্ঞার্থাদিতি "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু" রিতিশ্রুতেঃ তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, নতু ঈশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা, অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর ॥ ৯

বিশ্বনাথ :—ননু "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুরি"তি স্মৃতেঃ কর্ম্মণি কৃতে বন্ধঃ স্যাদিতি চেন্ন, পরমেশ্বরার্পিতং কর্ম্ম ন বন্ধকমিত্যাহ যজ্ঞার্থাদিতি, বিষ্ণ্বর্পিতো নিষ্কামো ধর্ম্ম এব যজ্ঞ উচ্যতে, তদর্থং যৎ কর্ম্ম ততোঽন্যত্রৈব অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যমানো ভবতি, তস্মাৎ ত্বং তদর্থং তাদৃশধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম সমাচর। ননু বিষ্ণ্বর্পিতোঽপি ধর্ম্মঃ কামনামুদ্দিশ্য কৃতশ্চেৎ বন্ধকোভবত্যেব ইত্যত আহ মুক্তসঙ্গঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ, অএবমেবোদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতোক্তং "স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধবঃ। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥" "অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থো ঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥" ইতি। ৯

মিতভাষ্যম্ :—ননু "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥"

ইতি শ্রুতের্বন্ধহেতৌ কর্ম্মণি কথং মাং প্রবর্ত্তয়সি তত্রাহ যজ্ঞার্থাদিতি, যজ্ঞোনাম পঞ্চভির্যজুর্মন্ত্রৈঃ সম্পাদ্যং কর্ম্ম, তে চ মন্ত্রাঃ আশ্রাবয়েত্যাদয়ঃ শ্রুতাবুক্তাঃ, তথাহি "আশ্রাবয়েতি

চতুরক্ষরম্, অস্তু শ্রৌষট্ ইতি চতুরক্ষরং, যজেতি দ্ব্যক্ষরং, যে যজামহে ইতি পঞ্চাক্ষরম্, দ্ব্যক্ষরো বষট্কারঃ” ইতি, স্মৃতিশ্চাহ—

“চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব চ।
হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥” ইতি

সপরিকরং চ ব্রহ্ম সপরিকরযজ্ঞত্বেন রূপিতং কৌষীতক্যাং শ্রুতৌ “স আগচ্ছতি বিচক্ষণা মাসন্দীং বৃহদ্রথন্তরে সামনী পূর্ব্বৌপাদা”বিত্যাদিনা, তথাচ শ্রুত্যন্তরং “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরি”তি, যজ্ঞার্থাৎ যজ্ঞনিষ্পাদকাৎ হবিরগ্নিসংস্কারাদিরূপাৎ বিষ্ণুপ্রীত্যর্থাদ্ বা কর্ম্মণঃ অন্যত্র সকামে কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যতে, অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং বা মুক্তসঙ্গঃ ফলাভিসন্ধিবিধুরঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর সম্যক্ সাধয়। ৯

তাৎপর্য্য

শঙ্করভাষ্য :—যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু তাঁহার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তদ্ভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা এই অধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়, হে অর্জ্জুন তাঁহার জন্য কর্ম্মফলের আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম কর। ৯

শ্রীধর :—সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের হেতু বলিয়া কর্ম্ম করা উচিত নহে, এই মতের প্রতিবাদ করিবার জন্য বলিতেছেন, যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তদ্ভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা লোক বন্ধনগ্রস্ত হয়, অতএব নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুপ্রীতির জন্য উত্তমরূপে কর্ম্ম কর। ৯

বিশ্বনাথ :—স্মৃতিশাস্ত্রে আছে কর্ম্মের দ্বারা লোক বন্ধনগ্রস্ত হয়, অতএব কর্ম্ম করিলেই লোক বন্ধনগ্রস্ত হইবে, ইহা বলিতে পারনা কারণ পরমেশ্বরে যে কর্ম্ম অর্পিত হয় তাহা বন্ধনের হেতু হয় না ইহাই বলিতেছেন, বিষ্ণুকে অর্পিত নিষ্কাম ধর্ম্মই যজ্ঞ তদ্ভিন্ন কর্ম্মের দ্বারাই লোক বন্ধনগ্রস্ত হয় সেইজন্য তুমি সেইরূপ ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম কর, যদি বল বিষ্ণুকে অর্পিত ধর্ম্মও কামনা পূর্ব্বক করা হইলে বন্ধনের হেতু হয় এইজন্য বলিয়াছেন, মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ ফলাভিলাষশূন্য হইয়া কর্ম্ম কর, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান ‘স্বধর্ম্মস্থো যজন যজ্ঞৈঃ ইত্যাদি শ্লোকে উদ্ধবকে এই কথাই বলিয়াছেন। ৯

পুষ্পাঞ্জলি :—যদি বল কর্ম্ম করিলে বন্ধন অবশ্যই হইবে, অতএব কর্ত্তব্যকর্ম্মও ত্যাগ করা উচিত এবং সাংখ্যাচার্য্যগণও এই কথাই বলেন, সেইজন্য বলিতেছেন নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞনির্ব্বাহ করিবার জন্য অথবা ভগবৎপ্রীতির জন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কর, তাহলে আর বন্ধন হইবে না, অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতির

উদ্দেশে কর্ম্ম করিয়া যাইলে কর্ম্মের শুভ অশুভ কোন ফলই ভোগ করিতে হইবে না, সাধক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে পাইয়া ধন্য হইবেন, একথা ভগবানই বলিবেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"

যদি বলেন ভগবৎপ্রীতি-কামনাও ত একপ্রকার কামনাই হইল, তাহ'লে নিষ্কাম হওয়া হইল না ত? এরূপ কল্পনা করাও ঠিক নহে, কারণ ভগবানের প্রতি যাঁহার হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়াছে তিনি সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁহার প্রীতির জন্য কোন কাজ করিলে তাহাকে আর কামনা বলা হয় না, অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে সেই অগ্নির তাপে তাঁহার হৃদয়ের কামনা বাসনা বা ভোগ বিলাসের প্রবৃত্তিরূপ দোষগুলি সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং সে হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতিরূপ কামনা হইতে আর বিষয় ভোগের বাসনা অঙ্কুরিত হইতে পায় না। যেমন একটি মাত্র ধান্য সিক্ত ভূমিতে পড়িলে তাহা হইতে গাছ হইয়া বহু ধান্যের সৃষ্টি করে কিন্তু ঐ ধান্যটি যদি অগ্নিতে ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া লইয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করা হয় তা'হলে আর তাহা হইতে কিছুই হয় না, কারণ তাহার অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহাও ঠিক সেইরূপ জানিবেন, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানই ইহা বলিয়াছেন—

"ন ময্যর্পিতভাবানাং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥"

ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইল, বরং ভগবৎপ্রীতি কামনা থাকিলে তাহার দ্বারা ভগবান নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন আর তিনি প্রীত হইলে বিশ্ব জগৎই প্রীত হইবে সুতরাং সে ব্যক্তির কোন অশান্তিই হইবে না তিনি কৃতার্থ হইবেন।

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

এইজন্যই ভগবান নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিতেছেন জানিবেন। ৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ—পুরা 'সৃষ্টেঃ প্রথমং' প্রজাপতিঃ 'ব্রহ্মা' সহযজ্ঞাঃ 'যজ্ঞেন সহিতাঃ' প্রজাঃ 'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যান্' সৃষ্ট্বা ইদমুবাচ অনেন 'যজ্ঞেন' 'যূয়ং' প্রসবিষ্যধ্বং 'সমুন্নতিং লভধ্বম্' এষ 'যজ্ঞঃ' বো 'যুষ্মাকম্' ইষ্টকামধুক্ 'অভিলষিতফলদাতা' অস্তু 'ভবতু'। ১০

অনুবাদঃ—ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ কর, এই যজ্ঞ তোমাদের অভিলষিত ফলদাতা হউক। ১০

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং সহেতি, সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ প্রজাস্ত্রয়ো বর্ণাস্তাঃ সৃষ্ট্বা উৎপাদ্য পুরা পূর্ব্বং সর্গাদাবুবাচ উক্তবান্ প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উৎপত্তিঃ তাং কুরুধ্বম্, এষ বো যজ্ঞঃ যুষ্মাকমস্তু ভবতু ইষ্টকামধুক্ ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতি ইষ্টকামধুক্। ১০

শ্রীধরঃ—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ, যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞা যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বা ইদমুবাচ ব্রহ্মা অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞঃ বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা, অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্ব ইত্যর্থঃ। অত্রচ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণে ঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ। ১০

বিশ্বনাথঃ—তদেবমশুদ্ধচিত্তো নিষ্কামং কর্ম্মৈব কুর্য্যাৎ নতু সন্ন্যাসমিত্যুক্তম্। ইদানীং যদিচ নিষ্কামোঽপি ভবিতুং ন শক্নুয়াৎ তদা সকামমপি ধর্ম্মং বিষ্ণ্বর্পিতং কুর্য্যাৎ নতু কর্ম্মত্যাগমিত্যাহ সহেতিসপ্তভিঃ। যজ্ঞেন সহিতাঃ বোপসর্জনস্যেতি সাদেশাভাবঃ। পুরা বিষ্ণ্বর্পিতধর্ম্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা উবাচ, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরমতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তাসাং সকামত্বমভিলক্ষ্যাহ এষ যজ্ঞো ব ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্ব ইত্যর্থঃ। ১০

মিতভাষ্যম্ঃ—প্রজাপতিবাক্যাদপি কর্ম্ম কার্য্যমিত্যাহ সহযজ্ঞা ইতি, পুরা সর্গাদৌ যজ্ঞেন সহ বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ত্রৈবর্ণিকান্ সৃষ্ট্বা প্রজাপতি ব্রহ্মা ইদমুবাচ, কিং তৎ? অনেন যজ্ঞেন যূয়ং প্রসবিষ্যধ্বং ক্রমেণ সমুন্নতিং লভধ্বম্, এষ যজ্ঞঃ বো যুষ্মাকম্ ইষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ অভিলষিতান্ কামান্ কাম্যান্ পুত্রবিত্তকলত্রাদীন্ দোগ্ধি প্রসূতে ইতি তথা, অভীষ্টফলদাতা অস্তু ইত্যর্থঃ। যজ্ঞ ইতি বর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মমাত্রোপলক্ষণম্। সাংখ্যসন্ন্যাসাৎ সকামকর্ম্মাপি শ্রেয় ইতি প্রদর্শনার্থং নিত্যপ্রকরণে কাম্যকীর্ত্তনমিতি বোধ্যম্। ১০

তাৎপর্য্য

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—এজন্যও অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্ম করা উচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর, যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক্। ১০

শ্রীধর ঃ—প্রজাপতির বাক্যবশতও কর্ম্মকর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞে অধিকৃত ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন তোমরা যজ্ঞের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর। ইহার কারণ যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউগ্। এখানে যজ্ঞ শব্দের দ্বারা সমস্ত আবশ্যক কর্ম্ম বুঝিতে হইবে, এই প্রকরণে কাম্য কর্ম্মের প্রশংসা অসঙ্গত হইলেও কর্ম্মত্যাগ করা অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এই জন্য বলা হইয়াছে। ১০

বিশ্বনাথ ঃ—অশুদ্ধচিত্ত লোক নিষ্কাম কর্ম্মই করিবে, সন্ন্যাস করিবে না, ইহা বলিয়াছেন, এখন বলিতেছেন যদি নিষ্কাম হইতে না পারে তাহলে সকাম ধর্ম্মও বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া করিবে কর্ম্মত্যাগ করিবে না। ব্রহ্মা পূর্ব্বে বিষ্ণুকে অর্পিত ধর্ম্মকারী প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন ইত্যাদি। ১০

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যখন মানবগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন তাহার সহিত যজ্ঞও সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কারণ যজ্ঞাদি পুণ্য-কর্ম্ম হইতেই মানবগণের প্রকৃত উন্নতি হয়, মানুষ যত চেষ্টাই করুক যদি তাহার ভাগ্যে সুখ না থাকে তাহলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব দৈব পুরুষকারের সাহায্য করিলে তবে ফল হইয়া থাকে, এইজন্য বিধাতা মানবগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উন্নতির জন্য যজ্ঞাদি নানাবিধ পুণ্য-কর্ম্মেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যজ্ঞাদি সৃষ্টি করিয়া প্রজাগণকে বলিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ কর, তোমরা যাহা যাহা বাসনা করিবে ইহা হইতে সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবে। ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

অন্বয়ঃ—'যূয়ম্' অনেন 'যজ্ঞেন' দেবান্ 'ইন্দ্রাদীন্' ভাবয়ত 'তর্পয়ত' তে দেবা 'ইন্দ্রাদয়ঃ' বঃ 'যুষ্মান্' 'অন্নাদিপ্রদানেন' ভাবয়ন্তু 'প্রীণয়ন্তু' 'এবং' পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ 'প্রীণয়ন্তঃ" পরম্ 'উত্তমং' শ্রেয়ঃ 'অর্থম' অবাপ্স্যথ 'প্রাপ্স্যথ'। ১১

অনুবাদঃ—তোমরা যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত কর, এবং দেবতাগণ তোমাদিগকে অন্নাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন, এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে সন্তুষ্ট করিয়া উত্তম অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে। ১১

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কথং? দেবানিতি, দেবান্ ইন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়ত অনেন যজ্ঞেন, তে দেবা ভাবয়ন্তু আপ্যায়য়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা বো যুষ্মান্, এবং পরস্পরমন্যোঽন্যং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমপি মোক্ষফলং জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণ অবাপ্স্যথ স্বর্গং বা পরং শ্রেয়োঽবাপ্স্যথ। ১১

শ্রীধরঃ—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞোভবেদিত্যত্রাহ দেবানিতি, অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, এবম্ অন্যোঽন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ং চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ। ১১

বিশ্বনাথঃ—কথমিষ্টকামপ্রদোযজ্ঞোভবেৎ? তত্রাহ দেবানিতি; অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ভাবয়ত ভাবযুক্তান্ কুরুত, ভাবঃ প্রীতিস্তদ্যুক্তান্ কুরুত প্রীণয়ত ইত্যর্থঃ। তে দেবা অপি বঃ প্রীণয়ন্তু। ১১

মিতভাষ্যম্ঃ—অভীষ্টপ্রদত্বপ্রকারমেব দর্শয়তি যজ্ঞস্য দেবানিতি, অনেন যজ্ঞেন দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত হবির্ভিঃ প্রীণয়ত যূয়মিতি শেষঃ, তে দেবা বো যুষ্মান্ ভাবয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিভিঃ অন্নসৃষ্টিদ্বারা প্রীণয়ন্তু, ইত্থং পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ প্রীণয়ন্তঃ পরস্পরং পরং শ্রেয়ঃ ঐহিকামুষ্মিকমর্থজাতম্ অবাপ্স্যথ প্রাপ্স্যথ। ১১

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—যজ্ঞ কি প্রকারে অভীষ্টপ্রদ হয় তাহাই বলিতেছেন, তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত কর, এবং সেই দেবগণ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন এইরূপে পরস্পরকে বর্দ্ধিত করিয়া জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষফল অথবা স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। ১১

শ্রীধরঃ—কি প্রকারে যজ্ঞ অভীষ্টপ্রদ হয়? এইজন্য বলিতেছেন, যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত কর, ইত্যাদি। এইরূপে পরস্পর অভীষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইবে। ১১

বিশ্বনাথঃ—কি প্রকারে যজ্ঞ অভীষ্টপ্রদ হয় তাহাই বলিতেছেন, যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে ভাবযুক্ত অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত কর ইত্যাদি। ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈ র্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ—দেবা 'যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ প্রীতিং গমিতাঃ সন্তঃ' বো যুষ্মভ্যম্ ইষ্টান্ 'অভিলষিতান্' ভোগান্ 'পুত্রকলত্রান্নাদীন্' দাস্যন্তে তৈঃ 'দেবৈঃ' দত্তান্ 'অন্নাদীন্' এভ্যো 'দেবেভ্যঃ' অপ্রদায় 'যজ্ঞাদিভিঃ অদত্ত্বা 'যোভুঙ্‌ক্তে স স্তেনঃ চৌর এব ভবতি'। ১২

অনুবাদঃ—দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা প্রীতি লাভ করিয়া তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ অর্থাৎ পুত্র কলত্র অন্ন প্রভৃতি সুখকর বস্তু দান করিবেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অন্ন প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা তাঁহাদিগকে না দিয়া যে নিজে ভোগ করে সে নিশ্চয় চোর হয়। ১২

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ ইষ্টান্ ভোগানিতি, ইষ্টান্ অভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো যুষ্মভ্যং দেবা দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্ যজ্ঞভাবিতাঃ যজ্ঞৈ বর্দ্ধিতাস্তোষিতা ইত্যর্থঃ। তৈঃ দেবৈঃ দত্তান্ ভোগান্ অপ্রদায় অদত্ত্বা আনৃণ্যমকৃত্বা ইত্যর্থঃ, এভ্যো দেবেভ্যঃ, যো ভুঙ্‌ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি স্তেন এব তস্কর এব স দেবাদিস্বাপহারী। ১২

শ্রীধরঃ—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি, যজ্ঞৈর্ভাবিতা দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান দাস্যন্তে, হি অতঃ দেবৈ র্দত্তানন্নাদীন্ এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যোভুঙ্‌ক্তে স তু চৌর এব জ্ঞেয়ঃ। ১২

বিশ্বনাথঃ—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি, তৈর্দত্তান্ বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ অন্নাদীন উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ, এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স তু চৌর এব। ১২

মিতভাষ্যম্ঃ—ইদমেব বিশদয়ন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি, দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ যজ্ঞৈ র্ভাবিতাঃ প্রীতিং গমিতাঃ সন্তঃ বো যুষ্মভ্যম্ ইষ্টান্ অভিলষিতান্ ভোগান্ অন্নাদীন্ দাস্যন্তে তৈর্দেবৈর্দত্তান্ অন্নাদীন্ এভ্যো দেবেভ্যোঽপ্রদায় পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যোভুঙ্‌ক্তে স্বাত্মানমেব প্রীণয়তি স স্তেন শ্চৌর এব দেববিত্তাপহারী স দণ্ডভাগ্ ভবতীত্যর্থঃ। ১২

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ তোমাদিকে অভিলষিত ভোগ স্ত্রী পুত্র পশু প্রভৃতি বিতরণ করিবেন। তাঁহাদের দেয়া ভোগ তাঁহাদিগকে না দিয়া অর্থাৎ ঋণ-মুক্ত না হইয়া যে ব্যক্তি নিজের দেহেন্দ্রিয়কেই তর্পিত করে দেবস্ব অপহরণকারী সেই ব্যক্তি চৌরই হয়। ১২

শ্রীধরঃ—ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া কর্ম্ম না করিলে কি দোষ হয় তাহাই বলিতেছেন,

যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা তোমাদিগকে ভোগ্য বস্তুসকল দান করিবেন ইত্যাদি। ১২

বিশ্বনাথ :—ইহাই স্পষ্ট করিয়া কর্ম্ম না করিলে কি দোষ হয় তাহা বলিতেছেন ইত্যাদি। ১২

পুষ্পাঞ্জলিঃ—দেবগণ প্রসন্ন হইলে অনাবৃষ্টি অকাল-বৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি অমঙ্গল হইবেনা, প্রজাগণ যথাসময়ে সুবৃষ্টি সুবায়ু প্রভৃতি পাইয়া মহাশান্তিতে বাস করিতে পাইবে। জগতে সমস্ত অমঙ্গলেরই হেতু হইল মানুষের উচ্ছৃখলতা ও অধর্ম্ম, তাহারই ফলে দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রাঘাত, প্রবল বাত্যা, ভূমিকম্প, নানাবিধ রোগ ও বিবিধ উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, * সেই সকল উৎপাতে প্রজাগণ নিরন্তর জর্জ্জরিত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। দেখা যায় বৃন্দাবনে নন্দাদি গোপগণ ইন্দ্রযাগ বন্ধ করায় ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অকালে অতিবৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে গোপগণের ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত সহায় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সেরূপ সহায় পাওয়া অসম্ভব বলিয়া অবাধে দুর্গতি ভোগই হইয়া থাকে। এইজন্য বিবিধ ধর্ম্ম দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভগবান বলিলেন। কিন্তু সম্প্রতি দেশে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে শাস্ত্রবাক্যকে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করাই যেন লোকের পরম কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি অনেকেই নির্লজ্জভাবে বলিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না যে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই দেশ উৎসন্ন গেল," এই প্রকারে জনগণ অত্যন্ত ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ায় রোগ শোক দারিদ্র্য অন্নাভাব ও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, যদি এখনও পরম হিতৈষী ভগবানের মহাবাক্যকে হৃদয়ে ধরিয়া অন্ততঃ অধিকাংশলোক যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে এখনও বাঁচিবার আশা হয়, কিন্তু সম্প্রতি দেশের যেরূপ অত্যুগ্র মনোবৃত্তি তাহাতে সে সুবুদ্ধি হইবে কি? সেইজন্য ভগবান বলিতেছেন দেবগণ যজ্ঞাদি দ্বারা সন্তুষ্ট হইলে তোমাদের অভিলষিত যাহা কিছু ভোগের বস্তু আছে সে সকলই তাঁহারা দান করিবেন তাঁহাদের দেয়া অন্ন বস্ত্রাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ব্যক্তি নিজেই কেবল ভোগ করে সে ব্যক্তিকে নিশ্চয় চোর বলিয়া জানিবে,

---

* অতিলোভাদসত্যাদ্ বা নাস্তিক্যাদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ। নরাপচারান্নিয়তমুপসর্গঃ প্রবর্ত্ততে॥
অতোঽপচারান্নিয়তমপবর্জ্জন্তি দেবতাঃ। তাঃ সৃজন্ত্যদ্ভুতাংস্তাবৎ দিব্যনাভসভূমিজান্॥
তএব ত্রিবিধা লোকে উৎপাতা দেবনির্ম্মিতাঃ। বিচরন্তি বিনাশায় রূপৈঃ সম্ভাবয়ন্তিচ॥
গর্গ সংহিতা ও বৃহস্পতি সংহিতা

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ 'বৈশ্বদেবযজ্ঞাবশিষ্টং ভুঞ্জানাঃ' সন্তঃ 'সজ্জনাঃ' সর্ব্বকিল্বিষৈঃ 'সর্ব্বপাপৈঃ' মুচ্যন্তে 'মুক্তাভবন্তি' তু 'পুনঃ' যে 'জনা' আত্মকারণাৎ 'আত্মনো ভোজনার্থমেব' পচন্তি 'অন্নাদিপাকং কুর্ব্বন্তি' তে পাপাঃ 'পঞ্চসূনাজনিতপাপবন্তঃ' অঘং 'পাপঃ' ভুঞ্জতে 'খাদন্তি'। ১৩

অনুবাদ ঃ—যে সকল সজ্জন লোক প্রত্যহ বৈশ্বদেব যজ্ঞ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অন্ন আহার করেন তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন, আর যাহারা নিজের আহারের জন্য অন্নাদি পাক করে তাহারা পঞ্চসূনাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া কেবল পাপ ভক্ষণ করে। ১৩

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি, যে পুনঃ দেবযজ্ঞাদীন্ নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমনমৃতাখ্যম্ অশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ চুল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈঃ, যেতু আত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তে তু অঘং পাপং, স্বয়মপি পাপা যে পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি আত্মকারণাৎ আত্মহেতোঃ। ১৩

শ্রীধর ঃ—ইতশ্চ যজ্ঞস্ত এব শ্রেষ্ঠা নেতর ইত্যাহ যজ্ঞাশিষ্টাশিন ইতি, বৈশ্বদেবাদি-যজ্ঞাবশিষ্টং যে অশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে, পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভীচ মার্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি" ॥ ইতি। যেত্বাত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি নতু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

বিশ্বনাথ ঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি, বিশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টমন্নং যে ঽশ্নন্তি, পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ, "কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভীচ মার্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি" ॥ ইতি ॥ ১৩

মিতভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ যাজ্ঞিকা এব নিষ্পাপাঃ শ্লাঘ্যা নান্য ইত্যাহ যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি, বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টামৃতভোজিনঃ সন্তঃ সজ্জনাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ পঞ্চসূনাজনিতৈঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে, এবং যাজ্ঞিকানাং ফলমুক্ত্বা তদ্ব্যতিরিক্তানাং দোষমাহ যেতু আত্মকারণাৎ

কারণ দেবতার সৃষ্টি করা দ্রব্য তাঁহাদেরই সম্পত্তি, তাঁহাদের দ্রব্য তাঁহাদিগকে না দিয়া কেবল নিজে ভোগ করিলে দেবতার সম্পত্তি হরণ করা হইল বলিয়া সে ব্যক্তি চোর হইল। অতএব ভদ্রতার খাতিরেও যজ্ঞাদি পবিত্র কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার জন্যই ভগবান পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছেন, তথাপি সাংখ্যসম্মত কর্ম্মত্যাগ করা অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম করাও ভাল, ইহাই দেখাইবার জন্য এখানে সকাম কর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন জানিবেন। ১১।১২

স্বস্য ভোজনার্থমেব পচন্তি নতু দেবতার্থং, তে পাপাঃ পঞ্চসূনাজনিতপাপভাজঃ অঘং পাপমেব ভুঞ্জতে। পঞ্চসূনা আহ মনুঃ—

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্" ॥ ইতি.

পেষণী দৃষদুপলাদিঃ, উপস্করঃ গহসম্মার্জ্জন্যাদিঃ, কণ্ডনী উদূখলমুষলে, উদকুম্ভো জলকলসঃ যাঃ বাহয়ন্ গৃহস্থোচিতকর্ম্মণি ব্যবহরন্ জনঃ পাপেন বধ্যতে লিপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ঃ—আর যাঁহারা বৈশ্বদেব যজ্ঞ প্রভৃতি করিয়া তাহার অবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন তাঁহারা পঞ্চসূনাজন্য অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, আর যাহারা কেবল নিজের জন্যই অন্নাদি পাক করে তাহারা পাপ ভক্ষণ করে। ১৩

শ্রীধর ঃ—এজন্যও যাঁহারা যজ্ঞ করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অপরে নহে এই কথা বলিতেছেন, বিশ্বদেব প্রভৃতির যজ্ঞের অবশিষ্ট যাঁহারা ভোজন করেন তাঁহারা পঞ্চসূনাজন্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন, পঞ্চসূনার কথা স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—উদূখল মূষল, শিল নোড়া, উনান, জলের কলসী, ঝাঁটা, এইগুলি গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে প্রাণিহিংসার স্থান, ঐসকল কারণে হিংসা বশতঃ গৃহস্থ স্বর্গে যাইতে পারেনা। আর যাহারা কেবল নিজের ভোজনের জন্যই অন্নাদি পাক করে সেই দুর্ব্বৃত্তগণ কেবল পাপ ভক্ষণ করে। ১৩

বিশ্বনাথ ঃ—যাঁহারা বিশ্বদেব প্রভৃতির যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন তাঁহারা পঞ্চসূনাজন্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন, পঞ্চসূনার কথা স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে ইত্যাদি। ১৩

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—যে সকল সজ্জন প্রত্যহ বৈশ্বদেব যজ্ঞ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অন্ন আহার করেন তাঁহারা সকল পাপ হইতেই মুক্ত হন, আর যাহারা কেবল নিজের জন্য পাক করে সেই দুর্বৃত্তগণ কেবল পাপই ভক্ষণ করে। অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তিগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রত্যহই বহু প্রাণীকে হত্যা করিয়া ফেলে, সেজন্য অবশ্যই পাপ হয়, যেমন ধরুণ পাক করিবার জন্য উনান জালিলে তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী দগ্ধ হইয়া যায়, বাট্না বাঁটিবার সময় শিল নোড়ার আঘাতে অনেক প্রাণীকে হত্যা করা হয়, ঘর বাড়ী ঝাঁট দিবার সময় ঝাঁটার আঘাতে অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়, চাউল প্রস্তুত করিবার সময় ঢেঁকির আঘাতে অনেক প্রাণী নিহত হয়। জলের কলসীর চাপ লাগিয়াও অনেক প্রাণী নিহত হয় * এবং গমনাগমন করিতে পদক্ষেপেও অনেক প্রাণীর মৃত্যু

* "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ। কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্" ॥

হয় এইরূপ অন্যান্য অনেক কার্য্যেই অনিচ্ছায়ও হিংসা হইয়া পড়ে, অথচ গৃহস্থের পক্ষে এসকল কাজ না করিয়াও থাকা যায় না, এইজন্য এই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শাস্ত্রকারগণ কতকগুলি প্রাত্যহিক সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এ বিষয়ে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলি র্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥
পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ। স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈ র্ন লিপ্যতে॥"

অর্থাৎ এই সকল হিংসা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রত্যহ পাঁচটি যজ্ঞ করিতে হইবে, প্রথমটি হইল ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান দ্বারা জনগণকে জ্ঞানবান করা ইহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে, দ্বিতীয়টি পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃগণের তর্পণ করা ও শ্রাদ্ধ করা, তৃতীয় বৈশ্বদেব যজ্ঞ, এখানে এই বৈশ্বদেব যজ্ঞের কথাই ভগবান্ বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রত্যহ অন্ন পাক করিয়া সেই অন্ন দ্বারা দেবগণের হোম করা, চতুর্থ—ভূতযজ্ঞ, অর্থাৎ পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণকে প্রত্যহ খাদ্য দান করা, পঞ্চম মনুষ্য যজ্ঞ—অতিথি-পূজা অর্থাৎ অতিথিকে অবহেলার সহিত এক মুষ্টি চাউল দিলেই হইবে না, অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধার সহিত বিনীতভাবে সেবা করিতে হইবে, এইজন্য অতিথি 'পূজা' বলিলেন, শাস্ত্রে ইহাও বলা হইয়াছে, "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ," অর্থাৎ অভ্যাগত ব্যক্তি সকল ক্ষেত্রেই গুরুর তুল্য পূজ্য হন। যিনি যথাশক্তি এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ করিয়া থাকেন তিনি গৃহে বাস করিয়াও প্রাত্যহিক হিংসাজনিত দোষে লিপ্ত হন না। এইরূপে প্রাণিহিংসা-জনিত পাপকে নানাপ্রকারে প্রাণীদিগের সেবার দ্বারা ক্ষয় করিতে বলা হইয়াছে। যাঁহারা প্রত্যহ মাছের মুড়ো ও মাংসের রসাস্বাদন করেন তাঁহারা কিন্তু ইহার দ্বারা নিষ্কৃতি পাইবেন না, কারণ একদিন মাছ খাইলে তিন দিন উপবাস করিতে হয়, "মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ" এবং মাংস ভক্ষণের জন্য পশুহিংসা করিলে ১২ দিন প্রায় উপবাস করিয়াই কাটাইতে হয়, অর্থাৎ মাছ মাংস খাইয়া দেহে যেটুকু রক্ত হইবে তাহার সুদ পর্য্যন্ত আদায় দিতে হইবে, বাণের জল আসিয়া আসল জল পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লইবে। আর রসনার তৃপ্তির জন্য দেবতার দোহাই দিয়া হিংসা করিলে পাপটিকে রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হয় মাত্র। ১৩

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ—অন্নাৎ 'শুক্রশোণিতাত্মনা পরিণতাৎ' ভূতানি 'প্রাণিনঃ' ভবন্তি 'জায়ন্তে' পর্জন্যাৎ 'বৃষ্টেঃ' অন্নসম্ভবঃ 'অন্নস্য উৎপত্তি র্ভবতি' যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ 'বৃষ্টি'র্ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ 'পুরোহিতাদিব্যাপারৈঃ সম্যক্ উৎপদ্যতে'। ১৪

অনুবাদঃ—অন্ন ভক্ষণ করিলে তাহা শুক্র ও রক্তে পরিণত হইয়া তাহা হইতে প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, যজ্ঞ বশতঃ বৃষ্টি হয়, পুরোহিত ও যজমানের কর্ম্মের দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। ১৪

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম্ম, কথমিত্যুচ্যতে অন্নাদ্ভবন্তীতি, অন্নাদ্ভুক্তাৎ লোহিতরেতঃপরিণতাৎ প্রত্যঙ্গং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি, পর্জ্জন্যাদ্ বৃষ্টেঃ অন্নস্য সম্ভবঃ অন্নসম্ভবঃ, যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ, "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ"। ইতি, যজ্ঞোঽপূর্ব্বং, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ঋত্বিগ্যজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম, ততঃ সমুদ্ভবো যস্য যজ্ঞস্যাপূর্ব্বস্য স যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। ১৪

শ্রীধরঃ—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি ত্রিভিঃ, অন্নাৎ শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ ভূতানি উৎপদ্যন্তে, অন্নস্যচ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাৎ বৃষ্টেঃ, স চ পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাদ্ ভবতি, সচ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ॥ ইতি স্মৃতেঃ। ১৪

বিশ্বনাথঃ—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি যজ্ঞং কুর্য্যাদেবেত্যাহ অন্নাদিতি, অন্নাদ্ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তীতি ভূতানাং হেতুরন্নম্, অন্নাদেব শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ প্রাণিশরীরসিদ্ধেঃ, তস্য অন্নস্য হেতুঃ পর্জ্জন্যঃ, বৃষ্টিভিরেবান্নসিদ্ধেঃ, পর্জ্জন্যস্য হেতুর্যজ্ঞঃ, লোকৈঃ কৃতেন যজ্ঞেনৈব সমুচিতবৃষ্টিপ্রদমেঘসিদ্ধেঃ, তস্য যজ্ঞস্য হেতুঃ কর্ম্ম, ঋত্বিগ্যজমানব্যাপারাত্মককর্ম্মণ এব যজ্ঞসিদ্ধেঃ। ১৪

মিতভাষ্যম্ঃ—ন কেবলং প্রজাপতিবাক্যাদেব যজ্ঞঃ কার্য্যঃ, কিন্তু জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপীত্যাহ অন্নাদিতি, অন্নাৎ শুক্ররক্তাদিরূপেণ পরিণতাৎ ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তি জায়ন্তে, পর্জ্জন্যাৎ বৃষ্টেঃ অন্নস্য সম্ভব উৎপত্তিঃ, পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপাৎ ভবতি, তথাচ মনুঃ "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ॥ ইতি, যজ্ঞশ্চ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ঋত্বিগ্যজমানব্যাপাররূপেণ কর্ম্মণা সম্যক্ সাধ্যতে ইত্যর্থঃ। ১৪

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ঃ—কর্ম্মই জগচ্চক্রনির্ব্বাহের হেতু, কারণ অন্ন ভক্ষণ করিলে তাহা শুক্র ও রক্তে পরিণত হইয়া তাহা হইতে প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, যজ্ঞবশতঃ বৃষ্টি হয়, কারণ স্মৃতিতে আছে, অগ্নিতে আহুতি দান করিলে তাহা সূর্য্য-মণ্ডলে উপস্থিত হয়, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে খাদ্যশস্য হইয়া থাকে, এবং খাদ্যশস্য ভক্ষণ করিলে তাহা শুক্র ও রক্তে পরিণত হইয়া তাহা হইতে প্রাণিগণ জন্ম-গ্রহণ করে, এবং পুরোহিত ও যজমানের কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ অর্থাৎ পুণ্য হইয়া থাকে। ১৪

শ্রীধর ঃ—জগচ্চক্রনির্ব্বাহের হেতু বলিয়াও কর্ম্ম করা উচিত এই কথা বলিতেছেন, অন্নভক্ষণ করিলে তাহা শুক্র ও রক্তে পরিণত হইয়া তাহা হইতে প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে ইত্যাদি। ১৪

বিশ্বনাথ ঃ—জগচ্চক্রনির্ব্বাহের হেতু বলিয়াও যজ্ঞ করিবেই, এই কথা বলিতেছেন, অন্ন হইতে প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে কারণ অন্নই শুক্র ও রক্তরূপে পরিণত হইয়া তাহা হইতে প্রাণীর দেহ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। ১৪

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অন্নাদি খাদ্য বস্তু আহার করিয়াই দেহ পুষ্ট হয়, অর্থাৎ খাদ্য বস্তু উদরস্থ হইলে তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা পাক হইয়া ক্রমে রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্রে পরিণত হয়, এবং শুক্র ও শোণিত হইতেই সন্তান জন্মে, এই সৃষ্টি প্রবাহের কারণই হইল অন্ন অর্থাৎ খাদ্য বস্তু ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, অতএব এই জগৎকে বিদ্যমান রাখিতে হইলে যাহাতে রীতিমতভাবে অন্নের সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থাই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন, ইহা বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌ও ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই জননীর বক্ষে অমৃতময় দুগ্ধের সঞ্চার দেখিয়া, সেইজন্য দয়াময় প্রাণিসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে জগতে প্রভূত পরিমাণে অন্ন অর্থাৎ খাদ্য বস্তু উৎপন্ন হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদ প্রকাশ করিয়া দিয়া সেই বেদ বাক্য অনুসারে (মানুষের মতলব মত বা সুবিধা মত নহে) জগতে বিবিধ যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্বেই "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা" এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, কারণ মানুষের যাহা কিছু অভিলাষ বা প্রয়োজন হয় তাহা পূর্ণ করিতে একমাত্র যজ্ঞই উপযুক্ত, সেইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন "এষ বোঽস্ত্বিষ্ট-কামধুক্" সদাচারপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ প্রচেষ্টা-পূর্ব্বক বৈদিক মন্ত্রে অভিষিক্ত অগ্নিতে পবিত্র বেদ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিলে তাহার সূক্ষ্ম সার অংশ সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, সূর্য্য হইতেই মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, এবং সুবৃষ্টি হইতেই শস্য হয়, তাহাই জীবের খাদ্য, এবং খাদ্য

হইতে সমগ্র মানুষ আপামর সাধারণ সকলেই বাঁচিয়া থাকে, শুধু মানুষ কেন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই খাদ্য ও পানীয় পাইয়া কৃতার্থ হয়, একথা শাস্ত্রকারগণই বলিয়াছেন—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ॥

এইরূপে ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দানের ফলে সমগ্র জগৎ—দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত অনন্ত প্রাণী পরম শান্তি লাভ করে, ইহারই নাম বিশ্বপ্রেম। আর এখন একদল লোক এই সেই আর্য্যঋষিকে পর্য্যন্ত ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক স্বার্থপর ব্রাহ্মণ বলিয়া তীব্র কটূক্তিতে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছে !!! অতএব যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দ্বারা সূর্য্য সন্তুষ্ট হন, এবং সূর্য্য সন্তুষ্ট হইলে সূর্য্য মণ্ডল হইতে মেঘ সঞ্চিত হইয়া বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ জগৎকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত অসংখ্য উপাদান সূর্য্যমণ্ডলে আছে, কেবল বৃষ্টি কেন? প্রাণীদিগের উপযোগী বহুবিধ ঔষধও সূর্য্যমণ্ডলে আছে, নিয়মিতভাবে সূর্য্যকিরণের সেবা করিলে দুরারোগ্য বহুবিধ ব্যাধি হইতে লোক স্বচ্ছন্দে মুক্তিলাভ করে, একথা নিতান্ত সেকেলে কঞ্জার-ভেটিব নেটিভ কেবল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখের কথা নহে, ইহা নব্য ভারতের পরম গুরু ও একমাত্র আদর্শ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণও এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—(Best medicine is sun-rays) অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ বহুবিধ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতএব সূর্য্য হইলেন সমস্ত জীবের প্রাণস্বরূপ, একথা ভারতের আর্য্যঋষি কোন্ অনাদি যুগ হইতে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন—"সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"। অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর প্রাণই হইলেন সূর্য্য। এখনও আস্তিক ব্যক্তিগণ রোগ নিবারণের জন্য নিয়মিত ভাবে সূর্য্যোপাসনা করেন ও আদিত্যহৃদয় পাঠ করেন। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ" ॥

অর্থাৎ সূর্য্যের নিকট হইতে আরোগ্য প্রার্থনা করিবে, অগ্নির নিকট হইতে ধন প্রার্থনা করিবে, শঙ্করের নিকট হইতে জ্ঞান প্রার্থনা করিবে, এবং নারায়ণের নিকট হইতে মোক্ষ প্রার্থনা করিবে। আমার একজন আত্মীয় ছিলেন তিনি সূর্য্যের উপাসনা করিয়া চিকিৎসকের অসাধ্য শূলের পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব কল্যাণমূর্ত্তিতে চিরদিনই বিশ্বের মহা উপকার করিয়া আসিতেছেন—মানুষ শাস্ত্র অনুসারে যথানিয়মে তাঁহার উপাসনা করিলেই কৃতার্থ হইবে, উপাসনা না করিয়া কেবল সূর্য্যের আলোর দিকে দৃষ্টি করিয়া বসিয়া থাকিলে কোন ফল হইবে না, যেমন দেখুন দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা মানুষের বহু উপকার হয়, সে জন্য কেবল একটি গরুর দিকে দৃষ্টি করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা,

রীতিমত ভাবে গো-সেবা করিতে হইবে, গরুকে ভাল করিয়া ঘাস ঘড় খৈল ভূষি খাওয়াইতে হইবে, যত্ন করিতে হইবে, তবে প্রচুর দুগ্ধ পাইয়া লোক কৃতার্থ হইবে, অন্যথা নহে, সেইরূপ সূর্য্যদেবকে একান্তচিত্তে উপাসনা করিলে অর্থাৎ পূজা হোম জপ ইত্যাদি করিলে জগদ্বাসী সকলেই অত্যন্ত উপকার পাইয়া শান্তি লাভ করিবে অন্যথা নহে, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু" আর এই সূর্য্যরূপে ভগবান্ই উপাসিত হইয়া থাকেন, বিশ্বকল্যাণের জন্য তিনিই প্রত্যক্ষ দেবতা রূপে জগৎকে ধন্য করিতেছেন, একথা পরে ভগবানই বলিবেন—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্" ॥

বেদও বলিয়াছেন—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র প্রকাশময়, সূর্য্য চন্দ্রাদি সকলেই তাঁর প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছেন, এই সমস্ত জগৎই তাঁর প্রকাশে উদ্ভাসিত হইতেছে। শুনিতেছি সম্প্রতি দেশে অত্যন্ত অন্নসমস্যা হইয়া পড়িয়াছে, অন্নাভাবে অনেকের মৃত্যুও হইতেছে ইহাও শোনা যাইতেছে, এই অন্ন সমস্যার প্রতিকারের জন্য ভগবান যে উপদেশ দিলেন, ইহাকে কাজে লাগাইবার জন্য কেহ চেষ্টা করিবেন কি? আজ কাল'ত শুনিতে পাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেকেই গীতা পড়িয়া থাকেন, গীতাশাস্ত্রে তাঁহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে তখনই বুঝিব যখন তাঁহারা ইহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিবেন, অন্যথা কেবল ভণ্ডামীতেই পরিণত হইবে।

রামায়ণে আছে কোন এক রাজার রাজ্যে কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল সে জন্য প্রজাগণের অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়া বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার ফলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল। হয়ত ইহা নিতান্ত শাস্ত্রের কথা বলিয়া আধুনিক উৎকট জাতীয়তাবাদিগণ কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা ভরে উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু সম্প্রতিকার একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি শুনুন, প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণিয়া জেলায় কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল স্থানীয় লোকগণ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন এমন সময় একজন অপরিচিত সাধু আসিয়া হাটতলায় কয়েক দিন বাস করিতে আরম্ভ করেন, বৃষ্টির জন্য অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করায় তাঁহাদেরই উদ্যোগে তিনি একদিন প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যের দিকে একাগ্র দৃষ্টিপাত করিয়া হোম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ফলে সেই দিনই অপরাহ্নে এত অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইল যে, দেশের নদী নালা পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলে পূর্ণ হইয়া গেল, ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, শাস্ত্রের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। ১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্‌ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

অন্বয়ঃ—কর্ম্ম 'ঋত্বিগাদিপ্রচেষ্টারূপং' ব্রহ্মোদ্‌ভবং 'বেদাদেব প্রবৃত্তং' বিদ্ধি 'জানীহি' ব্রহ্ম 'বেদঃ' অক্ষরসমুদ্‌ভবং 'নির্দ্দোষপরমেশ্বরাদাবির্ভূতং' তস্মাৎ 'পরমাত্মনা লোকহিতার্থং প্রকাশিতত্বাৎ' সর্ব্বগতং সর্ব্বত্র স্থিতমপি ব্রহ্ম 'পরমাত্মা' নিত্যং 'নিয়মেন,' যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং 'সম্যগবস্থিতং যজ্ঞরূপেণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ'। ১৫

অনুবাদঃ—এবং পুরোহিত প্রভৃতির প্রচেষ্টারূপ কর্ম্ম বেদ-বাক্য অনুসারেই হইয়া থাকে জানিও, অর্থাৎ বেদে যেরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ঠিক তদনুসারে পুরোহিত ও যজমান প্রচেষ্টা করিলে তবে বেদোক্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, অতএব কেহ নিজের বুদ্ধি অনুসারে ইচ্ছামত কিছু কার্য্য করিলে তাহাকে যজ্ঞ বলা হইবে না। এবং বেদবাক্য পরমেশ্বর হইতেই প্রকাশ হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবান্ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাঁহার ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি কোন দোষই নাই, অতএব তাঁহার বাক্য বেদও সম্পূর্ণ নিখুঁৎ সুতরাং অত্যন্ত সত্য, এবং পরমেশ্বর জগতের কল্যাণের জন্যই বেদে যজ্ঞের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন সেইজন্য তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও নিয়মিত ভাবে অত্যন্ত প্রিয় যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ জগতে যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করেন। অতএব অবশ্যই যজ্ঞ করা উচিত। ১৫

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—তচ্চ এবম্বিধং কর্ম্ম কুতো জাতমিত্যাহ কর্ম্মেতি, তচ্চ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং ব্রহ্ম বেদঃ স উদ্‌ভবো যস্য তৎ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি বিজানীহি, ব্রহ্ম পুনর্বেদাখ্যম্ অক্ষরসমুদ্‌ভবং অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্‌ভবো যস্য তৎ অক্ষরসমুদ্‌ভবং ব্রহ্ম বেদ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাৎ তৎপুরুষনিঃশ্বাসবৎ সমুদ্‌ভবং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতমপি সৎ নিত্যং সদা যজ্ঞবিধিপ্রধানত্বাৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। ১৫

শ্রীধরঃ—তথা কর্ম্মেতি, তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি, "অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমিদং যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ" ইতি শ্রুতেঃ, যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেন উপায়ভূতেন প্রাপ্যতে ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমিত্যুচ্যতে ইতি, "উত্তমস্থা সদা লক্ষ্মীরি'তিবৎ। যদ্বা যস্মাৎ জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। ১৫

বিশ্বনাথঃ—তস্য কর্ম্মণো হেতু র্ব্রহ্ম বেদঃ, বেদোক্তবিধিবাক্যশ্রবণাদেব যজ্ঞং প্রতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ, তস্য বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মত এব বেদোৎপত্তেঃ, তথাচ শ্রুতিঃ "অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস" ইতি, তস্মাৎ সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমিতি যজ্ঞেন ব্রহ্মাপি প্রাপ্যতে ইতি ভাবঃ। অত্র যদ্যপি কার্যকারণভাবেন অন্নাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তাঃ পদার্থা উক্তা স্তথাপি তেষু মধ্যে যজ্ঞ এব বিধেয়ত্বেন শাস্ত্রেণোচ্যতে ইতি। স এব প্রস্তুতঃ, "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ॥ ইতি স্মৃতেঃ। ১৫

মিতভাষ্যম্ঃ—কর্ম্মেতি, কর্ম্ম পুরুষব্যাপারঃ ব্রহ্মোদ্ভবং ব্রহ্মণো বেদাদেব প্রবৃত্তং বিদ্ধি জানীহি, অতো বেদবিধিনৈব ঋত্বিক্‌প্রভৃতিভির্ব্যাপ্রিয়তে নতু স্বাতন্ত্র্যেণ যথা কথঞ্চিৎ অতো বেদাপ্রমিতো যজ্ঞ এব ন ভবতীত্যর্থঃ, ব্রহ্ম বেদশ্চ অক্ষরসমুদ্ভবং পরমাত্মপ্রভবং বিদ্ধি, পরমেশ্বরাদেব নিঃশ্বাসবদাবির্ভূতত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ "অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" ইতি তথাচ ভ্রমপ্রমাদাদ্যশেষদোষগন্ধাসম্বন্ধিপরমপ্রমাণং বেদ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ পরমাত্মনাঽতিকারুণিকেন লোকহিতার্থং প্রাধান্যেন প্রতিপাদিতত্বাৎ লোকানাং যজ্ঞাচরণে তস্যাভিপ্রায়বিশেষো ব্যঞ্জিতস্তস্মাৎ সর্ব্বগতং কারণাত্মনা সামান্যেন সর্ব্বত্র স্থিতমপি ব্রহ্ম পরমাত্মা নিত্যম্ একান্তেন যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং সম্যগবস্থিতং যজ্ঞাত্মনা বিশেষেণ বিরাজিতমিতি যাবৎ, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরি"তিশ্রুতেঃ। যস্মাদেবংবিধো যজ্ঞস্তস্মাদবশ্যমেব স ত্রৈবর্ণিকৈঃ সম্যগনুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ। ১৫

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—এবং সেই কর্ম্ম বেদ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে জানিও এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, যে হেতু পরমাত্মার নিঃশ্বাসের মত বেদ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই জন্য সমস্ত তত্ত্বের প্রকাশক বলিয়া বেদ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৫

শ্রীধরঃ—এবং সেই কর্ম্ম বেদ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে জানিও, কারণ শ্রুতিতে আছে, ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ পরমেশ্বরের নিশ্বাসের মত, যে হেতু ব্রহ্ম হইতেই যজ্ঞের প্রবৃত্তি হইয়াছে অতএব যজ্ঞ অত্যন্ত অভিপ্রেত, সেইজন্য পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যজ্ঞরূপ উপায়ের দ্বারা পাওয়া যায় এইজন্য তিনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ইহা বলা হইতেছে, যেমন বলা হয় 'লক্ষ্মী সর্ব্বদা উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত'। অথবা যে হেতু জগচ্চক্রের মূলই কর্ম্ম সেইজন্য বেদনামক ব্রহ্ম সর্ব্বগত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বস্তুর

প্রতিপাদক বাক্য প্রভৃতিতে থাকিলেও তাৎপর্য্যবশতঃ সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হন, অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা উচিত। ১৫

বিশ্বনাথঃ—সেই কর্ম্মের হেতু বেদ, কারণ বেদবাক্য শ্রবণবশতই পুরোহিত প্রভৃতি যজ্ঞের জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন,এবং পরম ব্রহ্ম হইতেই বেদ হইয়াছে, শ্রুতি বলিয়াছেন ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসের মত, সেইজন্য সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মকেও পাওয়া যায়। এখানে যদিও কার্য্য-কারণ ভাবে অন্ন হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, তাহলেও যজ্ঞই কর্ত্তব্যরূপে বলা হইতেছে। তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়। কারণ স্মৃতিতে আছে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে তাহা সূর্য্যে উপস্থিত হয়, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয় বৃষ্টি হইতে অন্ন হয় অন্ন হইতে প্রাণিদেহ হয়। ১৫

পুষ্পাঞ্জলি—এই যে পুরোহিত প্রভৃতির প্রচেষ্টারূপ কর্ম্মের কথা বলা হইল ইহা কোন মানুষের কল্পিত গল্পমাত্র নহে ইহা বেদ হইতে পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বেদে ঐরূপ কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, আর বেদবাক্য অত্যন্ত সত্য, তাহার একটি অক্ষরও মিথ্যা বা ব্যর্থ নহে। বেদ যে সম্পূর্ণ সত্য ইহার কারণ বলিলেন—"ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্" অক্ষর অর্থাৎ অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর হইতেই বেদ প্রকাশ হইয়াছেন, বেদই বলিয়াছেন "অস্যৈব মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকো সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি" অর্থাৎ এই পরমেশ্বরেরই নিঃশ্বাসের তুল্য ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ আঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণ নানাবিধ বিদ্যা উপনিষৎ শ্লোক সূত্র ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ সকল, এ গুলি এই পরমেশ্বরেরই নিশ্বাস তুল্য; অর্থাৎ ভগবান্ নিঃশ্বাসের মত অনায়াসেই বেদাদি সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, অতএব এই সকল শাস্ত্র কোন মানুষের কল্পিত নহে। এবং ভগবানের ভ্রম প্রমাদ বঞ্চনার ইচ্ছা, কাতরতা, স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতাদি কোন দোষই নাই, সুতরাং বেদবাক্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিবেন। স্নেহময় পিতা মাতা যেমন সন্তানগণের কল্যাণের জন্য তাহাদের অধিকার বুঝিয়া বিভিন্ন কর্ম্মের উপদেশ দেন, সেইরূপ স্নেহময় জগৎপিতাও সকলের কল্যাণের জন্য অধিকার বুঝিয়া বেদে ব্রাহ্মণাদি জাতিকে বিভিন্ন কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, যেমন অশ্বমেধযজ্ঞ ও রাজসূয়যজ্ঞের মত শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিতে কেবল ক্ষত্রিয়কেই অধিকার দিয়াছেন, ব্রাহ্মণকেও অধিকার দেন নাই, সে জন্য ভগবানকে পক্ষপাতী বলা উচিত নহে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবানের কোন দোষ নাই. ভগবানও পরে বলিবেন—"নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" অর্থাৎ পরমেশ্বরে কোন দোষই নাই, এবং তিনি সকলের প্রতিই সমান, যেমন কেহ কেহ যাবজ্জীবন ধনী সুখী সুস্থ রূপবান

ও বিলাসী হইয়া থাকে, আবার কেহ কেহ যাবজ্জীবন রোগী দরিদ্র ও বিকলাঙ্গ ইত্যাদি হইয়া থাকে, ইহা যেমন জীবের কর্ম্মবশতঃ হয় বলিয়া ভগবানকে দোষী করা যায় না, এস্থলেও ঠিক সেইরূপ বুঝিবেন, অতএব তিনি অধিকার বুঝিয়াই ব্রাহ্মণাদি জাতির জন্য বিভিন্ন কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, অতএব নির্দ্দোষ ব্রহ্মবাক্য বেদ অনুসারেই কাজ করিতে হইবে, নিজের সুবিধা মত বা ইচ্ছামত কর্ম্ম করিলে অতি বিষময় ফল ফলিবে, এমন কি মন্ত্রগুলি পর্য্যন্তও যথাশাস্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, ইচ্ছামত উচ্চারণ করিলে চলিবে না, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "স বাগ্‌ বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ" অর্থাৎ বেদমন্ত্র উচ্চারণের কোন দোষ হইলে সেই মন্ত্র বজ্রের মত হইয়া যজমানকে বিনাশ করে, যেমন স্বরের অপরাধ হওয়ায় ইন্দ্রশত্রু এই শব্দ হইতে উচ্চারণকর্ত্তার গুরুতর অনিষ্ট হইয়াছিল। যেমন পিতামাতার আদেশ অনুসারে কাজ করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করেন, এবং সেই আশীর্ব্বাদে পুত্রগণ পরম কল্যাণ লাভ করেন, সেইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবানের বাক্য অনুসারে যজ্ঞাদি পবিত্র কর্ম্ম করিলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং তিনি প্রীত হইলে আর কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হইতে বাকী থাকে না। এইরূপে যজ্ঞাদির দ্বারা তিনিই উপাসিত হন। সেইজন্য ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ জগতের কল্যাণের জন্য যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, এইজন্য বেদ বলিয়াছেন, যজ্ঞই বিষ্ণু। অতএব যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম অবশ্যই করা উচিত। ১৫।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ—ইহ লোকে যো 'জনঃ' এবম্ 'উক্তপ্রকারেণ' প্রবর্ত্তিতম্ 'ঈশ্বরেণ প্রদর্শিতং' চক্রং 'জগৎপ্রবাহং' নানুবর্ত্তয়তি 'নানুতিষ্ঠতি' স 'জনঃ' অঘায়ুঃ 'পাপজীবনঃ' ইন্দ্রিয়ারামঃ 'বিষয়ভোগলম্পটঃ' মোঘং 'ব্যর্থং' জীবতি ।

অনুবাদঃ—জগতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের শিক্ষা দেয়া এই জগৎপ্রবাহের অনুষ্ঠান না করে সে কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগে রত থাকিয়া যাবজ্জীবন পাপী হইয়া বৃথা জীবিত থাকে । ১৬

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—এবমিতি, এবম্ ঈশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতং নানুবর্ত্তয়তি ইহ লোকে যঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ সন্ অঘায়ুঃ অঘং পাপম্ আয়ুর্জীবনং যস্য সোঽঘায়ুঃ পাপজীবন ইতি যাবৎ, ইন্দ্রিয়ারাম ইন্দ্রিয়ৈঃ আরমণম্ আক্রীড়া বিষয়েষু যস্য স ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং বৃথা হে পার্থ স জীবতি তস্মাৎ অজ্ঞেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি প্রকরণার্থঃ। প্রাগাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তেস্তাদর্থ্যেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানমধিকৃতেন অনাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ "ন কর্ম্মণামনারম্ভাদি"ত্যত আরভ্য "শরীরযাত্রাঽপিচ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণ' ইত্যেবমন্তেন প্রতিপাদ্য "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র" ইত্যাদিনা "মোঘং পার্থ স জীবতি" ইত্যেবমন্তেনাপি গ্রন্থেন প্রাসঙ্গিকম্ অধিকৃতস্য অনাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে বহুকারণমুক্তম্, তদকরণেচ দোষসঙ্কীর্ত্তনং কৃতম্। ১৬

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাৎ তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতম্ ইত্যাহ এবমিতি, পরমেশ্বরবাক্যভূতাৎ বেদাখ্য-ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জ্জন্যঃ, ততোঽন্নং ততোভূতানি ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ, ইত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুতিষ্ঠতি সোঽঘায়ুঃ অঘং পাপরূপম্ আয়ুর্যস্য সঃ, যত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেবারমতি নতু ঈশ্বরারাধানার্থে কর্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি। ১৬

বিশ্বনাথঃ—এতদননুষ্ঠানে প্রত্যবায়মাহ এবমিতি। চক্রং পূর্ব্বপশ্চাদ্ভাবেন প্রবর্ত্তিতং, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ, পর্জ্জন্যাদন্নং, অন্নাৎ পুরুষঃ, পুরুষাৎ পুনর্যজ্ঞঃ, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্য ইত্যেবং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানেন ন পরিবর্ত্তয়তি সোঽঘায়ুঃ পাপব্যাপ্তায়ুস্কো নরকে নিমঙ্ক্ষ্যতি ইতি ভাবঃ। ১৬

মিতভাষ্যম্ঃ—এবং কর্ম্মাদিপ্রবাহস্যাকরণে দোষমাহ এবমিতি, হে পার্থ ইহলোকে উক্তপ্রকারেণ প্রবর্ত্তিতং কর্ম্মাদিপ্রবাহং যস্ত্রৈবর্ণিকো নানুবর্ত্তয়তি নাচরতি স ইন্দ্রিয়ারাম ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বারমতীতি ইন্দ্রিয়ারামঃ বিষয়ভোগলম্পটঃ অতোঽঘায়ুঃ

বিহিতাকরণাৎ যাবজ্জীবং পাপাত্মা সন্ মোঘং বৃথৈব জীবতি। তদয়ং ক্রমঃ—ঈশ্বরাৎ বেদঃ, বেদাৎ ঋত্বিগাদীনাং কর্ম্ম, ততো যজ্ঞঃ, ততঃ পর্জ্জন্যঃ, ততোঽন্নম্; অন্নাৎ ভূতানি; ভূতানাম্ ঋত্বিগাদীনাং পুনঃ কর্ম্মেতি ঘটীযন্ত্রবৎ কর্ম্মাদিপ্রবাহ ইতি। এতাবতা যজ্ঞাদেরবশ্যকর্ত্তব্যত্বং দর্শিতমতো ন যজ্ঞাদিত্যাগো যুক্ত ইতি ভাবঃ। ১৬।

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—এই প্রকারে ঈশ্বর বেদোক্ত যজ্ঞপূর্ব্বক জগচ্চক্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই জগতে কর্ম্মে অধিকারী হইয়া যে ব্যক্তি তাহা না করে, সে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে রত হইয়া পাপজীবন হইয়া বৃথা জীবিত থাকে। অতএব যাহার জ্ঞান হয় নাই এইরূপ অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যই কর্ম্ম করা উচিত, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য। 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' এই গ্রন্থ হইতে 'শরীরযাত্রাপি চ তে' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য আত্মজ্ঞান-শূন্য অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম করা উচিত ইহা প্রতিপাদন করিয়া 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র' ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে 'মোঘং পার্থ স জীবতি' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মে অধিকারী অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম করিতে বহু কারণ বলা হইয়াছে এবং তাহা না করিলে দোষ বলা হইয়াছে। ১৬

শ্রীধরঃ—প্রাণীদিগের উপকারের জন্য পরমেশ্বরই কর্ম্মাদিচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যে তাহা না করিবে তাহার জীবনই বৃথা এই কথা বলিতেছেন। ঈশ্বরবাক্য বেদ হইতে লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়, তাহা হইতে কর্ম্ম হয়, তাহা হইতে পর্জ্জন্য, তাহা হইতে অন্ন, তাহা হইতে প্রাণিগণ, এবং প্রাণী-দিগের পুনর্বার সেইরূপই কর্ম্মপ্রবৃত্তি, এই প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্র যে না করে সে পাপজীবন হয়, যেহেতু সে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়েই অতিশয় রত হয় ঈশ্বরের আরাধনার জন্য কর্ম্মে রত হয় না, অতএব সে বৃথা জীবিত থাকে। ১৬

বিশ্বনাথঃ—কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় বলিতেছেন, পূর্ব্বোত্তরভাবে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি-প্রবাহ, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য. পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে মানুষ, মানুষ হইতে আবার যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য এইরূপ কর্ম্মাদিপ্রবাহকে যে যজ্ঞের দ্বারা পরিবর্ত্তন না করে সে পাপপূর্ণজীবন হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়।১৬

পুষ্পাঞ্জলিঃ—এই প্রকারে বেদ-বাক্য অনুসারে যজ্ঞাদি পবিত্র কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে যথাসময়ে সুবৃষ্টি হইবে, বৃষ্টি হইলে শস্য উৎপন্ন হইবে, এবং শস্য হইলে তাহার দ্বারা মনুষ্যাদি সমগ্র প্রাণী দেহ ধারণ করিবে ও তাহারা সুস্থ ও সবল হইবে, এবং সেই বলিষ্ঠব্যক্তিগণের সন্তানগণও সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হইবে, সেই সন্তানগণ আবার যজ্ঞাদি করিয়া ঐরূপে জগতের কল্যাণ সাধন করিবে, ইহাই হইল ভগবানের শিক্ষা, এই শিক্ষা অনুসারেই জগতের ধারা চলিতেছে, যে ব্যক্তি এই ব্যবস্থা অনুসারে না চলিবে অর্থাৎ যজ্ঞাদি পবিত্র কর্ম্ম না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের ভোগ বিলাসেই মত্ত হইয়া থাকিবে তাহার সমগ্র জীবনটিই পাপময় হইয়া উঠিবে, অতএব হে অর্জ্জুন! যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ হইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, সুতরাং জীবিত থাকিয়া রাশি রাশি পাপ-সঞ্চয় করা অপেক্ষা তাহার শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হওয়াই ভাল। ভগবানের এই অভিশাপেই ধর্ম্মহীন লোকগণ নানা দুর্গতি ভোগ করিতে করিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

অন্বয়ঃ—তু 'কিন্তু যো মানবঃ আত্মরতিরেব 'আত্মানুরক্ত এব' চ 'এবং' আত্মতৃপ্তঃ আত্মনৈব সুখী, আত্মন্যেব সন্তুষ্টঃ স্যাৎ তস্য কার্য্যম্ 'আবশ্যকং সন্ধ্যোপাসনাদিকমপি' ন বিদ্যতে 'নাস্তি'। ১৭

অনুবাদঃ—কিন্তু যিনি আত্মাতেই অনুরক্ত আত্মজ্ঞানের দ্বারাই সুখী ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মও থাকে না অর্থাৎ করিতে হয় না। ১৭

শঙ্করভাষ্যং:—এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বেণানুবর্ত্তনীয়মাহোস্বিৎ পূর্ব্বোক্ত-কর্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামাত্মবিদোজ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্মবিদ্ভিঃ সাঙ্খ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈব ইত্যেব-মর্থমর্জ্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থমেব চৈতমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যা-জ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্যং কর্ত্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতি-মাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি ন তেষাম্ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যৎকার্য্যমস্তি ইত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ ভগবান্ যস্ত্বিতি, যস্তু সাঙ্খ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ আত্মরতিঃ আত্মনি এব রতির্ন বিষয়েষু যস্য স আত্মরতিরেব স্যাদ্ভবেৎ, আত্মতৃপ্তশ্চ আত্মনৈব তৃপ্তো নান্নরসাদিনা স মানবো মনুষ্যঃ সন্ন্যাসী আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ, সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভেন সর্ব্বস্য ভবতি, তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ সর্ব্বতো বিগততৃষ্ণ ইত্যেতৎ। য ঈদৃশ আত্মবিৎ তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীধরঃ—তদেবং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্, আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ, ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্ব্বৃতঃ, অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি॥ ১৭॥

বিশ্বনাথঃ—তদেবং নিষ্কামত্বাসামর্থ্যে সকামোঽপি কর্ম্ম কুর্য্যাদেবেত্যুক্তম্, যস্তু শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ঃ স তু নিত্যং কাম্যং চ ন করোতি ইত্যাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্, আত্মরতিঃ আত্মারামঃ অত আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। নন্বাত্মনি নির্বৃতো, বহির্বিষয়ভোগেঽপি কিঞ্চিন্নির্বৃতো ভবতু, তত্র নৈবেত্যাহ আত্মন্যেব সন্তুষ্টো নতু বহির্বিষয়ভোগে, তস্য কার্য্যং কর্ত্তব্যত্বেন কর্ম্ম নাস্তি॥ ১৭॥

মিতভাষ্যম্:—কর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনার্থং যাবজ্জীবং কর্ম্মাচরণমুক্ত্বা পরিপক্বজ্ঞানবত এব সন্ততাত্মনিষ্ঠস্য মহতো যাবৎকর্ম্মাভাবমাহ যস্ত্বিতি, তুশব্দেন কর্ম্মিব্যাবৃত্তিঃ, যঃ পুরুষধৌরেয় আত্মরতিঃ আত্মন্যেব রতি-রনুরাগো নান্যত্র রূপরসাদৌ যস্য স তথা, অত আত্মতৃপ্ত আত্মনৈব তৃপ্তঃ সুখী, আত্মলাভেনৈবানন্দমশ্নুতে ন সাম্রাজ্যস্বর্গাদিলাভেন, তথা আত্মন্যেব সন্তুষ্টঃ সম্যক্ তোষং প্রাপ্তঃ ন পুত্রবিত্তাদৌ ইতি শুকনারদাদিবৎ সর্ব্বথাত্মতৎপরস্যৈব পরিপক্বজ্ঞানস্য মহতঃ কার্য্যম্ অবশ্যকর্ত্তব্যং সন্ধ্যোপাসনাদিকমপি ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ, নতু ক্বাচিৎকজ্ঞানস্যাপক্বযোগিনোঽপি ইতি ধ্বনিতম্। আত্মরতিশ্চ দর্শিতঃ শ্রীভাগবতে—

"দেহং চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধোবিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥" ইতি

শ্রুতাবপি ব্রহ্মবিন্মুখ্যস্যৈবাত্মরতিত্বমুক্তম্—"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেব ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ" ইতি, বরিষ্ঠত্বং হি নিরতিশয়োৎকর্ষবত্ত্বম্। তথাচ জ্ঞানস্য পরাং কাষ্ঠামুপেতস্য সাংখ্যনয়ে জীবন্মুক্তস্য সর্ব্বাশ্রমাতিগস্যৈব পুরুষপ্রবরস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসো নত্বপক্বজ্ঞানস্য শ্রবণাদিমতো বিবিদিষাবতো বা, অতস্তত্ত্বদর্শিনাঽপি ব্যুত্থানকালে অগ্নিহোত্রাদিকং যথাযথং কার্য্যমেবেতি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ো

ভগবতোঽভিমত ইতি গম্যতে, বক্ষ্যতি চ "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতস" ইতি, সূত্রিতং চ পরমর্ষিণা জ্ঞানপ্রকরণে "অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাদি"তি, ব্যাখ্যাতং চাস্মাভি র্যথাশ্রুতমেব সূত্রভাষ্যে। এতেন বিবিদিষাবত এবাস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কস্মিংশ্চিৎ জ্ঞানং প্রাপ্স্যতঃ শ্রবণাদ্যর্থমেব সন্ন্যাস আবশ্যক ইতি মতং হেয়ম্। এতাদৃশস্যৈবাত্মরতেব্র্হ্মবিন্মুখ্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাভাবো ন জ্ঞানিমাত্রস্যাপীতি শ্লোকার্থঃ। ১৭

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ঃ—এইরূপ স্থির হইলে ভগবানের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্র কি সকলেরই অনুষ্ঠান করা উচিত অথবা যিনি সাংখ্যদিগের জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হন, নাই সেই অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিরই করা উচিত? এইরূপ অর্জ্জুনের প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রার্থবিবেচনার জন্য আত্মদর্শন করিয়া যাঁহাদের মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে তাঁহারা পুত্রাদিপ্রাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কেবল দেহ-রক্ষার জন্য ভিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আত্মজ্ঞানব্যতীত কোন কার্য্য নাই, এই শ্রুত্যর্থই গীতাশাস্ত্রে বুঝাইবার বিষয়, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যিনি আত্মাতেই অনুরক্ত হইবেন, আত্মার দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিবেন, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, এইরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। ১৭

শ্রীধর ঃ—এই প্রকারে 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য কর্ম্মযোগ বলিয়া আত্মজ্ঞ ব্যক্তির যস্ত ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মের প্রয়োজন নাই এই কথা বলিতেছেন, যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি হইয়াছে, আত্মানন্দ অনুভব করিয়াই যিনি সুখী হইয়াছেন, অতএব আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট অর্থাৎ বিষয়ভোগের অপেক্ষা করেন না তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। ১৭

বিশ্বনাথঃ—নিষ্কাম হইতে না পারিলে সকাম কর্ম্মও করিবেন ইহা বলা হইল, কিন্তু যিনি শুদ্ধচিত্ত হওয়ায় জ্ঞানভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তিনি নিত্য ও কাম্য কিছুই করেন না যস্ত ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা এই কথা বলিতেছেন, আত্মরতি অর্থাৎ আত্মারাম. আত্মতৃপ্ত অর্থাৎ আত্মানন্দ অনুভব করিয়াই সুখী, এবং আত্মাতেই সুখী হন বিষয়ভোগে সুখী হন না, তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া কোন কর্ম্ম থাকে না। ১৭

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান ইহাই বলিলেন যে নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে প্রত্যবায় হইবে, যে শাস্ত্র অনুসারে বিহিত কর্ম্ম না করিবে সে পাপে পূর্ণ হইয়া যাইবে তাহার জীবনও ব্যর্থ হইবে। ইহাতে অনেকেই হয়ত মনে করিবেন যে যাবজ্জীবন যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্যই করিয়া যাইতে হয়, কখনই উহার ত্যাগ হয় না, এই জন্য ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও যিনি আত্মরতি—আত্মারাম হইয়াছেন অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দময় আত্মতত্ত্বেই যিনি নিরন্তর মগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহার আর কোন কর্ম্মই থাকে না। অর্থাৎ সর্ব্বদা আনন্দ আস্বাদনকরাই প্রাণিমাত্রের একমাত্র কাম্য, ইহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, অজানা অচেনা কোন্ অপ্রাকৃত গুরুর কি এক অলৌকিক ইঙ্গিতে জীব চিরদিনই ইহা শিখিয়া রাখিয়াছে, অতি সুকুমার শিশুও—যে মা'কে পর্য্যন্ত চিনিতে পারে নাই সেও একটু দুগ্ধ পান করিয়াই হাত পা নাড়িয়া এমন খেলা করে যে, সে যেন আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়, যে এখনও মা'কে পর্য্যন্ত চিনিতে পারে নাই সে এ আনন্দকে চিনিল কোথা হইতে? ইহার কারণ সে নিজেই যে সেই অনন্ত অপার

অমৃতময় আনন্দের সন্তান ও অতিসূক্ষ্ম অংশ, ইহা শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, জানন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য সত্বাঃ", অর্থাৎ হে বিশ্ববাসী জীবগণ তোমরা শুনিয়া রাখ তোমরা সেই সনাতন অমৃতের সন্তান, সকলে জানিয়া রাখ তোমরা সেই অমৃতেরই অংশ। অতএব কোন সময়ে সেই আনন্দখনির একটু আভাসও হৃদয়ে বিকাশ হইলে জীব তাহাতেই মগ্ন হইয়া যায়, যাঁহার একটু আভাসেই জীবকে এত মাতোয়ারা করিয়া দেয়, না জানি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের একবার উপলব্ধি করিলে কিরূপ অবস্থা হয়? এবিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিত-প্রজ্ঞ-লক্ষণে এই পুষ্পাঞ্জলিতে কিছু কিছু আভাস দেয়া হইয়াছে দেখিবেন। সেই আনন্দের সন্ধান দিবার জন্যই রাশি রাশি বেদ রাশি রাশি শাস্ত্র নানাবিধ সাধনার সংবাদ দিতেছেন, সকলেরই উদ্দেশ্য সেই পরমতত্ত্বের নিকটে পৌঁছাইয়া দেয়া, ভগবানই পরে বলিবেন "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো" অর্থাৎ সমগ্র বেদবাক্যদ্বারা আমিই একমাত্র জানিবার বস্তু। শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥"

ভগবান্ ব্রহ্মা স্থির হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা সমগ্র বেদকে বার বার তিনবার আলোচনা করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছিলেন যে, যাহাতে জীবের আত্মরতি হয় সমগ্র বেদ তাহারই উপদেশ দিয়াছেন।

অতএব আত্মরতি হওয়াই হইল সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য; এইজন্য শাস্ত্রে যাহা কিছু উপদেশ আছে—ব্রত নিয়ম জপ তপস্যা পূজা হোম দান যোগ ধারণা ধ্যান ও আহারাদির নিয়ম প্রভৃতি, সকলেরই উদ্দেশ্য হইল আত্মদর্শন করান, অর্থাৎ সকল সাধনাই হইল সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আত্মদর্শনের উপায়, বেদ এই কথাই বলিতেছেন "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন যজ্ঞ দান তপস্যা ও উপবাস দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকেই জানিবার ইচ্ছা করেন, পবিত্র আহার করিলে তবে মন পবিত্র হয়, এবং মন পবিত্র হইলে তবে স্থিরভাবে ভগবানের ধ্যান হয়, এবং আত্মাকে দর্শন করিলে তবে আত্মরতি হয়, ভগবানও এতক্ষণ আত্মদর্শনের উপায়ের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন, যিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে বিবিধ সদনুষ্ঠান করিতে করিতে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তাহার দ্বারা চিরবাঞ্ছিত সেই নিত্য নিরতিশয় চিদানন্দরসের আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি কি আর সেই অপ্রাকৃত চিৎ-রাজ্য হইতে এই অশান্তিময় জড় জগতে পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করেন? তিনি তদ্দর্শনেই উৎসাহিত হন, ক্রমে নিরন্তর একাগ্রচিত্তে সেই নিরতিশয় ব্রহ্মরস আস্বাদনেই মগ্ন হইয়া যান—যাহার জন্য জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সাধক তনু মন প্রাণ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব বহু কৃচ্ছ্র সাধনায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন আজ তাহারই প্রতিদানের সময় আসিয়াছে, ভক্তবৎসল ভগবান্ আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ করিয়া সাধককে সেই অপ্রাকৃত অপরিমিত নিজানন্দ-রস পান করাইতেছেন, সুতরাং সাধকের তাঁহাতেই রতি অর্থাৎ প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর তুচ্ছ স্ত্রী পুত্র রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে মোটেই ইচ্ছা হয় না, কারণ সেই অপার আনন্দেরই সামান্য কণামাত্র লইয়া নিখিল বিষয়ানন্দ হইয়াছে, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি মাত্রামুপজীবন্তি" এই শ্রুতি এই কথাই বলিয়াছেন। এবং সেই আত্মানন্দ আস্বাদনেই তিনি তৃপ্তি লাভ করেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ শান্তি অনুভব করেন বৈষয়িক কোন সুখেই তাঁহার সে তৃপ্তি হয়না, এবং তিনি তাহাতেই অতীব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহার নিকট ইন্দ্রের নন্দনবন অপ্সরাদিগের সানুরাগ ও সবিলাস পরিচর্য্যাও অতিতুচ্ছ ঘৃণ্য হইয়া যায়, এমন কি

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
নচাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ—ইহলোকে তস্য 'আত্মরতেঃ' 'কৃতেন' কর্ম্মণা 'কশ্চন অর্থঃ 'ফলং' নাস্তি, অকৃতেন কর্ম্মণা কশ্চন অর্থঃ 'প্রত্যবায়ো' নাস্তি চ 'এবং' অস্য সর্ব্বভূতেষু 'মধ্যে' কশ্চিদপি অর্থব্যপাশ্রয়ঃ 'প্রয়োজনার্থম্ অপেক্ষণীয়ো নাস্তি। ১৮

অনুবাদঃ—তাঁহার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা কোন উপকার হয় না, এবং নিত্যকর্ম্ম না করিলে তাহার দ্বারা কোন প্রত্যবায় হয় না, এবং ইঁহার সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কাহাকেও কোন প্রয়োজনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। ১৮

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ নৈবেতি, নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণা অর্থঃ প্রয়োজনমস্তি, অস্তু তর্হ্যকৃতেন অকরণেন প্রত্যবায়াখ্যোঽনর্থো ন, অকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি, নচাস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত-ক্রিয়াসাধ্যঃ ব্যপাশ্রয়ঃ ব্যপাশ্রয়ণম্ আলম্বনং কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি, যেন তদর্থা ক্রিয়ানুষ্ঠেয়া স্যান্ন ত্বমেতস্মিন্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্দর্শনে বর্ত্তসে॥ ১৮॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ নৈবেতি, কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি. ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ, তথাপি "তদ্বেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ" ইতি শ্রুতে র্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাত্তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দ্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি হনেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়ম" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়তোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ॥ ১৮॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সত্যলোকের পরম-সুখও অনন্ত সাগরের নিকট ক্ষুদ্র গোষ্পদের ন্যায় নগণ্য বলিয়াই মনে হয়, এইজন্য কোন মহাত্মা আবেগভরে বলিয়াছেন—

"ত্বচ্চিন্তাকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিরস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো"॥

অর্থাৎ হে জগদ্‌গুরু তোমাকে ধ্যান করিবার সময় যে অপার আনন্দ অনুভব করি তাহাতে আমি প্রশান্ত গম্ভীর মহার্ণবের মত নিশ্চল হইয়া যাই, তখন আমার নিকট সকল সুখই—এমন কি ব্রহ্মার সত্যলোকের মহাসুখ পর্য্যন্তও গোষ্পদের মত ক্ষুদ্র হইয়া যায়। অতএব কোন বিষয়-সুখই তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারেনা, সুতরাং কোন বস্তুতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না—একমাত্র সেই অনির্ব্বচনীয় আত্মানন্দেই পরিতোষ লাভ করেন, যিনি একবার সাম্রাজ্য-সুখের আস্বাদন করিয়াছেন তিনি কি আর চালাঘরে ছেঁড়া চটে বসে পোড়া মুড়ি খেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন? অত্যন্ত ভাগ্যবান্ এই মহাত্মার আর কর্ত্তব্য বলিয়া কোন কার্য্যই থাকেনা। ১৭।

বিশ্বনাথ :—নৈবেতি, কৃতেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা নার্থঃ ন ফলম্, অকৃতেন কশ্চন প্রত্যবায়োঽপি ন, যস্মাদস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায় স্বপ্রয়োজনার্থং ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো ন ভবতি। পুরাণাদিষু ব্যপাশ্রয়শব্দেন তথৈবোচ্যতে। যথা "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যবর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥" ইতি, তথা "যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধন্তী"তি "সংস্থাহেতু-ব্যপাশ্রয়" ইত্যাদাবপ্যস্যাধিকার্থত্বং দৃষ্টম্ ॥ ১৮ ॥

মিতভাষ্যম্ :—নন্বু কৃতস্য নিত্যকর্ম্মণশ্চিত্তশোধকত্বাৎ মোক্ষহেতুত্বাচ্চ, অকৃতস্য চ—

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥"

ইতি স্মৃতেঃ প্রত্যবায়হেতুত্বাৎ কথং কর্ম্মাভাব স্তত্রাহ নৈবেতি, তস্য আত্মনিষ্ঠস্য কৃতেন কর্ম্মণা অর্থঃ ফলং চিত্তশুদ্ধির্মোক্ষো বা নৈব ভবতি চিত্তস্যাতিপ্রসন্নত্বাৎ অনবরতজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বাচ্চ, তথা অকৃতেন কশ্চনার্থঃ প্রত্যবায়োঽপি ন ভবতি, সর্ব্বদৈবাত্মসমাহিতত্বেন কর্ম্মাসম্ভবাৎ বালমূকাদিবৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্তেঃ, তথা সর্ব্বভূতেষু সুরনরতরুপ্রভৃতিষু মধ্যে কশ্চিদপি অর্থায় স্বপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো ন ভবতি দেহাভিমানাভাবেন আত্মাতিরিক্তবস্তুমাত্রেষু তস্যানপেক্ষত্বাৎ "অনপেক্ষঃ শুচি র্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"॥ ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী লৌকিকালৌকিকাশেষকর্ম্মত্যাগশীল ইত্যর্থঃ। ভাগবতেঽপ্যুক্তং—

"তিষ্ঠন্তমাসীন মুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমানমাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ" ইতি ॥

শাস্ত্রেঽস্মিন্ ভগবতা মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসনিরাসেন নিষ্কামকর্ম্মপ্রবৃত্তিরেব দর্শিতা সর্ব্বত্র, কাম্যকর্ম্মত্যাগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং নিত্যকর্ম্মণশ্চাত্যাজ্যত্বং চ ভাষিতম্,—"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"। "নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে"॥ যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ"। ইত্যাদিনা তত্র তত্র, অত্রাপি চ "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"। "এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ"। ইত্যাদিনা তদেবোক্তং, নিষ্কামকর্ম্মণশ্চ চিত্তশুদ্ধিবৎ মুক্তিহেতুত্বমপ্যুক্তং—

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ"।"অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ"॥
"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ"। "যোগযুক্তো মুনি র্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি"॥

ইত্যাদিনা, এবং চ সন্ন্যাসনামাপ্যনুক্ত্বা কর্ম্মণৈব জ্ঞানদ্বারেণ মুক্তির্দর্শিতা, যদিচ "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী"তিশ্রুতিশ্রদ্ধাবশাৎ ধ্যানানুরাগাদ্বা সন্ন্যাসঃ কেনচিৎ ক্রিয়েত তদা সর্ব্বত্র বিষয়েষ্বেনাসক্তস্য জিতচিত্তস্য নিঃস্পৃহস্যৈবাধিকারিণঃ স যুজ্যতে নতু মোক্ষার্থমাবশ্যকঃ, তদ্ বক্ষ্যতি—

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতী"তি,

যস্তু পুরুষধৌরেয়ঃ পরিপক্বজ্ঞানঃ সর্ব্বদা পরমাত্মন্যেব রমতে মগ্নশ্চ পরমানন্দসিন্ধাবহর্নিশং নাপেক্ষতেচ স্বার্থার্থং দেবতির্য্যঙ্নরাদিষু কঞ্চনাপি, তস্যৈব পুরুষপ্রবরস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ স্বত এব নিষ্পদ্যতে স এব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী নান্য ইত্যাশয়ো ভগবতঃ। ১৮

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—যিনি আত্মরতি হইয়াছেন তাঁহার কৃত কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহ'লে কর্ম্ম না করায় তাহার দ্বারা প্রত্যবায় হউগ্ ? না, কর্ম্ম না করার দ্বারা কোন প্রত্যবায় বা আত্মহানি

হয় না, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণীদিগের মধ্যে কাহারও নিকট তাঁহার ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ কোন প্রয়োজনের জন্য তাঁহার চেষ্টাসাধ্য কোন কার্য্য নাই, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া পাওয়া যাইতে পারে এমন কোন প্রয়োজন তাঁহার থাকে না-যেজন্য কোন কার্য্য করিতে হইবে। হে অর্জ্জুন তোমার সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয় সেই তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই। ১৮

শ্রীধর ঃ—তাহার কারণ বলিতেছেন—কর্ম্ম করিলে তাহার দ্বারা তাঁহার পুণ্য হয় না, এবং কর্ম্ম না করিলে তাহার দ্বারা কোন পাপও হয় না, কারণ তিনি অহঙ্কারশূন্য হইয়াছেন বলিয়া বিধি ও নিষেধের অতীত। তথাপি শ্রুতিতে আছে 'মানবগণ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারুন ইহা দেবতাদিগের প্রীতিকর নহে,' এইজন্য দেবতাদিগের নিকট হইতে বিঘ্নের সম্ভাবনাবশতঃ কর্ম্মের দ্বারা দেবতাদিগের সেবা করা উচিত, এই আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর প্রাণীদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই মোক্ষের জন্য তাঁহার অশ্রয় করিবার উপযুক্ত থাকেনা, কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন তাঁহার কোন বিঘ্ন থাকেনা, যথা—দেবগণও আত্মজ্ঞব্যক্তির ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই দেবগণ বিঘ্ন করিয়া থাকেন। ১৮

বিশ্বনাথ ঃ—কৃতকর্ম্মের দ্বারা কোন ফল হয় না, কর্ম্ম না করিলেও কোন প্রত্যবায় হয় না, কারণ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিতে আশ্রয় করিবার উপযুক্ত কেহ থাকেনা পুরাণ প্রভৃতিতে আশ্রয় শব্দের ঐরূপ অর্থই করা হইয়া থাকে। ১৮

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—আত্মনিষ্ঠ মহাত্মার পক্ষে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকেনা কেন এই শ্লোকে ভগবান তাহাই বলিতেছেন—তিনি কোন সৎ কর্ম্ম করিলে তাহার কোন ফলই হয় না কারণ সৎ-কর্ম্মের দুই প্রকার ফল হয়, সকাম কর্ম্মের ফল—পরলোকে স্বর্গাদিভোগ ও ইহলোকে স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গজনিত ভোগ, এবং নিষ্কাম কর্ম্মের ফল হইল শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করা, কিন্তু আত্মদর্শী মহাপুরুষের ঐহিক বা পারত্রিক কোন সুখেরই আবশ্যক থাকে না সুতরাং তাঁহার পক্ষে সকাম কর্ম্ম ব্যর্থ, এবং আত্মজ্ঞানও পরিপক্ক হইয়াই গিয়াছে সুতরাং তাহার জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করাও বৃথা, এবং সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম না করিলে যে প্রত্যবায় হয় তাহাও তাঁহার হইবেনা, কারণ সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ-নিমগ্ন মহাপুরুষের পক্ষে কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য না থাকায় কোন কর্ম্মেই তাঁহার অধিকার থাকে না, সুতরাং নিত্য কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতিই হইবে না, অতএব তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রীয় কোন কর্ম্মেরই আবশ্যক হয় না, এবং কোন লোকের সহিতও তাঁহার কোন ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয় না, কারণ যিনি আত্মরতি আত্মক্রীড় হইয়াছেন তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বেদও বলিয়াছেন "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"। এই মহাত্মার ক্ষুধা পিপাসা লজ্জা ভয় ইত্যাদি কিছুই থাকেনা, সুতরাং অন্ন বস্ত্র ভিক্ষার জন্যও তাঁহাকে আর কোন লোকেরই দ্বারস্থ হইতে হয় না, কেবল যে মানুষেরই কোন অপেক্ষা রাখেন না তাহা নহে, জগতে স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তুরই অপেক্ষা রাখেন না। সেই জন্য কোন প্রেমিক ভক্ত কাতরকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"সন্ধ্যাবন্দন ! ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান ! তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ ! পিতরশ্চ ! তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে" ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ 'যস্মাৎ আত্মরতেরেব কর্ম্মাভাবো নান্যস্য তস্মাৎ', অসক্তঃ আসক্তিশূন্যঃ সন্ কার্য্যম্ 'আবশ্যকং' কর্ম্ম 'নিত্যং নৈমিত্তিকং চ' সততং 'সর্ব্বদা' সমাচর 'যথাশাস্ত্রং কুরু', হি 'যতঃ' অসক্তঃ সন্ কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ 'লোকঃ' পরং 'পরমেশ্বরং' প্রাপ্নোতি। ১৯

অনুবাদঃ—সেইজন্য তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম যথাশাস্ত্র আচরণ কর, যেহেতু আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিয়া লোক পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। ১৯

শঙ্করভাষ্যঃ—যত এবং তস্মাদিতি, তস্মাদসক্তঃ সংসর্গবর্জ্জিতঃ সততং সর্ব্বদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়, অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাৎ ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি, অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যং নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথঃ—যস্মাৎ তব জ্ঞানভূমিকারোহণে নাস্তি যোগ্যতা কাম্যকর্ম্মণি তু সদ্বিবেকবতস্তব নৈবাধিকারঃ তস্মান্নিষ্কামকর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি, কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন বিহিতম্, পরং মোক্ষম্ ॥ ১৯ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—যস্মাদীদৃশস্যৈবাত্মারামস্য ব্রহ্মবিৎপ্রবরস্য কর্ম্মাভাবো নাত্মবিন্মাত্রস্যাপি তস্মাৎ ত্বমনাত্মবিৎ অসক্তঃ ফলাসক্তিশূন্যঃ সন্ সততং সর্ব্বদা কার্য্যমাবশ্যকং নিত্যং নৈমিত্তিকং চ কর্ম্ম সমাচর যথাবিধ্যনুতিষ্ঠ, হিঃ যতঃ অসক্তঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পুরুষঃ পরং পরমাত্মানং প্রাপ্নোতি, বিনাপি সন্ন্যাসাদিব্যাপারজাতমাত্মানং পশ্যন্ দেহপাতাৎ পরং পরমাত্মানং যাতি ব্রহ্মলোকে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি। ১৯

অর্থাৎ হে সন্ধ্যা উপাসনা তোমার কল্যাণ হউক, হে তীর্থস্নান তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ ও পিতৃগণ! পূজাদি দ্বারা আপনাদের তৃপ্তিসাধন করিতে আমি আর পারিতেছি না, অর্থাৎ পরমানন্দময় শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দের অপ্রাকৃত রসাস্বাদ হইতে ক্ষণকালও নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না অতএব আপনারা দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন, আমি যে কোন স্থানে থাকিয়া যদুকুলচূড়ামণি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতেই সমস্ত পাপ ক্ষয় করিতেছি, তাহাই আমি সর্ব্বোত্তম সম্পদ্ বলিয়া মনে করি, আমার আর অন্য কোন বস্তুতেই প্রয়োজন নাই। ইঁহাকেই প্রকৃত আত্মরতি বলা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যিনি আত্মরতি হইয়াছেন তিনি গমন ভোজন শয়ন উপবেশন ইত্যাদি যাহা কিছু করেন সমস্তই তাঁহার দেহের স্বভাববশতঃ আপনিই হইয়া থাকে তিনি কিছুই জানিতে পারেন না, এইরূপ চরম অবস্থায় উন্নীত হইলে তাঁহার পক্ষে যজ্ঞাদি নিয়মবদ্ধ কর্ম্ম-করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব এইরূপ আত্মরতি মহাপুরুষের পক্ষেই লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কোন কর্ম্মেরই আবশ্যকতা নাই এই শ্লোকে ভগবান এই কথাই বলিলেন। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যিনি পূর্ব্বোক্ত আত্মরতি বা আত্মতৃপ্ত হইতে পারেন নাই তাঁহার পক্ষে যথাসম্ভব শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য তাহা না করিলে তিনি অন্যায় করিবেন ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। ১৮

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

অন্বয়ঃ—জনকাদয়ো 'রাজর্ষয়ঃ' কর্ম্মণৈব 'কেবলং স্বজাতীয়াবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানেন' সংসিদ্ধিং 'মোক্ষম্' আস্থিতাঃ 'প্রাপ্তাঃ' কিঞ্চ ত্বং লোকসংগ্রহং 'লোকানাং যথেষ্টকারিণাং সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনেন সংরক্ষণং' সম্যক্ পশ্যন্নপি কর্ম্ম কর্ত্তুমেব অর্হসি 'যোগ্যোভবসি' ॥ ২০ ॥

অনুবাদঃ—রাজর্ষি জনক ও অজাতশত্রু প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কেবল কর্ম্মদ্বারাই মোক্ষলাভ করিয়াছেন। এবং যাহাতে লোক-সংগ্রহ হয় অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল জনগণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের প্রকৃত উপকার করা হয় তাহা বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করাই উচিত ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্যঃ—যস্মাচ্চ কর্ম্মণৈবেতি, কর্ম্মণৈব হি যস্মাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াঃ বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তা জনকাদয়ো জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ো যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনাস্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈবাসন্ন্যস্যৈব কর্ম্ম সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্ত-সম্যগ্‌দর্শনা জনকাদয় স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোঽয়ং মন্যতে, পূর্ব্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কৃতং কর্ম্ম তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্যগ্‌দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি, তথাপি প্রারব্ধকর্ম্মায়ত্তস্ত্বং লোকসংগ্রহমেবাপি লোকস্যোন্মার্গ-প্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহস্তমেবাপি প্রয়োজনম্ সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

শঙ্কর:—তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া নিজ কর্ম্ম কর যেহেতু ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম করিয়া লোক শুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষলাভ করে। ১৯

শ্রীধর:—যেহেতু এইপ্রকার জ্ঞানীর পক্ষেই কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, অন্যের পক্ষে নহে সেইজন্য তুমি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে সেই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম কর, যেহেতু আসক্তি-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে লোক শুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। ১৯

বিশ্বনাথ:—যেহেতু তোমার জ্ঞানের ভূমিকাতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা নাই, এবং তোমার উত্তম বিবেক হইয়াছে অতএব তোমার কাম্য কর্ম্মে অধিকার নাই, অতএব নিষ্কাম কর্ম্মই কর। ১৯

পুষ্পাঞ্জলি:—যেহেতু যিনি পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মরতি হইয়াছেন তাঁহারই কোন কর্ম্ম থাকে না সেই জন্য তুমি অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ আসক্তি না করিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম—যুদ্ধ প্রভৃতি স্বজাতীয় কর্ম্ম অবশ্য কর, ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য বেদাদি শাস্ত্রপাঠ শাস্ত্রব্যাখ্যা শাস্ত্রপ্রচার যজন ও যাজন ইত্যাদি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রজা-পালন রাজ্য-শাসন যুদ্ধ ইত্যাদি, বৈশ্যের পক্ষে বাণিজ্য কৃষিকার্য্য প্রভৃতি, শূদ্রের পক্ষে দ্বিজসেবা, এবং সকলের পক্ষেই ভগবদ্‌ভক্তি, এইগুলি হইল অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ আবশ্যক কর্ম্মগুলি করিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্থাৎ যেহেতু তুমি এখনও আত্ম-রতি হইতে পার নাই সেইজন্য তোমাকে আবশ্যক কর্ম্মগুলি যাবজ্জীবন প্রত্যহ করিতে হইবে, তবে যাহাতে তাহার দ্বারা বন্ধন না হয় সেইজন্য আসক্তিত্যাগ করিয়া করিতে হইবে, এইভাবে যিনি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন তিনি কর্ম্মদ্বারাই শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মদর্শন-পূর্ব্বক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ১৯।

শ্রীধর :—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি, কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্ জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্ জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ লোকসংগ্রহমিত্যাদি, লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ :—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি, যদি বা ত্বমাত্মানং জ্ঞানাধিকারিণং মন্যসে তদাপি লোকে শিক্ষাগ্রহণার্থং কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ লোকেতি ॥ ২০ ॥

মিতভাষ্যম :—শিষ্টাচারপ্রদর্শনেনৈতৎ দ্রঢ়য়তি কর্ম্মণৈবেতি, সংস্বপি ব্যাসবশিষ্ঠাদিষু কর্ম্মনিষ্ঠেষু বহুষু ব্রাহ্মণেষু অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বাৎ স্বজাতেরেব রাজর্ষের্জনকাদেরাচারপ্রদর্শনম্, জনকাদয়ো মহাত্মানঃ ক্ষত্রিয়াঃ কর্ম্মণৈব সংসিদ্ধিং মোক্ষম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তাঃ, জনকাদয় ইত্যাদিনা হরিশ্চন্দ্রশ্রীবৎসশিবিপ্রভৃতীনাং গ্রহণং, সংসিদ্ধিরিতি সিদ্ধিঃ ফলং তস্য সম্যকৃত্বংচ অবিনাশিত্বং নিরতিশয়ত্বং চ, তচ্চ মোক্ষ এব পর্য্যবস্যতীতি সংসিদ্ধি র্মোক্ষঃ। কর্ম্মণৈবেত্যেবকারেণ সন্ন্যাসব্যুদাসঃ কর্ম্মতৎসন্ন্যাসয়োর্ব্বিবাদস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ, তত্র কর্ম্মণ এব বিবক্ষিতত্বাচ্চ, মোক্ষধর্ম্মেচ—

"অপরিত্যজ্য গার্হস্থ্যং কুরুরাজর্ষিসত্তম। কঃ প্রাপ্তো বিলয়ং ব্রহ্মন্ মোক্ষতত্ত্বং বদস্ব মে" ॥

ইতি যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে ভীষ্মেণ জনকোপাখ্যানস্যোল্লেখাৎ, অপরিত্যজ্য গার্হস্থ্যং কর্ম্মসন্ন্যাসমকৃত্বা ইত্যর্থঃ, জনকশ্চাসীৎ প্রাপ্তসম্যগ্দর্শন ইতি তদ্বাক্যাজ্ জ্ঞায়তে, যথা—

"সুখী সোঽহমবাপ্তার্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। মুক্তসঙ্গঃ স্থিতো রাজ্যে বিশিষ্টোঽন্যৈস্ত্রিদণ্ডিভিরি"তি

"সোঽহমেবংগতো মুক্তো জাতাস্থস্ত্বয়ি ভিক্ষুকি" ॥ ইতি চ

অতো জ্ঞানিনৈব তেনাচরিতং কর্ম্মেতি প্রাপ্তম্, এবঞ্চ কর্ম্মণেতিতৃতীয়ায়াঃ করণত্বমেবার্থো ন সহত্বং, কারকবিভক্তে র্বলীয়স্ত্বাচ্চ, নচ প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ লোকসংগ্রহার্থং তস্য কর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ কিন্তু তদ্গুরুণা পঞ্চশিখেন তথৈব নির্দ্দেশাৎ, তথাহি—

"ভিক্ষোঃ পঞ্চশিখস্যাহং শিষ্যঃ পরমসম্মতঃ"। "সাংখ্যজ্ঞানেচ যোগেচ মহীপালবিধৌ তথা।

ত্রিবিধে মোক্ষধর্ম্মেঽস্মিন্ গতাধ্বা ছিন্নসংশয়ঃ। তেনাহং সাংখ্যমুখ্যেন সুদৃষ্টার্থেন তত্ত্বতঃ।

শ্রাবিতস্ত্রিবিধং মোক্ষং ন চ রাজ্যাদ্ধি চালিতঃ।" ইতি

যাবজ্জীবশ্রুতেশ্চ, নচ লোকসংগ্রহার্থং ক্রিয়তে কর্ম্মেতি তেনোক্তম্। তথা—

"কাষায়ধারণং মৌণ্ড্যং ত্রিবিষ্টব্ধং কমণ্ডলুঃ। লিঙ্গান্যুৎপথভূতানি ন মোক্ষায়েতি মে মতিরি"তি

সন্ন্যাসবিগানাৎ, 'বিশিষ্টোঽন্যৈ স্ত্রিদণ্ডিভিরি'তি সন্ন্যাসিভ্যঃ কর্ম্মিণঃ স্বস্য শ্রেষ্ঠত্বকীর্ত্তনাচ্চ। অত্র চ জ্ঞানযোগকর্ম্মণাং ত্রয়াণামেব প্রাধান্যেন কীর্ত্তনাৎ ন জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সাধ্যসাধনভাবো মন্তব্যঃ।

"প্রহায়োভয়মপ্যেব জ্ঞানং কর্ম্মচ কেবলম্। তৃতীয়েয়ং সমাখ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা" ॥

ইতি কেবলজ্ঞানকেবলকর্ম্মত্যাগেন সমুচ্চয়পক্ষস্য তৃতীয়স্য কীর্ত্তনাচ্চ, তেন পঞ্চশিখেন। অতশ্চ সংসিদ্ধি র্মোক্ষো ন শ্রবণাদিসাধ্যা জ্ঞাননিষ্ঠা ইতি।

ন কেবলমাত্মরতিত্বাভাবাদেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং কিন্তু রাজ্ঞা ত্বয়া লোকপ্রবরেণ লোকশিক্ষার্থমপীত্যাহ লোকেতি, লোকানাং সংগ্রহো লোকসংগ্রহঃ, সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং নিবর্ত্তনংচ বিধর্ম্মাৎ, সংপশ্যন্ সম্যগ্বিচারয়ন্নপি কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি। অপিনা "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচরে"ত্যুক্তমনা-

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১

অন্বয়ঃ—শ্রেষ্ঠো জনঃ যৎ যৎ কর্ম্ম আচরতি 'কুরুতে' ইতরঃ 'সাধারণো জনঃ' তত্তদেব 'কর্ম্ম' আচরতি। সঃ 'শ্রেষ্ঠো জনঃ' যৎ শাস্ত্রং 'কর্ম্মপরং ত্যাগপরং বা' প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তদেব 'শাস্ত্রম্' অনুবর্ত্ততে 'অনুসরতি' ইতি শ্রেষ্ঠত্বাৎ তব যথাশাস্ত্রং লোকহিতকরং কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ ইতি ভাবঃ। ২১

অনুবাদঃ—জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা-যাহা করিয়া থাকেন সাধারণ লোকও সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে। তিনি যে শাস্ত্রকে প্রমাণ করেন, সাধারণ লোকও তাহাই অনুসরণ করে। ২১।

ত্মরতেস্তব কর্ম্মাবশ্যকতা সমুচ্চীয়তে, নতু জনকাদিশিষ্টাচারঃ, নহি জনকো লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কৃতবানিতি দৃশ্যতে কিন্তু গুরূপদেশাদেবেত্যুক্তম্, নচ তস্য ব্রাহ্মণজন্মালাভাৎ কর্ম্মত্যাগাভাবঃ ব্রাহ্মণানামপি জ্ঞানিনাং ব্যাসবশিষ্ঠাদীনাং কর্ম্মত্যাগাদর্শনাৎ দর্শনাচ্চ শুকস্যৈবাত্মরতেঃ। তস্মাৎ আত্মরতিত্বাভাবাৎ লোকসংগ্রহাবশ্যকত্বাচ্চ কর্ম্মৈব ত্বয়া কার্য্যমিতি স্থিতম্।

ক্ষত্রিয়ত্বান্ন তে ন্যাসো নেত্যাহ মধুসূদনঃ।
কথং তৎ স্বেচ্ছয়া শংসন্ সত্যবাঙ মধুসূদনঃ॥ ২০

পুষ্পাঞ্জলিঃ—পূর্ব্বে বলিলেন যে যাবজ্জীবন অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে সাধক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, এখন পূর্ব্বতন রাজর্ষিদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ইহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তত্ত্বদর্শন পূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। সুতরাং হে অর্জ্জুন তুমিও সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের সেবা কর, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিবে সন্ন্যাসের প্রয়োজন হইবে না, ইহা কর্ম্মণৈব এই এব শব্দের দ্বারা ভগবান্ স্পষ্টই বলিলেন, অতএব মোক্ষ লাভ করিতে হইলে যে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিতেই হইবে তাহা নহে, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই আত্মদর্শন করিয়া মোক্ষ লাভ করা যায় জানিবেন। ভগবান্ বলিলেন—আরও দেখ কেবল তোমার নিজের জন্যই নহে যাহাতে সমাজের সকল লোকের কল্যাণ হয় সেদিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে, কারণ তুমি শ্রেষ্ঠ লোক তোমাকেই সকলে আদর্শ করিবে, তুমি কর্ম্মত্যাগ করিলে সকলে তোমার দৃষ্টান্তে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উৎসন্ন যাইবে, অতএব যাহাতে সাধারণ লোক শাস্ত্রবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল পথে গিয়া অধঃপতিত না হয় সে জন্য তোমাকে আদর্শ হইয়া সকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। আর জগতে অধিকাংশ লোকই কর্ম্মের অধিকারী, সুতরাং তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করা কখনও উচিত নহে। অতএব লোক-সংগ্রহের জন্যও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। আর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির সন্ন্যাসে অধিকারও নাই, একথা মায়াবাদিগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহলে কি হয়, সম্প্রতি শাস্ত্র ও সমাজকে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্ঠুর অপমান করাই একদল লোকের পরম কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে—যে কোন জাতি সম্পূর্ণ অনধিকারী হইয়াও গায়ের জোরে বা অর্থের বলে সন্ন্যাসী সাজিয়া বসিতেছে, এবং ধর্ম্মের নামে যতদূর অন্যায় করা সম্ভব হয় তাহার কিছুই বাকী রাখিতেছে না, ইহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ আচার জানিবেন। ২০

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২

অন্বয়ঃ—হেপার্থ মে 'মম ভগবতঃ পূর্ণস্য' কিঞ্চন 'কিঞ্চিদপি' কর্ত্তব্যং 'কর্ম্ম' নাস্তি, যতঃ ত্রিষু লোকেষু অনবাপ্তম্ 'অপ্রাপ্তম্' অবাপ্তব্যং 'প্রাপ্যংচ' কিঞ্চিদপি নাস্তি তথাপি 'অহং' কর্ম্মণি বর্ত্তে এব 'কর্ম্ম করোম্যেব ইত্যর্থঃ'। ২২

অনুবাদঃ—হে অর্জ্জুন আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই, কারণ ত্রিলোকের মধ্যে আমার কোন বস্তুই অপ্রাপ্ত নাই, এবং প্রাপ্ত হইবার যোগ্যও কিছুই নাই, কিন্তু আমি সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত আছি। ২২

শঙ্করভাষ্যং:—লোকসংগ্রহঃ কিমর্থউচ্যতে যদ্ যদিতি, যদ্যৎ কর্ম্ম আচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানস্তত্তদেব কর্ম্মাচরতি ইতরো জনস্তদনুগতঃ। কিঞ্চ শ্রেষ্ঠো যং প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা, লোকস্তদনুবর্ত্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তদাহ যদ্যদিতি, ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথঃ—লোকসংগ্রহপ্রকারমেবাহ যদ্ যদিতি ॥ ২১ ॥

মিতভাষ্যম্:—মৎকৃতেন কথং লোকসংগ্রহঃ স্যাদিত্যত আহ যদ্যদিতি, শ্রেষ্ঠঃ জাতিগুণাদিভির্বিল্কোৎকর্ষঃ যং যং কর্ম্ম শাস্ত্রীয়ং লৌকিকং বা আচরতি ইতরঃ প্রাকৃতো জনঃ তত্তদেব আচরতি, যতঃ স শ্রেষ্ঠঃ যৎ শাস্ত্রং কর্ম্মপরং ত্যাগপরং বা প্রমাণং কুরুতে প্রমাণত্বেন মন্যতে প্রাকৃতো লোক স্তদেব অনুবর্ত্ততে অনুসরতি, নতু স্বয়ং বিচার্য্য কিঞ্চিৎ গৃহ্নাতি, অতো নরদেবেন ত্বয়া ধর্ম্মিকপ্রবরেণ লোকসংরক্ষার্থমপি কর্ম্ম কার্য্যমিত্যর্থঃ। ২১

তাৎপর্য্যঃ—॥০॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ—লোকের স্বভাবই হইল শ্রেষ্ঠব্যক্তির অনুসরণ করা, তুমি যখন রাজা তখন নিশ্চয় লোক তোমাকে আদর্শ করিবে, এবং তোমারও কর্ত্তব্য যথাশক্তি প্রজাগণের প্রকৃত কল্যাণ করা, অতএব প্রজাগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও তোমার কর্ম্ম করাই উচিত। অর্জ্জুন শাস্ত্র ও সদাচারে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আদর্শ হইতে বলিলেন, যিনি শাস্ত্র ও সদাচারে শ্রদ্ধাশীল নহেন তাঁহার কোন কোন বিষয়ে গুণ থাকিলেও তাঁহাকে আদর্শ করা কখনই উচিত নহে, কারণ লোক স্বভাবতই গুণের অনুকরণ না করিয়া দোষের অনুকরণ করিয়া বসে, তাহাতে গুরুতর ক্ষতি ভিন্ন লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সম্প্রতি কোন কোন লোকের কোন কোন বিষয়ে প্রসিদ্ধি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের গুণগুলির অনুকরণ না করিয়া দোষগুলিরই অনুকরণ করিয়া ফেলিতেছে, ইহাতে সমাজের অন্তরে পর্য্যন্ত গভীর আঘাত পাইতেছে এই অল্পদিনের মধ্যেই ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহারা লোকলজ্জার ভয়ে অবলম্বিত অন্যায় পথ হঠাৎ ছাড়িতে পারিতেছে না, ইহার পরিণাম যে কত ভীষণ তাহা সকলেই এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন, অতএব এখন আর কোন মানুষের অনুকরণ না করিয়া শাস্ত্র অনুসারেই চলা উচিত, তাহলেই প্রকৃত পক্ষে নিজের উপকার করা হইবে। ২১

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ॥
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ :—হি 'যতঃ' অহম্ অতন্দ্রিতঃ 'অনলসঃ সন্' যদি কর্ম্মণি জাতু 'কদাচিদপি' ন বর্ত্তেয়ম্ 'ন প্রবৃত্তঃ স্যাং' তর্হি হে পার্থ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ 'সর্ব্বতোভাবেন' মমৈব বর্ত্ম 'পন্থানম্' অনুবর্ত্তন্তে 'অনুসরেয়ুঃ' মদ্দৃষ্টান্তেন কর্ম্মাণি ন কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। অহং চেৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাং 'তদা' মদ্দৃষ্টান্তেন লোকা অপি কর্ম্মাণি ন কুর্য্যুঃ। ২৩

অনুবাদ :—যেহেতু আমি যদি উদ্‌যোগী হইয়া কোন সময়েই কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকি তাহ'লে হে অর্জ্জুন সকল লোকই সম্পূর্ণরূপে আমারই পথের অনুসরণ করিবে অর্থাৎ আমাকে দেখিয়া সকলেই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। ২৩

শঙ্করভাষ্যং :—যদি হি পুনরহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্মমার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ হে পার্থ! সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর :—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি যদিহ্যহমিতি, জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ :—যদীতি। অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

মিতভাষ্যম্ :—ব্যতিরেকে দোষমাহ যদীতি. হি যতঃ যদি অহম্ সর্ব্বলোকপ্রধানতমঃ অতন্দ্রিতঃ অবহিতঃ সন্ জাতুকদাচিদপি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নাচরেয়ং তদা হে পার্থ মনুষ্যাঃ সাধারণাঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বতোভাবেন মমৈব বর্ত্ম আচরিতং মার্গম্ কর্ম্মাকরণরূপম্ অনুবর্ত্তন্তে অনুসরেয়ুঃ। ২৩।

শঙ্করভাষ্যং :—যদ্যত্র লোকসংগ্রহকর্ত্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তি স্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি নেতি, মে মম পার্থ নাস্তি ন বিদ্যতে কর্ত্তব্যং ত্রিষ্বপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি, কস্মান্ন অনবাপ্তম্ অপ্রাপ্তমবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ং, তথাপি বর্ত্তে এবচ কর্ম্মণ্যহম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর :—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইতি ত্রিভিঃ, হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষ্বনবাপ্তমপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি, তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্তএব কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ :—অত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ নেতি ত্রিভিঃ ॥ ২১ ॥

মিতভাষ্যম্ :—স্বদৃষ্টান্তেনাপীদং দ্রঢ়য়তি ন মে ইতি, হে পার্থ মে মম পরমেশ্বরস্যাপ্তকামস্য আত্মারামস্য কর্ত্তব্যং কিঞ্চন নাস্তি যতঃ ত্রিষ্বপি লোকেষ্ মম অনবাপ্তম্ অপ্রাপ্তম্ অবাপ্তব্য প্রাপ্যং চ কিঞ্চন নাস্তি তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্তে এব কর্ম্ম করোম্যেব। ২২

পুষ্পাঞ্জলি :—ভগবান্ নিত্যমুক্ত ও নিজানন্দেই সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রীয় বা লৌকিক কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মই ছিল না এবং তাঁহার অপ্রাপ্যও কিছুই ছিল না, তথাপি তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন, কারণ যদি তিনি স্বধর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিতেন তা'হলে সকলেই তাঁহারই অনুকরণ করিত অর্থাৎ তাঁহার মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে না দেখিলে কেহই কর্ম্ম করিত না, সুতরাং জগৎ ধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িত, এবং তাহার ফলে সমস্ত লোকই উৎসন্ন যাইত, কেননা সকলেই মনে করিত ভগবান্ যখন শাস্ত্রের কোন আদেশই পালন করেন না তখন আমরাই বা করিব

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ—অহং চেৎ 'যদি' কর্ম্ম ন কুর্য্যাং 'তদা' ইমে লোকা উৎসীদেয়ুঃ' উৎসন্না ভবেয়ুঃ বর্ণসঙ্করস্যচ 'সর্ব্বানর্থমূলস্য জাতিমিশ্রণস্য' অহমেব কর্ত্তা স্যাং তেন ইমাঃ প্রজা উপহন্যাং 'বিনাশং কুর্য্যাম্'। ২৪

অনুবাদ:—আমি যদি কর্ম্ম না করি তাহলে এই সমস্ত লোকই উৎসন্ন যাইবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কারণ হইয়া পড়িব, এবং তাহ'লে সমস্ত লোককেই বিনাশ করিয়া ফেলিব, অর্থাৎ আমার দ্বারা সকলের ধ্বংস করাই হইয়া পড়িবে । ২৪

শঙ্করভাষ্যং:—তথাচ কো দোষ ইত্যাহ উৎসীদেয়ুরিতি, উৎসীদেয়ুর্ব্বিনশ্যেয়ুরিমে সর্ব্বে লোকাঃ লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্, কিন্তু সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাং তেন কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদুপহতিং উপহননং কুর্য্যামিত্যর্থঃ। মমেশ্বরস্যাননুরূপমাপদ্যেত যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহ এব কর্ত্তব্য ইতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর:—ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিতি, উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ:—উৎসীদেয়ুরিতি, উৎসীদেয়ুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ব্বাণা ভ্রংশেয়ুঃ ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যাম্॥ ২৪।

কেন ? যেমন সম্প্রতি কোন কোন প্রসিদ্ধ লোককে শাস্ত্র ও সমাজ-বিরুদ্ধ অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া অনেকেই বলিয়া থাকে অমুক অমুক ব্যক্তি যখন শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছে না তখন আমরাই বা করিব কেন ? ইত্যাদি। অতএব আদর্শ হইবার জন্যই ভগবান নিয়মিতভাবে কর্ম্ম করিতেন। এখানে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে ভগবান ঈশ্বর বলিয়া অনেক অলৌকিক কর্ম্মও করিয়াছিলেন, যেমন রাসলীলা গোবর্দ্ধনধারণ অগ্নিপান মৃত্তিকাভক্ষণ ইত্যাদি, তাহার মধ্যে যে কার্য্যগুলি তাঁহার উপদেশ—বেদ বাক্যের সহিত সঙ্গত হইবে সেই গুলিরই অনুকরণ করা উচিত, কারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কল্যাণমূর্ত্তি ও নিত্যমুক্ত, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রের কোন অপেক্ষাই নাই. এইজন্য তাঁহার পাপ পুণ্য কিছুই হয় না, সুতরাং তিনি কোন কোন সময় শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিছু করিলেও কোন দোষ হয় না জানিবেন। অতএব মানুষের পক্ষে ভগবানের বাক্যই প্রতিপালনীয় তাঁহার সকল কাজ অনুকরণীয় নহে। কারণ ভগবানের দৃষ্টান্তে অগ্নিপান ও মৃত্তিকা ভক্ষণাদি করিতে গেলে গুরুতর বিপদই হইবে। একথা শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তৎ সমাচরেৎ ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরদিগের বাক্যই সত্য সুতরাং তাহাই প্রতিপালনীয়, এবং কোন কোন স্থলে তাঁহাদের কার্য্যও সত্য হয়, অতএব যে কার্য্যটি তাঁহাদের বাক্যের সহিত অবিরুদ্ধ হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই করিবেন। ২২। ২৩

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

অন্বয় :—হে ভারত! অবিদ্বাংসঃ 'তত্ত্বজ্ঞানহীনা অতএব' কর্ম্মণি সক্তাঃ 'কর্ত্তৃত্বাভিমানবন্তঃ' যথা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ 'লোকানাং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ' বিদ্বান্ 'তত্ত্বদর্শী' অসক্তঃ 'অভিমানশূন্যঃ সন্' তথৈব কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ :—হে ভারত! অজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করিয়া থাকে, লোক-সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া সেইরূপই কার্য্য করিবেন। ২৫।

শঙ্করভাষ্যং :—সক্তা ইতি, সক্তাঃ কর্ম্মণ্যস্য কর্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি কেচিদবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত! কুর্য্যাদ্বিদ্বানাত্মবিৎ তথা অসক্তঃ সন্ তদ্বৎ, কিমর্থং করোতি? তচ্ছৃণু চিকীর্ষুর্যথা কর্ত্তুমিচ্ছুঃ লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর :—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি, অজ্ঞা যথা কর্ম্মণি সক্তাঃ ফললিপ্সয়াভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাৎ লোকসংগ্রহম্ কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ ॥

মিতভাষ্যম্ :—ঈশ্বরত্বাৎ তব যুক্তমেব ত্বদনুসরণমিতিচেৎ তত্রাহ উৎসীদেয়ুরিতি, অহং চেৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাং তদা মদনুবৃত্ত্যা সর্ব্ব এব লোকাঃ কর্ম্ম ন কুর্য্যুঃ ততশ্চ লোকস্থিতিহেতোর্ধর্ম্মস্য লোপাৎ ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ, ধর্ম্মলোপাৎ বর্ণসঙ্করস্য চ অহমেব কর্ত্তা স্যাম্ তেনচ অহমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা উপহন্যাং বিনাশং কুর্য্যাং বর্ণসঙ্করস্য সর্ব্বাশুভনিদানত্বাদিতি লোকহিতার্থমবতীর্ণো হহং লোকক্ষয়ঃ হেতুরেব স্যামিত্যর্থঃ। ২৪

পুষ্পাঞ্জলি :—ভগবান বলিলেন ধর্ম্ম লোপ হইলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে, কারণ মানুষ ধর্ম্মহীন হইলে পশুরও অধম হইয়া পড়ে, দেখা যায় পশুগণ প্রয়োজন না হইলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু অধার্ম্মিক মানুষ প্রয়োজন না থাকিলেও লালসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল মানুষ পশু অপেক্ষাও হীন হইয়া ক্রমে সঙ্করজাতিতে পরিণত হয়. এবং তাহার ফলে তাহারা ক্রমশঃ নীচ আচারযুক্ত হইয়া অতি দুর্গতিময় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়. এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ উৎসন্ন যাইয়া থাকে। দেখিতে পাই কতিপয় জাতি সম্প্রতি অত্যন্ত দুর্গতিময় জীবন যাপন করিতেছে, ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহারা বহু পূর্ব্বে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি ছিল, কিন্তু বৌদ্ধগণের কুহকে পড়িয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপাততঃ কিছু সুবিধার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগ করায় আচারভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে সঙ্কর জাতিতে পরিণত হয়, পূর্ব্বপুরুষগণের পাপে তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ এখন নরকোচিত দারুণ দুর্গতি ভোগ করিতেছে, সেই সমৃদ্ধ জাতিগুলি যে উৎসন্ন গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণই হইল স্বধর্ম্মত্যাগ, কিন্তু যাঁহারা তখন কষ্ট স্বীকার করিয়াও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন তাঁহারা সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ফলে এখনও সম্মানিত হইয়া জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যদি তাঁহারা সেই সকল লোকের মত হুজুগে পড়িয়া ধর্ম্মত্যাগ করিতেন তাহলে তাঁহাদেরও আজ অস্তিত্ব থাকিত না, এই চির-পরাধীন দেশেও তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতাই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। ২৪।

न বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

অন্বয়ঃ—বিদ্বান্ 'জ্ঞানী' অজ্ঞানাম্ 'অবিবেকিনাম্' 'অতএব' কর্ম্মসঙ্গিনাং 'কর্ম্মসু আসক্তিমতাং' বুদ্ধিভেদং 'কর্ম্মৈব বন্ধহেতুরিতি তত্ত্যাগঃ কার্য্য ইত্যেবং কর্ম্মাসক্তবুদ্ধের্ব্যাঘাতং' ন জনয়েৎ, কিন্তু 'স্বয়ং' যুক্তঃ 'অনাসক্তঃ সন্' সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ 'যথাশাস্ত্রমনুতিষ্ঠন্' যোজয়েৎ 'অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েৎ'। ২৬॥

অনুবাদঃ—যিনি জ্ঞানী তিনি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ লোকের কর্ম্মপ্রবণ বুদ্ধিকে কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিবেন না, বরং নিজে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন। ২৬

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্মমাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যমস্তি অন্যস্য বা লোকসংগ্রহমুক্ত্বা ততস্তস্যাত্মবিদেদমুপদিশ্যতে নেতি, বুদ্ধের্ভেদো বুদ্ধিভেদঃ ময়া ইদং কর্ত্তব্যং ভোক্তব্যঞ্চাস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায়া বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদস্তন্ন জনয়েন্নোৎপাদয়েদজ্ঞানামবিবেকিনাং কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যাসক্তানাম্ আসঙ্গবতাম্। কিন্তু কুর্য্যাৎ, যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেবাবিদুষাং কর্ম্ম যুক্তোঽভিযুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

শ্রীধরঃ—ননু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ ন বুদ্ধিভেদমিতি, অজ্ঞানামত এব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ, অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং (?) যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্ বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্যচানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ২৬॥

বিশ্বনাথঃ—অহম্ কর্ম্মজড়িম্না (?) ত্বং কর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বা জ্ঞানাভ্যাসেনাহমিব কৃতার্থীভবেতি বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ কর্ম্মসঙ্গিনামশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন কর্ম্মস্বেবাসক্তিমতাম্, কিন্তু ত্বং কৃতার্থীভবিষ্যন্ নিষ্কামকর্ম্মৈব কুর্ব্বিতি কর্ম্মাণ্যেব যোজয়েৎ কারয়েৎ। অত্র কর্ম্মাণি সমাচরন্ স্বয়মেব দৃষ্টান্তীভবেৎ। ননু "স্বয়ং নিশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্‌তমঃ॥" ইত্যজিত-

---

বিশ্বনাথঃ—তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি॥ ২৫॥

মিতভাষ্যম্ঃ—পরমেশ্বরপ্রাপ্তিকামেনাসক্তিত্যাগেন কর্ম্ম কার্য্যমিত্যুক্তং তস্মাদসক্তঃ সততমিতি, সাম্প্রতং লোকসংগ্রহকামেন বিদুষাপি বন্ধাৎ ত্রাণার্থং তথৈব কর্ম্ম কার্য্যমিত্যাহ সক্তা ইতি, অবিদ্বাংসঃ অনাত্মবিদঃ অহমস্য কর্ত্তা এতেন কর্ম্মণা ফলমেতন্মে ভূয়াদিত্যাসক্তিমন্তঃ সন্তঃ যথা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, লোকসংগ্রহকামো বিদ্বান্ আত্মবিৎ আসক্তঃ স্বস্য কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যঃ সন্ তথৈব কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, অভিমানাভাবেন জ্ঞানিনোবন্ধাভাব ইতি ভাবঃ। ২৫

পুষ্পাঞ্জলিঃ—আমিই যে কেবল লোকহিতার্থে কর্ম্ম করি তাহা নহে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন তাঁহারাও লোকহিতার্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু কর্ম্ম করিলেও তাঁহারা কর্ত্তৃত্ব অভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হন বলিয়া বন্ধনগ্রস্ত হন না, কেবল আদর্শ হইয়া লোকশিক্ষার জন্যই তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ২৫।

বাক্যেনৈতদ্বিরুধ্যতে ; সত্যং, তৎ খলু ভক্ত্যুপদেষ্টৃকবিষয়ং ইদন্তু জ্ঞানোপদেষ্টৃকবিষয়মিত্যবিরোধঃ। জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বাৎ তচ্ছুদ্ধেস্তু নিষ্কামকর্ম্মাধীনত্বাৎ, ভক্তেস্তু স্বতঃ প্রাবল্যাদন্তঃকরণশুদ্ধি-পর্য্যন্তানপেক্ষত্বাৎ। যদি ভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুং শক্নুয়াৎ তদা কর্ম্মিণাং বুদ্ধিভেদমপি জনয়েৎ ভক্তৌ শ্রদ্ধাবতাং কর্ম্মানধিকারাৎ। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥" ইতি। "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য য সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ॥" ইতি সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামকং শরণং ব্রজ" ইতি। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি"॥ ইত্যাদিবচনেভ্য ইতি বিবেচনীয়ম্॥ ২৬॥

মিতভাষ্যম্ঃ—নন্বজ্ঞান্ বন্ধকারণে কর্ম্মণ্যপ্রবর্ত্ত্য তদ্বারণং জ্ঞানমেব বাচ্যং তত্রাহ ন বুদ্ধিভেদ-মিতি, বিদ্বান্ জ্ঞানী কর্ম্মসঙ্গিনাং ফলাকাঙ্ক্ষয়া কর্ম্মাণি কুর্ব্বতাম্ অজ্ঞানাং অনাত্মদর্শিনাং বুদ্ধিভেদং বন্ধকত্বাৎ কর্ম্মত্যাগেন জ্ঞানমেব কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধের্বিচালনং ন জনয়েৎ কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মাণি সকামানি নিষ্কামাণি চ কর্ম্মাণি যুক্তঃ স্ববন্ধাভাবার্থং ফলাভিসন্ধিবিধুরঃ সন্ সমাচরন্ যথা শাস্ত্রং কুর্ব্বন সর্ব্বকর্ম্মাণি যোজয়েৎ কারয়েৎ, অন্যথা চিত্তশুদ্ধিহেতোঃ কর্ম্মণস্ত্যাগাৎ জ্ঞানস্যচানুদয়াদধর্ম্মপ্রবৃত্তেরধঃপতেৎ, তদুক্তং শ্রীভাগবতে—

> "নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
> বিকর্ম্মণাহ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ"॥ ইতি॥ ২৬।

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—লোক-সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক আমি কিম্বা অন্য কোন আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে লোক-সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, সেইজন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এই শ্লোক বলা হইতেছে, বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ আমার এই কর্ম্মটি কর্ত্তব্য এবং ইহার ফলও আমাকে ভোগ করিতে হইবে, এইপ্রকার নিশ্চয়রূপ বুদ্ধির ভেদ অর্থাৎ বিচলিত করিয়া দেয়া, অজ্ঞ কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির এইরূপ বুদ্ধিভেদ করিবে না, কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি সমাহিত হইয়া অজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বয়ং করিয়া তাহাদিগকে সেই সকল কর্ম্ম করাইবেন। ২৬

শ্রীধরঃ—যাহারা অজ্ঞ এইজন্য কর্ম্মে আসক্ত, তাহাদিগকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাহাদের ধারণা নষ্ট করিয়া দেয়া উচিত নহে, বরং সাবধানতা-পূর্ব্বক নিজে কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবে, অন্যথা তাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিল অথচ জ্ঞানও হয় নাই অতএব তাহাদের উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে।২৬ .

বিশ্বনাথঃ—মন পবিত্র না হওয়ায় যাহারা কর্ম্মেই আসক্ত তাহাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবে না, বরং বলিবে তুমি নিষ্কাম কর্ম্মই কর কৃতার্থ হইবে, এই বলিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবে যদি বল "স্বয়ং নিশ্রেয়সং বিদ্বান" এই ভাগবতের বাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, তাহা ঠিক, কিন্তু ঐ বাক্যটি যিনি ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিবেন তাঁহার পক্ষে বলা হইয়াছে, আর এই বাক্যটি যিনি জ্ঞানের উপদেশ দিবেন তাঁহার পক্ষে বলা হইয়াছে, অতএব আর বিরোধ হইল না ; কারণ জ্ঞান মনের পবিত্রতাকে অপেক্ষা করে, এবং মনের পবিত্রতা নিষ্কাম কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, আর ভক্তি স্বয়ংই বলিষ্ঠ বলিয়া মনের পবিত্রতাকে অপেক্ষা করেন না, যদি ভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারা যায়

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

অন্বয়ঃ—তেষাম্ অজ্ঞত্বং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি, প্রকৃতেঃ 'প্রধানস্য' গুণৈঃ 'তৎকার্য্যৈঃ কর-চরণাদিভিঃ' সর্ব্বশঃ 'সর্ব্বপ্রকারেণ' ক্রিয়মাণানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা 'অহঙ্কারেণ দেহাদিষু আত্মারোপেণ বিশেষেণ মুগ্ধঃ আত্মা বুদ্ধির্যস্য এবম্ভূতো জনঃ' অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে॥ ২৭॥

অনুবাদঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ-সমষ্টির গুণ কর্ত্তৃকই সম্পূর্ণরূপে সকল কাজ হইয়া থাকে, কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আমি কর্ত্তা এই প্রকার ভুল ধারণা বশতঃ ভ্রান্ত হইয়া লোক আমি করিতেছি বলিয়া মনে করে। ২৭

শঙ্করভাষ্যংঃ—অবিদ্বান অজ্ঞঃ কথং কর্ম্মসু সজ্জত ইত্যাহ প্রকৃতেরিতি, প্রকৃতেঃ প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা তস্যাঃ প্রকৃতেগুর্ণৈর্ব্বিকারৈঃ কার্য্যকারণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কার্য্যকারণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহঙ্কারস্তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ় আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং কার্য্যকারণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমানঃ অবিদ্যয়া কর্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্তৎকর্ম্মণামহং কর্ত্তেতি মন্যতে॥ ২৭॥

শ্রীধরঃ—ননু বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্বিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগু্র্ণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে, তত্র হেতুঃ অহমিতি, অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়-বুদ্ধিঃ সন্॥ ২৭॥

বিশ্বনাথঃ—ননু যদি বিদ্বানপি কর্ম্ম কুর্য্যাৎ তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ? ইত্যাশঙ্ক্য তয়ো

তাহ'লে কর্ম্মীদিগের বুদ্ধিভেদও করিয়া দিবে, কারণ যাঁহারা ভক্তিতে শ্রদ্ধাশীল হইয়াছেন তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার নাই, 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। ২৬

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্জ্জুন যদি বলেন কর্ম্ম হইতেই যখন বন্ধন হয় তখন সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই ত উপদেশ দেওয়া উচিত, তাহা না করিয়া যে কর্ম্ম হইতে বন্ধন হয় সেই কর্ম্মেই লোককে প্রবৃত্ত করিতেছ কেন? এইজন্য বলিতেছেন যাহারা অজ্ঞ অর্থাৎ অবিবেকী (পরশ্লোকে তাহা বলিবেন) অতএব কর্ম্মাসক্ত অর্থাৎ আমি এই কর্ম্ম করিতেছি এবং ইহার ফল আমি ভোগ করিব এইরূপ যাহারা কর্ম্মের সহিত প্রগাঢ় সম্বন্ধযুক্ত, তাহাদের সেই কর্ম্মাসক্ত বুদ্ধিকে বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই নষ্ট করিয়া দিবেন না, কারণ অজ্ঞব্যক্তির জ্ঞান লাভের উপায়ই হইল কর্ম্ম, সেই কর্ম্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলে জ্ঞান পাইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না, সে ব্যক্তি অসময়ে কর্ম্মও ত্যাগ করিল অথচ জ্ঞানও হয় নাই, সুতরাং 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট' হইয়া উৎসন্ন যাইবে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই তাহার কর্ম্মপ্রবণ বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না, বরং যাহাতে তাহারা কর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল হয় সেজন্য নিজে নির্লিপ্তভাবে নানাবিধ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন। কারণ অজ্ঞ লোকের পক্ষে কর্ম্মই হইল প্রকৃত বন্ধু, যথাসাধ্য শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবে আত্মজ্ঞান হয় অন্যথা নহে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধারণ লোককে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্য কখনই বলিবেন না। ২৬।

বিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগুণৈর্গুণকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি অবিদ্বান্ মন্যতে ২৭॥

মিতভাষ্যম্ ঃ—তুল্যেঽপি বিদ্বদবিদুষোঃ কর্ম্মাচরণে তয়োর্বিবেকাবিবেককৃতং বিশেষমাহ প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাং, লৌকিকানি বৈদিকানিচ যাবন্তি কর্ম্মাণি প্রকৃতেঃ মায়ায়াঃ প্রধানস্যেতি যাবৎ সাংখ্যনয়ে প্রধানস্যৈব জগৎপ্রকৃতিত্বাৎ, উক্তংচ শ্বেতাশ্বতরে 'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদি'তি, গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিরিন্দ্রিয়রূপেণ পরিণতৈঃ সর্ব্বতোভাবেন ক্রিয়মাণানি ভবন্তি, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতে অহঙ্কারেণ অহমিত্যভিমানেন ভ্রান্তচিত্তঃ প্রাকৃতো জনঃ অহং তেষাং কর্ম্মণাং কর্ত্তা ইতি মন্যতে, সাংখ্যানাং নয়ে প্রকৃতেরেব কর্তৃত্বাৎ আত্মনশ্চ কৌটস্থ্যাদিত্যবিবেককৃতং কর্ম্মজাতমজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। ২৭।

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ঃ—প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানের বিকার—কার্য্য-কারণের দ্বারা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক যাবতীয় কার্য্য করা হয়, কিন্তু কার্য্য-কারণসমষ্টি-দেহে আমি এই জ্ঞান বশতঃ যাহার মন মুগ্ধ হইয়াছে সেই লোক অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে কর্ম্ম হইতেছে মনে করিয়া সেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা আমি ইহা মনে করে। ২৭

শ্রীধর ঃ—জ্ঞানী লোককেও যদি কর্ম্ম করিতেই হয় তাহ'লে জ্ঞানী ও অজ্ঞ লোকের বিশেষ কি হইল? এই জন্য বলিতেছেন, প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কার্য্য করা হয় কিন্তু সেই-সকল কার্য্য আমি করিতেছি ইহা লোকে মনে করে, তাহার কারণ অহঙ্কার বশতঃ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আমি বলিয়া তাহার চিত্ত মুগ্ধ হয়। ২৭

বিশ্বনাথ ঃ—জ্ঞানী লোকও যদি কর্ম্ম করে তা'হলে জ্ঞানী ও অজ্ঞ লোকের বিশেষ কি হইল এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল কার্য্য করা হয় সেইগুলিকে আমি করিতেছি বলিয়া অজ্ঞলোক মনে করে। ২৭

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—তাহারা যে অজ্ঞ এই শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ সাংখ্যের মতে প্রকৃতিই স্বভাব বশতঃ যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে, এবং সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণের সমষ্টিই ঐ প্রকৃতি, দেহ ইন্দ্রিয়াদিও তাহারই কার্য্য, অতএব দেহাদির দ্বারা যাহা কিছু হইতেছে তাহাও দেহাদি-রূপে পরিণত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই করিতেছেন, এবং আত্মা কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার সুতরাং তিনি কিছুই করেন না, কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আমি বলিয়া অনাদিকাল হইতে একটি ভূল ধারণা চলিয়া আসিতেছে সেই ভূল বশতঃ আমিই (আত্মাই) সমস্ত কার্য্য করিতেছি বলিয়া মনে হয়। এবং যখন সাধনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা দেহাদি ও আত্মার অন্যতাখ্যাতি অর্থাৎ পার্থক্যবোধ হইবে তখন প্রকৃত আত্মার সাক্ষাৎ করিয়া মুক্তি লাভ করিবে। এই সাংখ্যমতে জীবগণ নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া ভূল করিতেছে সুতরাং তাহারা অজ্ঞ। ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিলেন এই অজ্ঞ লোকের কর্ম্মাসক্ত বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত নহে ইত্যাদি। কিন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্র জীবকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকেন, "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (বেদান্ত সূত্র) অর্থাৎ জীবই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, কারণ তাহা হইলেই যাগ করিবে দান করিবে ইত্যাদি শাস্ত্র সার্থক হয়, অর্থাৎ জীব ফলভোগ করে বলিয়া তাহারই কার্য্য করা সঙ্গত, কারণ যে ব্যক্তি কার্য্য করে তাহাকেই ফলভোগ করিতে দেখা যায়। মহর্ষি জৈমিনিও বলিয়াছেন "শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি" অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করেন তাঁহাতেই সেই কার্য্যের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফল হইয়া থাকে। এখানে সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে বিচার

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

অন্বয় :—হে মহাবাহো যস্ত গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ "গুণকর্ম্মণোর্বিভাগয়োঃ" তত্ত্ববিৎ 'যাথার্থ্যবেত্তা সঃ' গুণাঃ 'ইন্দ্রিয়াণি' গুণেষু 'রূপাদিবিষয়েষু' বর্ত্তন্তে, 'নতু আত্মা ইতি' মত্বা কর্ম্মণি ন সজ্জতে 'ন সংবদ্ধোভবতি'। ২৮ ॥

অনুবাদ :—কিন্তু যিনি গুণের কার্য্য ইন্দ্রিয়গুলি এবং তাহাদের কার্য্য বিষয়ের সহিত যে সম্বন্ধ, ইহাদের সহিত আত্মার যে বিভাগ আছে তাহাদের তত্ত্ব বুঝেন, তিনি মনে করেন গুণগণই গুণে সম্পর্কিত হইয়া রহিয়াছে, আত্মা নহে, ইহা মনে করিয়া তাঁহাতে আসক্ত হন না। ২৮ ॥

শঙ্করভাষ্যং :—কিং পুনর্ম্মন্যতে বিদ্বান্ তত্ত্ববিদিতি, তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! কস্য তত্ত্ববিৎ গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ। গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্ত্তন্তে নাত্মেতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর :—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি' নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ, তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি সতু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি, তত্র হেতুঃ গুণা ইতি, গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ :—তত্ত্ববিত্ত্বিতি, গুণকর্ম্মণোর্যৌ বিভাগৌ তয়োস্তত্ত্বং বেত্তীতি সঃ। তত্র গুণবিভাগঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, কর্ম্মবিভাগঃ সত্ত্বাদিকার্য্যভেদা দেবতেন্দ্রিয়বিষয়াঃ, তয়োস্তত্ত্বং স্বরূপং তজ্জ্ঞস্তু গুণাঃ দেবতাপ্রযোজ্যানীন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি গুণেষু রূপাদিষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে। অহন্তু ন গুণঃ নাপি গুণকার্য্যঃ কোঽপি নাপি, গুণেষু গুণকার্য্যেষু তেষু কোঽপি ন মে সম্বন্ধ ইতি মত্বা বিদ্বাংস্তু ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

মিতভাষ্যম্ :—বিদুষো বিশেষমাহ তত্ত্ববিদিতি, তুকারেণাবিদ্বদ্ব্যবচ্ছেদঃ, গুণেতি, গুণাঃ করণভূতানীন্দ্রিয়াণি, কর্ম্মাণিচ তেষাং ব্যাপারাঃ, গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ পার্থক্যং, কর্ম্মভ্যশ্চাত্মনো বিভাগঃ, তয়োস্তত্ত্ববিৎ স্বরূপবেত্তা পুমান্ গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু রূপাদিরিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমাত্মা বর্ত্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিমানবান্ ন ভবতীত্যর্থঃ। ২৮ ॥

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—কিন্তু যিনি গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব জানেন তিনি মনে করেন ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সম্পর্কিত রহিয়াছে আত্মা নহে ইহা মনে করিয়া কর্ম্মে আসক্তি করেন না। ২৮

শ্রীধর :—জ্ঞানী তাহা মনে করেন না এই শ্লোকে এই কথা বলিতেছেন, আমি গুণ নহি এইরূপ গুণ হইতে আত্মার বিভাগ, আমার কর্ম্ম নাই, এইরূপে কর্ম্ম হইতেও আত্মার বিভাগ, এই গুণ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি কর্ত্তৃত্বের অভিমান করেন না, তাহার কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সম্পর্কিত রহিয়াছে ইহাই তিনি মনে করিয়া থাকেন। ২৮

বিশ্বনাথ :—গুণ ও কর্ম্মের যে বিভাগ তাহার তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি, তন্মধ্যে গুণের বিভাগ

হইতেছে বলিয়া সেই মতানুসারেইভগবান্ বুঝাইতেছেন জানিবেন। বেদান্তমতে দেহাভিমানী জীবই অজ্ঞ। ২৭।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ—যে জনাঃ প্রকৃতেঃ গুণৈঃ 'সত্ত্বরজস্তমোভিঃ' সংমূঢ়াঃ 'সর্ব্বথা মুগ্ধাঃ সন্তঃ' গুণকর্ম্মসু 'লৌকিকবৈদিকেষু' সজ্জন্তে 'আসক্তা ভবন্তি', অকৃৎস্নবিদঃ 'অসর্ব্বজ্ঞান্' তান্ মন্দান কৃৎস্নবিৎ 'সর্ব্বজ্ঞঃ আত্মজ্ঞ ইতি যাবৎ' ন বিচালয়েৎ 'কর্ম্মতো ন ভ্রংশয়েৎ' ॥ ২৯ ॥

অনুবাদঃ—যাহারা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণদ্বারা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গুণ হইতে উৎপন্ন শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক কার্য্যে আসক্ত হয়, সেই অল্পজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিগণকে সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না ; অর্থাৎ তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় আত্মার কথা বলিয়া কর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিবেন না। ২১

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—প্রকৃতেরিতি, যঃ পুনঃ প্রকৃতের্গুণৈঃ সম্যক্ মূঢ়াঃ সংমোহিতা সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি, তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোঽকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিদাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনং তন্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—"ন বুদ্ধিভেদং" ইত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি', প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথঃ—নন্বু যদি জীবা গুণেভ্যো গুণকার্য্যেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতাস্তদসম্বন্ধাস্তর্হি কথং তে বিষয়েষু

অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তম, কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের যে সকল কার্য্য আছে, যথা—দেবতা ইন্দ্রিয় ও বিষয়, তাহাদের স্বরূপ যিনি জানেন তিনি কিন্তু দেবতা-প্রেরিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি-বিষয়ে সম্পর্কিত থাকে, আমি কিন্তু গুণও নই গুণের কার্য্যও নই, গুণ বা গুণের কার্য্যে আমার কোন সম্বন্ধই নাই ইহা মনে করিয়া জ্ঞানী লোক কর্ম্মে আসক্ত হন না। ২৮

পুষ্পাঞ্জলিঃ—সমগ্র জগৎকে লইয়া মহাপ্রকৃতির এক অপূর্ব্ব লীলা চলিতেছে এবং অচল অটল অনন্ত অপার আত্মা মহার্ণবের মত সর্ব্বদাই স্থির ধীর অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই, লীলাময়ী প্রকৃতিই আপনাকে লইয়া আপনিই উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন, আনন্দময়ী জগজ্জননীর লীলাতাণ্ডবের আর শেষ নাই, কোন্ অনাদি যুগ হইতে তাঁহার এই লীলালাস্য আরম্ভ হইয়াছে তাহাও কেহ জানেনা, তিনি নিজেকেই বিশাল জগৎ আকারে পরিণত করিয়া নিরন্তর ভাঙ্গা গড়া লইয়া যেন পাগল হইয়া রহিয়াছেন। যিনি বহু সাধনার ফলে কিঞ্চিৎ মাত্রও এই লীলারহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই দিব্যচক্ষে মহামায়ার অসীম লীলা-তরঙ্গ-ভঙ্গিমা দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যাইবেন তখন প্রেম-গদগদ-স্বরে বলিবেন "আপনি নাচ আপনি গাও আর আপনি দাও মা করতালী"। অতএব সংসারে বন্ধন বলুন মোক্ষ বলুন যাহা কিছু বলুন্ না কেন, সকলই এই প্রকৃতিরই হইতেছে, আর আত্মা মহার্ণবের ন্যায় অটল অচল নিষ্ক্রিয় হইয়া চিরদিন পড়িয়া আছেন। এই অপূর্ব্ব তত্ত্বটি সাংখ্যাচার্য্যগণ জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

"তস্মান্ন বধ্যতেঽসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ" ॥

অর্থাৎ কোন জীবেরই বন্ধন নাই মুক্তি নাই সংসারও নাই, প্রকৃতিরই বন্ধন মুক্তি ও সংসার যাহা কিছু হইতেছে। এই পরম রহস্যটি বুঝিলে কি আর জগতে কেহ মুগ্ধ হন ? ২৮ ॥

সজ্জন্তে দৃশ্যন্তে তত্রাহ প্রকৃতেরিতি, প্রকৃতেগু'ণৈঃ সংমূঢ়াস্তদাবেশাৎ প্রাপ্তসংমোহা যথা ভূতাবিষ্টা মনুষ্যা আত্মানং ভূতমেব মন্যন্তে, তথৈব প্রকৃতিগুণাবিষ্টা জীবা স্বান্ গুণানেব মন্যন্তে। অতো গুণকর্ম্মসু গুণকার্য্যেযু বিষয়েষু সজ্জন্তে, তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ন বিচালয়েৎ, ত্বং গুণেভ্যঃ পৃথগ্ভূতোজীবঃ নতু গুণ ইতি বিচারং প্রাপয়িতুং ন যতেত, কিন্তু গুণাবেশনিবর্ত্তকং নিষ্কামং কর্ম্মৈব কারয়েৎ, নহি ভূতাবিষ্টো মনুষ্যস্ত্বং নভূতঃ কিন্তু মনুষ্য এবেতি শতকৃত্বোঽপ্যুপদেশেন স্বাস্থ্যমাপদ্যতে' কিন্তু তন্নিবর্ত্তকৌষধমণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগেণৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

মিতভাষ্যম্ঃ—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি, প্রকৃতেঃ প্রধানস্য গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়া দেহাদিষু অহমিত্যভিমানবন্তঃ গুণকৃতানামিন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মসু লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কার্য্যেষু সজ্জন্তে বয়মেষাং কর্ত্তারঃ ফলভোক্তারশ্চেত্যভিমানিনো ভবন্তি, অকৃৎস্নবিদোঽসম্যগ্দর্শনান্ দেহাদিস্থূলমাত্রদর্শিনো মন্দান্ আত্মজ্ঞানাসমর্থান্ কৃৎস্নবিৎ স্থূলসূক্ষ্মাশেষযাথার্থদ্রষ্টা ন বিচালয়েৎ অকর্ত্রাত্মোপদেশেন কর্ম্মমার্গাৎ ন ভ্রংশয়েৎ, প্রত্যুত স্বয়মাচরন্ কর্ম্মণ্যেব প্রবর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ। অত্র প্রকৃতিগুণাকর্ত্রাত্মাদিকং সাংখ্যনয়েনৈবোক্তমশ্রৌতত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। ২৯

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ঃ—প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া গুণের কার্য্যে আসক্ত হয়, অর্থাৎ আমরা ফল পাইবার জন্য কর্ম্ম করিতেছি, কর্ম্মাসক্ত অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্ম হইতে বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯

শ্রীধর ঃ—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ' এই শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন, প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞ লোক ইন্দ্রিয় ও তাহাদের কার্য্যে আসক্ত হয়, যিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন তিনি সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯

বিশ্বনাথ ঃ—যদি জীবগণ গুণ ও গুণের কার্য্য অপেক্ষা পৃথক্ ও তাহাদের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য হয় তাহ'লে কেন তাহারা বিষয়ে আসক্ত হয়, সেইজন্য বলিতেছেন, প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ ভূতাবিষ্ট লোক যেমন নিজেকে ভূত বলিয়া মনে করে সেইরূপ প্রকৃতির গুণে আবিষ্ট জীবগণ প্রকৃতির গুণকে নিজের গুণ বলিয়া মনে করে, এইজন্য গুণের কার্য্য-বিষয়ে আসক্ত হয়, সেই অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি লোকগণকে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না, অর্থাৎ তুমি গুণ অপেক্ষা পৃথক্ জীব, এইরূপ বিচার করাইতে যত্ন করিবেন না। কিন্তু যাহাতে গুণে আবেশ না হয়, সেইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মই করাইবেন। কারণ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে যদি শতবারও বলা হয় যে তুমি ভূত নও তুমি মানুষ, তাহ'লেও সে প্রকৃতিস্থ হয় না, কিন্তু তাহার দোষ নিবারণের জন্য ঔষধ ও মণি মন্ত্র প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। ২৯

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া দেওয়া উচিত নহে এই যে বিষয়টি আলোচিত হইতে ছিল, এই আলোচনা এই শ্লোকে শেষ করিতেছেন, অর্থাৎ প্রাকৃত গুণদ্বারা মুগ্ধ লোকগণ নানাবিধ কার্য্যে আসক্ত হইয়া পড়ে, দেহাত্মবাদী সেই লোকগণকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক বড় বড় কথা বলিয়া আত্মদর্শী মহাত্মা কখনই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবেন না, কারণ দেহাত্মবাদী অশুদ্ধচিত্ত প্রাকৃত লোকগণ জ্ঞানপথে সাধনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অতএব তাহাদিগকে নানাবিধ সৎকর্ম্মের উপদেশ দিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই উচিত, তাহার দ্বারাই তাহারা ক্রমশঃ অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সুতরাং কর্ম্মই তাহাদের বন্ধু, তাহাদিগকে অসময়ে কোনমতেই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে নাই। ২৯

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি 'লৌকিকবৈদিকানি' ময়ি 'পরমেশ্বরে ভগবতি' অধ্যাত্মচেতসা 'ঈশ্বর-প্রেরিতোঽহং করোমি ন স্বতন্ত্র ইত্যেবং পরমেশ্বরনিষ্ঠচিত্তেন' সংন্যস্য 'সমর্প্য' নিরাশীঃ 'নিষ্কামঃ' নির্মমঃ 'মমতাশূন্যঃ' ভূত্বা বিগতজ্বরঃ 'মনস্তাপশূন্যঃ সন্' যুধ্যস্ব 'যুদ্ধং কুরু'। ৩০

অনুবাদঃ—সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরনিষ্ঠচিত্তের দ্বারা আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ও নির্মম অর্থাৎ মমতাশূন্য হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ কর। ৩০।

শঙ্করভাষ্যং—কথং পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে ময়ীতি, ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যাহং কর্ত্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা, কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ নির্ম্মমো মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বং নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরো বিগতসন্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ। ৩০।

শ্রীধরঃ—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিদতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ ময়ীতি, সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্যাধ্যাত্মচেতসা অন্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীঃ নিষ্কামঃ অতএব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব॥৩০॥

বিশ্বনাথঃ—ময়ীতি, তস্মাৎ ত্বং ময়ি অধ্যাত্মচেতসা আত্মানমধীত্যধ্যাত্মমব্যয়ীভাবসমাসঃ, ততশ্চ আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তেন আত্মনিষ্ঠেনৈব চেতসা নতু বিষয়নিষ্ঠেনেত্যর্থঃ, ময়ি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য সমর্প্য নিরাশীঃ নিষ্কামঃ নির্ম্মমঃ সর্ব্বত্র মমতাশূন্যো যুধ্যস্ব॥ ৩০॥

মিতভাষ্যম্ঃ—তত্ত্ববিদো 'গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত' ইতি বুদ্ধ্যা কর্ম্ম-কুর্ব্বতঃ সঙ্গাভাবাৎ বন্ধাভাব উক্তঃ, অতত্ত্ববিদস্তু বন্ধাভাবে কা গতিঃ? তত্রাহ ময়ীতি, ময়ি সর্ব্বেশ্বরে পরমাত্মনি ভগবতি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অধ্যাত্মচেতসা পরমাত্মবিষয়িণ্যা বুদ্ধ্যা পরমেশ্বরাধীনোঽহং তৎপ্রবর্ত্তিতস্তৎপ্রীতয়ে করোম্যেতৎ কর্ম্মেতি তত্ত্ববুদ্ধ্যা ইতি যাবৎ সন্ন্যস্য সমর্প্য নিরাশীঃ নিষ্কামঃ নির্ম্মমঃ পুত্রমিত্রাদিষু যুদ্ধার্থমাগতেষু মমতারহিতঃ অতএব বিগতজ্বরঃ শোকসন্তাপশূন্যঃ সন্ যুধ্যস্ব। স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরএব কর্ত্ত', স এব পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ জীবান্ প্রবর্ত্ত্য কারয়ত্যখিলং কর্ম্ম, জীবাশ্চ তদংশাস্তন্নিয়ম্যা দারু-যন্ত্রবৎ বহন্তি তচ্ছাসনং ন স্বতন্ত্রা ইতি বুদ্ধ্বা নিষ্কামা নিরহঙ্কারাশ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বাণা বন্ধান্মুচ্যন্তে ইতি ভাবঃ। "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্য উন্নিনীষতে," "য আত্মানমন্তরো যময়তী"তি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥"
"যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োরি"তি শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ॥ ৩০

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—অজ্ঞ লোক মুক্তিকামী হইলে কি প্রকার কর্ম্ম করিবে তাহাই বলিতেছেন, পরমেশ্বরে আমাতে সমস্ত কর্ম্ম বিবেকবুদ্ধির দ্বারা অর্পণ করিয়া, এবং নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোকমুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

শ্রীধর :—তত্ত্ববিদেরও কর্ম্ম করা উচিত তুমিত তত্ত্ববিদ্‌ও ও অতএব তোমার পক্ষে অবশ্যই কর্ম্ম করা উচিত, সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া আমি কর্ম্ম করিতেছি এইরূপ বিবেকবুদ্ধি পূর্ব্বক নিষ্কাম মমতাশূন্য ও শোকমুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

বিশ্বনাথ :—সেইজন্য তুমি আত্মাতে চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক আমাতে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ও সর্ব্বত্র মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

পুষ্পাঞ্জলি :—সাংখ্যগণ আত্মাকে কূটস্থ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া এবং দেহেন্দ্রিয়কে সক্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন, অতএব দেহাদি স্বভাবতঃ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে, আত্মা কিছুই করেন না, সুতরাং আত্মার কোন বন্ধন নাই এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে কেহ বন্ধনগ্রস্ত হইবেন না, অতএব ঐ বুদ্ধি অনুসারেই কর্ম্ম করা উচিত এই কথা বলিয়া, (কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য) এই শ্লোকে অন্য একটি উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, অর্থাৎ জীব কার্য্য করিলেও তাহার স্বাধীনতা নাই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কখনই কোন কাজ করিতে পারে না, দেখা যায় লোকে নিজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করে, কিন্তু প্রায়ই আশানুরূপ ফল পায় না. কোন কোন স্থলে নিজের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ফলও হইয়া যায়, অতএব জীবের কোন স্বাধীনতা নাই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু জীব নিজের স্বাধীনতা আছে মনে করিয়া ভুল করে, এবং তজ্জন্য কর্ম্ম করিয়া বন্ধন গ্রস্ত হয়। এইজন্য অধ্যাত্মবিদ্যার পরমাচার্য্য বেদান্তদর্শনকার বলেন জীব কার্য্য করিলেও তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই পূর্ব্বকর্ম্ম বশতঃ ভগবদিচ্ছা অনুসারেই জীব কর্ম্ম করে, এইজন্য বেদান্ত দর্শনে সূত্র আছে "পরাত্তু তৎ শ্রুতেঃ" জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন, কারণ "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবগণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ নানাবিধ কাজ করাইয়া থাকেন, এই শ্রুতি এই কথাই বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন "নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ" অর্থাৎ নাসিকাবিদ্ধ বৃষের মত সমস্ত প্রাণী যাঁহার ইঙ্গিতে চলিতেছে, ইহা বুঝিয়া বিবেকী ব্যক্তি ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ করিয়া থাকেন, তখন আর সেই কর্ম্ম হইতে তাঁহার বন্ধন হয় না, ইহাই হইল সুবিধাজনক উপদেশ, জীবগণকে দারুণ কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য দয়াময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সহজ উপায়টি বুঝাইয়া দিলেন। এবিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হইবে।

অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন, ইহাই ভগবানের শিক্ষা, এবং বেদান্তেরও সিদ্ধান্ত, আর নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্রের মতে জগতে প্রকৃতিরই খেলা হইতেছে এবং আত্মা অটল অচল হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না, সেই জন্য বলিয়াছেন "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে"। ভগবানের উপদেশ কাজে লাগান সম্ভব হয়, কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যের উপদেশ কাজে লাগান অত্যন্ত কষ্টকর, যাঁহারা নিজের দেহকে মৃতের মত মনে করিতে সমর্থ হইয়াছেন কেবল তাঁহারাই ইহাকে কাজে লাগাইতে পারেন। রাজর্ষি জনকই বলিতে পারিয়াছিলেন—"মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন" অর্থাৎ সমগ্র মিথিলা ভস্মসাৎ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না ॥ ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১

অন্বয়। যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ 'ভগবদ্বাক্যমিতি বুদ্ধা দৃঢ়বিশ্বাসবন্তঃ' অনসূয়ন্তঃ 'কৃপয়া কর্ম্মবন্ধাৎ মোক্ষোপায়মুপদিশতি গুণবতি ময়ি দোষারোপমকুর্ব্বন্তো যে 'মম' ইদং মতং নিত্যং 'যাবজ্জীবম্' অনুতিষ্ঠন্তি 'প্রতিপালয়ন্তি' তেঽপি কর্ম্মভিঃ 'পুণ্যপাপেভ্যো' মুচ্যন্তে 'মুক্তা ভবন্তি' ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ :—যাঁহারা আমার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হইয়া ও আমাকে নিন্দা না করিয়া যাবজ্জীবন আমার এই মতের প্রতিপালন করেন তাঁহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ৩১।

শঙ্করভাষ্য :—যদেতন্মম মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তৎ তথা যে মে ইতি, যে মে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি অনুবর্ত্তন্তে মানবা মনুষ্যাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ অনসূয়ন্তঃ অসূয়াঞ্চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেঽকুর্ব্বন্তোমুচ্যন্তে তেঽপ্যেবম্ভূতাঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর :—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ যে মে ইতি, মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ :—স্বকৃতোপদেশে তে (?) প্রবর্ত্তয়িতুমাহ যে মে ইতি ॥ ৩১ ॥

মিতভাষ্যম্ :—ন কেবলমেবংকৃতেন কর্ম্মণা তবৈব কর্ম্মবন্ধান্মুক্তিঃ কিন্তু সর্ব্বেষামেবেত্যাহ যে মে মতমিতি, যে ভাগ্যবন্তো মানবা মে মম ইদং মতং যাবজ্জীবং নিষ্কামং কর্ম্ম সঙ্গত্যাগেন পরমেশ্বরার্পণেন বা কার্য্যমিত্যেবং রূপং, ন পুনঃ সাংখ্যীয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এব মোক্ষহেতুর্ন কর্ম্মেতি তত্ত্যাগেন জ্ঞানমেব কার্য্যমিতি মতং, নিত্যং যাবজ্জীবম্ অনুতিষ্ঠন্তি পালয়ন্তি শ্রদ্ধাবন্তঃ মন্মতমেব সম্যক্ ন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনাং সাংখ্যানামিত্যেবং দৃঢ়প্রত্যয়যুক্তাঃ সন্তঃ, অনসূয়ন্তঃ অনাদ্যশেষদুঃখজালৈকনিদানকর্ম্মভারং স্বস্মিন্নাদায় লোকানাং মোক্ষপ্রদে করুণাসাগরে পরমগুরৌ ময়ি বহুবিত্তব্যয়সঞ্চিতদ্রব্যসম্ভারেণ বহুভির্দিনৈ র্বহ্বায়াসসম্পাদ্যং স্বর্গাদ্যশেষার্থসাধনং কর্ম্মজাতং স্বয়ং ফললিপ্সয়া মযার্পয়েতি ব্রুবন্ ধূর্ত্তোঽয়ং ভগবান্ নিষ্ফলে কর্ম্মপুঞ্জে মৃষাস্মান্ নিযুনক্তীতি দোষারোপমকুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ তেঽপি সর্ব্বে নিষ্কামকর্ম্মিণঃ অপিনা জ্ঞানিসমুচ্চয়ঃ, কর্ম্মভিঃ পুণ্যাপুণ্যরূপৈর্মুচ্যন্তে ইতি জ্ঞানিনামিব বিনৈব সন্ন্যাসং নিষ্কামকর্ম্মিণামপি কর্ম্মণা সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াৎ মুক্তিরিত্যর্থঃ। তদ্ বক্ষ্যতি—"যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" ইতি ॥ ৩১

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—আর যাহারা শ্রদ্ধাশীল হইয়া ও পরমগুরু আমাতে দোষদৃষ্টি না করিয়া আমার এই মতের অনুসরণ করে তাহারাও পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। ৩১

শ্রীধর :—যাহারা আমার বাক্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়া ও দুঃখময় কর্ম্মে আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছেন এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া আমার মতের অনুসরণ করে তাহারাও ক্রমশঃ কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানীর মত কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩১

বিশ্বনাথ :—। ০ । ৩১

পুষ্পাঞ্জলি :—ভগবানে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য ভগবান উপদেশ করিলেন, এইরূপ কর্ম্ম করিলে পাপ পুণ্য কিছুই স্পর্শ করে না, ইহা পরেও ভগবান্ বলিবেন "শুভাশুভফলৈরেবং

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২

অন্বয়। তু 'কিন্তু' যে 'জনা' এতৎ 'মম মতম্' অভ্যসূয়ন্তঃ 'দোষং দর্শয়ন্তঃ' মে মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি 'ন পালয়ন্তি' তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ 'সর্ব্বস্মিন্নেব জ্ঞানে মুগ্ধান্' অচেতসঃ 'লোষ্টকাষ্ঠবৎ চেতনাহীনান্ 'অতএব' নষ্টান্ 'মৃতপ্রায়ান্' বিদ্ধি 'জানীহি'। ৩২॥

অনুবাদ :—আর যাহারা এই মতের নিন্দা করিয়া আমার মত পালন না করে, তাহাদিগকে সকল জ্ঞানে মুগ্ধ অচেতন ও মৃতপ্রায় জানিবে। ৩২॥

শঙ্করভাষ্যম্ :—যে ত্বিতি, যে তু তদ্বিপরীতা এতৎ মম মতম্ অভ্যসূয়ন্তো নিন্দন্তো নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে মে মতং, সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়াস্তে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ নাশং গতানচেতসোঽবিবেকিনঃ॥ ৩২॥

শ্রীধর :—বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বেতদিতি, যে তু মে মতম্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্‌জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ :—বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বিতি॥ ৩২॥

মিতভাষ্যম্ :—এতদ্ বিপরীতকারিণো নিন্দতি যেত্বিতি, যেতু সন্ন্যাস এব মোক্ষহেতুরিতি বদন্তঃ সাংখ্যা অভ্যসূয়ন্তো ময়ি পূর্ব্বোক্তদোষান্ কল্পয়ন্ত এতৎ মম মতং যাবজ্জীবং নিষ্কামং কর্ম্মৈব কার্য্যমিত্যেবং রূপং নানুতিষ্ঠন্তি, তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ লৌকিকে শরীরযাত্রাজ্ঞানে বৈদিকেচ বন্ধমোক্ষজ্ঞানে বিমূঢ়ান্ ভ্রান্তান্ অচেতসঃ বিচারবুদ্ধিহীনান্ অতএব নষ্টান্ মৃতপ্রায়ান্ বিদ্ধি জানীহি॥ ৩২

তাৎপর্য্য। ০। ৩২

মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ" অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই আমাতে অর্পণ করিলে শুভাশুভফল সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে তুমি মুক্ত হইবে। কেবল অর্জ্জুনই যে এই মত পালন করিলে কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবেন তাহা নহে যাঁহারাই এই ভগবদ্‌বাক্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাতে কোনরূপ দোষারোপ না করেন, অর্থাৎ ভগবান্ কৌশলে আমাদের পুণ্যগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছেন এই বলিয়া নিন্দা না করেন, বরং ভগবান দয়া করিয়া আমাদের কর্ম্মের বোঝা নিজের স্কন্ধে লইয়া আমাদিগকে অব্যাহতি দিতেছেন এই বলিয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যাবজ্জীবন কর্ম্ম করেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানীদিগের মত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৩১

পুষ্পাঞ্জলি :—লোকের পরম কল্যাণের জন্য নানাবিধ প্রকারে এত করিয়া ভগবান উপদেশ দিতেছেন তথাপি তাঁহার এই স্বভাবসিদ্ধ করুণা দেখিয়া ভক্তিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া যাহারা ইহাতে দোষ উদ্‌ভাবন করিবার চেষ্টা করে, এবং তাঁহার মত অনুসারে কর্ম্ম না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাহারা সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় অর্থাৎ বহু শিক্ষা দিলেও তাহারা এতই মোহগ্রস্ত যে ভগবানের এই অমৃতময় উপদেশ কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারে না, অতএব তাহাদিগকে হিতাহিতবিবেকশূন্য মৃতপ্রায় বলিয়া জানিবেন। ৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবান্ 'সদসদ্বিবেকী অপি' স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ 'স্বভাবস্য' সদৃশং 'অনুরূপং' চেষ্টতে 'করোতি' 'যতঃ' ভূতানি 'প্রাণিনঃ' প্রকৃতিং 'স্বভাবমেব' যান্তি 'অনুবর্ত্তন্তে' অতঃ নিগ্রহঃ 'প্রতিষেধঃ' কিং করিষ্যতি। ৩৩

অনুবাদঃ—জ্ঞানী লোকও নিজের স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মই করিয়া থাকে, যে হেতু সমস্ত প্রাণীই স্বভাবের অনুসরণ করে, অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে?। ৩৩

শঙ্করভাষ্যংঃ—কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তি পরধর্ম্মাননুতিষ্ঠন্তি স্বধর্ম্মঞ্চ নানুবর্ত্তন্তে ত্বৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি তচ্ছাসনাতিক্রমদোষাৎ, তত্রাহ সদৃশমিতি। সদৃশমনুরূপং চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি, কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিস্তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বোজন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে, কিং পুনর্মূর্খঃ, তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্তি অনুগচ্ছন্তি ভূতানি নিগ্রহঃ নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি মম চান্যস্য বা॥ ৩৩॥

শ্রীধরঃ—ননু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ, স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি। যস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্ব্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথঃ—ননু রাজ্ঞ ইব তব পরমেশ্বরস্য মতমননুতিষ্ঠন্তঃ রাজকৃতাদিব ত্বৎকৃতান্নিগ্রহাৎ কিং ন বিভ্যতি, সত্যং, যে খল্বিন্দ্রিয়াণি চারয়ন্তো বর্ত্তন্তে তে বিবেকিনোঽপি রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরস্য চ শাসনং মন্তুং ন শক্নুবন্তি তথৈব তেষাং স্বভাবোঽভূদিত্যাহ সদৃশমিতি। জ্ঞানবানপ্যেবং পাপে কৃতে সত্যেবং নরকো ভবিষ্যতি, এবং রাজদণ্ডো ভবিষ্যতি এবং দুর্যশশ্চ ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেশ্চিরন্তনপাপাভ্যাসোত্থদুঃস্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব চেষ্টতে, তস্মাৎ প্রকৃতিং স্বভাবং যান্তি অনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রদ্বারা মৎকৃতো রাজকৃতো বা তেনাশুদ্ধচিত্তান্ উক্তলক্ষণো নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ শুদ্ধচিত্তান্ জ্ঞানযোগশ্চ সংস্কর্ত্তুং প্রবোধয়িতুঞ্চ শক্নোতি নত্বত্যন্তাশুদ্ধচিত্তান্ কিন্তু তানপি পাপিষ্ঠস্বভাবান্ যাদৃচ্ছিকমৎকৃপোত্থভক্তিযোগ এব উদ্ধর্ত্তুং প্রভবেৎ। যদুক্তং স্কান্দে—"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ। নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে" ইতি॥ ৩৩॥

মিতভাষ্যম্ঃ—ননু সাংখ্যানামিব অজ্ঞোঽপি কর্ম্মণো নিবর্ত্ত্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এব প্রবর্ত্তনীয়ঃ তত এব কর্ম্মাভাবাৎ বন্ধনিবৃত্তেরিতি কৃতং কর্ম্মপ্রবর্ত্তনেন তত্রাহ সদৃশমিতি, জ্ঞানবান্ বস্তুনাং সদসদ্বিবেকবানপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মসংস্কারস্য সদৃশম্ অনুরূপমেব চেষ্টতে কর্ম্মাণি কুরুতে কিং পুনর্মূঢ়ঃ? যতঃ ভূতানি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং স্বভাবমেব যান্তি অনুসরন্তি অত ইন্দ্রিয়নিগ্রহপ্রবর্ত্তনং কিং করিষ্যতি, ন হি তৎ প্রকৃতিং প্রবলাং বাধিতুমীষ্টে ইতি প্রকৃতিজয়ার্থং নিষ্কামকর্ম্মণ্যেব প্রবর্ত্তনীয়ঃ সঃ দুষ্করাদিন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ তস্য সুকরত্বা- দিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ঃ—যদি বল কেন তোমার মত গ্রহণ না করিয়া লোক পরধর্ম্ম আচরণ করে ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভীত হয় না কেন ? সেইজন্য বলিতেছেন জ্ঞানী লোকও নিজের প্রকৃতির অনুরূপই কার্য্য করে, মূর্খের কথা আর কি বলিব ? পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসংস্কারই প্রকৃতি, সমস্ত প্রাণীই স্বভাবের অনুসরণ করে আমার বা অন্যের নিষেধ কি করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর ঃ—যদি বল স্বধর্ম্ম আচরণের ফল যদি এতই মহৎ তাহ'লে সকলেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া স্বধর্ম্ম আচরণ করে না কেন ? এইজন্য এইশ্লোক বলিতেছেন, প্রকৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসংস্কার বশতঃ যে স্বভাব হয় তাহাই প্রকৃতি। যে ব্যক্তি কর্ম্মের দোষ ও গুণ জানে সেও নিজের স্বভাব অনুসারেই কার্য্য করে, অজ্ঞ লোক যে করিবে তাহা আর কি বলিব, সমস্ত প্রাণীই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চলে সুতরাং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিবে, কারণ স্বভাবই বলবান্ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ ঃ—যদি বল লোক রাজ-শাসনের মত তোমার শাসনে ভয় পায় না কেন ? সত্য বটে, কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করিতেছে তাহারা বিবেচক হইলেও রাজার ও ভগবানের শাসন মানিতে পারেনা, সেইরূপই তাহাদের স্বভাব হইয়া গিয়াছে ; ইহাই বলিতেছেন, পাপ করিলে নরক হইবে রাজদণ্ড হইবে ইহা জানিয়াও লোক চিরকালের অন্যায়-কর্ম্মজনিত দুষ্টস্বভাবের অনুরূপই কার্য্য করে, আমার বা রাজার শাসন কি করিবে ? নিষ্কাম কর্ম্ম অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে শুদ্ধ করিতে পারে, এবং জ্ঞানযোগ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে প্রবোধ দিতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অশুদ্ধচিত্তব্যক্তিগণকে পারেনা কিন্তু সেই সকল পাপিষ্ঠব্যক্তিকেও যাদৃচ্ছিক ভক্তিযোগই উদ্ধার করিতে পারে, স্কন্দ-পুরাণে যাহা বলা হইয়াছে,—হে দেবর্ষি নারদ তুমি ধন্য যে তোমার ক্ষণকালের কৃপায় অতি নীচজাতি ব্যাধও পুলকিত হইয়া ভগবানে গভীর অনুরাগ লাভ করিতেছ ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—যদি বল কর্ম্মই যখন বন্ধনের হেতু তখন যাহাতে লোক কোন কর্ম্মই না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করে সেইজন্যই ত উপদেশ দেওয়া উচিত এবং সাংখ্যাচার্য্যগণও তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছ কেন ? এইজন্য বলিতেছেন—যিনি কোন্‌টা ভাল ও কোন্‌টা মন্দ ইহা ভালরূপে বুঝেন তিনিও নিজের স্বভাব অনুসারেই কাজ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অন্যায় কার্য্য জানিয়াও স্বভাব বশতঃ তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন। দেখা যায় যাহারা চোর তাহারা ভালরূপই বোঝে যে চুরি করিলে লোকে ঘৃণা করিবে কঠোর রাজদণ্ড হইবে ও পরলোকে নরক হইবে, কিন্তু ইহা বুঝিয়াও স্বভাব বশতঃ চুরি না করিয়া থাকিতে পারে না, একটী গল্প আছে কতকগুলি লোক তীর্থে যাইতেছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে দেখিতেন তাঁহাদের জিনিষগুলি যথাস্থানে নাই, নানাস্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে, একদিন একজন রাত্রিতে সতর্ক থাকিয়া দেখিলেন তাহাদেরই একজন ঐরূপ করিতেছে, তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে সে বলিল ভাই তোমাদের দ্রব্যাদির কিছুই ক্ষতি হইবে না, কিন্তু কি করিব পরদ্রব্য না বলিয়া নিজস্ব করা আমার একটু অভ্যাস আছে, অতএব রাত্রিতে মনটা বড়ই চঞ্চল হয় ও নিদ্রা হয় না, অথচ তীর্থে যাইতেছি কাহারও কিছু হরণ করিতেও পারি না, সুতরাং প্রত্যেকের দ্রব্যগুলি স্থানচ্যুত করিয়া রাখিলেও প্রাণটা অনেকটা সুস্থ থাকে। ইহা শুনিয়া সকলেই হাঁসিতে লাগিলেন ও নিশ্চিন্ত হইলেন। অতএব যাহারা স্বভাব বশতঃ অন্যায় কাজ করে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেই বা কি হইবে তাহারাত শুনিবে না, সুতরাং

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

অন্বয় :—ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্য 'চক্ষুরাদীনাং সর্ব্বেষামেব ইন্দ্রিয়াণাম্' অর্থে 'রূপাদিবিষয়ে' রাগদ্বেষৌ 'অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলেচ দ্বেষঃ' ব্যবস্থিতৌ 'প্রসিদ্ধৌ' তয়োঃ 'রাগদ্বেষয়োঃ' বশং নাগচ্ছেৎ 'রাগ-দ্বেষাধীনো ন ভবেৎ' হি 'যতঃ' অস্য 'মুমুক্ষোঃ' তৌ 'রাগদ্বেষৌ' পরিপন্থিনৌ 'মোক্ষমার্গপ্রতিকূলৌ'। ৩৪

অনুবাদ :—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ হওয়া প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ হওয়া জীবমাত্রেরই প্রসিদ্ধ কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাগদ্বেষের বশীভূত হইবেন না কারণ সে দুইটি সাধকের পক্ষে অত্যন্ত শত্রু। ৩৪

সেখানে সহসা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের উপদেশ দেওয়া বৃথা হইবে, অতএব তাহাদিগকে সচ্চরিত্র হইবার জন্য নানাবিধ সৎকার্য্য করিতেই উপদেশ দিতে হইবে। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম বন্ধ না করিয়া যাহাতে তাহারা সর্ব্বদা সৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হয় সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে। তাহার ফলে ক্রমশঃ তাহাদের দুষ্ট স্বভাব ভদ্র হইয়া আসিবে, তখন তাহারা নিজেই সংযত হইয়া শান্ত হইবে। যেমন কুম্ভকারের চক্র যখন প্রবলবেগে ভ্রমণ করে তখন তাহাকে হঠাৎ বন্ধ করা সম্ভব হয় না, হঠাৎ বন্ধ করিতে গেলে মহাবিপদ হয়, সেইজন্য বন্ধ করিবার আবশ্যক হইলে কৌশলে ধীরে ধীরে তাহার বেগকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে হয়, চেষ্টা দ্বারা ক্রমে তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়া শেষে স্থির হইয়া যায়। আরও দেখুন অশিক্ষিত দুরন্ত অশ্বের গতিকে সহসা সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা অসম্ভব, রুদ্ধ করিতে গেলে বিপদেরই সম্ভাবনা, এইজন্য প্রথমে তাহার অনুকূলেই চলিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াও উচিত হয় না, তাহ'লে কুপথে লইয়া গিয়া আরোহীকে মহাবিপদে ফেলিবে, সেইজন্য প্রথমে কতকটা তাহার অনুকূলে যাইলেও রীতিমতভাবে বল্গা ধরিয়া থাকিতে হয় যাহাতে সে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলিতে না পারে, এইরূপে অশ্বকে সংযত করিয়া সুপথে পরিচালিত করিতে পারিলে ক্রমে দুরন্ত অশ্বও বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিলে আর কোন বিপদই হয় না, বরং উপকারই পাওয়া যায়। * সেইরূপ অশিক্ষিত অশ্ব অপেক্ষাও অতিচঞ্চল কর্ম্মপ্রবণ মন প্রভৃতিকে সহসা রুদ্ধ করিতে গেলে কখনই তাহা সম্ভব হইবে না, অতএব তাহাদিগকে কর্ম্মই করিতে দিতে হইবে, অথচ ইচ্ছামত যে কোন কর্ম্ম করিতে দেওয়াও হইবে না, তাহলে ভোগ-প্রবণ মন প্রভৃতি অন্যায় কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া পড়িবে অতএব তাহাদিগকে সৎকর্ম্মেই প্রবৃত্ত করিতে হইবে, সদাচার ও সৎকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিলে তখন তিনি স্থিরচিত্তে ভগবদুপাসনা করিতে সক্ষম হইবেন, এইজন্য সাংখ্যের মত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ম্ম বন্ধ করিতে না বলিয়া সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিবার জন্যই ভগবান্ উপদেশ দিলেন, ইহাই ঠিক সদ্গুরুর উপযুক্ত উপদেশ। ৩৩

---

* ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ।
হৃদয়জ্ঞত্বমবিচ্ছিন্ন দমাস্তেবার্ব্বতো মুহুঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত)

শঙ্করভাষ্যম্ ঃ—যদি সর্ব্বো জন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে, ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি, ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে ইষ্টে রাগোঽনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যম্ভাবিনৌ। তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্যচ বিষয় উচ্যতে, শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ, যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি যদা, তদা স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি। যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রার্থদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতিবশঃ, তস্মাৎ তয়ো রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেদ্ যতস্তৌ হ্যস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ তস্করাবিবেত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

শ্রীধর ঃ—নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকম্ ইত্যুক্তম্ অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে অনুরাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে, হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাব ঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রন্তু ততঃ-প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি, ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি। তদেবং স্বাভাবিকং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ ঃ—যস্মাদ্দুঃস্বভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তস্মাৎ যাবৎ পাপাভ্যাসোত্থদুঃস্বভাবো নাভূৎ তাবদ্ যথেষ্টমিন্দ্রিয়াণি ন চারয়েদিত্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সা প্রত্যেকং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে স্বস্ববিষয়ে পরস্ত্রীমাত্রগাত্রদর্শনস্পর্শনতৎপরিচরণতৎসম্প্রদানকদ্রব্যদানাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি রাগঃ, তথা গুরুবিপ্রতীর্থাতিথিদর্শনস্পর্শনপরিচরণতৎসম্প্রদানকধনবিতরণাদৌ শাস্ত্রবিহিতেঽপি দ্বেষঃ, ইত্যেতৌ বিশেষেণাবস্থিতৌ বর্ত্তেতে, তয়োর্বশমধীনত্বং ন প্রাপ্নুয়াৎ। যদ্বা ইন্দ্রিয়ার্থে স্ত্রীদর্শনাদৌ রাগঃ, তৎপ্রতিঘাতে কেনচিৎ কৃতে সতি দ্বেষ ইতি, অস্য পুরুষার্থসাধকস্য। কেচিত্তু মনোঽনুকূলার্থে সুরসস্নিগ্ধান্নাদৌ রাগঃ, মনঃপ্রতিকূলেঽর্থে বিরসরুক্ষান্নাদৌ দ্বেষঃ। তথা স্বপুত্রাদিদর্শনশ্রবণাদৌ রাগঃ. বৈরিপুত্রাদিদর্শনশ্রবণাদৌ দ্বেষঃ। তয়োর্বশং নাগচ্ছেদিতি ব্যাচক্ষতে॥ ৩৪॥

মিতভাষ্যম্ ঃ—ননু তর্হি প্রকৃতিবশত্বে জীবানাং ততএব রাগদ্বেষাভ্যাম্ অনুকূলে পরদারাদৌ প্রবৃত্তেঃ নিবৃত্তেশ্চ প্রতিকূলাদ্ বৈধাৎ ব্যর্থং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং তত্রাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি, বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাম্ অর্থে বিষয়ে অনুকূলে পরদারাদৌ রাগঃ প্রতিকূলেচ যাগাদৌ দ্বেষঃ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ নিয়মেন ভবত ইতি যাবৎ, তয়ো রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ, হি যতস্তৌ রাগদ্বেষৌ অস্য শ্রেয়স্কামস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য প্রতিকূলৌ ভবত ইত্যর্থঃ। অথবা প্রিয়জনদর্শনাদৌ রাগঃ শত্রুদর্শনাদৌ চ দ্বেষো ভবতঃ তয়োর্বশং নাগচ্ছেদিতি। অয়ং ভাবঃ প্রকৃতিস্তাবৎ রাগমুৎপাদ্য লোকং প্রবর্ত্তয়তি পরদারাদৌ দ্বেষমুৎপাদ্য চ নিবর্ত্তয়তি কৃচ্ছ্রসাধ্যাৎ যাগাদেঃ, শাস্ত্রং পুনারাগ প্রাপ্তপরদারভোগাদেরায়ত্যামতিদুঃখহেতুত্বং শ্রাবয়ং তত্র রাগং সমুচ্ছিনত্তি, যাগাদেশ্চাতিসুখহেতুত্বং শ্রাবয়ং তত্র দ্বেষং বিঘটয়তীতি দ্বারীভূতয়ো রাগদ্বেষয়োর্বিঘটনাৎ শাস্ত্রেণ প্রকৃতিং খাতবংস্রোরাগবন্নিরুদ্ধ্যতে

ইত্যর্থবচ্ছাস্ত্রং বিধিপ্রতিষেধাধায়ক, তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—"দৃষ্টাৎ সুখাদধিকং দুঃখমায়ত্যামিতি বিদ্বাংসং বিশ্বস্তমাস্তিকং পুরুষং শক্নোতি রাগতঃ প্রবৃত্তের্বারয়িতুং বলীয়ান্ শাস্ত্রপ্রতিষেধঃ যথা লোকে ভুজঙ্গায়াঙ্গুলি র্ন দেয়ে"তি ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ঃ—সমস্ত প্রাণীই যদি স্বভাব অনুসারেই কার্য্য করে তাহলে পুরুষকারের বিষয় না থাকায় শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এইজন্য বলিতেছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অভিলষিত বিষয়ে অনুরাগ ও বিরুদ্ধবিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, যিনি শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি পূর্ব্বেই রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইবেন না; মানুষের স্বভাব রাগ ও দ্বেষের দ্বারাই লোককে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে এবং সেইজন্য লোক স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করে যখন তাহার বিরোধী বস্তুদ্বারা রাগ ও দ্বেষকে নিয়মিত করে তখন লোক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়েই দৃষ্টি দান করে প্রকৃতির বশীভূত হয় না, সেইজন্য রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইবে না, যেহেতু উহারা চোরের মত পুরুষের মঙ্গলকর পথের বিঘ্নকারী হয় ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর ঃ—যদি বল প্রকৃতি বশতই যদি লোকের প্রবৃত্তি হয় তাহলে বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িল এইজন্য বলিতেছেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহাদের অধীন হইবেনা, ইহাই শাস্ত্র নিয়ম করিয়া দিতেছেন, যেহেতু ঐ দুইটি মুক্তিকামী লোকের প্রতিকূল। অভিপ্রায় এই যে লোকের স্বভাব বিষয়ের স্মরণ করাইয়া দিয়া অনুরাগ ও বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া অত্যন্ত গভীর স্রোতের মত গুরুতর অমঙ্গলকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, কিন্তু শাস্ত্র তাহার পূর্ব্বেই বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষের প্রতিকূল ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সৎকার্য্যে লোককে প্রবৃত্ত করে, এবং সেইজন্য গভীর স্রোতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই নৌকা অবলম্বন করার মত আর অমঙ্গল প্রাপ্ত হয় না, অতএব পশুর মত স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্ত ত্যাগ করিয়া এইরূপে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ ঃ—যেহেতু দুষ্টস্বভাবযুক্ত লোকে বিধিশাস্ত্র ও নিষেধশাস্ত্র প্রভুত্ব করিতে পারেনা সেইজন্য যাহাতে পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া দুষ্টস্বভাব না হইয়া যায় সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে না ইহাই বলিতেছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়—যে কোন পরস্ত্রীর গাত্রদর্শন তাহা স্পর্শ করা তাহার সেবা ও তাহাকে অর্থ দান প্রভৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যে অনুরাগ এবং গুরু ব্রাহ্মণ তীর্থ ও অতিথির দর্শন স্পর্শ ও তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদিগকে অর্থ দান প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত হইলেও তাহাতে বিদ্বেষ এই দুইটি বিশেষরূপে হইয়া থাকে, তাহাদের বশীভূত হইবেনা, অথবা পরস্ত্রী-দর্শন প্রভৃতিতে অনুরাগ এবং কেহ তাহার বাধা উৎপাদন করিলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ হয়। কেহ কেহ বলেন মনের অনুকূল সুস্বাদু খাদ্য বস্তুতে অনুরাগ হয় এবং মনের প্রতিকূল বিস্বাদ শুষ্ক অন্ন প্রভৃতিতে বিদ্বেষ হয়। এবং নিজপুত্র প্রভৃতির দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতিতে অনুরাগ ও শত্রুর পুত্র প্রভৃতির দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতিতে বিদ্বেষ হয় এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ॥ ৩৪ ॥

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—সকলেই যদি স্বভাব অনুসারেই কাজ করিতে বাধ্য হয় তা'হলে তাহাদের জন্য শাস্ত্রে বা সমাজে যে সকল বিধি নিষেধ আছে তাহা ত ব্যর্থ হইয়া পড়িল, কারণ সকলে নিজ নিজ স্বভাব অনুসারেই কাজ করিবে শাস্ত্র বা সামাজিক নিয়ম অনুসারে কেহই চলিবে না, অতএব যাহার স্বভাবতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মেই অনুরাগ ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে বিদ্বেষ আছে তাহার ত আর কোন কালে উন্নতির কোন আশাও নাই,এইজন্য এই শ্লোকটি বলিতেছেন, অর্থাৎ জীবমাত্রই স্বভাব বশতই প্রিয়-বস্তুতে অনুরক্ত ও

অপ্রিয়-বস্তুতে বিদ্বেষী হয় বটে, কিন্তু এই স্বভাবের পরিবর্ত্তনের জন্যই ভগবান মধ্যে মধ্যে জীবকে মানুষ-দেহযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন। অতএব মানুষের পক্ষে কিছু বিশেষ আছে, কারণ মানুষের প্রতিই দয়া করিয়া ভগবান্ বিবেকরূপ একটি অমূল্য রত্ন দিয়াছেন, মানুষ সকল কাজই তাহার দ্বারা সংস্কার করিয়া করিবে বলিয়া, এবং মানুষের জন্যই শাস্ত্র করিয়া দিয়াছেন, অন্য প্রাণীর জন্য নহে, শাস্ত্র বলিতেছেন স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ বশতঃ নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে পরিণামে দারুণ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ব্রত নিয়ম উপবাসাদি আপাতত কষ্টকর হইলেও পরিণামে তাহা হইতে প্রভূত উপকার হইবে, শাস্ত্রের এই শিক্ষা পাইলে লোক অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সুতরাং ক্রমে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ও বিবেক-সংশুদ্ধ কাজ করিলে তাহা হইতে কখনই অমঙ্গল ঘটিবে না, প্রত্যুত পরম মঙ্গলই হইবে, নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ"। অর্থাৎ যিনি সুবিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করেন তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মী স্বয়ংই তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। যদিও স্বভাব আসিয়া লোককে চঞ্চল করিয়া দেয় বটে তথাপি শাস্ত্রের শাসন ও বিবেকরূপ সুদৃঢ় অঙ্কুশের সাহায্যে স্বভাবরূপ প্রচণ্ড মাতঙ্গকে সর্ব্বদা সংযত রাখিতে হইবে। "জ্ঞানাঙ্কুশপ্রহারেণ বারয়ামি পুনঃ পুনঃ" তাহলেই পরিণামে পরম শান্তি সুখ অনুভব করিতে পারিবেন, যেমন ধরুন কেহ অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন সম্মুখে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য বস্তুও উপস্থিত হইয়াছে, তাই বলিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যদি অপরিমিত আহার করেন, তাহ'লে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু কষ্ট পাইবেন এমন কি অতিপ্রিয় শরীর পর্য্যন্ত হয়ত নষ্ট হইতে পারে, অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক পরিমিত আহার করিলে কোন ক্ষতিই হইবে না বরং দেহ ও মন শান্তিই পাইবে, এইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল কাজই বিবেচনাপূর্ব্বক শাস্ত্র অনুসারে করিয়া থাকেন ও তজ্জন্য সুখী হন। এইরূপ আধ্যাত্মিক সাধন-পথেও বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে যাহাতে রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া অধঃপতিত হইতে না হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রবল বেগে ভ্রমণশীল কুম্ভকারের চক্রকেও চেষ্টা করিলে ধীরে ধীরে স্থির করিতে পারা যায়, সেইরূপ স্বভাবের প্রবল বেগকেও শাস্ত্র অনুসারে যত্ন করিলে ক্রমশঃ সংযত করিতে পারা যাইবে, যেমন নদীর প্রবল বেগ স্বভাব বশতঃ উন্মার্গগামী হইয়া লোকের গুরুতর অনিষ্টের হেতু হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান্ মানুষ পৌরুষের সাহায্যে সেই প্রবল বেগকেও সংযত করিয়া লইয়া তাহাকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিয়া নিজের হিতকর কৃষি প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী করিয়া লন্, সেইরূপ স্বভাবকেও বিবেক অনুসারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সদুপায়ে সংযত করিয়া ভগবদারাধনায় নিযুক্ত করিতে পারা যায়। * কোন কোন সময় বিবেকও ভুল হইয়া যায় সেইজন্য শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়, শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে তাহাকে বিবেক বলা হইবে না জানিবেন। সৎ অসৎ বিচার-শক্তিই বিবেক। এবং প্রবল দুরদৃষ্ট থাকিলে অনেক বাধাবিঘ্ন আসিয়া পড়িবে, কিন্তু সে সকল বিঘ্নকেও পরাভূত করিয়া প্রবল উৎসাহভরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, ইহাই হইল প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ইহাও নীতিশাস্ত্রকার পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পুনস্ত্যজন্তি"॥

---

* "চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ। যাতু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা।" যোগসূত্রভাষ্যম্

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

অন্বয় :—স্বনুষ্ঠিতাৎ 'সম্যগাচরিতাৎ' পরধর্ম্মাৎ 'বিজাতীয়ধর্ম্মাৎ' বিগুণঃ 'অঙ্গহীনোঽপি' স্বধর্ম্মঃ 'স্বজাতীয়ধর্ম্মঃ' শ্রেয়ান্ 'প্রশস্তঃ' স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং 'মরণমপি' শ্রেয়ঃ 'প্রশস্তং' পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ 'নরকহেতুত্বাৎ ভয়হেতু র্ভবতি। ৩৫

অনুবাদ :—পরধর্ম্ম অর্থাৎ অন্য জাতির ধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ করিলেও তাহা অপেক্ষা স্বজাতীয় ধর্ম্ম যদি উত্তমরূপে নাও করা হয় তথাপি তাহাই শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকেন তাঁহার মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ কারণ পরধর্ম্ম নরকের হেতু হয় বলিয়া ভয়ের কারণ হয়। ৩৫

অর্থাৎ নানাবিধ বাধাবিঘ্নদ্বারা পুনঃ পুনঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও গুণবান্ ব্যক্তি কখনই আরব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। আর মনকে সংযত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইল—সর্ব্বদা সজ্জনের সঙ্গে থাকিয়া নিরন্তর ভগবৎ কথায় আত্মনিয়োগ করা, সজ্জনের মুখে ভগবন্মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়, শাস্ত্রে আছে অতিনৃশংস ব্যাধও এই প্রকারে সাধু হইয়াগিয়াছিল, সুমধুর ভাবপূর্ণ ভগবন্মহিমা আস্বাদন করিতে করিতে শ্রবণ মন প্রাণ অত্যন্ত শান্তি পাইতে থাকে, এবং মোক্ষলাভের একান্ত উপায় ভগবানে শীঘ্রই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অনুরাগ ও গভীর ভক্তি হয় তখন তিনি কৃতার্থ হইয়া যান, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তদ্ জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি" ॥

ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বলা হইল। কোন মহাত্মাও বলিয়াছেন—"হরিসে লাগি রহ ভাই বনত বনত বনি যাই" অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবৎ-প্রসঙ্গে লাগিয়া থাক ক্রমশঃ মন উপযুক্ত হইয়া যাইবে। অতএব ভগবান্ যখন মানুষকে বিবেচনা বুদ্ধি দিয়াছেন তখন তাহার অবশ্যই সদ্ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে নিজের প্রকৃত শান্তি হয় ইহা ত সকলেই কামনা করেন, অতএব ভগবৎ-প্রদত্ত বুদ্ধিকে সর্ব্বদা সুপথে পরিচালিত করিয়া যাহাতে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় তাহার জন্যই প্রযত্ন করা উচিত, এই জন্যই ভগবান কৃপা করিয়া মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন জানিবেন, অতএব ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া নিজেকে অধঃপতিত না করিয়া যাহাতে নিজের প্রকৃত উন্নতি হয় সেজন্য শাস্ত্র অনুসারে আন্তরিক যত্নবান হইবার জন্যই এই শ্লোকে ভগবান্ উপদেশ দিলেন। ৩৪

শঙ্কর ভাষ্যং—তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা পরধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবেতি তদসৎ শ্রেয়ানিতি, শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্ম্মঃ স্বকীয়োধর্ম্মো বিগুণোঽপি অনুষ্ঠীয়মানঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ, কস্মাৎ? পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর।—তর্হি স্বধর্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্মাৎ সকাশাৎ, তত্র হেতুঃ স্বধর্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্মস্তু পরস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ যুদ্ধরূপস্য ধর্মস্য যথাবদ্রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন কর্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাৎ ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। বিগুণঃ কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোঽপি পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাধ্বেবানুষ্ঠাতুং শক্যাদপি সর্বগুণপূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রেয়ান্ তত্র হেতুঃ স্বধর্ম ইত্যাদি। "বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমাছলঃ। অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবৎ ত্যজেৎ॥" ইতি সপ্তমোক্তেঃ॥ ৩৫॥

মিতভাষ্যম্—নন্থ ধর্মস্যৈবানুষ্ঠেয়ত্বেন ধর্মত্বাবিশেষাৎ যথাকামং সুকরঃ পরধর্মোঽপি কার্য্যঃ ন ঘোরঃ ক্ষাত্রধর্মঃ স্বীয়োঽপীতি চেৎ তত্রাহ স্বনুষ্ঠিতাৎ যথাশাস্ত্রং সম্পাদিতাৎ পরধর্মাৎ বিগুণঃ যথাশাস্ত্রমননুষ্ঠিতোঽপি স্বধর্মঃ স্বজাতীয়ধর্মঃ বর্ণাশ্রমোচিতঃ—ব্রাহ্মণস্য যজনাদিঃ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধাদিঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ, ধর্মে হি শাস্ত্রমেব প্রমাণং ন লৌকিকোঽনুমানাদির্যেন ধর্মত্বাবিশেষাৎ পরধর্মঃ সুকরত্বেনাদরিয়তে, তথাচ পারমর্ষং বাক্যং 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ' শ্রীমদ্ভাগবতং চ "বেদপ্রণিহিতো ধর্মোহধর্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" ইতি, যতঃ স্বধর্মে স্থিতস্য নিধনং মৃত্যুরপি শ্রেয়ঃ, স্বর্গাপাদকত্বাৎ, 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গমি'ত্যুক্তেঃ, পরধর্মস্তু ভয়াবহঃ নরকাপাদকত্বাৎ 'পাপমবাপ্স্যসী'ত্যুক্তেঃ। তস্মাৎ সুকরোঽপি পরধর্মো হিত্বা ঘোরোঽপি স্বধর্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি সিদ্ধম্॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য

শঙ্কর—রাগ-দ্বেষ-প্রযুক্ত লোক শাস্ত্রের অর্থও বিপরীত মনে করিয়া থাকে, অর্থাৎ পরধর্মও ধর্ম বলিয়া তাহাই কর্তব্য, তাহা সত্য নহে, এই শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন, নিজের ধর্ম অঙ্গহীন করিয়া করিলেও তাহা সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরধর্মে প্রবৃত্ত লোকের জীবিত থাকা অপেক্ষা স্বধর্মে প্রবৃত্ত লোকের মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ, কারণ পরধর্ম নরকের হেতু বলিয়া ভয়ের কারণ॥ ৩৫॥

শ্রীধর—যদি বল তা'হলে যুদ্ধ'প্রভৃতি স্বধর্ম কষ্টকর বলিয়া যথানিয়মে করিতে পারা যায় না আর অহিংসাদি পরধর্ম সুখকর বলিয়া এবং উভয়ই ধর্ম বলিয়া পরধর্মই করিতে ইচ্ছুক অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ পরধর্ম অপেক্ষা স্বধর্ম কিঞ্চিদঙ্গহীন হইলেও তাহা অতিশয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু স্বধর্মে যুদ্ধ প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত লোকের মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতে স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু পরের ধর্ম অপরের পক্ষে ভয়ের হেতু, কারণ তাহাতে নরক হয়॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—যুদ্ধরূপ ধর্ম রাগদ্বেষশূন্য হইয়া করিতে পারাযায় না বলিয়া এবং অহিংসাদি পরধর্ম সুখকর বলিয়া এবং দুইটিই ধর্ম বলিয়া পরধর্মেই প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক অর্জ্জুনকে বলিলেন, পরধর্ম উত্তমরূপে করিতে পারিলেও এবং সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইলেও তাহা অপেক্ষা স্বধর্ম কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত হইলেও

এবং উত্তমরূপে করিতে না পারিলেও তাহাই শ্রেষ্ঠ. কারণ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত লোকের মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। কারণ সপ্তমস্কন্ধে আছে বিধর্ম্ম পরধর্ম্ম আভাস উপমা ও ছল, * এই পাঁচটি অধর্ম্মের শাখা ধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক অধর্ম্মের মত এই গুলিকে ত্যাগ করিবেন॥ ৩৫॥

পুষ্পাঞ্জলি:—যদি বল ধর্ম্ম করিতে হইলে যে ধর্ম্ম সুবিধা হইবে সেই ধর্ম্মইত করা উচিত, অতএব সর্ব্বকর্ম্মসন্যাস করিয়া বুদ্ধিযোগই করিব কারণ তাহাতে কঠোর যুদ্ধাদি নাই. তাহা না করিতে বলিয়া আমাকে এই ঘোর ক্ষাত্র কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ করিলেও তাহা অপেক্ষা নিজধর্ম্ম কঠোর হইলেও নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভগবান যাহাকে যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার পক্ষে সেই জাতির উপযুক্ত ধর্ম্মই সঙ্গত, অন্যথা তিনি সেই জাতিতে তাহাকে পাঠাইবেন কেন? অতএব তাহার পক্ষে সেই জাতির উপযুক্ত কর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিবেন, এবং তাহাই তাহার তপস্যা মহাভারতে আছে 'তপঃ স্বধর্ম্মবৃত্তিত্বং' অর্থাৎ স্বজাতীয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করাই তপস্যা। মানুষের সুবিধা অনুসারে কখনও ধর্ম্ম হয় না। যে ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহার পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—'বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" অর্থাৎ বেদ যে কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম, এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহাই অধর্ম্ম। আচার্য্য জৈমিনি মুনিও বলিয়াছেন—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ যে কার্য্যটি করিবার জন্য শাস্ত্রে আদেশ করা হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম, যেমন পূজা দান ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি, অভিপ্রায় এই যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বস্তুটি অলৌকিক, অর্থাৎ তাহা মানুষের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বা যুক্তিসিদ্ধ কোন বস্তু নহে। যেমন ধরুন শাস্ত্রে আছে পবিত্র ঘৃত বা সুস্বাদু চরু পাক করিয়া তাহা অগ্নিতে হোম করিতে হইবে, কিন্তু সাধারণের যুক্তিতে মনে হয় ইহা অতি নির্ব্বোধের কথা হইল, অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভস্ম করা অপেক্ষা কোন ব্যক্তি আহার করিলে ত প্রত্যক্ষ উপকার হয় তাহা না করিয়া ভস্মসাৎ করিলে কি উপকার হইবে? শাস্ত্র কিন্তু বলিয়াছেন হোম করিতে হইবে, এবং এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা ধর্ম্ম অপরের পক্ষে তাহাই অধর্ম্ম হয়, আমরা বিশেষভাবেই জানি, কোন একজন সৎশূদ্র স্বয়ং শালগ্রাম পূজা করিতে আরম্ভ করে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার দুই হাতে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ঐ রোগেই তাহার মৃত্যু হয়, আমরা ঐ শালগ্রামকে দেখিয়াছি। আর একজন সৎশূদ্র নিজে চণ্ডীপাঠ করিতে আরম্ভ করে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পুত্রগুলি সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাকেও আমরা দেখিয়াছি। একজন সৎশূদ্র গত বৎসর কার্ত্তিক মাস হইতে স্বহস্তে শালগ্রাম পূজা করিতে আরম্ভ করে, বন্ধুগণ নিষেধ করিলেও গ্রাহ্য করে নাই দম্ভভরে প্রত্যহ শালগ্রামের পূজা করিত, পৌষ মাসে তাহার পুত্র ও কন্যা যাহা ছিল মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এখন সে নির্ব্বংশ, এখন শালগ্রামকে বিদায় করিয়া দিয়াছে, আর একজন সৎশূদ্র

* ধর্ম্ম মনে করিয়া যাহা করিলে স্বধর্ম্মের বাধা হয় তাহা বিধর্ম্ম, একের পক্ষে যাহা বিহিত তাহা অন্যের পক্ষে পরধর্ম্ম, নিজের ইচ্ছামত যে ধর্ম্ম করা হয় তাহা আভাস, পাষণ্ড বা দম্ভ উপমা অর্থাৎ উপধর্ম্ম, এবং শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যার নাম ছল।

প্রত্যহ চণ্ডী গীতা উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ করিত অনেকে নিষেধ করিলেও শুনিত না, এখন তাহার পুত্র কন্যা ও দৌহিত্র ইত্যাদি যাহা ছিল সমস্তই গিয়াছে বংশের চিহ্নও নাই, এই দুইজন লোক কলিকাতা-নিবাসী। এইজন্য ভগবান বলিলেন "পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"। অতএব ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম মানুষের যুক্তিসিদ্ধ বস্তু নহে, ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ বস্তু, তাহারও কারণ বেদ কোন মানুষের কল্পিত গ্রন্থ নহে যে সাধারণ মানুষ তাহাকে নিজের প্রতিভার দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইবে; ইহা ভগবৎপ্রণীত অলৌকিকতত্ত্বপূর্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, অতএব ইহার উদ্দেশ্য মানুষের বোধগম্য নহে, একমাত্র ভগবানই তাহা বুঝেন * অতএব শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্রবাক্য প্রতি-পালন করাই মানুষের কর্ত্তব্য। এইজন্য বেদব্যাস বশিষ্ঠ শুক্রাচার্য্য গৌতম প্রভৃতি সর্ব্বজনমান্য মহর্ষিগণও বেদবাক্যকে অতি শ্রদ্ধাসহকারে সম্মান করিয়া গিয়াছেন. কোন বিরোধিতা করিতে সাহস করেন নাই, সুতরাং সাধারণ মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে? অতএব বেদ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম, এবং যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়াছেন তাহাই অধর্ম্ম। এবিষয়ে মীমাংসা-দর্শনে রাশি রাশি গ্রন্থ আছে ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন, এখানে সকল কথা আলোচনা করা সম্ভব নহে। এই ব্রাহ্মণাদি জাতির কথাও বেদেই আছে, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি জাতি তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, তাহার ব্যতিক্রম করিলেই অধর্ম্ম হইবে। ভগবানই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনিই প্রাণীদিগকে নানা যোনিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যাহাকে যে জাতিতে সৃষ্টি করা উচিত বুঝিয়াছেন তাহাকে সেই জাতিতেই পাঠাইয়াছেন এবং তাহার উপযুক্ত কার্য্যও তিনিই বেদে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার ব্যতিক্রম করিলে খোদার উপর খোদকারী করা হইবে. সুতরাং বেদ অনুসারে কার্য্য করিলেই মানুষের মঙ্গল হইবে, নিজের সুবিধামত করিলে হইবে না' এ কথা পরে ভগবানও বলিবেন † এমন কি শাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া যদি মৃত্যুও হয় তা'হলেও স্বর্গই হইবে নরক হইবে না, এইজন্য ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ হয়, ব্রাহ্মণাদি জাতির তাহা হয় না। মহাভারতে দেখিতে পাই দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ হইয়াও যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় তৎকালে সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইতেন। আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ পথে গমন করিলে ভয়াবহ নরকপাত হইবে। তাই বলিলেন" স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বজাতীয় ধর্ম্মই কর্ত্তব্য অন্য জাতির ধর্ম্ম কখনই কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে গুরুতর অমঙ্গলই ঘটিবে, অতএব প্রাণান্ত হইলেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করিও না।

স্বজাতীয় ধর্ম্মে গভীর শ্রদ্ধাশীল হইবার জন্য অতি আগ্রহ সহকারে ভগবান যে এত উপদেশ দিলেন ইহার কারণ এই যে, স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রভাবেই লোক সর্ব্বতোভাবে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে বহু আলোচনা করা হইয়াছে এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ফলেই দেশ জাতি ও সমাজ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, প্রত্যেক জাতি যদি স্বধর্ম্মে আন্তরিক আগ্রহশীল হয় তাহ'লে সকলেই প্রযত্নের অনুরূপ উপকার পাইয়া সুখী হয়, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলে সকলেই উন্নতি লাভ

* ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নান্যোমদ্ বেদ কশ্চন" শ্রীমদ্ভাগবত।

† তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

করিয়া শান্তি লাভ করিবে কারণ ব্যষ্টির উন্নতিতেই সমষ্টির উন্নতি হয়, এই রূপে সমস্ত দেশই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ফলে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, যেমন ধরুণ ব্রাহ্মণ ব্রত নিয়ম পূজা জপ শাস্ত্র অধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বারা জীবনকে পবিত্র করিয়া আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লাভ করিবেন, এবং অন্যান্য জাতির কল্যাণের জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যে পৌরোহিত্য ও গুরুর কার্য্য ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যের রীতিমত সহায়তা করিয়া তাঁহাদের কল্যাণ করিবেন, এবং জ্ঞান ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, এই জন্য ব্রাহ্মণ বহুপরিশ্রমে তপস্যা পূর্ব্বক নিজে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সেই বিদ্যা শিক্ষা দিয়া অপরকে সুশিক্ষিত করিবেন, এবং যাহাতে মনুষ্য সমাজ সাধারণভাবে শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি অবগত হইতে পারে সেজন্য তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রপ্রচার ইত্যাদি করিবেন। এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে—প্রাণপণে প্রজাগণকে সেবা। ধর্ম্মযুদ্ধে জীবনদান, সমাজের যাবতীয় গঠন মূলক কার্য্য, এবং শাস্ত্রের বিপথগামী দুর্বৃত্তগণকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্মরাজ্য সুরক্ষিত করা ইত্যাদি। এবং বৈশ্যের পক্ষে—যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য না হইলে সমাজ-জীবন অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে সেই সকল অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দ্বারা সমাজের সেবা, যেমন কৃষিকার্য্য বাণিজ্য গোসেবা ইত্যাদি। এবং শূদ্রের পক্ষে—যে জনসেবার অতি উৎসাহপূর্ণ কথা প্রায়ই লোকের মুখে এখন শুনিতে পাওয়া যায় জনগণের সেই সেবাকার্য্যে একান্ত-চিত্তে আত্মনিয়োগ করা। এই প্রকারে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতীয় কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলে তাহার দ্বারা সমাজরূপী প্রত্যক্ষ ভগবানের সেবা করিয়া লোক ধন্য হইবে, এই স্বজাতীয় ধর্ম্মের এমনই মহিমা যে এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যদি জীবনও বিপন্ন হয় তাহলেও স্বর্গ হইবে কোন অশুভই হইবে না, এইজন্য বলিলেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" পরেও বলিবেন "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" অর্থাৎ স্বজাতীয় কর্ম্মের দ্বারা ভগবান্‌কে সেবা করিয়া মানুষ মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু অন্য জাতির ধর্ম্ম যতই উত্তমরূপে আচরিত হউক না কেন তাহা অমঙ্গলজনক হইবেই। তাই বলিলেন—"পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"।

পূর্ব্বে যে সজাতীয়কর্ম্মগুলির কথা বলা হইল ঐগুলি অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ ক্ষত্রিয় যদি প্রজাগণকে সুলভ অন্নবস্ত্রাদির দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, দুর্বৃত্ত দস্যুগণ হইতে প্রজাগণকে রক্ষার ব্যবস্থা এবং বিদেশী শত্রুগণ হইতে সমগ্র দেশকে রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি না করে তাহলে দুর্ভিক্ষ রোগ শোক দস্যু-পীড়া রাষ্ট্রবিপ্লব ইত্যাদিতে সমাজের গুরুতর সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, এইজন্য সমাজকে শান্তিময় ও বিপন্মুক্ত করিবার জন্য রাজা মন প্রাণ দেহ ও সর্ব্বস্ব দিয়া জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবেন এমন কি প্রয়োজন হইলে দেহকেও বিপন্ন করিয়া যুদ্ধের দ্বারা দেশের শান্তি বিধান করিবেন অতএব ক্ষাত্রশক্তিই সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণের মূল। এইজন্য বলিষ্ঠ ক্ষাত্রশক্তি অত্যন্তই প্রয়োজন, এই ক্ষত্রিয়ের অভাবেই ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল পরাধীন হইয়াছিল। রাজা অশোক ক্ষত্রিয় জাতি না হইলেও প্রভূত ক্ষাত্রশক্তির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষাত্র-শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ অহিংসা বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় অন্যান্য বহু ভূস্বামীও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অহিংসার উপাসক হন্। এবং সাধারণ বহুলোকও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে, এই স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করার ফলেই দেশে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী

প্রবল ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে দেশে ভীষণ বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এবং তখন হইতেই দেশে ফলতঃ দুইটী প্রধান জাতির আবির্ভাব হয়। প্রায় ১৮শত বৎসর পূর্ব্বে কনিষ্ক নামক একজন বিদেশী লোক কাশ্মীরের রাজা হইয়া বৌদ্ধ হয় ও প্রায় পাঁচ ভাগের চারিভাগ লোককে বৌদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং সেই সময় কাবুল কান্দাহার (গান্ধার) ও সীমান্ত প্রদেশ প্রায় বৌদ্ধ হইয়া যায়, পরে তাহারাই মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণই জাতির সমস্ত অমঙ্গলের হেতু। গান্ধার দেশ ভারতের হস্তচ্যুত হওয়ার কারণই হইল স্বধর্ম্মত্যাগ, এবং সম্প্রতি যে ভারতের কিয়দংশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল ইহারও মূল ঐ স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণ। বৌদ্ধগণের ধাপ্পাতে পড়িয়া বহু ক্ষত্রিয় রাজা বৌদ্ধ হইয়া অহিংসাবৃত্তি গ্রহণ করায় ক্ষাত্রশক্তি অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন ভারতকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অন্তর্বিদ্রোহে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া বিদেশী বিধর্ম্মী দুর্বৃত্তগণ অনায়াসে ভারতকে অধিকার করিয়া লয়। এই রাষ্ট্রিক পরাধীনতা হওয়ায় জাতির যাবতীয় সমৃদ্ধিই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য জাতি বৌদ্ধ হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধ হওয়াতেই গুরুতর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মণাদি জাতির যাবতীয় কল্যাণকর কার্য্যই রাজার আশ্রয়েই সুরক্ষিত হইত। অজন্তা নালন্দা ও তক্ষশীলা প্রভৃতির সমৃদ্ধি দেখিয়া কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধদিগের সময়ে ভারত উন্নতির অত্যন্ত শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ঠিক নহে কারণ, সম্প্রতি হারাপ্পা মহেঞ্জদরো প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত প্রাচীন শিল্প কলা প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় বৌদ্ধ প্রভাবের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারত শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, বৌদ্ধ প্রভাবের সময় পর্য্যন্ত, সেই উন্নতি চলিয়া আসে কিন্তু বৌদ্ধদের প্রভাবে বহু লোক স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় জাতীয়তা অর্থাৎ স্বজাতীয় কার্য্যকলাপ অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে সেই জন্য তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া স্বজাতীয় কার্য্য কলাপ পরিত্যাগ করায় বৌদ্ধপ্রভাবের শেষ সময় হইতেই জাতীয় বিদ্যাগুলি লুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। দেখা যায় আয়ুর্ব্বেদের শল্যতন্ত্রটি-যাহাতে বহুবিধ অস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যে সকল অস্ত্রের এখনও আবিষ্কার হয় নাই, সেই মূল্যবান্ শল্যতন্ত্রটি বৌদ্ধদের অহিংসার কুহকে পড়িয়াই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী দেশ এই ভারতবর্ষের গুরুতর অবনতি ও দুর্গতির প্রধান কারণই হইল স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মগ্রহণ, এই জন্য জাতির নিরঙ্কুশ হিতাকাঙ্ক্ষী ত্রিকালদর্শী ভগবান মেঘগম্ভীর-নিনাদে ঘোষণা করিলেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সম্প্রতি বহু লোকই স্বজাতীয় ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে এবং কেহ কেহ পরধর্ম্ম গ্রহণও করিতেছে, ইহা ভাবী গুরুতর অমঙ্গলের কঠোর দুর্লক্ষণ জানিবেন। এইরূপে বৈশ্যজাতি কৃষি-কার্য্যের দ্বারা ধান গম যব প্রভৃতি শস্য উৎপাদন না করিলে এবং বাণিজ্যের দ্বারা বস্ত্রাদি পণ্য দ্রব্যগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিলে সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, এবং শূদ্রজাতিও সেবার দ্বারা রাজকার্য্য বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য প্রভৃতির সহায়তা না করিলে ঐ সমস্ত কার্য্যও অচল হইয়া পড়ে। এবং সমাজের যাবতীয় কার্য্যই ধর্ম্মরূপ পবিত্র জাহ্নবীসলিলের দ্বারা সুমার্জ্জিত না হইলে কখনই বিশুদ্ধ ও হিতকর হয় না, বরং ঘোর অনিষ্টকরই হইয়া পড়ে। যেমন রাজার রাজকার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত না হইলে তাহা সমাজের কল্যাণকর না হইয়া ঘোর অকল্যাণকরই হইয়া পড়ে, দম্ভ দর্প ও অভিমানে পরিপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল রাজার মত দেশের

প্রবল শত্রু আর কেহই নহে। এবং বৈশ্যের বাণিজ্যও ধর্ম্মসঙ্গত না হইলে পণ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও মূল্য-নির্দ্ধারণ প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা হইতে পারে না, বরং অবিশুদ্ধ বা মিশ্রিত দ্রব্য অনিয়মিত মূল্য ও চোরাবাজার প্রভৃতির দ্বারা বাণিজ্য সমাজের সর্ব্বনাশকরই হইয়া পড়ে। এইরূপ শূদ্রের সেবাবৃত্তিও ধর্ম্মানুগত না হইলে তাহা প্রভুর প্রীতিকর বা হিতকর না হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দ্বারা গুরুতর অশান্তিকরই হইয়া পড়ে। অতএব সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে সমাজের প্রকৃত শান্তিপ্রদ হয়, এইজন্য শিক্ষা রাজনীতি বাণিজ্যনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্মানুগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা...তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" অর্থাৎ ধর্ম্মই সমস্ত জগতের প্রধান আশ্রয় সেই জন্য মহাপুরুষগণ ধর্ম্মকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া থাকেন।

এবং ধর্ম্ম কি তাহা জানিতে হইলে একমাত্র শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতে হইবে কারণ শাস্ত্রই ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, শাস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই অধর্ম্ম। ভাগবত এই কথা বলিয়াছেন "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" এবং শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে ধর্ম্মাচার্য্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে হইবে, ব্রাহ্মণ নিঃস্বার্থ সদাচারপূত তপস্বী ভগবদ্ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন। এবং ব্রাহ্মণই যাবজ্জীবন শাস্ত্রের সেবা করিয়া যাইবেন. কারণ শাস্ত্রবিদ্যা ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। "বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাহমস্মি ত্বং মাং পালয়ানর্হতে মানিনে নৈব মাদা গোপায় মাং শ্রেয়সী তথাঽহমস্মি" ছান্দোগ্যশ্রুতি, অর্থাৎ বিদ্যা (সরস্বতী) ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন আমি তোমার পরম সম্পদ্ তুমি আমাকে রক্ষা কর, যে অন্যের উৎকর্ষ দেখিতে পারে না ও দাম্ভিক তাহাকে আমায় দিওনা, আমাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর, তাহ'লে আমি শক্তিশালিনী হইব। ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য হইয়া উত্তম রূপে শাস্ত্র প্রচার করিয়া সমস্ত জাতিকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবেন তাহা হইলে ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণির পূতস্পর্শে সুসংযত ও সুসংহত সকল জাতির সমন্বয়ে সুগঠিত এই জনসমাজ সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধিশালী হইয়া জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিবে। এইজন্য বেদোক্ত এই সনাতন ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একান্ত ইচ্ছায় ভগবান্ স্বয়ংই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সত্য দয়া দান ও পরোপকার প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্ম সর্ব্বজাতিসাধারণ হইলেও বেদোক্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই বিভিন্ন জানিবেন; এক জাতির পক্ষে যাহা ধর্ম্ম অন্যজাতির পক্ষে তাহা অধর্ম্ম, ইহার প্রতি একমাত্র বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রই প্রমাণ, অতএব স্বজাতীয় ধর্ম্মই শ্রেয়স্কর বিজাতীয় ধর্ম্ম নহে তাহা জাতি বা ব্যক্তির মঙ্গলকর না হইয়া গুরুতর অমঙ্গলকরই হইয়া থাকে, এই শ্লোকে ইহাই বিশেষভাবে বুঝান হইয়াছে। অর্জ্জুন মুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম্ম-যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ববিধামত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অহিংসা ও ভিক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনের মত বিশ্ববিশ্রুত বিরাট পুরুষের এইরূপ গুরুতর সর্ব্বনাশকর ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবৃত্তি হইলে সমাজ জাতি ও দেশ সমস্তই

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিযোজিতঃ ॥৩৬

অন্বয় :—অথেতি প্রশ্নে, হে বার্ষ্ণেয় 'বৃষ্ণিবংশোদ্ভব' পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ 'প্রেরিতঃ সন্' বলাৎ নিয়োজিত ইব পাপং চরতি 'করোতি'। ৩৬

শঙ্কর ভাষ্যম্—যদ্যপ্যনর্থমূলং "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" "রাগদ্বেষৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ" ইতি চোক্তং বিক্ষিপ্তমনবধারিতঞ্চ যদুক্তং, তৎ সংক্ষিপ্তং নিশ্চিতঞ্চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ, জ্ঞাতে হি তস্মিন্ তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি অথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্ রাজ্ঞেব ভৃত্যোঽয়ং পাপং কর্ম্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি, হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত! বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞে-বেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ॥ ৩৬ ॥

জাহান্নমে যাইবে, কারণ সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিয়া সুবিধামত যে কোন জাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এই জাতিসঙ্কর ও ধর্ম্মসঙ্করের মত দারুণ সর্ব্বনাশকর আর কিছুই নাই, ইহা বুঝিয়াই বিশ্বকল্যাণ-মূর্ত্তি ভগবান্ শাস্ত্রযুদ্ধ আপাতত বন্ধ রাখিয়া নিজের একান্ত অনুগত বন্ধুকে দুর্ম্মতি দানব হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রেই শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এতদূর পর্য্যন্ত বহু আলোচনা করিয়া আসিয়া উচ্চকর্কশ স্বরে অর্জ্জুনকে ধমক দিয়া উপসংহার করিলেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

শাস্ত্র বলিয়াছেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বজাতীয় কর্ম্মই করিতে হইবে, এবং তাহাই তাহার ধর্ম্ম, কেহ অপরের কর্ম্ম অধিকার করিতে পাইবে না, এবং শিল্পীদিগের মধ্যে কেহই প্রকাণ্ড শিল্প অর্থাৎ বড় বড় কল কারখানা করিতে পাইবে না, সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প দ্বারাই স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবে এইরূপ করিলে কাহাকেও আর পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। সকলেই শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় অত্যন্ত হিতকর এই নীতি অনুসারেই চিরদিন সমাজব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল, সেই জন্য সমাজ শান্তিময় ও সুখময় ছিল, অন্নবস্ত্রাদির অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইত না, কিন্তু কিছুকাল হইল নানা বিপ্লবে পড়িয়া লোকে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, সেইজন্য একদল লোক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৌশলে শিল্পীদিগের শিল্পগুলি নিজের করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে, ইহার ফলে অসংখ্যলোক জীবিকাচ্যুত হইয়া দারিদ্র্যের পীড়নে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এবং অনেকে মরিয়া হইয়া গুরুতর দুর্নীতির পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেছে ও ভীষণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিতেছে, এজন্য নানা দুর্বিপাকে পড়িয়া অধিকাংশ লোকেরই জীবন নিতান্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্যম্ভাবী এই সমস্ত দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিয়াই ভগবান্ জগতের কল্যাণের জন্য এই শ্লোকে নিরঙ্কুশ সত্য নীতি ঘোষণা করিয়া জগৎকে কঠোর সতর্ক করিয়া দিলেন জানিবেন। ৩৫

শ্রীধর :—"তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" ইত্যুক্তং তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ অথেতি। বৃষ্ণিবংশে ঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি। কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ :—যদুক্তং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপীন্দ্রিয়ার্থে পরস্ত্রীসম্ভোগাদৌ রাগ ইত্যত্র পৃচ্ছতি অথেতি। কেন প্রযোজককর্ত্রা, অনিচ্ছন্নপি বিধিনিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানবশাৎ পাপে প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছা-রহিতোঽপি বলাদিবেতি প্রযোজকপ্রেরণবশাৎ প্রযোজ্যস্যাপি ইচ্ছা সম্যগুৎপন্নত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

মিতভাষ্যম্ :—নহু তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিতি শ্রুত্বাপি অনিচ্ছন্নপিচ প্রবর্ত্ততে পাপেঽত্র কোঽসৌ প্রবর্ত্তক ইতি পৃচ্ছত্যর্জ্জুনঃ অথ কেনেতি, অথেতি প্রশ্নে, কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্ অয়ং শ্রেয়োঽর্থী পুরুষঃ পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি বলাৎ নিয়োজিত ইব পাপং চরতি স্বানর্থহেতুসুরাপানপরদারবিত্তাপহারাদিকং করোতি, স্বানিচ্ছয়া প্রবৃত্তৌ হেত্বন্তরেণ কেনচিৎ ভাব্যং, তৎ কিম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ :—হে বার্ষ্ণেয়! কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া লোক পাপ করে? অন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা না করিলেও কে যেন বলপূর্ব্বক তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দেয়? ৩৬

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ' 'তৌহ্যস্য পরিপন্থিনৌ' এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা যদিও যাহা অনর্থের মূল তাহা বলা হইয়াছে তথাপি তাহা নানাস্থানে বলা হইয়াছে ও স্থির করিয়া বলা হয় নাই, তাহা সংক্ষেপে ও নিশ্চিতরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন ইহা বলিলেন, কারণ তাহা জানিতে পারিলে তাহার উচ্ছেদের জন্য যত্ন করিব, হে কৃষ্ণ রাজার প্রেরিত ভৃত্যের মত যেন বলপূর্ব্বক কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোক পাপ করে ॥ ? ৩৬

শ্রীধর :—রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইও না, ইহা বলা হইয়াছে, তাহা অসম্ভব মনে করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ পাপ করিতে ইচ্ছা না করিয়াও কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোক পাপ করে? দেখিতে পাওয়া যায় বিবেকের বলে কাম ও ক্রোধকে দমন করিলেও লোকের পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অতএব বোধ হয় উহাদের মূল অন্য কেহ পাপের প্রবর্ত্তক হইবে? এইরূপ সম্ভাবনায় প্রশ্ন করা হইয়াছে ॥ ৩৬

বিশ্বনাথ :—পূর্ব্বে যে বলা হইল প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের রাগ ও দ্বেষ হইয়া থাকে, এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র অবগত হওয়ায় অন্যায় কার্য্য করিবার ইচ্ছা না করিলেও কাহার দ্বারা যেন বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া পাপ করে, অর্থাৎ প্রেরকের প্রেরণা বশতঃ প্রেরিতেরও রীতিমত ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

অন্বয়ঃ—এষ কামঃ 'ভোগতৃষ্ণা' এষ এবচ 'কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণতঃ' ক্রোধো ভবতি, 'রজোগুণসমুদ্ভবঃ 'রজোগুণোঽস্য কারণং মহাশনঃ 'সর্ব্বভোক্তা' মহাপাপ্মা 'পাপাত্মায়মতিদুর্ব্বৃত্তো লোকান্ বলাৎ অনর্থে প্রবর্ত্তয়তি' এনং 'কামং' বৈরিণং 'শত্রুং' বিদ্ধি 'জানীহি'। ৩৭।

অনুবাদ—শ্রীভগবান উত্তর করিলেন ইহা কাম অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণা, এবং ইহাই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়, এবং ইহা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, এই কামই জগতের সমস্ত বস্তুকে গ্রাস করিতেছে, অর্থাৎ কাম বশতই লোকে যাবতীয় বস্তু ভোগ করিতেছে, এবং এই কাম মহাপাপ অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, কারণ সকলকে বলপূর্ব্বক পাপে নিযুক্ত করে, ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

শঙ্কর ভাষ্যম্ঃ—শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ব্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি, শ্রীভগবানুবাচ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা" ঐশ্বর্য্যাদিষট্কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবন্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ত্ততে "উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানি"তি; উৎপত্ত্যাদিবিষয়ং চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি। কাম ইতি, কাম এব সর্ব্বলোকশত্রুর্যন্নিমিত্তঃ সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাং স এব কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতে অতঃ ক্রোধোঽপ্যেষ এব, রজোগুণসমুদ্ভবঃ, রজশ্চ তদ্‌গুণশ্চ স রজোগুণঃ স সমুদ্ভবো যস্য স কামোরজোগুণসমুদ্ভবঃ রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ। কামোহ্যুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি তৃষ্ণয়া হ্যহংকারিত ইতি দুঃখিতানাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে। মহাশনো মহদশনমস্যেতি মহাশনোঽতএব মহাপাপ্মা কামেন হি প্রেরিতো জন্তুঃ পাপং করোতি, অতো বিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ—অর্থাৎ ভগবান্ পূর্ব্বে বলিলেন প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ ও অপ্রিয় বস্তুতে বিদ্বেষ এই দুইটি সাধকের শত্রু তাহাদের বশীভূত হইও না। কিন্তু অর্জ্জুন চিন্তা করিয়া দেখিলেন অনেক সময় এমনও হয় যে ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন বলপূর্ব্বক মানুষকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করিয়া দেয়, অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়াও লোক অন্যায় কাজ করিতে বাধ্য হয়। দেখা যায় চুরি করিলে মদ্যপান করিলে বা ব্যভিচার করিলে অত্যন্ত নিন্দা হইবে, কঠোর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, হয়ত মৃত্যুও হইতে পারে, এবং পরলোকে নরক হইবে, ইহা জানিয়াও লোক অন্যায় করিতেছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ধনী লোকও চুরি করিয়া থাকে, সুন্দরী গুণবতী পত্নী গৃহে থাকিলেও লোক কুরূপা কুলটাতে আসক্ত হয়, কেন হয়? ইহার সাধারণ কারণ কিছুই ত দেখিতে পাওয়া যায় না? অতএব সেখানে মানুষ কি করিবে? সুতরাং রাগ দ্বেষের বশীভূত হইওনা বলিলেও ত কোন উপকার করা হইল না, অতএব যেজন্য লোক বিনা ইচ্ছারও অন্যায় কাজ করিতে বাধ্য হয় তাহার যদি কোন প্রতিকার থাকে তাহাই বল, এই অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন এপ্রশ্ন করিলেন। যেমন গুরু তেমনই শিষ্য। ৩৬

শ্রীধর :—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ। কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যত্ত্বয়া পৃষ্টোহেতুরেষ কাম এব। নন্বু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তঃ, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র, সত্যং, নাসৌ ততঃ পৃথক্ কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে, পূর্ব্বং পৃথকত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণৈকীকৃত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামো ন জায়ত ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিত্তি. অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ মহাশনো মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ :—কাম এষ ইতি, এষ কাম এব বিষয়াভিলাষাত্মকঃ পুরুষং পাপে প্রবর্ত্তয়তি, তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ। এষ কাম এব পৃথকত্বেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধোভবতি। কাম এব কেনচিৎ প্রতিহতো ভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ। কামো রজোগুণসমুদ্ভবইতি। রাজসাৎ কামাদেব তামসঃ ক্রোধো জায়ত ইত্যর্থঃ কামস্যাপেক্ষিতপূরণেন নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ, মহাশনঃ মহদশনং যস্য সঃ। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালং কামস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ" ইতি স্মৃতেঃ কামস্যাপেক্ষিতং পুরয়িতুমশক্যমেব। নন্বু দানেন সন্ধাতুমশক্যশ্চেৎ সামভেদাভ্যাং স স্ববশীকর্ত্তব্যঃ। তত্রাহ মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

মিতভাষ্যম্ :—অত্র ভগবানুত্তরমাহ কাম এষ ইতি, যত্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুঃ স এষ কাম এব ইদং মে ভূয়াদিদং মে ভূয়াদিত্যেবং ইচ্ছাপরনামা চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ, যশ্চ কচিৎ ক্রোধোঽপি তাদৃশো দৃশ্যতে সোঽপি কামএব কস্মাচ্চিদ্ধেতোর্ব্যাহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণতো বলাদনর্থপ্রবর্ত্তকো ভবতি, অস্য প্রতিকারং বিবক্ষুস্তৎকারণমাহ রজোগুণসমুদ্ভব ইতি, সমুদ্ভবত্যস্মাদিতি সমুদ্ভবঃ কারণং রজোগুণঃ সমুদ্ভবো যস্য স তথা, তথাচ সাত্ত্বিকবস্তুসেবয়া সত্ত্বোপচয়েন কারণস্য রজসো নাশাৎ কামো নশ্যতীতি দর্শিতম্, তদুক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে—"ধর্ম্মোরজস্তমোহন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ। আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে।" "সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে" ইতি। এনং কামম্ ইহ শ্রেয়োমার্গে বৈরিণং শত্রুং বিদ্ধি, ন চ দানেন সন্ধি বিধেয়ঃ যতো মহাশনঃ মহৎ অশনং ভোজনং যস্যেতি অখিলানেব বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে নাল্পেন তুষ্যতি, তথাচ স্মৃতিঃ—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ"। ইতি
"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ॥ ইতি চ

নাপি সাম্না ভেদেন বা সন্ধেয়ঃ যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ, স হি বিবেকিনমপ্যনর্থে বলাৎ প্রেরয়তীতি হন্তব্য এব সর্ব্বথেতি ভাবঃ। ৩৭ ॥

পুষ্পাঞ্জলি—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে কে বলপূর্ব্বক লোককে অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত করে? তাহার উত্তর হইল ইহা কাম, অর্থাৎ দুরন্ত ভোগলালসাই সকল অনর্থের মূল, প্রবল ভোগলালসা বশতই লোক অন্যায় কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, এবং যদি কেহ ইহাতে বাধা দেয় তা'হলে এই কামই তখন ক্রোধে পরিণত হয়, এবং ক্রুদ্ধ হইলে বিবেকশূন্য হইয়া মানুষ গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে। আর ইহার কারণ হইল প্রকৃতির রজোগুণ অর্থাৎ রজোগুণ হইতেই কাম জন্মে, অতএব কামকে দমন করিতে হইলে তাহার মূল রজোগুণকে বিনাশ করিতে হইবে, অর্থাৎ রজোগুণ নাশের জন্য সর্ব্বদা সাত্ত্বিক বস্তুর সেবা করিতে হইবে, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে রজোগুণ ও তমোগুণ নষ্ট হইয়া যাইবে, এবিষয়ে এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃর্ত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এই কাম মহাশন অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইহাকে ভোগ করাইলেও ইহার অনন্ত ক্ষুধা কখনই নিবৃত্ত হইবে না, বরং যতই ভোগ দেয়া হইবে ততই ইহার ক্ষুধা অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় হু হু করিয়া বাড়িয়াই চলিবে মোটেই কমিবে না। মহর্ষি মনু এই কথা বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"॥

ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইল। এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—মহারাজ যযাতি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে যৌবন কালেই অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার রাজ্য-ভোগের স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল, এই জন্য তিনি শুক্রাচার্য্যের নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় ঋষির অনুগ্রহে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে বার্দ্ধক্য প্রদান করিয়া সহস্র বৎসরের জন্য তাঁহার যৌবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সহস্র বৎসর ধরিয়া ইচ্ছামত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ভোগস্পৃহা কিছুমাত্র পূর্ণ হয় নাই। * তখন তিনি অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পুত্রগণকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক বনে গিয়া হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা বলেন ভোগ করিতে করিতেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে আপনিই ত্যাগ আসিবে, তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ ভোগাকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হইবার নহে, বিবেকের দ্বারা ইহাকে পরিত্যাগ না করিলে কখনই ইহার ত্যাগ হয় না। এইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ"॥

অর্থাৎ পৃথিবীতে ধান যব গম প্রভৃতি যত খাদ্য শস্য আছে, সুবর্ণ রৌপ্য ও হীরকাদি যত রত্ন আছে, গো অশ্ব হস্তী প্রভৃতি যত পশু আছে, এবং জগতে যত সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে এই সমস্তই যদি একজনের অধিকারে আসে তথাপি তাহার লালসা কখনই পূর্ণ হইবে না, ইহা বুঝিয়া মনকে শান্ত করিবে। অতএব কামই সকল অনর্থের মূল, কাম (ভোগকাঙ্ক্ষা) না হইলে কোন কাজেই মানুষের প্রবৃত্তি হয় না, মানুষ যাহা কিছু করে সকলই কামেরই কার্য্য, একথাও মহর্ষি মনুই বলিয়াছেন—

* "এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃ সুখম্। বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্ব্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ"॥ শ্রীমদ্‌ভাগবত

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮

অন্বয় :—যথা ধুমেন বহ্নিরাব্রিয়তে 'আবৃতো ভবতি' যথা মলেন 'দাদিনা' আদর্শঃ দর্পণঃ আব্রিয়তে, যথাচ উল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা' গর্ভ আবৃতো ভবতি, তথা তেন 'কামেন' ইদং 'বিবেকজ্ঞানম্' আবৃতম্ ৩৮

অনুবাদ :—ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি আচ্ছাদিত হয় জরায়ু দ্বারা (গর্ভকে আবরণ করিয়া রাখে যে দৃঢ় চর্ম্ম তাহার দ্বারা) গর্ভ যেমন আচ্ছাদিত থাকে সেইরূপ কামের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে ॥ ৩৮

শঙ্করভাষ্যম্ :—কথং বৈরীতি দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি ধুমেনেতি. ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাত্মকোঽপ্রকাশকেন যথা বাদর্শো মলেন চ যথোল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুণা। আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

শ্রীধর :—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি ধূমেনেতি, ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ :—ন চ কস্যচিদেবায়ং বৈরী অপিতু সর্ব্বস্যৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ ধূমেনেতি ; কামস্যা-গাঢ়ত্বে গাঢ়ত্বেঽতিগাঢ়ত্বে চ ক্রমেণ দৃষ্টান্তাঃ। ধূমেনাবৃতোঽপি মলিনো বহ্নির্দাহাদিলক্ষণং স্বকার্য্যস্তু করোতি, মলেনাবৃতো দর্পণস্তু স্বচ্ছতাধর্ম্মতিরোধানাৎ বিম্বগ্রহণং স্বকার্য্যং ন করোতি স্বরূপতস্তু উপলভ্যতে, উল্বেন জরায়ুণা আবৃতো গর্ভস্তু স্বকার্য্যং করচরণাদিপ্রসারণং ন করোতি, ন বা স্বরূপত উপলভ্যতে ইতি এবং কামস্যাগাঢ়ত্বে পরমার্থস্মরণং কর্ত্তুং শক্নোতি, গাঢ়ত্বে ন শক্নোতি, অতিগাঢ়ত্বে ত্বচেতনমেব স্যাৎইদ জগদেব ॥ ৩৮ ॥

মিতভাষ্যম্ ।—দৃষ্টান্তৈর্বৈরিত্বমেব প্রকটয়তি ধূমেনেতি, যথা বহ্নির্ধূমেন সহজাতেন আব্রিয়তে তথা কামেন জ্ঞানমাবৃতম্, এতদ্দৃষ্টান্তেনাল্পকামস্য সুখপ্রতিকার্য্যত্বং সূচিতম্, আদর্শো দর্পণাদিঃ মলেন মৃদাদিনা যথাব্রিয়তে, এতেন মধ্যমকামস্য প্রতিকারো ন সুশক ইতি দর্শিতম্। উল্বেন সুদৃঢ়েন জরায়ুণা গর্ভো যথা আবৃতো ভবতি যথা গর্ভো ব্যাপারশতেনাপ্যুল্বং ভেত্তুং ন ক্ষমতে কিন্তু কালে ভগবৎকৃপয়ৈব স ভিদ্যতে এবং, প্রবৃদ্ধকামস্য দৃঢ়মূলস্য স্বয়মপ্রতিকার্য্যত্বাৎ ভগবৎকৃপৈব তৎপ্রতিকারোপায় ইতি সর্ব্বথা তচ্ছরণেন ভাব্যমিতি দর্শিতম্। ৩৮।

"অকামতঃ ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ দৃশ্যন্তে নেহ কস্যচিৎ। যদ্ যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ॥
অতএব কর্ম্মবন্ধনের মূলই হইল কাম, এবং এই ভোগতৃষ্ণা মহাপাপ—অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, অতএব ইহার সহিত কোনরূপ সন্ধি করাও চলিবে না, অর্থাৎ ইহাকে কিছু কিছু ভোগের বস্তু দিয়া তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেও কখনও নিবৃত্ত হইবে না বরং আরও প্রবল হইয়া উঠিবে ;যেমন দুর্ব্বৃত্ত শত্রুর সহিত সন্ধি করিলে সে সুযোগ পাইলেই সর্ব্বনাশ করে ইহাও ঠিক সেইরূপ করিবে, অতএব কামরূপ দুর্বৃত্ত শত্রুকে সমূলে হত্যা করাই উচিত। ভগবানও বলিবেন "পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্" ॥ ৩৭

তাৎপর্য্য

শঙ্কর ও শ্রীধরঃ ॥ ০ ॥ ৩৮

বিশ্বনাথ :—কাম যে একজনেরই শত্রু তাহা নহে, কিন্তু সকলেরই। ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন, কাম অল্প অধিক ও অত্যধিক হইলে যথাক্রমে দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে, অগ্নি ধূমের দ্বারা আবৃত হইয়া মলিন হইলেও দাহ প্রভৃতি নিজ কার্য্য করে, কিন্তু দর্পণ মলিন হইলে স্বচ্ছতা নষ্ট হওয়ায় নিজের কার্য্য—বিম্বগ্রহণ করে না, কিন্তু দর্পণকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জরায়ুর দ্বারা গর্ভ আবৃত হইলে নিজের কার্য্য হস্ত-পদাদি প্রসারণ করিতে পারে না ও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না. এইরূপ কাম অল্প হইলে পরমার্থ স্মরণ করিতে পারে, অধিক হইলে তাহা পারে না, অত্যন্ত অধিক হইলে অচেতনই হইয়া পড়িবে। শ্লোকস্থ ইদং শব্দের অর্থ সমগ্র জগতই। ৩৮

পুষ্পাঞ্জলি।—সহজাত ধূম দ্বারা অগ্নি যেমন আবৃত হয়, অর্থাৎ ধূম ও অগ্নি এক কাষ্ঠ হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং প্রকাশময় অগ্নি অপেক্ষা অন্ধকারময় ধূম হয় অত্যন্ত অধিক, যেটুকু অগ্নি হয় তাহাকে প্রচুর ধূমরাশি আবরণ করিয়া ফেলে সেইরূপ শাস্ত্রও গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে যে টুকু জ্ঞানের উদয় হয় স্বাভাবিক কামনারাশিও সেই মন হইতেই উৎপন্ন হইয়া ক্ষুদ্র জ্ঞানটিকে আবরণ করিয়া ফেলে সুতরাং তাহা আর বিকাশ হইতে পায় না, এবং অন্য স্থান হইতে মলিন বস্তু আসিয়া দর্পণকে যেমন মলিন করিয়া দেয় সেইরূপ অজ্ঞান দুষ্ট লোকের সংস্রবে থাকায় কতকগুলি নূতন নূতন কামনা আসিয়াও জ্ঞানরূপ দর্পণকে আবরণ করিয়া দেয়, সুতরাং মলিন দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায় না সেইরূপ কামনাকলুষ জ্ঞান দ্বারাও স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। যেমন অগ্নির সহজাত ধূমকে অপসারণ করা কষ্টকর হয় না সেইরূপ স্বাভাবিক কামনাকে দূর করাও অধিক কষ্টকর হয় না, কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া অপবিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল যে সকল কামনা আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে সে গুলিকে বিতাড়িত করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে, যেমন ধূম অপসারণ করা অপেক্ষা দর্পণের মলিনতা অপসারণ করিতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় ইহাকে দূর করিতেও সেইরূপ অধিক কষ্ট হয় জানিবেন। বিবেকজ্ঞান উদয় হইবার সহিতই যদি কামনা গুলিকে বিনাশ করা না হয় তাহ'লে সেগুলি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া দৃঢ়মূল হইলে বিবেককে এমন বেষ্টন করিয়া ফেলিবে যে তখন সাধক প্রাণপণ যত্ন করিয়াও সেগুলির উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না, ভগবান তাহারই দৃষ্টান্ত দিলেন—চর্ম্মময় সুদৃঢ় বেষ্টনের দ্বারা গর্ভ যেমন অত্যন্ত আবৃত থাকে অর্থাৎ বহু চেষ্টা করিয়াও গর্ভস্থ শিশু সে আবরণকে ছেদন করিতে পারে না, শিশু যেমন জরায়ু-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে অসমর্থ হইয়া বন্ধন মোচনের জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ডাকে, এবং ভগবৎকৃপায় যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ হইলে তিনিই যেমন কৃপা করিয়া সেই চর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, সেইরূপ নানাবিধ কামনাজালে অত্যন্ত বন্ধনগ্রস্ত বিবেকজ্ঞানও জাল ছেদনে নিজে অসমর্থ হয়, এবং সাধকের নিরন্তর ভগবৎসাধনার প্রভাবে পূর্ণাঙ্গ হইলে যথাসময়ে তিনিই দয়া করিয়া সে জালরূপ আবরণ ছেদন করিয়া দেন, তখন সেই জ্ঞানের সাহায্যে আত্মদর্শন করিয়া জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, ইহা পরে ভগবানই বলিবেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

যথাস্থানে ইহার ব্যাখ্যা করা হইবে। ৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ—হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা 'চিরশত্রুণা' দুষ্পূরেণ 'বহুভিরপি ভোগৈঃ অপূর্ণেন' অনলেন 'সর্ব্বদা দুঃখকরত্বাৎ অগ্নিতুল্যেন' কামরূপেণ 'ভোগতৃষ্ণারূপেণ এতেন 'কামেন' জ্ঞানং 'বিবেকজ্ঞানম্' আবৃতম্ । ৩৯

অনুবাদঃ হে কৌন্তেয় ইহা দুষ্পূর অর্থাৎ বহুতর ভোগের বস্তু দিলেও কখনই ইহার উদর পূর্ণ করা যায় না, এবং নিরন্তর বিবিধ ভোগের জন্ত মানুষকে অত্যন্ত ব্যাকুল করে ও ভোগের ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত দুঃখিত করে বলিয়া ইহা অগ্নির মত সর্ব্বদা সন্তাপ দেয়। জ্ঞানীর চিরশত্রু এই ভোগতৃষ্ণার দ্বারা বিবেক-জ্ঞান আবৃত থাকে । ৩৯

শঙ্করভাষ্যম্।—কিং পুনস্তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিত্যুচ্যতে—আবৃতমিতি, আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, জ্ঞানী হি জানাত্যনেন অহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবাতোঃ দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব, অতোঽসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী,নতু মূর্খস্য, স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যংস্তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি তৃষ্ণয়াঽহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি ন পূর্ব্বমেবাতো জ্ঞানিন এব নিত্যবৈরী। কিংরূপেণ কামরূপেণ কাম ইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কামরূপস্তেন দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরোঽতস্তেনানলেন নাস্যালং পর্য্যাপ্তির্বিদ্যত ইত্যনলস্তেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতং, অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব, পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাৎ দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণস্তু শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ব্বান্ প্রতি বৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথঃ—কাম এব হি জীবস্যাবিদ্যা ইত্যাহ আবৃতমিতি। নিত্যবৈরিণা ইত্যতোঽসৌ সর্ব্বপ্রকারেণ হন্তব্য ইতি ভাবঃ। কামরূপেণ কামাকারেণাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ, চকার ইবার্থে, অনলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্য স্তথা কামোঽপি ভোগেনেত্যর্থঃ। যদুক্তং—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" ইতি॥ ৩৯ ॥

মিতভাষ্যম্—কিং তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতং তৎ কথয়ন্ পূর্ব্বোক্তং বিবৃণোতি আবৃতমিতি, জ্ঞানিনো বিবেকিনো নিত্যবৈরিণা ভোগকালেঽপি দুঃখহেতুত্বাৎ চিরশত্রুণা, অজ্ঞস্য হি কামঃ পরিণামে দুঃখহেতুরপি ভোগকালে সুখহেতুরেব ভবতি বিবেকিনঃ পুনর্ভোগকালেঽপি তপ্তেক্ষুভক্ষণবৎ তাপহেতুত্বাৎ নিত্যবৈরিত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং'সর্ব্বং হি দুঃখং বিবেকিন' ইতি, ঈদৃশেন কামরূপেণ বিবিধবিষয়ভোগস্পৃহারূপেণ জ্ঞানং বিবেকজ্ঞানম্ আবৃতং, কিঞ্চ প্রদত্তেঽপি ভোগ্যজাতে নাসৌ পূরয়িতুং শক্য ইতি দুষ্পূরেণ যতঃ অনলেন "নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্' ইত্যুক্তেঃ অনলবৎ অলংরহিতেন, অতো যাবদায়ুষমেতৎপূরণব্যাকুলস্য বিশেষদুঃখহেতুত্বাৎ সর্ব্বস্যৈবায়ং নিত্যবৈরীতি বোধ্যম্। ৩৯ ॥

ভাৎপর্য্য

শঙ্কর :—পূর্ব্বোক্ত ইদংশব্দের অর্থ কি যাহা কামের দ্বারা আবৃত হয়? এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে, জ্ঞানীর নিত্যশত্রু কামেরদ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়, যেহেতু জ্ঞানী জানিতে পারেন যে আমি পূর্ব্বেই উহার দ্বারা অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, এই জন্য সর্ব্বদাই তিনি দুঃখিত হন, অতএব কাম জ্ঞানীর পক্ষে নিত্যশত্রু, মূর্খের নহে, কারণ মূর্খ বিষয় স্পৃহার সময় তাহাকে বন্ধুর মত দেখিয়া থাকে, পরে কামের ফল দুঃখ হইলে জানিতে পারে কামের দ্বারা আমি দুঃখিত হইলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জানিতে পারে না, এই জন্য কাম জ্ঞানীরই নিত্য শত্রু। কামের স্বরূপ কি? ইচ্ছাই কামের স্বরূপ, এবং তাহাকে পূর্ণ করা দুষ্কর, এই জন্য তাহা অনল অর্থাৎ ইহার পূর্ণতা হয় না। ৩৯

শ্রীধর :—ইদং শব্দের অর্থ দেখাইয়া শত্রুতা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন এই বিবেক বিজ্ঞান কামের দ্বারা আবৃত হয়, ভোগের সময় কাম অজ্ঞ লোকের সুখের হেতু হয়। কিন্তু পরিণামে শত্রু হইয়া পড়ে, আর জ্ঞানীর তখনও অনিষ্ঠকর মনে হওয়ায় দুঃখের হেতুই হয়, এই জন্য কাম তাঁহার পক্ষে নিত্য শত্রু ইহা বলা হইয়াছে এবং বিষয়ের দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করিতে থাকিলেও সে পূর্ণ হয় না, আর পূর্ণ না করিলে শোকতাপের হেতু হয় বলিয়া অগ্নিতুল্য, ইহার দ্বারা বলা হইল সে সকলেরই শত্রু। ৩৯

বিশ্বনাথ :—কামই জীবের অবিদ্যা এই শ্লোকে এই কথা বলিতেছেন, নিত্য শত্রু এই কথা বলায় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে হত্যা করা উচিত ইহাই অভিপ্রায়, কামরূপেণ অর্থাৎ কাম আকার অজ্ঞানের দ্বারা। চকারের অর্থ উপমা। অগ্নি যেমন ঘৃতদ্বারা পূর্ণ করিতে পারা যায় না সেইরূপ কামকে ভোগের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। স্মৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে—কামীদিগের কাম কখনও ভোগের দ্বারা শান্ত হয় না। ঘৃতের দ্বারা অগ্নির মত অতিশয় বৃদ্ধি হয়। ৩৯

পুষ্পাঞ্জলি :—এই কাম জ্ঞানীর পক্ষে চিরশত্রু অর্থাৎ অজ্ঞ লোক ভোগের সময় সুখ অনুভব করে, কিন্তু যিনি বিবেকী তিনি সে সময়ও অনুতপ্ত হন বলিয়া কোন সময়ই সুখী হইতে পারেন না, অতএব তাঁহার পক্ষে ইহা চিরকাল শত্রুই হয় † এবং বহু ভোগের বস্তু দিয়াও কখনই ইহাকে পূর্ণ করা যায় না ইহা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে। এবং কামনাবশতই লোক সর্ব্বদা নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হয় ও বহু অশান্তি ভোগ করে এইজন্য ইহা অগ্নির মত লোককে অত্যন্ত সন্তাপ দেয়। এই কামের দ্বারাই বিবেক জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, অতএব শান্তি পাইতে ইচ্ছা করিলে কামনাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে, এই ভোগলালসা নষ্ট হইলে যে অপার আনন্দের অনুভব হয় তাহার এক কণাও বিষয় ভোগে পাওয়া যায় না। * ৩৯ ॥

---

† "সর্ব্বং হি দুঃখং বিবেকিনঃ" যোগশাস্ত্র

* যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥ যোগভাষ্য

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি 'চক্ষুরাদীনি' মনঃ 'সঙ্কল্পাত্মকং' বুদ্ধিঃ অধ্যবসায়াত্মিকা' অস্য 'কামস্য' অধিষ্ঠানং 'সহায়' উচ্যতে' এতৈঃ 'ইন্দ্রিয়াদিভিঃ' এষ, 'কামঃ' বিবেকজ্ঞানম্ আবৃত্য 'আচ্ছাদ্য' দেহিনং 'জীবং' বিমোহয়তি 'মুগ্ধং করোতি'। ৪০

অনুবাদ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল মন ও বুদ্ধিকে ইঁহার সহায় বলা হয়, এই কাম ইহাদের দ্বারা বিবেক বুদ্ধিকে আবরণ করিয়া জীবকে মুগ্ধ করে। ৪০

শঙ্করভাষ্যম্—কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্ব্বস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ, জ্ঞাতে হি শত্রুরধিষ্ঠানে সুখেন নিবর্হণং কর্ত্তুম্ শক্যমিতি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেব কামোজ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণম্ ॥ ৪০

শ্রীধরঃ—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়িতুং জয়োপায়মাহ ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পাধ্যায়বসানেন চ কমেস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০

বিশ্বনাথঃ—ক্বাসৌ তিষ্ঠত্যত আহ ইন্দ্রিয়াণীতি। অস্য বৈরিণঃ কামস্য অধিষ্ঠানং মহাদুর্গ রাজধান্যঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তু তস্য রাজ্যোদেশা ইতি ভাবঃ, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ দেহিনং জীবম্ ॥ ৪০

মিতভাষ্যম্ঃ—কামং নিহন্তুং তৎসহায়ান্ নির্দ্দিশতি ইন্দ্রিয়াণীতি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা চ. অস্য কামস্যাধিষ্ঠানম্ অবলম্বনং সহায় ইতি যাবৎ উচ্যতে. মুনিভিরিতি শেষঃ, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ স্ব-স্বকার্য্যতৎপরৈঃ সহায়ভূতৈঃ বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য এষ কামঃ দেহিনং দেহস্বামিনং সাংখ্যনয়ে দেহাভিমানিনং জীবং বিমোহয়তি বিশেষেণ মোহয়তি অকার্য্যমপি কার্য্যতয়া বোধয়তীত্যর্থঃ। ৪০

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানের আবরণ হইয়া সকলের শত্রু হয় ইহা জিজ্ঞাসা হইলে এই শ্লোক বলিতেছেন, কারণ শত্রুর আশ্রয় জানিতে পারিলে অনায়াসে তাহাকে নিধন করিতে পারা যায়, ইন্দ্রিয়গণ মন ও বুদ্ধিকে কামের আশ্রয় বলা হয়, ইন্দ্রিয়াদি আশ্রয় দ্বারা এই কাম জ্ঞানকে আবরণ করিয়া জীবকে নানাপ্রকারে মুগ্ধ করে। ৪০

শ্রীধরঃ—কামের আশ্রয় বলিয়া এখন জয়ের উপায় বলিতেছেন, বিষয়ের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা এবং সঙ্কল্প ও নিশ্চয়ের দ্বারা কামের আবির্ভাব হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ মন ও বুদ্ধিকে ইহার আশ্রয় বলা হয়

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—যস্মাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারৈবজ্ঞানমাবৃণোতিকামঃ তস্মাৎ হে ভরতর্ষভ। ত্বম্ আদৌ 'প্রথমম্' ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য বশীকৃত্য' জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ 'জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং বিজ্ঞানং চ ধ্যানজন্যমনুভবঃ' তয়োর্নাশনম্ এনং 'কামরূপং' পাপ্মনং 'পাপং' প্রজহি 'উন্মূলয়' হি নিশ্চিতম্। ৪১

অনুবাদ।—যেহেতু কাম ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যেই জ্ঞানকে আবরণ করে সেই জন্য হে ভরতর্ষভ তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে নিজের বশীভূত করিয়া কামরূপ পাপকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস্ কর, কারণ এই কামই জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাহা, এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে যে অনুভূতি জন্মে তাহাও নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৪১

দর্শন প্রভৃতি কার্য্যযুক্ত আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা বিবেক-জ্ঞানকে আবরণ করিয়া কাণম জীবকে মুগ্ধ করে। ৪০

বিশ্বনাথ :—কাম কোথায় থাকে? এই জন্য এই শ্লোক বলিতেছেন, কামরূপ শত্রুর আশ্রয়—মহাদুর্গ ও রাজধানী, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি বিষয় সকল সেই রাজার দেশ, এতৈঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা, দেহী অর্থাৎ জীবকে। ৪০

পুষ্পাঞ্জলি :—অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুতে চক্ষু পড়িলে তাহার জ্ঞান হয়, এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও জ্ঞান হইয়া থাকে। তৎপরে বুদ্ধিদ্বারা তাহা স্থির করা হয়, পরে মনের দ্বারা তাহা পাইবার জন্য সঙ্কল্প হয় অতএব এইগুলিই কামের সহায়, কাম ইহাদের দ্বারা বিবেককে আবরণ করিয়া জীবকে মুগ্ধ করে, অর্থাৎ অনেকেই জানে যে অন্যায় কাজ করিলে পরিণামে গুরুতর অনিষ্ট হইবে, কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে কোন ভোগ্য বস্তু উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে তাহার কামনা উদিত হয় তখনই তাহা হইতে চক্ষু ও মনকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ দর্শনের ফলে কামনা প্রবল হইয়া উঠে, তখন বিবেক দুর্ব্বল হইয়া যায় কারণ সাধারণ জীবের বিবেক অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-শক্তিই প্রবল তখন সে মুগ্ধ হইয়া অনর্থকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে, সেজন্য হয়ত বহুজন্মও দারুণ দুর্গতি ভোগ করিতে বাধ্য হয়, এই জন্য নিরঙ্কুশ হিতকাঙ্ক্ষী শাস্ত্রকারগণ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে লোভনীয় বস্তুর নিকটেও যাইও না যাইলেই পরিণামে বিপদ হইবে এ বিষয়ে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" ॥

অর্থাৎ জননী ভগিনী ও কন্যার সহিতও নির্জনে থাকিবে না, কারণ ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্তই প্রবল, তাহারা বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান লোক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। ৪০

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—যত এবং তস্মাদিতি, তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ পূর্ব্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য, ভরতর্ষভ ! পাপমানং পাপাচারং কামং প্রজহিহি পরিত্যজ, * এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদানুভবস্তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বো-র্নাশনং তং প্রজহিহি আত্মনঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ ॥ ৪১

শ্রীধরঃ—যস্ম দেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেব ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহিহি পরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং, বিজ্ঞানং পরোক্ষং তয়োর্নাশনম্, অথবা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ। ৪১

বিশ্বনাথঃ—বৈরিণঃ এবাশ্রয়ে জিতে সতি বৈরী জীয়তে ইতি নীতিঃ, অতঃ কামস্যাশ্রয়েষু ইন্দ্রিয়াদিষু যথোত্তরং দুর্জ্জয়ত্বাধিক্যম্। অতঃ প্রথমপ্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি দুর্জ্জয়ান্যপি উত্তরাপেক্ষয়া সুজেয়ানি, প্রথমং তে জীয়ন্তামিত্যাহ তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্যেতি, যদ্যপি পরস্ত্রীপরদ্রব্যাপহরণে দুর্নিবারং মনো গচ্ছত্যেব, তদপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগুণগমনাৎ, ইন্দ্রিয়াণি ন গময় ইত্যর্থঃ, পাপ্মানমত্যুগ্রং কামং জহীতি ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগুণানভ্যাসে সতি কালেন মনোঽপি কামাদ্বিচ্যুতং ভবতীতি ভাবঃ। ৪১

মিতভাষ্যম্ঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ বিমোহাৎ প্রাক্ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য বশীকৃত্য ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহে মনোবুদ্ধ্যোরপি নিগ্রহো ভবতি ইন্দ্রিয়দ্বারৈব তয়ো র্বিষয়গ্রহণাৎ, জ্ঞানম্ আত্মবিষয়ং পরোক্ষং বিজ্ঞানং তদপরোক্ষং তয়োর্নাশনম্ এনং কামং প্রজহি সমূলং নাশয়। অত্র প্রজহীত্যেব পদং ন জহিহীতি, 'জহি শত্রুং মহাবাহো ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। হিঃ পাদপূরণে। ৪১

তাৎপর্য্য

শঙ্করঃ—সেইজন্য তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া পাপ কামকে পরিত্যাগ কর, এই শত্রু কাম জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুর নিকট হইতে যাহা লাভ করা হয় তাহা জ্ঞান, এবং নিজে বিশেষ করিয়া যাহা অনুভব—প্রত্যক্ষ করা হয় তাহা বিজ্ঞান, মোক্ষ লাভের হেতু এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশন অর্থাৎ নাশক, সেই দুইটির নাশক কামকে নিজে হইতে পরিত্যাগ কর। ৪১

শ্রীধরঃ—সেইজন্য মুগ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়গণকে মনকে ও বুদ্ধিকে শাসন করিয়া পাপ এই কামকে স্পষ্ট করিয়া প্রজহি অর্থাৎ হত্যা কর, অথবা প্রজহিহি অর্থাৎ পরিত্যাগ কর, ইহা জ্ঞান অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রাপ্ত জ্ঞানের নাশক, অথবা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ বশতঃ যাহা হয় তাহাই জ্ঞান, এবং ধ্যান করিতে করিতে যে আত্ম-দর্শন হয় তাহাই বিজ্ঞান, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—বিদ্বান ব্যক্তি আত্মাকেই শাস্ত্র ও গুরুর সাহায্যে বুঝিয়া লইয়া দর্শন করিবে। ৪১

* পাঠান্তর—প্রজহি পরিত্যজ হি যস্মাৎ

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয় :—ইন্দ্রিয়াণি অর্থেভ্যঃ পরাণি 'শ্রেষ্ঠানি' আহুর্মুনয়ঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ 'সঙ্কল্পাত্মকং' পরং 'শ্রেষ্ঠং' মনসশ্চ বুদ্ধিঃ 'নিশ্চয়াত্মিকা' পরা 'শ্রেষ্ঠা' যশ্চ বুদ্ধেরপি পরতঃ 'সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ' স পূর্ব্বোক্তো দেহী 'আত্মা'। ৪২

অনুবাদ।—রূপাদি বিষয় অপেক্ষা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অক্ষো বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ. যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তিনি সেই আত্মা ॥ ৪২

শঙ্করভাষ্যম্ :—ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহি ইত্যুক্তং, তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণাতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্যান্ত-রত্বত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাস্তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং, তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা, তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্যোঽভ্যন্তরঃ যং দেহিনম্ ইন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তং বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ, বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা। ৪২

শ্রীধর—যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব তদ্ব্যতি-রিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্পস্য, যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে। ৪২

বিশ্বনাথ :—শত্রুর বাসস্থান জয় করিলে শত্রুকে জয় করা হয়, ইহাই নীতি, সেই জন্য কামের বাসস্থান ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মধ্যে পরপরবর্ত্তীকে জয় করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব প্রথমোক্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করা দুষ্কর হইলেও পরবর্ত্তী অপেক্ষা অনায়াসে জয় করা যায়, অতএব প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে জয় কর ইহা বলিতেছেন। অর্থাৎ যদিও পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য প্রভৃতির অপহরণ কার্য্যে দুর্বার মন যায়ই, তা'হলেওসেই সকল কার্য্যে চক্ষু কর্ণ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়কার্য্যস্থিত গুণগুলি গমন করে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া যাইওনা পাপ্মা অর্থাৎ অতিশয় উগ্র কামকে বধ কর। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যস্থিত গুণের অভ্যাস না হইলে যথাকালে মনও কাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ইহা অভিপ্রায়। ৪১

পুষ্পাঞ্জলি।—অর্থাৎ কাম যখন ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যেই জ্ঞানকে অভিভূত করে, তখন প্রথমে ঐ ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন করা উচিত, যেমন সৈন্যগণের সাহায্যেই রাজা যুদ্ধ করেন বলিয়া সৈন্যগণকে জয় করিলে রাজাও পরাজিত হন, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বাধ্য করিয়া কামরূপ প্রবল শত্রুকে সমূলে বিনাশ কর, অর্থাৎ কামের মূল বাসনাকে পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া দাও যাহাতে পুনরুৎপত্তিরও সম্ভাবনা না থাকে ॥ ৪১

বিশ্বনাথ :—ন চ প্রথমমেব মনোবুদ্ধিজয়ে যতনীয়মশক্যত্বাদিত্যাহ ইন্দ্রিয়াণি পরাণীতি। দশদিগ্বিজয়িভিরপি বীরৈর্দুর্জয়ত্বাদতিলত্বেন শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ সকাশাদপি প্রবলত্বান্মনঃ পরং স্বপ্নে খল্বিন্দ্রিয়েষপি নষ্টেষ্বনশ্বরত্বাদিতি ভাবঃ। মনসঃ সকাশাদপি পরা প্রবলা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপা সুষুপ্তৌ মনস্যপি নষ্টে তস্যাঃ সমানকারায়া অনশ্বরত্বাদিতি ভাবঃ। তস্যা বুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলাধিক্যেন যো বর্ত্ততে তস্যামপি জ্ঞানাভ্যাসেন নষ্টায়াং সত্যাং যো বিরাজতে ইত্যর্থঃ সতু প্রসিদ্ধোজীবাত্মা কামস্য জেতা। এতেন বস্তুতঃ সর্ব্বতোঽপ্যতিপ্রবলেন জীবাত্মনা ইন্দ্রিয়াদীন্ বিজিত্য কামো বিজেতুং শক্য এবেতি নাত্রা-সম্ভাবনা কার্য্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২

মিতভাষ্যম্ :—ননু সুদুর্জয়ানীন্দ্রিয়াণি কো বিজেতুং ক্ষমেত ইত্যাশঙ্কায়ামাত্মনঃ সর্ব্বাতিশায়িত্ব-প্রদর্শনেন তৎক্ষমত্বমুদ্বোধয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি, ইন্দ্রিয়াণি পরাণি বিষয়েভ্যঃ শ্রেষ্ঠানি বিষয়গ্রাহকত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ সঙ্কল্পাত্মাত্মকং পরং শ্রেষ্ঠং সঙ্কল্পাদেবেন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তেঃ, মনসস্তু বুদ্ধিরধ্যাসায়াত্মিকা পরা শ্রেষ্ঠা নিশ্চয়াদেব সঙ্কল্পোদয়াৎ যো বুদ্ধেঃ পরতঃ তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ তচ্ছ্রেষ্ঠত্বেনাস্তে জড়ায়া বুদ্ধেঃ স্বয়ং প্রবৃত্ত্যক্ষমায়া আত্ম-প্রবর্ত্তনয়ৈব প্রবৃত্তিমত্ত্বাৎ, চেতনতুল্যত্বাচ্চ, স আত্মা জীবঃ 'বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পর' ইতি শ্রুতেঃ, মহান্ বুদ্ধেরপি প্রবর্ত্তকঃ দেহাদিপ্রভুঃ স্বতন্ত্র শ্চেতন ইত্যর্থঃ। অত্র 'বুদ্ধেরাত্মা মহান পর' ইতি স্থানে যো বদ্ধেঃ পরতস্তু স ইতি ব্রুবন ভগবান তৎপদেন জীবং দর্শয়তি ন তু পরমাত্মানং কামং বা শ্রুতৌ অব্যক্তাৎ পরুষঃ পর ইতি পুরুষপদবাচ্যস্য পরমাত্মনঃ পৃথঙ্ নির্দ্দেশাদিতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ আত্মন ইন্দ্রিয়েভ্যোঽতিশ্রেষ্ঠত্বাৎ প্রবলেনাত্মনৈব তানি জেতব্যানীতি ভাবঃ। ৪২

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিয়া শত্রু কামকে হত্যা কর ইহা বলা হইল. কাহাকে আশ্রয় করিয়া কামকে ত্যাগ করিবে ইহাই বলা হইতেছে, স্থূল বাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন দেহ অপেক্ষা কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহারা সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে থাকে ও ব্যাপক. ইন্দ্রিয় অপেক্ষা সঙ্কল্পস্বভাব মন শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যবস্তু অপেক্ষা আত্মা সূক্ষ্ম, কাম ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আশ্রয় যুক্ত হইয়া জ্ঞানকে আবরণ করিয়া তাহার দ্বারা দেহীকে মুগ্ধ করে. তিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তিনি বুদ্ধিরও দ্রষ্টা পরমাত্মা। ৪২

শ্রীধর :—যাহাতে চিত্ত স্থির করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারা যায় আত্মার সেই স্বরূপকে দেহ প্রভৃতি হইতে পৃথক করিয়া দেখাইতেছেন, ইন্দ্রিয়গণ দেহ প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহারা সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ প্রভৃতি বিষয় অপেক্ষা ভিন্নও বলা হইল। এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা সঙ্কল্পরূপ মন শ্রেষ্ঠ কারণ তাহা ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, আর মন অপেক্ষা নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ অগ্রে নিশ্চয় হইলে তাহার পর সঙ্কল্প হইয়া থাকে, আর যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া থাকেন, তিনি সকল অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মা, কাম সেই আত্মাকে মুগ্ধ করে। দেহী এই শব্দের দ্বারা যাঁহাকে বলা হইয়াছে সেই আত্মাকে 'স' এই শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হইতেছে। ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—এবং প্রকারেণ আত্মানং বুদ্ধেরপি পরং 'শ্রেষ্ঠং' বুদ্ধ্বা 'বিবিচ্য' আত্মনা 'স্বয়মেব' আত্মানং 'জীবং'সংস্তভ্য 'স্থিরীকৃত্য' মোহমপ্রাপ্য ইতি যাবৎ দুরাসদং 'দুর্দ্দমং' কামরূপং শত্রুং জহি 'নাশয়' । ৪৩

অনুবাদ।—এই প্রকারে বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বুঝিয়া নিজেই নিজেকে স্থির করিয়া দুর্দ্দান্ত শত্রু কামকে ধ্বংস কর । ৪৩

শঙ্করভাষ্যম্ঃ—ততঃ কিং এবমিতি । এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধ্বা জ্ঞাত্বা সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈবাত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ, জহ্যেনং শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং দুঃখেনাসদঃ আসাদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুরাসদং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি । ৪৩

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃতৌ গীতাভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথঃ—প্রথমেই মন ও বুদ্ধিকে জয় করিবার জন্য যত্ন করা উচিত নহে, কারণ তাহা পারা যাইবে না, এই কথা বলিতেছেন, দিগ্বিজয়ী বীরগণের পক্ষেও জয় করা দুষ্কর বলিয়া অত্যন্ত বলশালী হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাও প্রবল বলিয়া মন শ্রেষ্ঠ, কারণ স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হইলেও মন নষ্ট হয় না, মন অপেক্ষাও বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি, প্রবল কারণ সুষুপ্তি কালে মন নষ্ট হইলেও সমান আকার বুদ্ধি নষ্ট হয় না, সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও পরতঃ অর্থাৎ অধিক বলশালী হইয়া যিনি থাকেন, অর্থাৎ জ্ঞান অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধিও নষ্ট হইয়া গেলে যিনি থাকেন সেই প্রসিদ্ধ জীবাত্মা কামকে পরাজয় করেন, সেই জন্য বাস্তবিক সকল অপেক্ষা অতিশয় প্রবল জীবাত্মার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া কামকে নিশ্চয় জয় করিতে পারা যাইবে এ বিষয়ে অসম্ভব মনে করা উচিত নহে । ৪২

পুষ্পাঞ্জলিঃ—পূর্ব্বে বলিলেন ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া কামকে জয় কর, কিন্তু অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারেন এমনকে আছেন? এই প্রশ্ন হইলে আত্মাই যে ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সুতরাং তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন—বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, কারণ রূপাদি বিষয়গুলি জড়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি জড় হইলেও আত্মপ্রকাশে প্রকাশময় হয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনই নানাবিধ সঙ্কল্প করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করে, মন অপেক্ষাও বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধিই প্রথমে নিশ্চয় করিয়া দিলে তবে মন সঙ্কল্প করে এই বুদ্ধি অপেক্ষাও আত্মা শ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধিও অচেতন সেও আত্মার প্রকাশেই সচেতন হইয়া নিশ্চয়াদি করিয়া থাকে। অতএব আত্মাই ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সমধিক প্রভাবশালী আত্মাই দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণকেও জয় করিতে সক্ষম জানিবেন । ৪২

শ্রীধর :—উপসংহরতি এবমিতি, বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়া আত্মাতু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয় দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ। তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥ ৪৩

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং গীতাসুবোধিন্যাং কর্ম্মযোগোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ :—উপসংহরতি এবমিতি, বুদ্ধেঃ পরং জীবাত্মানং বুদ্ধা সর্ব্বোপাধিভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতং জ্ঞাত্বা আত্মনা সেনৈব আত্মানং স্বং সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা দুর্জ্জয়মপি কামং জহি নাশয়॥ ৪৩

অধ্যায়েঽস্মিন্ সাধনস্য নিষ্কামস্যৈব কর্ম্মণঃ। প্রাধান্যমূচে তৎসাধ্যজ্ঞানস্য গুণতাং বদন্॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। তৃতীয়ঃ খলু গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতায়াং সারার্থবর্ষিণ্যাং কর্ম্মযোগোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মিতভাষ্যম্ :—তদেবমাত্মনঃ সর্ব্বাতিশায়িত্বপ্রবোধনপূর্ব্বকং তস্য কামজয়োপায়ং বদন্নুপসংহরতি এবমিতি, এবমুক্তপ্রকারেণ বুদ্ধেরপি পরং নিয়ন্তারং দেহেন্দ্রিয়াদেঃ প্রভুং কামোৎখাতক্ষমম্ জীবাত্মানং বুদ্ধা নিশ্চিত্য নতু আত্মদর্শনং কৃত্বা তথা সতি বুদ্ধেঃ পরত্বেনাত্মনঃ কীর্ত্তনং ব্যর্থং স্যাৎ, আত্মনা স্বয়মেব আত্মানং নিজং সংস্তভ্য কামস্যানর্থকরত্বজ্ঞানাৎ স্বপ্রভাবেণৈব নিজং সংযম্যেত্যর্থঃ, এতচ্চ ইন্দ্রিয়জয়েঽপি স্বস্মিন্ কামোৎপাদাভাবার্থমুক্তং, দুরাসদং দুর্দ্দমং কামরূপং শত্রুং জহি নাশয়, তথাচ ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য কামস্য দোষদৃষ্ট্যা স্বপ্রভাবেণৈব তং সমুচ্ছিন্ধীতি ভাবঃ। ইদং চ বেদান্তনয়েনোক্তং শ্রুত্যনুবাদাৎ তন্নয়ে স্বপ্রকাশস্যাত্মন এব কর্তৃত্বাৎ 'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদি'ত্যুক্তেতি জ্ঞেয়ম্। উক্তংচ ভাগবতে—

"বাচং যুচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ। আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে"॥ ইতি বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণামাত্মনশ্চ সংযমে বিরুদ্ধকর্ম্মাভাবাৎ জন্মান্তরাভাব ইতি ভাবঃ। নাত্র পরমাত্মদর্শনাৎ কামজয়োঽভিপ্রেতঃ "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইতি পরমাত্মদর্শনাদেব কামস্য নিবৃত্তেঃ নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা জহীত্যনুপপত্তেঃ ইন্দ্রিয়াদিপরপরত্বেনাত্মপ্রত্যায়নস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ, 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' ইত্যত্র চ নেন্দ্রিয়াদিশ্রেষ্ঠত্বেনাত্মা দর্শিতঃ কিন্তু পরমাত্মনঃ পরমানন্দরূপত্বাৎ তৎপ্রাপ্ত্যা ক্ষুদ্রানন্দস্পৃহানিবৃত্তিঃ 'যাবানর্থ উদপানে' ইতি বৎ ইতি চ তৈরেবোক্তম্। শ্রুতৌ চ কামজয়ার্থং নাত্মনঃ পরত্বকীর্ত্তনং কিন্তু পরমাত্মনো নিরতিশয়োত্তমত্বপরমগতিত্বপ্রত্যায়নার্থমেবেতি জ্ঞেয়ম্। ৪৩

নিষ্কামকর্ম্মণৈব স্যান্মুক্তিরাত্মাবলোকনাৎ। যাবজ্জীবমতঃ সদ্ভিঃ কার্য্যমাবশ্যকং সদা॥
ভবেদাত্মরতস্যৈব সন্ন্যাসঃ স্বত এব হি। তৃতীয়াধ্যায়নিষ্কর্ষো জ্ঞেয় এবং মনীষিভিঃ॥ ৪৩

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যকৃতৌ ভগবদ্গীতামিতভাষ্যে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তাৎপর্য্য

শঙ্কর :—এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া উত্তরূপে সংযত করিয়া অর্থাৎ নিজেরই সংস্কৃত মনের দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া কামরূপ শত্রুকে পরিত্যাগ কর, ইহা দুরাসদ অর্থাৎ যাহাকে কষ্ট করিয়া পাওয়া যায়, কারণ যাহার কার্য্য বুঝিতে পারা অত্যন্ত দুষ্কর। ৪৩

শ্রীধর :—বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে যে কামাদি কার্য্য হয় তাহা বুদ্ধিরই কার্য্য, আর আত্মার কোন কার্য্য নাই আত্মা বুদ্ধির সাক্ষী, এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বুঝিয়া আত্মনা অর্থাৎ এইপ্রকার নিশ্চয়রূপ বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া দুরাসদ অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় কামরূপ শত্রুকে বধ কর। পণ্ডিতগণ স্বজাতীয়

ধর্ম্মের দ্বারা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ভক্তির দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন পরম আনন্দময় সেই কৃষ্ণকে সমস্ত কর্ম্মদ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ৪৩

বিশ্বনাথ :—বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বুঝিয়া অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হইতে পৃথক্ জানি স্বয়ংই নিজেকে সুস্থির করিয়া কামকে জয় করা দুষ্কর হইলেও তাহাকে নাশ কর। ৪৩

পুষ্পাঞ্জলি :—এই প্রকারে আত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া এবং নিজেই নিজেকে বুঝাই স্থির করিয়া লালসারূপ মহা শত্রুকে হত্যা করিবে, অর্থাৎ ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিবে কারণ এই কামকে বিনাশ করিতে না পারিলে আত্মজ্ঞানের উপায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব সকাম কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে তাহা ত্যাগ করিয়া ভগবানে সমস্ত কর্ম্মফল অর্প পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের জন্য অবশ্যই নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত, সাংখ্যাচার্য্যগণের মত সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করা কখন উচিত নহে। এই অধ্যায়ে ভগবান্ বিশেষভাবে কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, উদ্দেশ্য—সন্ন্যাসী না হইয়া নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারাই মন পবিত্র হইলে যে আত্মদর্শন করিয়া সাধক মোক্ষলাভ করিতে পারেন ইহা প্রতিপাদন করা। যতদিন পর্য্যন্ত কাম ক্রোধ লোভ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলি থাকে, ততদিন আত্ম দর্শনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না, সেইজন্য সাধককে সদাচার পবিত্র আহার সুনিয়ম পূজা জপ তীর্থ দান প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিতেই হইবে, এইজন্য যোগশাস্ত্রে প্রথমেই যম নিয়মের কথা বলা হইয়াছে।* বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্রেরও এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, এবং যতদিন হৃদয়ে কপটতা পরশ্রী কাতরতা নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি আবর্জ্জনা থাকিবে ততদিন স্নান আহার ইত্যাদির দ্বারা দেহকে যত পবিত্র রাখা হউক এবং সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা জপ গঙ্গাস্নান ইত্যাদি যতই করা হউক না কেন ততদিন প্রকৃ সজ্জন হওয়া যাইবে না, দুর্য্যোধন কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি ঐ সকল বিষয়ে অনেক উন্নত থাকিলেও অন্ত দুর্ব্বৃত্ত থাকায় ভগবান্ সম্মুখে থাকিয়া নিষ্ঠুর-চিত্তে তাহাদিগকে নিধন করাইলেন, অতএব যতদিন হৃদয়ে কোমলতা সরলতা দয়ালুতা ন্যায়পরায়ণতা নিষ্কামতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মত প্রকৃত সজ্জ হইতে না পারা যাইবে ততদিন ভগবৎপ্রাপ্তির কোন আশাই করা উচিত নহে, অতএব ভগবৎকৃপা লা করিতে হইলে সদাচার পবিত্র আহার ও বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম এবং মহাপুরুষের মহনীয়চরিত্র অনুশীলন ভগবৎক শ্রবণ কীর্ত্তন ও আধ্যাত্মিক সদুপদেশ প্রভৃতির দ্বারা অন্তর বাহির উভয় দিক দিয়া নিজেকে সম্প পবিত্র করিতেই হইবে, এই জন্য এই অধ্যায়ে ভগবান্ বিশেষ আলোচনা করিয়া কর্ম্মের রহস্য উদ্ঘাট করিয়া দেখাইলেন যে নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারাই পবিত্র হইয়া লোক মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে সন্ন্যাসে প্রয়োজনই হয় না। এবং পরেও বলিবেন "যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ" অর্থাৎ পূজা হো দান ও তপস্যা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, বরং অবশ্যই করা উচিত, কারণ এইগুলি লোকে পবিত্র করে ইত্যাদি, এবং এই অধ্যায়ের শেষে বলিলেন কাম ক্রোধ প্রভৃতি সহজাত দুষ্টভাবগুলিকে হৃ হইতে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে, কারণ ইহারা সাধকের মহাশত্রু, ইহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ করিয়া লোক ধন্য হইবে। ইহাই এই অধ্যা সারসঙ্কলন জানিবেন। কিন্তু ভগবান যতই উপদেশ দান করুন যাহারা স্বার্থান্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক দুর্ব্বৃ করে উপদেশের দ্বারা তাহাদের কিছুই প্রতীকার হয় না, তাহাদের জন্য দুর্য্যোধনের মত প্রচণ্ড দণ্ডনী উপযুক্ত প্রতীকার জানিবেন। ভগবান পর্য্যন্ত কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে বহু সদুপদেশ দিয়াছিলেন, তাহ ফলে ঐ বড় গুণ্ডাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া তিনি পর্য্যন্ত বন্দী হইয়া পড়িতেছিলেন, শেষে তাঁহাকে নিজের ঐশ্ব প্রদর্শন করাইয়া তবে আত্মরক্ষা করিতে হয়। ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? ৪৩

* অহিংসাসত্যমস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ। শৌচসন্তোষত্যাগস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। যোগশ

শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্যকৃত গীতা পুষ্পাঞ্জলির তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।